ত্যজ তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্ম্মিকানুপসেব্যচ ॥
কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীং।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সন্তর ॥
অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরং।
অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ সচ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ।
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেবিতং ॥
ক্ষমাসত্যার্জ্জবং শৌচং সতামাচারদর্শনং।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো অহিংসানিরতাঃ সদা ॥
পরুষঞ্চ ন ভাষন্তে সদা সন্তোদ্বিজপ্রিয়াঃ।
ন্যায়োপেতাগুণোপেতাঃসর্ব্বলোকহিতৈষিণঃ ॥
সন্তঃ স্বর্গজিতাঃ শুক্লাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে।
দাতারঃ সংবিভক্তারোদীনানুগ্রহকারিণঃ ॥
সর্ব্বপূজ্যাঃ শ্রুতধনাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥
দাননিষ্ঠাঃ সুখাল্লোকানাপ্নুবন্তীহ শ্রিয়ং।
লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তোধর্ম্মমাত্মহিতানি চ ॥
অদ্রোহোনাভিমানশ্চহ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ।
ধীমন্তোধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ ॥
অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তেসন্তোলোকসাক্ষিণঃ।
সর্ব্বত্রচ দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণবেদিনঃ ॥
গচ্ছন্তীহ সুসন্তুষ্টাধর্ম্মোপস্থানমুত্তমং।
শিষ্টাচারামহাত্মানোযেষাং ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ ॥
অনসূয়া ক্ষমাশান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
কামক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচারনিষেবনং ॥
কর্ম্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমং।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতাঃ ॥

বিজ্ঞাপন

"পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। ইহার মূল্য চারি আনা।

প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে ইহার এক খানা প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

The Editor of the *Calcutta Standard* was pleased to publish a translation from our Puttrika in his issue of the 3rd instant, and with his remarks on the article, politely offered us a challenge to a discussion on Christianity. We cordially accept the challenge, in as much as it will give us a fresh opportunity of laying before our readers and the Christian community, a fair and correct view of the claims of Christianity on the attention and veneration of mankind. The Editor says, "let him derive his matter from any source he pleases; only let it be such as he is willing to stake his credit upon, before the English and native community." Let us assure our contemporary that we willingly offer to stake our credit, even before the world at large, upon the source from which we shall derive our matter. But will he himself enter into the same conditions which he requires us to abide by? Will he stake his own credit upon the issue of the discussion? We hope he will. But the mere observance of such conditions on his part, is not enough for our purpose. He must keep his temper in the heat of discussion. This is a great requisite in a controversial writer and it is a requisite which we are sorry to say, we have not hitherto observed in those who have come forward to discuss on religious topics. And we fear the Editor of the *Standard* will sin like his predecessors. He has already given us enough of his temper to judge of the extent of controul he will hereafter exercise over it. We do not mean to speak disparagingly of his character or of his talents. On the contrary we have a high opinion of them both—and we know moreover, that we shall meet from him with as much justice as we can possibly expect from any quarter.

It has been asked "why, since the Puttrika disapproves so strongly of the conduct of the missionaries in not having formally answered the "*Rational Analysis of the Gospel*," he has never formally answered the vile remarks made by the missionaries on the Shastras he professes to revere." It appears that the Editor is not at all aware of our religious views. He has taken us for what we never profess to be. We do not, in the least, revere the Shastras which it has been the object of missionaries to vilify and voceferate so loudly against. On the contrary it has been our constant aim to put down every religious book which forms the basis of idolatry in our country. Vaidantism is our creed and Oopunishud our book of religion. When any attempts have been made by the missionaries to throw discredit upon the doctrines inculcated in that book, we have never hesitated to do what we possibly could, to repel those attempts. But we have nothing to do with the Shastras to which our contemporary alludes. We shall rather rejoice when a good analysis is made of their contents, and the follies which they teach, held up to public ridicule.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থ ভাগ
৩৩ সংখ্যা
১ বৈশাখ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
প্রধান উপাচার্য্য।

শুক্ল পক্ষের আরম্ভাবধি চন্দ্রের কলা যদিও প্রতি নিমেষে বৃদ্ধি হয়, তথাপি অষ্ট প্রহরের পর এককালে তাহার অধিক বৃদ্ধি দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মে, তদ্রূপ সমস্ত বৎসর পরে অদ্য এই নূতন বর্ষের প্রথম দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইতেছি। এইক্ষণে ব্রহ্মোপাসনার বিস্তার জন্য এই নগর মধ্যে যে প্রকার আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রতিবন্ধক সকল মোচনের নিমিত্তে যে প্রকার লোকের উৎসাহ হইয়াছে, তাহা পরাধীন হইয়া অবধি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই। উৎসাহের বিশেষ চিহ্ন এই যে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালে বিংশতি ব্যক্তি একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল, এইক্ষণে তাহা প্রতি সমাজ কালে উপাসকদিগের দ্বারা এপ্রকার পরিপূর্ণ হয় যে অনেকে উপবেশনের নিমিত্তে স্থানও প্রাপ্ত হয়েন না। এই উৎসাহ কেবল কলিকাতা নগরী মধ্যে বদ্ধ নহে, ইহা হইতে দূরস্থ নানা স্থানে বিশেষ আলোচনা হইতেছে। সুখসাগর, বংশবাটী, মন্থনপুর, পাণিহাটী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বিশিষ্ট রূপে ব্রাহ্মসমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতি সপ্তাহে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি একত্র হইয়া নিয়মিত রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। অধিক আনন্দের বিষয় এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গোচর হইবার পূর্ব্বে নানা স্থানের লোকেরা আপনা হইতে আগ্র হইয়া ইহার কার্য্য সিদ্ধি জন্য যত্ন করিতেছেন, এবং বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন —এ সভা সুখসাগর প্রভৃতি গ্রামস্থ সমাজের বাষ্পও না জানিতে তথাকার কার্য্য সুশৃঙ্খলা রূপে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব এই সমূহ মঙ্গলের উন্নতি জন্য সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে একান্ত চিত্তে ধন্যবাদ করি, এবং প্রার্থনা করি যে সমুদয় ভারতবর্ষকে আত্ম জ্ঞানে উজ্জ্বল করুন।

ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
সহ্যেকএব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানাঃ
নৈবাপ্তভাবমুপয়ান্তি ন চ স্থিরত্বং॥

ইতঃ পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে চতুর্ব্বর্ণ মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা হইতে ক্রমশঃ নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ স্বীয় স্বীয় গুণ কর্ম্মানুসারে উচ্চ বা নীচ পদে স্থাপিত হইয়াছেন, এবং এই নিমিত্তে পুরাণাদিতে এই আখ্যায়িকা আছে যে ব্রহ্মা আপনার উত্তমাধম অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি তাঁহারদিগের বিশেষ বৃত্তি ছিল, এপ্রযুক্ত কল্পনা হইয়াছে যে তাঁহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। রাজ্য ও ধর্ম্ম পালন জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি, অতএব এই রূপ আরোপ হইয়াছে যে ব্রহ্মার বলিষ্ঠ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহু হইতে তাঁহারদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈশ্যেরা কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা লোক যাত্রা নির্ব্বাহের হেতু হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মার উরুদেশোদ্ভব বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এবং দাসত্ব প্রভৃতি অন্য অন্য ইতর বৃত্তি প্রযুক্ত শূদ্রেরা তাঁহার পদোদ্ভব বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
মনুঃ॥

লোক বৃদ্ধির নিমিত্তে মুখ, বাহু, উরু, পদ এই চারি অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা যথা ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

কল্পিত শরীরি ব্রহ্মার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে প্রতি বর্ণের যে উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা ফলিতার্থ নহে। বস্তুতঃ জ্ঞান স্বরূপ অশরীরি পরব্রহ্ম হইতে এই সমুদয় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্য সকল প্রথমতঃ এক মাত্র বর্ণ থাকিয়া পরে স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
মহাভারতীয়মোক্ষধর্ম্মঃ॥

এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ব্ব সৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাম ভোগে প্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধি, প্রিয়সাহস, রজোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজ সকল স্বধর্ম্ম ত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন। রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত প্রযুক্ত যে সকল দ্বিজ গাভি এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। হিংসা মিথ্যা কুক্রিয়ালুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবি অশুদ্ধ চিত্ত যে সকল তমোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজ তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

পূর্ব্বে এই চতুর্ব্বর্ণ মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সহিত পরস্পর বিবাহ প্রযুক্ত নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কন্যাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় কন্যাকে, বৈশ্য বৈশ্য কন্যাকে এবং শূদ্র শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে তদ্দ্বারা উৎপন্ন সন্তান সজাতি প্রাপ্ত হয়েন, অন্য প্রকারে বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন সন্তান ভিন্ন জাতীয় হয়েন।

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাস্তু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

সমান বর্ণের সহিত বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন পুত্র সমান জাতি হয়। এ প্রকার অনিন্দিত বিবাহে জাত পুত্রদিগের সন্তান বৃদ্ধি হয়।

মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে যে সকল বর্ণসঙ্করের নাম দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অনেকের নাম এ দেশে কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শাস্ত্র প্রাপ্ত সেই সকল বর্ণসঙ্করের বৃত্তির সহিত এইক্ষণকার অনেক জাতির ব্যবসায় ও ব্যবহারের সমন্বয় করিলে অনুমান হয় যে পূর্ব্বের সেই সমুদয় জাতি এককালে নষ্ট হয় নাই, অনেকের নাম মাত্র পরিবর্ত্ত হইয়া তাহারা স্থানে স্থানে বসতি করিতেছে। মনুও এই রূপে তাহারদিগের পরিচয় জানিবার উপায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্নাবা প্রকাশাবা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
মনুঃ॥

এই সমুদয় বর্ণসঙ্কর তাহারদিগের পিতা মাতার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, ইঁহারা গুপ্ত থাকুন আর প্রকাশই থাকুন, ইঁহারদিগের কর্ম্ম দ্বারা পরিচয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক বর্ণের উৎপত্তি হয়। ইহাঁরা এপ্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ি বৈদ্য নামে খ্যাত আছেন।

দেবল দ্বারা বৈশ্য কন্যার গর্ভে দৈবজ্ঞের উৎপত্তি হয়, তাঁহারদিগের তিথি বার বিবেচনা বৃত্তি।

*দেবলাদ্ব্রাহ্মণকোজাতোবৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি তিথিবারবিবেচনং॥
পরাশরপদ্ধতিঃ॥

ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কন্যা হইতে ভট্টের উৎপত্তি হয়।

ক্ষত্রিয়াদিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোঽনুবাচকঃ॥
যুধিষ্ঠিরপরস্তুরামসম্বাদঃ॥

মৃত দান এবং অগ্রে দান গ্রহণ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া অগ্রদানী হইলেন; অগ্রদানী বর্ণসঙ্কর নহেন।

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রেদানং গৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং॥

ব্রাহ্মণ লোভাক্রান্ত হইয়া অগ্রে শূদ্রের দান এবং মৃতদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত অগ্রদানী শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

আপনার অপেক্ষা এক মাত্র নীচ বর্ণ হইতে ভার্য্যা গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন সন্তানকে পিতৃ সদৃশ জাতি নামে মুনিরা উক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈশ্য দ্বারা শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি করণ শব্দে বলিয়াছেন, এই করণ জাতিকে কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া অনুমান করেন।

অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থইতি খ্যাতঃ॥
ভরতঃ॥

ইহার লিখন বৃত্তি, ইহার নাম কায়স্থ।

বঙ্গদেশের দক্ষিণে করণ কায়স্থ নামক একজাতি কায়স্থ আছে, অনুমান করি তাহারাই এই বৈশ্য শূদ্রাজাত করণ জাতি হইবেক। সামান্য কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে কমলাকর ভট্ট কহেন যে বৈদেহের§ ঔরসে এবং মাহিষ্য কন্যার গর্ভে কায়স্থের জন্ম হয়।

*দেব পরিচারণা যাহারদিগের উপজীবিকা তাহারাই দেবল ব্রাহ্মণ।

§ বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণী দ্বারা বৈদেহের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা দ্বারা মাহিষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

মাহিষ্যবণিতাসূনুর্বৈদেহাৎ যঃ প্রসূয়তে।
সকায়স্থইতি প্রোক্তস্তস্য ধর্ম্মোবিধীয়তে॥
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং সমমাচরেৎ॥
কমলাকরভট্টকৃতশূদ্রধর্ম্মতত্ত্বং॥

যে প্রকার দ্বিজ সেবা ও অন্য অন্য শিল্প কার্য্য মাত্র সামান্য শূদ্রের প্রধান বৃত্তি তাহা কায়স্থের বৃত্তি নহে; যেহেতু যে দেশে যে কোন গ্রন্থে কায়স্থের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই কায়স্থকে লিপিকর বলিয়া শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য করিয়াছেন, এবং ইদানীন্তন আচার ব্যবহারেরও সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

মনু স্মৃতি অনুসারে শূদ্রের ঔরসে এবং বৈশ্যার গর্ভে আযোগব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়; কাষ্ঠ তক্ষণ তাহারদিগের বৃত্তি। সম্ভবতঃ তাহারাই ইদানীন্তন সূত্রধর নামে খ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র কন্যা দ্বারা নিষাদ বা পারশব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, মৎস্য ধরণ তাহারদিগের বৃত্তি; বোধ হয় তাহারাই ধীবর নামে এইক্ষণে খ্যাত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্র কন্যার গর্ভে উগ্র নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়; এপ্রদেশে ইহারা আগরী নামে খ্যাত আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে আভীর জাতির উৎপত্তি হয়। পারশবের ঔরসে এবং আযোগবস্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম হয়; নৌকাবাহন ইহারদিগের বৃত্তি। নিষাদ এবং বৈদেহস্ত্রী হইতে কারাবর নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, মনু তাহারদিগকে চর্ম্মকার বলিয়াছেন।

শূদ্র এবং ব্রাহ্মণী দ্বারা যে চণ্ডালের উৎপত্তি ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। ব্যাস সংহিতাতে তিন প্রকার চণ্ডালের গণনা করিয়াছেন।

কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
ব্যাসসংহিতা॥

অবিবাহিতা কন্যা হইতে এক প্রকার চণ্ডালের জন্ম, সগোত্রীয় কন্যার গর্ভে দ্বিতীয় প্রকার চণ্ডালের জন্ম, এবং শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে তৃতীয় প্রকার চণ্ডালের উৎপত্তি হয়।

মনুতে আরও প্রাপ্ত হইতেছে যে বৈদেহ ও অম্বষ্ঠ কন্যা হইতে বেণ নামক এক জাতি

উদ্ভব হয়; বাদ্যভাণ্ড বাদন তাহারদিগের বৃত্তি। সম্ভবতঃ তাহারাই ইদানীন্তন বাদ্যকর, ইতর ভাষাতে 'বাইতি' শব্দে উক্ত হয়। শূদ্র ও ক্ষত্রিয় কন্যা হইতে ক্ষত্তা, নিষাদ ও শূদ্রকন্যা হইতে পুক্কস, বৈদেহ ও কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ্র, বৈদেহ ও নিষাদ স্ত্রী হইতে মেদ, দস্যু* ও আযোগবস্ত্রী হইতে সৈরিন্ধ্র উৎপন্ন হইয়াছে; পশু বধ বন্ধনাদি ইহারদিগের বৃত্তি; সম্ভবতঃ ইহারাই নানা প্রকার ব্যাধ নামক জাতি। চণ্ডাল এবং নিষাদ স্ত্রী হইতে অন্ত্যাবসায়ী নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারদিগের শ্মশান বৃত্তি, এবং ইহারা নগর প্রান্তে বাস করে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণানুসারে শঙ্খকার, কাংস্যকার, ও গান্ধিকবণিক্, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কুম্ভকার ও তন্তুবায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পত্নী দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ার দ্বারা কর্ম্মকারের জন্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা দ্বারা রাজপুত্রের জন্ম, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা গোপের জন্ম, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রার দ্বারা নাপিত ও মোদকের জন্ম, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণীর দ্বারা মালাকারের জন্ম, বৈশ্য ও শূদ্রার দ্বারা তাম্বুলি ও তৈলিকের জন্ম, করণ এবং বৈশ্যার দ্বারা রজকের জন্ম, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যার দ্বারা স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিকের জন্ম, গোপ এবং বৈশ্যার দ্বারা তৈলকারকের জন্ম, গোপ ও শূদ্রার দ্বারা শৌণ্ডিকের জন্ম, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র কন্যার দ্বারা বরজীবির জন্ম, ধীবর ও শূদ্রার দ্বারা মল্ল‡ জাতির জন্ম, তৈলকার ও বৈশ্যার দ্বারা দোলাবাহির জন্ম, এবং স্বর্ণকার ও বৈদ্যপত্নীর দ্বারা মলগ্রাহির জন্ম হয়।

পরাশর পদ্ধতি অনুসারে গান্ধিকবণিক্ ও শঙ্খকার কন্যা দ্বারা তাম্রকারের জন্ম, শঙ্খকার ও তাম্রকার কন্যা দ্বারা মণিকারের জন্ম, মণিকার ও কর্ম্মকার কন্যা দ্বারা পট্টকারের জন্ম, এবং পট্টকার ও মণিকার কন্যা দ্বারা স্থপতির জন্ম হয়। ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ স্থপতির বৃত্তি। এই স্থপতির দ্বারা গান্ধিকবণিক্ কন্যার গর্ভে চিত্রকারের জন্ম হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে বেশধারির দ্বারা গঙ্গাপুত্র কন্যার গর্ভে যুঙ্গীর উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বারা রাজপুত্রীর গর্ভে তীবর নামক জাতি উৎপন্ন হয়। তীবর দ্বারা রজকীর গর্ভে কোদালীর জন্ম হয়। চণ্ডালের দ্বারা চর্ম্মকারীর গর্ভে মাংসচ্ছেদির উৎপত্তি হয়। তীবরের দ্বারা তৈলকার কন্যার গর্ভে লেটের উৎপত্তি হয়। লেটের দ্বারা চাণ্ডালীর গর্ভে হড্ডি এবং ডম এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়।

পুরাণ তন্ত্রাদি গ্রন্থে এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে রাজপুত্রের যে প্রকার উৎপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও তন্ত্রে তাহার অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ইহাকে ক্ষত্রিয় এবং করণ কন্যার সন্তান বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তন্ত্রে ইহাকে বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠ কন্যার সন্তান বলিয়া ধৃত করিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে শঙ্খকার এবং কাংশ্যকার অম্বষ্ঠের সহিত সমান বর্ণোদ্ভব বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রে শঙ্খকারকে রাজপুত্র ও গান্ধিকবণিকের সন্তান বলিয়াছেন, এবং কাংশ্যকারকে তাম্রকূট ও শঙ্খকারের সন্তান রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে এক বৃত্তি ব্যবসায় প্রযুক্ত ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতি এক নামে খ্যাত হইয়াছে।

সূত, শ্বপাক, কুক্কুটক, ঝল্ল, নট, খস, আবৃত, সোপাক, পাণ্ডুসোপাক প্রভৃতি অনেক জাতির নাম মন্বাদি স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এইক্ষণে তাহারদিগের কোন চিহ্নও প্রাপ্ত হয় না। অনুমান হয় তাহারা পর্ব্বত গহ্বরে বা অরণ্যে বা অন্য কোন দুর্গম স্থানে পূর্ব্ব নামে বা অন্য নামে বাস করিতেছে। ইদানীন্তন শঙ্খকার, কাংস্যকার, স্বর্ণকার, মালাকার, মোদক, রজক প্রভৃতি যে সকল জাতিতে বঙ্গদেশ পূর্ণ রহিয়াছে, তাহারদিগের নাম প্রাচীন মনু প্রভৃতির গ্রন্থে প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে এই অনুমান হয় যে মন্বাদির বর্ত্তমান কালে এই সকল জাতির উৎপত্তি হয় নাই। ক্রমশঃ ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা এককালের প্রচলিত জাতি সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন নানা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভয় অবস্থার ব্যবধান কাল যে কত দীর্ঘ তাহা কে বলিতে পারে?

* যাহারা দুর্ব্ব্যবহার জন্য জাতিচ্যুত হইয়াছে তাহারদিগের নাম দস্যু।

‡ সম্ভবতঃ ইহারাই এদেশে মালা নামে খ্যাত আছে॥

ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং অম্বষ্ঠাদি সঙ্কর জাতি যদিও এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ বিস্তারিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারদিগের আচার ব্যবহার মর্য্যাদার নিয়ম অনেক পরিমাণে অন্যথা হইয়াছে। প্রাচীন কালে জ্ঞান এবং কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণে বিভক্ত হইতেন। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিতেন, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন জন্য যুদ্ধ বিগ্রহাদি রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, বৈশ্যেরা বাণিজ্যাদির দ্বারা দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেন, এবং শূদ্রেরা শিল্পাদি অপরাপর কর্ম্মেতে স্বতরাং প্রবিষ্ট থাকিতেন; ইহাতে রাজ্যের কর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইত। তৎ কালে কেবল জ্ঞান এবং সুকৃতই যে পূজার পাত্র ছিল, এবং তন্নিমিত্তেই যে চাতুর্ব্বর্ণের সম্ভ্রমের তারতম্য ছিল, তাহা পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতিতে বিস্তারিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছে।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র সব্রাহ্মণইতি স্মৃতঃ॥
মহাভারতং॥

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

জিতেন্দ্রিয়োধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
মহাভারতং॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে ব্যক্তি কাম ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

যস্য চাত্মসমোলোকোধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
মহাভারতং॥

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য দেখেন, এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্নবিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনোমহান্॥
মনুঃ। ২ অ॥

অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু থাকিলে মহত্ত্ব হয় না, ঋষিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে আমারদিগের মধ্যে যিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃস্থবিরং বিদুঃ॥
মনুঃ। ২ অ॥

শুক্ল কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান্ হয়েন, তবে তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

এইক্ষণকার কুলীনের ন্যায় সর্ব্বগুণ বর্জ্জিত হইলেও যে পৈতৃক আদরে তুল্যরূপে পূজিত হইবেন, এদৃষ্টান্ত পূর্ব্বকালে আমারদিগের দেশে কুত্রাপি ছিল না। জগদীশ্বরের অখণ্ড নিয়মানুসারে সন্তান পিতামাতার স্বভাব অনেক পরিমাণে অধিকার করে, অতএব সামান্যতঃ সকলে পুত্রকে স্বীয় বৃত্তি শিক্ষা করাইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া যদি জ্ঞান ধর্ম্মের অধিকারী না হইতেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ যোগ্য সম্মান কদাপি প্রাপ্ত হইতেন না।

যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
মনুঃ। ২ অ॥

কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগ, এবং অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ এই তিন কেবল নাম মাত্র ধারণ করে।

যথা ষণ্ডোঽফলঃস্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজেঽফলংদানং তথা বিপ্রোঽনৃচোফলঃ॥
মনুঃ। ২ অ॥

নপুংসক যেমন স্ত্রীর প্রতি নিষ্ফল, এবং গাভী যেমন গাভীর প্রতি নিষ্ফলা, এবং অজের প্রতি দান যে প্রকার নিষ্ফল, অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তদ্রূপ নিষ্ফল।

পূর্ব্বে প্রয়োজন এবং ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের বৃত্তি এবং ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধও ছিল না।

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহস্য প্রত্যনন্তরঃ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

স্বীয় বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ যদি জীবিকা উপার্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম দ্বারা জীবিত হইবেন, যেহেতু সেই তাঁহার নিকটাবর্ত্তি বৃত্তি।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥
মনুঃ। ১০ অ॥

স্বীয় বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি উভয় দ্বারা উপজীবিকা

লাভে যদি অসমর্থ হয়েন, তবে কৃষি গোরক্ষণ প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন।

ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতোধর্ম্মনৈপুণং।
বিট্‌ পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনং॥
মনুঃ। ১০ অ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা জীবন পালনে অসমর্থ হয়েন, তবে বৈশ্যের বিক্রেয় ধন বৃদ্ধিকর দ্রব্যের বাণিজ্য করিবেন।

বৈশ্যোজ্জীবন্‌ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
মনুঃ। ১০ অ॥

বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জনে অশক্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি করিবেন।

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাং।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তোজীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

উপায় হীন স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার যাহার এমত শূদ্র দ্বিজ শুশ্রূষাতে অক্ষম হইলে শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিত থাকিবেক।

এইক্ষণকার দেহশুশ্রূষু ভৃত্য যাহারা, কেবল তাহারাই পূর্ব্বকালে শূদ্র রূপে গণ্য ছিল, বৃত্তি বিচারতঃ তাহারাই প্রকৃত শূদ্র। গোরক্ষক কৃষিকর্ম্মকারি ব্যবসায়ি যে সকল সামান্য লোক বৈশ্য নামে খ্যাত ছিল, তাহারদিগেরও ভৃত্য যাহারা তাহারা যখন শূদ্র, তখন সেবা বা কোন সামান্য শিল্প কার্য্য ব্যতীত সে শূদ্রের দ্বারা অন্য আর কি কর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু শূদ্র সন্তান যদি মহৎ কার্য্যে সমর্থ হইতেন, তবে তাহার অনুষ্ঠান করিবার নিষেধ তাঁহার প্রতি ছিল না, বরঞ্চ তদ্দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত।

যথা যথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথাতথেমঞ্চামুঞ্চ লোকংপ্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

অনিন্দুক যে শূদ্র সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের যে প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে, তদ্রূপ অনিন্দিত হইয়া ইহকালে যশঃ পরকালে স্বর্গলাভ করে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাংবিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
মনুঃ। ২ অ॥

শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি ইতর হইতে শুভ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, অতি অন্ত্যজ জাতি হইতেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এবং দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেন।

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নোদ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎসেব্যইতিব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারোন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥
সর্ব্বোয়ং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রোভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণোবা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥
মহাভারতীয়আনুশাসনিকপর্ব্ব॥

শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র আগম সম্পন্ন সংস্কার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বসঙ্কর ভোজনকারি ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত যে শূদ্র সন্তান, তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্র সন্তান যদি শুভ কর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান এই আমার অভিপ্রায়, অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে ধৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে যে প্রকারে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে কহিলাম।

বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া গুণ কর্ম্মানুসারে যে হইত, ইহার ভূরি বিধি দৃষ্ট হইতেছে, সেই বিধি অনুসারে পুরাণাদিতে শত শত দৃষ্টান্তস্থলও প্রাপ্ত হইতেছে। বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহার আরও যথেষ্ট প্রমাণ পুরাণে প্রাপ্ত হইতেছে।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যতঃ
কণ্বায়নাদ্বিজা বভূবুঃ।
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়

ক্ষত্রিয় যে অপ্রতিরথ তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়োনামপুত্রোভূৎ তস্য ত্রয্যারুণপুষ্করিণৌ কপিশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগাম।
বিষ্ণু। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়।

মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার তিন পুত্র ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ, এবং কপি। এই তিন জনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

দিবোদাসস্য দায়াদোব্রহ্মর্ষির্মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমোমৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥
মহাভারতীয়হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়॥

ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম; তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইলেন।

বিশেষতঃ এক এক বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হইতেছে। মনু বৈবস্বতের কোন পুত্রের সন্তান ক্ষত্রিয় হয়, কোন পুত্রের সন্তান বৈশ্য হয়, কোন পুত্র বা শূদ্র হয়, এবং অবশিষ্ট কোন কোন পুত্র ব্রাহ্মণই থাকিলেন।

করূষাৎ কারূষামহাবলাঃ ক্ষত্রিয়াবভূবুঃ।
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়॥

মনু বৈবস্বতের পুত্র করূষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন।

নাভাগোনেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়॥

মনু বৈবস্বতের পুত্র যে নেদিষ্ট তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন।

পৃষধ্রুস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়॥

মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর এক গাভী হনন করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
মহাভারতীয়হরিবংশ। ১১ অধ্যায়॥

নাভাগারিষ্টের* দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন।

কাশলেশগৃৎসমদাস্ত্রয়োঽস্যাভবন্‌।
গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতা॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

সুনহোত্রের তিন পুত্র, কাশ, লেশ‖ এবং গৃৎসমদ; গৃৎসমদের পুত্র শৌনক,† ইঁহার বংশে চারিবর্ণ উৎপন্ন হয়।

পুত্রোগৃৎসমদস্য চ শুনকোযস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃশূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥
বায়ুপুরাণ।

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক, তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন।

সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ শলশ্চ‖ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ॥
পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকোযস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
মহাভারতীয়হরিবংশ। ২৯ অধ্যায়॥

ধৃষ্টকেতুস্ততশ্চ বৈণুহোত্রস্ততশ্চ ভার্গঃ
ভার্গস্য ভার্গভূমিরতশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়॥

ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের উদ্ভব হয়।

বৎসস্য বৎস্যভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতে অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ জাতাবংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃশূদ্রাশ্চ ভারতর্ষভ॥
মহাভারতীয়হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়।

বৎসের বৎসভূমি আর ভার্গবের ভার্গভূমি। ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণেই বিভক্ত হয়েন।

অতি পূর্ব্বকালে যখন কেবল গুণ কর্ম্ম দ্বারা বর্ণের প্রভেদ হইত—যখন এক পিতার চারি পুত্র চারি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন, তখন সকল বর্ণের সহিত পরস্পর ভোজ্যান্নতার যে প্রতিবন্ধক ছিল ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তৎপরে যখন চারি বর্ণ নির্দ্দিষ্ট রূপে শ্রেণী বদ্ধ হইয়াছিল, তখনও আহারের নিয়ম এইক্ষণকার ন্যায় কঠিন ছিল না। যে প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের পরস্পর ভোজ্যান্নতা ছিল, তদ্রূপ শূদ্রের অন্ন তাঁহারা গ্রহণ করিতেন।

ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥
আদিত্যপুরাণং॥

---

* বিষ্ণুপুরাণে নেদিষ্টকে কোন কোন স্থানে নাভাগনেদিষ্ট শব্দে কহিয়াছেন, এবং মহাভারতে এই নাভাগনেদিষ্টকে নাভাগারিষ্ট বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। নেদিষ্টের পুত্র অপকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা একবার বৈশ্য হইয়া পুনর্ব্বার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

† বায়ুপুরাণে ও মহাভারতে শৌনক গৃৎসমদের পৌত্র রূপে উক্ত হইয়াছেন।

‖ বিষ্ণুপুরাণোক্ত 'লেশ' এবং মহাভারতোক্ত 'শল' এই দুই নাম এক জনেরই নাম বোধ হইতেছে।

শূদ্রাস্তু যেঽনপরাভবন্তি ব্রতান্বিতাবিপ্রপরায়ণাস্তু। অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং ভবেদ্দ্বিজৈর্দুষ্টমিদংপুরাতনৈঃ॥
বহ্নিপুরাণং॥

যখন এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন তত্তৎ বর্ণের যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা ছিল তাহাতে সংশয় কি? তৎকালে এই প্রকার ভোজ্যান্নতার নিয়ম সহজ থাকাতে সংসার নির্ব্বাহের অনেক প্রতিবন্ধক ছিল না, তজ্জন্য এইক্ষণকার ন্যায় সমুদ্র যাতায়াত দ্বারা বিদেশ গমনাগমনেরও নিবারণ ছিল না, বরঞ্চ তাহার বিধি জ্ঞাপক বাক্য প্রাপ্ত হইতেছে।

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালংতরোভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণং॥
মনুঃ। ৮ অ॥

দীর্ঘপথ অর্থাৎ অধিক দূরে গমন করিলে দেশ কাল বিশেষে যে পোতমূল্যের তারতম্য রূপে নির্দ্দেশ আছে, ইহা নদী বিষয়ে জানিবে, সমুদ্রে গমন করিলে এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, যেহেতু সমুদ্রে কেবল বায়ুর প্রতি গমনের নির্ভর থাকাতে নদীর ন্যায় ক্রোশ বা যোজন অনুসারে মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না।

এই সমুদয় পুরাবৃত্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে জ্ঞান এবং চরিত্রের তারতম্য অনুসারেই বর্ণের তারতম্য হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহার পূর্ণ বিপর্য্যয় হইয়াছে — বর্ণের উৎকৃষ্টতা বিষয়ে জ্ঞান ধর্ম্মের বিবেচনা লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে জ্ঞান ধর্ম্ম শূন্য ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বিপ্র কুলোদ্ভব হইলে তাহার তাদৃশ মর্য্যাদা কদাপি থাকিত না, এবং ব্রাহ্মণের কোন অপক্রিয়া তৎকালে অশাসিত রহিত না। কিন্তু এইক্ষণে তিনি তাবৎ জীবন শাস্ত্রের প্রতি একবার অবলোকন না করুন; বেদ বিরুদ্ধ সমুদয় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকুন; ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, চৌর্য্য প্রভৃতি তাঁহার সমুদয় জীবনের সংকল্পিত কার্য্য হউক, তথাপি তাঁহার ব্রহ্মণ্য মর্য্যাদার বিশেষ ত্রুটি হয় না। কর্ম্মগত যে বর্ণ, এইক্ষণে তাহার ভদ্রাভদ্র বিচার বিষয়ে চরিত্রের বিবেচনা কেহ করেন না, কেবল ভোজ্যান্নতার সংশ্রবাসংশ্রবের আন্দোলনেই সকলে ব্যস্ত; তাহারও যে প্রকার পদ্ধতি তাহাতে মঙ্গল দূরে থাকুক, বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ প্রভৃতি নানা অমঙ্গলেরই উদয় হয়।

কঠোপনিষৎ

তৃতীয়া বল্লী

ঋতম্পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১॥

অধুনা প্রাপ্তব্যগন্তৃগন্তব্যবিবেকার্থং দ্বাবাত্মানাবুপন্যস্যেতে। 'ঋতং' সত্যমবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং 'পিবন্তৌ' একস্তত্র কর্ম্মফলম্পিবতি ভুংক্তে নেতরঃ তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতে। 'সুকৃতস্য' স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতং ইতিপূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'লোকে' শরীরে 'গুহাং' গুহায়াংবুদ্ধৌ 'প্রবিষ্টৌ'। 'পরমে' বাহ্যপুরুষাপেক্ষয়া পরম্যং। 'পরার্দ্ধে' পরস্য চ ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। তস্মিন্ হি পরব্রহ্মোপলক্ষ্যতে। তৌ চ 'ছায়াতপৌ' ইব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণএব বদন্তি 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ 'যে চ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিঃকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতোয়ৈস্তে॥ ১॥

আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে জীবাত্মা ভোগ করেন, আর পরমাত্মা সেই ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন, আর এই পরমাত্মা এবং জীবাত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, এই জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা এবং ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন॥ ১॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মা যিনি তিনি আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করেন। যদি তিনি কোন কুৎসিত কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল দুঃখ ভোগ করেন, এবং যদি শুভ কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল সুখ ভোগ করেন; কিন্তু সুখ দুঃখ ফল ভোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহা সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে জীবাত্মা করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। জীবাত্মা যেমন হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, তাহার অন্তরাত্মা এবং অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা যিনি তিনিও সেই হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট

আছেন, যেহেতু হৃদয়াকাশ সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হইয়াছে। ছায়া এবং প্রকাশ যত ভিন্ন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তত ভিন্ন হইয়াছেন॥ ১॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং।
অভয়ন্তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি॥ ২॥

'যঃ সেতুঃ' 'ঈজানানাং' যজমানানাং কর্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থত্বাৎ। 'নাচিকেতং' নাচিকেতোঽগ্নিঃতৎ বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ 'শকেমহি' শক্নুবন্তঃ। কিঞ্চ 'অভয়ং' ভয়শূন্যং সংসারস্য 'পারং' 'তিতীর্ষতাং' তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং 'যৎ' 'পরং' আশ্রয়ং 'অক্ষরং' আত্মাখ্যং 'ব্রহ্ম' তৃঞ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি। পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মিব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যইতি বাক্যার্থঃ॥ ২॥

যে অগ্নি সেতুর ন্যায় যজমানদিগের সহায় হইয়াছেন, সেই অগ্নিকে আমরা স্থাপন করিতে পারি; আর যাঁহারা ভয় শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি॥ ২॥

আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩॥

তত্র যউপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতোমোক্ষগমনায় সংসারগমনায় চ তস্য তদুভয়গমনে সাধনোরথঃ কল্প্যতে। তত্র 'আত্মানং' ঋতপং সংসারিণং 'রথিনং' রথস্বামিনং 'বিদ্ধি' বিজানীহি। 'শরীরং রথং এব তু' রথবদ্ধহয়স্থানীয়েরিন্দ্রিয়ৈরাকৃষ্যমানত্বাচ্ছরীরস্য। 'বুদ্ধিং তু' অধ্যবসায়লক্ষণং 'সারথিং বিদ্ধি' বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাচ্ছরীরস্য সারথিনেতৃপ্রধানইব রথঃ। 'মনঃ প্রগ্রহং এব চ' রশনাম্বেবিদ্ধি। মনসা হি গৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্ত্তন্তে রশনয়েবাশ্বাঃ॥ ৩॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে, শরীরকে রথ রূপে, এবং বুদ্ধিকে সারথি রূপে, আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান॥ ৩॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪॥

'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'হয়ান্ আহুঃ' রথকল্পনাকুশলাঃ শরীররথাকর্ষণসামান্যাৎ। 'তেষু' ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু 'গোচরান্' মার্গান্ রূপাদীন্ 'বিষয়ান্' বিদ্ধি। 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং' শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং 'ভোক্তা' সংসারী 'ইতি আহুঃ' 'মনীষিণঃ' বিবেকিনঃ॥ ৪॥

ইন্দ্রিয় গণকে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন, এবং শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহিয়াছেন। শরীর ইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট যে জীব, তাহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন॥ ৪॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥ ৫॥

'যঃতু' বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ 'অবিজ্ঞানবান্' অনিপুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ চ 'ভবতি' যথেতরোরথচর্য্যায়াং। 'অযুক্তেন' অপ্রগৃহীতেনামাহিতেন 'মনসা' প্রগ্রহস্থানীয়েন 'সদা' যুক্তোভবতি। 'তস্য' অকুশলস্য বুদ্ধিসারথেঃ 'ইন্দ্রিয়াণি' হয়স্থানীয়ানি 'অবশ্যানি' অশক্যনিবারণানি 'দুষ্টাশ্বাঃ' অদান্তাশ্বাঃ 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ' ভবন্তি॥ ৫॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না; যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব দুষ্টতা করে॥ ৫॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥ ৬॥

'যঃতু' পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতসারথিঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান্' নিপুণোবিবেকবান্। 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ 'সদা'। 'তস্য' অশ্বস্থানীয়ানি 'ইন্দ্রিয়াণি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুঞ্চ শক্যানি 'বশ্যানি' দান্তাঃ 'সদশ্বাঃ' 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ'॥ ৬॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে; যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে॥ ৬॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥

তত্র পূর্ব্বোক্তস্যাবিজ্ঞানবতোবুদ্ধিসারথেরিদমফলমাহ। 'যঃতু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্রগৃহীতমনস্কঃ সততএব 'অশুচিঃ সদা' এব। 'সঃ' রথী 'ন' 'তৎ' ব্রহ্ম যৎ পরং 'পদং' 'আপ্নোতি' তেন সারথিনা। ন কেবলং তন্নাপ্নোতি 'সংসারং চ' জন্মমরণলক্ষণং 'অধিগচ্ছতি'॥ ৭॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা অশুচি থাকে, সে সারথি দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকেই প্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে ॥ ৮ ॥

'যঃ তু' দ্বিতীয়ঃ 'বিজ্ঞানবান্' বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতোরথিবিদ্বান্ 'ভবতি' যুক্তমনাঃ 'সমনস্কঃ' সততএব 'সদা শুচিঃ'। 'সতুঃ তৎ পদং আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে ॥ ৮ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি নিপুণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা শুচি থাকে, সেই সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। যে পদ পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৯ ॥

'বিজ্ঞানসারথিঃ যঃ তু' যোবিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ 'মনঃ প্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচিঃ 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' পরমেবাধিগন্তব্যমিত্যেতৎ 'আপ্নোতি' 'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানং। তত্ত্বমাপ্নোতি বিদ্বান্ ॥ ৯ ॥

যে পুরুষের বুদ্ধি রূপ সারথি প্রবীণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে, সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

অতএব প্রবীণ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীকরণ পূর্ব্বক কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া ঈশ্বরের নিয়মিত কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যত্নশীল থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

প্রেরিত প্রশ্ন

সুবিজ্ঞ শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ চট্টরাজ গোস্বামী মহোদয় যে সকল প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান জন্য আমারদিগকে অতি শীলতার সহিত অনুরোধ করিয়াছেন, পরমাহ্লাদে তৎকার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

১ প্রশ্ন—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ, অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ বৃহৎ শব্দ বাচ্য নহে।

২ প্রশ্ন—ব্রহ্ম স্বাধীন না পরাধীন?

উত্তর—ব্রহ্ম স্বাধীন, যেহেতু তিনি নিরবলম্ব।

৩ প্রশ্ন—বাক্য শব্দের অর্থ কি?

৪ প্রশ্ন—বাক্য অক্ষর বিন্যাস ছলে কণ্ঠাদি রচিত না শব্দ মাত্র?

উত্তর—কণ্ঠাদির অভিঘাত জন্য যে শব্দের উৎপত্তি হয়, এবং যাহার কোন অর্থ থাকে, তাহাকে বাক্য বলা যায়। শব্দ মাত্র বাক্য হইতে পারে না।

৫ প্রশ্ন—বেদ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানকে বেদ বলা যায়। তাঁহার নিয়ম জ্ঞানকেও বেদ বলা যায়। পরমেশ্বর তন্নিষ্ঠ তপস্বি বিশেষ বিশেষ ঋষিদিগের মনে আপনার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানকে ও নিয়ম জ্ঞানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঋষিরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে গ্রন্থ বদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিলেন, সুতরাং তাহাতেও বেদ শব্দ প্রযোজ্য হয়।

৬ প্রশ্ন—বেদ নিত্য না রচিত?

উত্তর—পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান বেদ শব্দে যদি প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা অবশ্য নিত্য, যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানও তাঁহাতে নিত্যই আছে। কেবল ঈশ্বরের নিয়ম জ্ঞান যদি বেদ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা অনিত্য, যেহেতু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট তাবৎ নিয়মই যখন অনিত্য, তখন সেই সকল নিয়ম জ্ঞান যে অনিত্য তাহাতে সংশয় কি? আর পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও নিয়ম জ্ঞানের উদ্বোধক ঋষিপ্রণীত বাক্য সমূহ যদি বেদ শব্দে অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা রচিত জন্য সুতরাং অনিত্য। কিন্তু ইহাতেও যদি নিত্য শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার অভিপ্রায় আপেক্ষিক নিত্য ব্যতীত কখনও কূটস্থ নিত্য হইতে পারে না।

৭ প্রশ্ন—নিত্য শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, সেই নিত্য; এবং বেদেতে ইহাকেই কূটস্থ

নিত্য বলে। অনেক কাল স্থায়ী যে বস্তু তাহাকে আপেক্ষিক নিত্য বলা যায়।

৮ প্রশ্ন—নিত্য এক না অনেক?

উত্তর—নিত্য এক পরমেশ্বর মাত্র।

৯ প্রশ্ন—প্রমাণ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—যাহার দ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহার নাম প্রমাণ।

১০ প্রশ্ন—প্রমাণাধীন প্রমেয় না প্রমেয়াধীন প্রমাণ?

উত্তর—প্রমাণের অধীন প্রমেয়।

১১ প্রশ্ন—অতীন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাই অতীন্দ্রিয়।

১২ প্রশ্ন—অতীন্দ্রিয় অপরিজ্ঞাত না পরিজ্ঞাত?

উত্তর—অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোচর, কিন্তু অন্য প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

১৩ প্রশ্ন—অব্যক্ত শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—পরমেশ্বরের শক্তি।

১৪ প্রশ্ন—অব্যক্ত অনির্ণীত না নির্ণীত?

উত্তর—তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা তাহা নির্ণীত হইতেছে। এই কার্য্য না থাকিলে তাহা নির্ণীত হইত না।

১৫ প্রশ্ন—স্বরূপ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—বস্তুর সহিত অভেদ।

১৬ প্রশ্ন—স্বরূপ বস্তুর বিগ্রহ না ভিন্ন?

উত্তর—যে বস্তুর যে স্বরূপ তাহা সেই বস্তু হইতে ভিন্ন হইতে পারে না।

১৭ প্রশ্ন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—যিনি সত্য, যিনি জ্ঞান, যিনি আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

১৮ প্রশ্ন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম না অন্য?

উত্তর—এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নহে।

১৯ প্রশ্ন—সর্ব্বশক্তিমান্ পদের অর্থ কি?

উত্তর—সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট।

২০ প্রশ্ন—সর্ব্ব শক্তিমান্ পদের বিশেষ্য ধর্ম্মী না ধর্ম্ম?

উত্তর—ধর্ম্মী।

প্রশ্ন কর্ত্তার পত্রের অপরাংশ পাঠ দ্বারা বোধহইতেছে যে তিনি এই সকল প্রশ্ন এই ছলে লিখিয়াছেন যেন আমারদিগের তদুত্তর বাক্যই ব্রহ্মের শরীর সংস্থাপনের প্রতি প্রমাণ হইবেক। তিনি এই অভিপ্রায়ে স্বীয় মনে ইহার যে সকল উত্তর কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমারদিগের উত্তরের অনেক ভিন্নতা দেখিতে পাইবেন; এপ্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত আমারদিগের এই উত্তরের প্রত্যুত্তর তিনি না দেন, কেবল বাক্ কলহে পর্য্যবসান সম্ভাবনায় সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কোন উক্তি করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম। আমারদিগের এই উত্তর দৃষ্টি করিয়া যখন তিনি পুনর্ব্বার ব্রহ্মের শরীর সংস্থাপনে চেষ্টা করিবেন, তখন তাহার উত্তর প্রদানে আমরা প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমারদিগের এই বিশেষ অনুরোধ যে ক্রোধাদি শূন্য হইয়া যেন তিনি লেখনী ধারণ করেন; যেহেতু ধর্ম্মের বিষয়ে বাদানুবাদে ক্রোধ ও কটূক্তি প্রকাশ করিলে সত্যের নিরূপণ হয় না, কেবল কলহ উপস্থিত হয়, এবং উভয়তঃ মনের মালিন্য জন্মে। তিনি যে সকল প্রশংসাপর বাক্য আমারদিগের প্রতি বিন্যাস করিয়াছেন, আমরা তাহার যোগ্য নহি, সে সকল তিনি কেবল আপনার গুণেই লিখিয়াছেন।

নূতন গ্রহ প্রকাশ

আস্ত্রিয়া নামক এক নূতন গ্রহ সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমারদিগের দেশে পৃথিবী ব্যতীত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই পঞ্চ গ্রহ বিজ্ঞাত ছিল; পরে ইউরোপ খণ্ডস্থ পণ্ডিতদিগের দ্বারা হর্ষেল, জুনো, বেস্তা, শিরিশ, পলাশ, এই পঞ্চ গ্রহ প্রকাশ হয়। সম্প্রতি আস্ত্রিয়া নামক আর এক গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রকাশিত একাদশ গ্রহ সূর্য্য হইতে বিশেষ বিশেষ দূরে থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, তদনন্তর শুক্র, তদনন্তর পৃথিবী, তৎপরে মঙ্গল, বেস্তা, জুনো, শিরিশ, পলাশ, বৃহস্পতি, শনি এবং হর্ষেল যথাক্রমে

সূর্য্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূর পথে ভ্রমণ করে। আস্ত্রিয়া গ্রহ বেস্তা এবং জুনো এই দুই গ্রহের মধ্যবর্ত্তি পথে থাকিয়া ১৫২১ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

বিজ্ঞাপন

আগামি ২৯ বৈশাখ রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ২৮ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে অবগত করা যাইবেক।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর দুই বৎসরের নিমিত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে দুই বৎসর গত হইয়াছে; অতএব আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে তাঁহার পদ শূন্য প্রযুক্ত অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত জন্য বিবেচনা হইবেক।

দশজন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৬ সংখ্যক নিয়ম বিচারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং।

আপনি সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৬ সংখ্যক এই নিয়ম বিচারিত হয় যে "সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।" বিবেদনমিতি।
২৩ চৈত্র ১৭৬৭।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
শ্রীবেণীমাধব দে।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।
শ্রীরসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযশোদাকুমার পাণি।
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজের ধনের আয় ব্যয় বিষয়ক সুনিয়ম সংস্থাপন জন্য বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক হইয়াছে, অতএব আমি তাবৎ ব্রাহ্মদিগকে আগামি ১৫ বৈশাখ রবিবার বৈকালে ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করিতেছি; ব্রাহ্মেরা তৎকালে সভাস্থ হইয়া তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
প্রধান উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

"ব্রহ্মবিষয়ক গীত সমূহ" মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য চারি আনা।

অশুদ্ধ শোধন

২১ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৬৯ পৃষ্ঠার ১৮ পঙ্‌ক্তিতে "ফল প্রভৃতিকে" এই বাক্য আছে, তৎ পরিবর্ত্তে "ফল এবং পুষ্প পশু প্রভৃতিকে" এই বাক্য হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

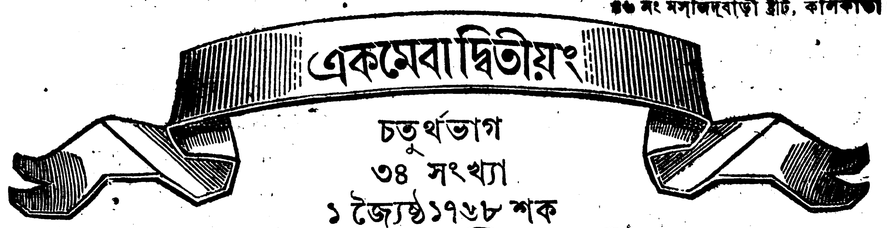

চতুর্থভাগ
৩৪ সংখ্যা
১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

এইক্ষণে ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহের স্রোত যে প্রকার প্রবল হইয়াছে, এবং আন্দোলনের তরঙ্গ যে প্রকার উচ্চতর হইয়াছে, তাহা কেবল তত্ত্ববোধিনী সভার ক্রমাগত যত্নের ফল। বিশেষতঃ যদবধি এসভার অধীনে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তদবধি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং মূল শাস্ত্র উপনিষৎ এবং তৎ প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক নানা বিধ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা নানা স্থানে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। এই যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কাহা কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ব্যতীত হুগলি, সুখসাগর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসত, মেদিনীপুর, ঢাকা, বহরমপুর, কাশী, ইন্দোর প্রভৃতি দূর দেশ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে বিস্তারিত হয়, তাহা পাঠ দ্বারা বেদান্তের মর্ম্ম অনেকে জ্ঞাত হইতেছেন, তাঁহারা এই ধর্ম্ম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিধিবৎ গ্রহণ করিতেছেন, এবং অন্যের মনে তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে দৃঢ়রূপে যত্ন করিতেছেন। এই হেতু বিরোধি খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার কেবল বেদান্তবাদিদিগের দ্বারাই নিবারিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা আমারদিগের শাস্ত্রের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাহা এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই বারম্বার খণ্ডিত হইয়াছে, এবং গত বৎসরে এক বালককে সস্ত্রীক খ্রীষ্টান করিবার বিষয় এই পত্রিকাতে আন্দোলিত হওয়াতে কলিকাতা নগরে সহস্র দরিদ্র বালকের অধ্যয়ন উপযুক্ত দুই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে — অদ্যাপি তাঁহারদিগের সহিত যে সকল বাদানুবাদ হইতেছে তাহাও এই তত্ত্ববোধিনী সভা কিম্বা বেদান্ত ধর্ম্মাবলম্বিদিগের দ্বারাই হইতেছে! জগদীশ্বরপ্রসাদে কি উপযুক্ত সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল! এই সময়ে যখন মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে খ্রীষ্টানেরা অতি প্রবল রূপে আমারদিগের ধর্ম্মনাশে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছে, তখন এই তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থিতি না হইলে বেদান্ত ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি দূরে থাকুক, তাহা রক্ষা করিবার আশাও এতদিনে অবসন্ন হইত। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, যে অতি উপযুক্ত কালে এই সভার সংস্থাপন দ্বারা অনেকের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং সত্যের আলোক ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে। অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বে যাঁহারা প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্মকে স্বদেশের প্রকৃত ধর্ম্ম রূপে জানিয়া খ্রীষ্টানধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন, তাঁহারাও এইক্ষণে এই পত্রিকা দ্বারা আপনারদিগের

বেদান্ত প্রতিপাদ্য যথার্থ ধর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে গ্রহণ করিতেছেন, বরঞ্চ সেই কল্পিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্মের বিরোধী জানিয়া তাহার নিবারণ নিমিত্তে যত্নবান্ হইতেছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ জনক গ্রন্থ সকল বিনা মূল্যে বিতরণ করিলেও যাঁহারা অবহেলা করিয়া তাহাতে একবার নয়ন নিঃক্ষেপ করিতেন না, এইক্ষণে অতি যত্নবান্ হইয়া সে সকল গ্রন্থ তাঁহারা মূল্য দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন। এই প্রকারে জ্ঞানের বাহুল্য প্রযুক্ত ঘোরতর পৌত্তলিক পরিবার হইতেও অনেকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়াছেন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রূপে পতনের এক পাদ বিক্ষেপ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতেও অনেকে প্রত্যাগত হইয়া পরব্রহ্মের আরাধনাতে রত হইয়াছেন। বিপক্ষেরা যে সশঙ্কিত হইয়াছে — ধর্ম্মাভিমানী পৌত্তলিকেরা যে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে, এবং খ্রীষ্টানেরা যে অস্থির হইয়া আমারদিগের ধর্ম্মের প্রতি অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ব্যগ্র হইয়াছে, ইহাই এসভার উন্নতির চিহ্ন। বীজ যখন মৃত্তিকা মধ্যে আবৃত রহে — অঙ্কুর যখন তৃণের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন তাহাকে কে সন্ধান করে? কিন্তু বৃক্ষ যখন বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং কোমল শাখা সকল ফল পুষ্প ভরে নত হয়, তখন অবোধ জন্তুরা তাহাকে আহার করিতে ধাবিত হয়, এবং পাষণ্ড চৌরেরা তাহাকে হরণ করিতে ব্যস্ত থাকে। আমারদিগের এই সভা স্বরূপ শোভাবিশিষ্ট উন্নত বৃক্ষের প্রতি হিংস্রকদিগের দৃষ্টিপাত হইয়াছে, অতএব এইক্ষণে তাহার রক্ষার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বল ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু শত্রুর যে প্রকার আড়ম্বর, মিত্রেরা কি তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন? এমত মহতী সভার পরিপালন জন্য যে প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন তাহা অদ্যাপি লব্ধ হইতেছে না। অনেক সভ্য সমর্থ হইলেও এই পত্রিকার মূল্য জ্ঞানে চারি আনা মাত্র মাসে দান করিয়া আপনারদিগকে কৃতকার্য্য জানেন, এবং সেই অল্প দাতব্যও অনেকে নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। এসভার কার্য্য যে জ্ঞান দান এবং ধর্ম্মের প্রচার এজন্য প্রত্যেকের বিশেষ রূপে আনুকূল্য করা উচিত, ইহা তাঁহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাহায্যের বৃদ্ধি হইলে কোন্ বিষয় শীঘ্র ফলদায়ক না হয়? বালকদিগকে বিদ্যাদান এবং ধর্ম্মোপদেশ জন্য এসভার অধীন এক মাত্র পাঠশালা বংশবাটীতে স্থাপিত আছে, যদি সভার আয় অধিক হইত, তবে এই সভার প্রতিজ্ঞানুসারে এপ্রকার পাঠশালা স্থানে স্থানে স্থাপন দ্বারা শীঘ্র এধর্ম্ম প্রচারের উপায় হইত। এপর্য্যন্ত বিশেষতঃ গত বৎসরে কত স্থানের লোকেরা তাঁহারদিগের গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্তে সভাকে সাধনা করিয়াছেন, কি আক্ষেপের বিষয় যে সভ্যদিগের বিশেষ আনুকূল্য অভাবে আয়ের অল্পতা প্রযুক্ত এই সভা তাঁহারদিগের প্রার্থনাকে পূর্ণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সুখসাগর এবং মন্থনপুরস্থ সভ্য এবং ব্রাহ্মদিগকে ধন্যবাদ, যে তাঁহারা কেবল আপনারদিগের যত্নে ও তৎতৎ গ্রামবাসিদিগের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার মানসে এতদ্রূপ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কি কৃপা! চতুর্দ্দিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও এবং মিত্র দ্বারা বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত না হইয়াও এ সভা নির্ব্বিঘ্ন রহিয়াছে, এবং ক্রমশঃ প্রবলই হইতেছে। এই সভা হইতে পূর্ব্বে এক জন ছাত্র বেদাধ্যয়ন জন্য কাশীধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং অতি কৃতজ্ঞতার সহিত ব্যক্ত করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের সাহায্য দ্বারা গত বৎসরে আর তিন জন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইয়াছেন। সভার নিবাস জন্য তাহার অধিকারে স্থান নাই, এপ্রযুক্ত সভ্যেরা এক বাটী নির্ম্মাণের জন্য স্থির করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য দান সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত বৎসরের প্রধান শুভ চিহ্ন এই, যে পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে, যেখানে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। নানা বিদ্যার স্থান কলিকাতা মধ্যেও পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের নাম উচ্চারণ করিতে লোক সশঙ্কিত হইতেন, এইক্ষণে বিচ্ছেদ কলহের আধার স্থান পল্লীগ্রাম মধ্যেও ব্রাহ্মেরা নির্ভয়ে সমাজ সকল স্থাপনা করিতে সমর্থ হইতেছেন। অতএব সভ্যেরা দৃষ্টি করুন যে এসভার কার্য্য কেবল মনঃ কল্পিত নহে, সম্ভব পরও নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল লব্ধ হইতেছে; এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা যে পরিমাণে আনুকূল্য করিবেন, তৎ পরিমাণে স্বদেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইবেক। অতএব প্রার্থনা করি যে কেবল পত্রিকা বা গ্রন্থ প্রাপ্তির প্রতি প্রতীক্ষা না করিয়া জন্ম ভূমির উপকার জন্য স্বীয় স্বীয় সাধ্য অনুসারে সভ্যেরা সাহায্য করুন, এবং এই সভাকে ক্রমাগত উন্নত করুন।

বিষ্ণুপুরাণ

প্রথম অংশ। সপ্তমাধ্যায়।

সনন্দাদিকে সৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহন যোগ্য মহা ক্রোধ উপস্থিত হইল। সেই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে তেজঃ সমূহ তদ্দ্বারা ত্রৈলোক্য দীপ্ত হইল, এবং ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার ভয়ানক ললাট হইতে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রুদ্রের উৎপত্তি হইল। তাহার অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধ নর শরীর প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড। ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন যে আত্ম শরীরের স্ত্রী পুরুষ ভাগকে পৃথক্ কর, ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে রুদ্র হইতে স্ত্রী পুরুষ রূপ ভেদে দ্বিধা সৃষ্টি হইল, স্ত্রী পুরুষ রূপকে সৌম্যাসৌম্য রূপে নানা প্রকার ভেদ করিলেন। পরে ব্রহ্মা আত্ম হইতে পূর্ব্ব সৃষ্ট স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাপালনার্থে স্থাপিত করিলেন। রুদ্র সৃষ্টা যে নারী তাহার নাম শতরূপা, তাহাকে স্বায়ম্ভুব মনু বিবাহ করিলেন। শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনু হইতে দুই পুত্র ও দুই কন্যা উৎপন্ন করিলেন, পুত্র দ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা দ্বয়ের নাম প্রসূতি এবং আকূতি, প্রসূতি নাম্নী কন্যা দক্ষকে দান করিলেন, ও আকূতি নাম্নী কন্যা রুচিকে দান করিলেন। রুচি হইতে আকূতি গর্ভে যজ্ঞ নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞ হইতে দক্ষিণা গর্ভে যাম নামক দ্বাদশ দেবতার জন্ম হইল। প্রসূতি গর্ভে দক্ষ চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন করিলেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, ঋদ্ধি, কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, ঋতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা, এই একাদশ কন্যা ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃ লোক, এই একাদশ জনকে দান করিলেন। ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর পুত্রের নাম। শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার পুত্র শ্রুত, ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড, নয়, এবং বিনয়, বুদ্ধির পুত্র বোধ, লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম, ঋদ্ধির পুত্র সুখ, কীর্ত্তির পুত্র যশঃ। কাম হইতে নন্দী নাম্নী ভার্য্যাতে হর্ষের উৎপত্তি হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার পুত্র অনৃত ও কন্যা নিকৃতি, এই দুই জন হইতে ভয় ও নরক এই দুই পুত্র হইল, এবং মায়া ও বেদনা এই দুই কন্যা হইল। মায়া গর্ভে ভয় হইতে মৃত্যুর উৎপত্তি এবং বেদনা গর্ভে রৌরব হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইল। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ এই সকলের উৎপত্তি হইল। ইহারা ভার্য্যা পুত্র রহিত এবং এই জগতের প্রলয় হেতু হইয়াছে।

তাৎপর্য্য

রূপক বর্ণনা দ্বারা পুরাণ ইতিহাস যে পূর্ণ রহিয়াছে, এই সৃষ্টি প্রকরণ তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে। রুচি দ্বারা যজ্ঞেতে প্রবৃত্তি হয় এবং দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞের সমাপন হয়, এই নিমিত্তে যজ্ঞ এবং দক্ষিণার পরস্পর সম্বন্ধ প্রযুক্ত তাহারদিগকে রুচির পুত্র কন্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দক্ষ শব্দের অর্থ নিপুণ; যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চিত্ত নিপুণ হয়, তাঁহাতে শ্রদ্ধা প্রভৃতি অধিষ্ঠান করে, অতএব তাহারদিগকে দক্ষের কন্যা বলিয়া আরোপ করিয়াছেন। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি প্রভৃতির আশ্রয় হয়েন, এই নিমিত্তে প্রথম ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম্মের ভার্য্যারূপে কল্পনা করিয়াছেন। অবশিষ্ট একাদশ কন্যাকে যে একাদশ মুনি প্রভৃতিকে সম্প্রদান করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভৃগু প্রভৃতি নয় জনের মধ্যে যিনি যে বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাকে সেই গুণের স্বামী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন; আর স্বাহা শব্দ দ্বারা অগ্নিতে দ্রব্যাদি দান করা যায়, এবং স্বধা শব্দের উচ্চারণ দ্বারা পিতৃলোককে দান করা যায়, এই হেতু স্বাহা অগ্নির

ভার্য্যা এবং স্বধা পিতৃলোকের ভার্য্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলে প্রথম কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, লক্ষ্মী অর্থাৎ সৌভাগ্য কালে দম্ভের সম্ভাবনা হয়, ধৃতি দ্বারা চিত্তকে নিয়মে রাখা যায়, তুষ্টি দ্বারা সন্তোষ সুখ প্রাপ্ত হয়, পুষ্টি দ্বারা লোভের সম্ভাবনা হয়, মেধা দ্বারা সুলভে বেদ শিক্ষা হয়, তম, রজঃ, সত্ব এই ত্রিগুণানুসারে দণ্ড, নয়, এবং বিনয় এই তিন প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি শক্তি দ্বারা সুলভে বোধ হয়, লজ্জা দ্বারা বিনয় ব্যবহার হয়, সবল শরীর দ্বারা কর্ম্মে দৃঢ় উদ্যোগের সামর্থ্য হয়, শান্তি দ্বারা ক্ষেমোৎপত্তি হয়, ঋদ্ধি দ্বারা সুখ প্রাপ্তি হয়, এবং কীর্ত্তি দ্বারা যশোলাভ হয়। এইহেতু ধর্ম্মের ঔরসে শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মার পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ ইত্যাদি কল্পনা দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অধর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির হিংসা অর্থাৎ উচ্ছেদ সম্ভাবনা হয়, এপ্রযুক্ত হিংসাকে অধর্ম্মের স্ত্রী রূপে উক্ত করিয়াছেন। অনৃত (মিথ্যা) এবং নিকৃতি (কুকর্ম্ম) এই দুই কদাচার সকল অধর্ম্মের আশ্রয় হইয়াছে, অতএব ইহারা অধর্ম্মের পুত্র কন্যা রূপে আরোপিত হইয়াছে। মায়া,* ভয়, বেদনা এবং নরক এই সমুদয় অধর্ম্মের ফল, অতএব ভয় ও নরক উভয় অনৃত ও নিকৃতির পুত্র এবং মায়া ও বেদনা তৎ কন্যা রূপে উক্ত হইয়াছে। ইহারদিগের দ্বারা যাতনা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্ঘটিত হয়, অতএব মায়া ও ভয়ের পুত্র মৃত্যু, এবং বেদনা ও নরকের পুত্র দুঃখ রূপে কল্পিত হইয়াছে। ক্রোধ, লোভ, শোক, জরা, ব্যাধি মৃত্যুর উপকারী, অতএব ইহারা মৃত্যুর সন্তান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহত্তত্ব, অহঙ্কার, ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের জন্ম এবং তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্রমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। জড়পদার্থ প্রকৃতি এবং চেতন পদার্থ পুরুষ এই উভয় দ্বারা গর্ভে সন্তানের রচনা হইতে থাকে, অতএব প্রকৃতি পুরুষকে সৃষ্টির প্রধান কারণ রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যদি এমত বোধ হয় যে প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টির কোন আদি কারণান্তর নাই, এই আশঙ্কাতে বলিয়াছেন যে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি পুরুষকে পরমেশ্বর ক্ষুব্ধ করেন, অর্থাৎ এই রূপে তাহারদিগকে সম্বন্ধ করেন যাহাতে সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি' এই জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে জীবের যখন কোন বৃত্তি প্রকাশ পায় না, তখন তাহাকে মহত্তত্ব শব্দ বলা যায়, সুষুপ্তি অবস্থায় যখন জীব সমুদয় বৃত্তি রহিত হয়, আপনাকেও উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন সে মহত্তত্ব মাত্র থাকে। অতএব প্রথমতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি হয়, এবং মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কারের জন্ম হয়, এই রূপ উক্তি হইয়াছে। বীজ বৃক্ষাদি যে প্রকার ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে, ত্রিগুণ যুক্ত মহত্তত্ব রূপ জীব সেই প্রকার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। এই মহত্তত্ব দ্বারা উৎপন্ন যে অহঙ্কার তাহা হইতে পৃথিব্যাদি ভূত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভব হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীব যখন আপনাকে অহংবৃত্তি রূপে অনুভূত করে, তখন তাহাকে অহঙ্কার শব্দে উক্ত করা যায়, এই অবস্থাযুক্ত হইলে ক্রমশঃ ভূত এবং ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞাত হয়। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ রূপ রসাদি গুণের উপলব্ধি ব্যতীত তদ্গুণ বিশিষ্ট পঞ্চভূতের জ্ঞান হইতে পারে না, এই হেতু বলিয়াছেন যে রূপাদি প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূতের উৎপত্তি হয়। এই রূপ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলে পরে আপনার ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান হয়; যদি রূপের দৃষ্টিই না হইত, তবে আমারদিগের দর্শনেন্দ্রিয় যে আছে ইহা বোধ হইত না। অতএব রূপ রসাদি বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলে তদ্গ্রহণ জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল আমারদিগের আছে ইহা প্রতীত হয়,

* মায়া শব্দের অর্থ এস্থলে প্রবঞ্চনা।

এবং ক্রমশঃ শারীরিক কর্ম্মদ্বারা হস্ত পদাদি আত্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল জ্ঞাত হইতে থাকে, অতএব বলিয়াছেন যে তামস অহঙ্কার হইতে যে রূপ পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়, তৈজস অহঙ্কার হইতে তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়। বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলে জীবের মনন করিবার সামর্থ্য হয়, অতএব বলিয়াছেন যে বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছে।

কঠোপনিষৎ

তৃতীয়া বল্লী

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥

অধুনা যৎ পদং গন্তব্যং তস্য অধিগমঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে। 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারেভ্যঃ 'পরাঃ হি অর্থাঃ' মহান্তঃ রসাদিবিষয়াঃ। 'অর্থেভ্যঃ চ' 'পরং' সূক্ষ্মতরং মহচ্চ 'মনঃ'। 'মনসঃ তু' অপি 'পরা' সূক্ষ্মতরা মহত্তরা চ 'বুদ্ধিঃ'। 'বুদ্ধেঃ' 'পরঃ' 'আত্মা মহান্' সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যাকৃতাদ্ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং জীবসমষ্টিরূপং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে॥ ১০॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয়, আর বিষয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, আর মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, আরে বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ ১০॥

তাৎপর্য্য

সমুদয় বিষয়ের তুলনায় এই শরীর অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা মন গ্রহণ করে, এবং তৎপরে বিষয় অভাবেও তাহাকে মনন করিতে সমর্থ হয়; এজন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্যের প্রতি নিশ্চয় হয়, এজন্য মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি মনের তাবৎ বৃত্তির আধার স্বরূপ জীবাত্মা হইয়াছেন, অতএব বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ ১০॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১॥

'মহতঃ' অপি 'পরং' সূক্ষ্মতরং সর্ব্বমহত্তরঞ্চ 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতোবীজভূতমব্যাকৃতনামরূপসতত্ত্বং পরমাত্মন্যোতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাৎ 'অব্যক্তাৎ' 'পরঃ' সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চ 'পুরুষঃ' সর্ব্বপূরণাৎ। ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ। 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ' ইতি। যস্মান্নাস্তি পুরুষাচ্চিন্মাত্রঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্ত্বন্তরং তস্মাৎ সূক্ষ্মত্বমহত্ত্বপ্রত্যগাত্মত্বানাং 'সা' 'কাষ্ঠা' নিষ্ঠা পর্য্যবসানং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং 'সা' 'পরা' প্রকৃষ্টা 'গতিঃ'॥ ১১॥

জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, আর মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই পরমাত্মা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি কাষ্ঠা আর তিনি সকলেরই প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন॥ ১১॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া শব্দে বলা যায়; পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন। বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন। পরমাত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সকলের পরম আশ্রয় এবং প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন॥ ১১॥

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২॥

দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য। 'এষঃ' পুরুষঃ 'সর্ব্বেষু' ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু 'ভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' সম্বৃতঃ প্রচ্ছন্নোঽতএব সঃ 'আত্মা ন প্রকাশতে' অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বান্ন প্রকাশতে। 'দৃশ্যতে তু' সংস্কৃতয়া 'বুদ্ধ্যা' 'অগ্র্যয়া' অগ্রমিবাগ্র্যা তয়ৈকাগ্রতয়োপেতয়েত্যেতৎ। 'সূক্ষ্ময়া' সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া। কৈঃ 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ তৈঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ॥ ১২॥

এই পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকটে অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিত সকল সূক্ষ্ম এবং একনিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন॥ ১২॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্ জ্ঞানআত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত-
আত্মনি॥ ১৩॥

'যচ্ছেৎ' নিয়চ্ছেদুপসংহরেৎ 'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী। কিং 'বাক্' বাচং। বাগত্র উপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং। ক্ব 'মনসী' মনসি ছান্দসং দৈর্ঘ্যং। 'তৎ' চ

মনঃ 'যচ্ছেৎ' 'জ্ঞানে' প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধৌ 'আত্মনি'। 'জ্ঞানং' বুদ্ধিং 'আত্মনি মহতি' প্রথমজে 'নিয়চ্ছেৎ'। 'তৎ' তঞ্চ মহান্তমাত্মানং 'যচ্ছেৎ' 'শান্তে' অবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধি প্রত্যগ্সাক্ষিণি মুখ্যে' আত্মনি' ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেন, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন, আর জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা, অতএব তাঁহার উপাসনা কালীন কি উপায় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা যায় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন, যে বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেক। ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপাসনা কালীন একান্তে তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ নিমিত্তে সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিরস্ত রাখিবেন। মনন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে এবং মনন হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া কেবল এই বুদ্ধি মাত্রকে অবলম্বন করিবেন যে জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম নিশ্চিত আছেন। পরে সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন। জীবাত্মা হইতে যে সমুদয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমুদয় বৃত্তি সমষ্টিকে মন শব্দে ব্যক্ত করা যায়, এবং সেই প্রত্যেক বৃত্তি মনের বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। মনের তাবৎ বৃত্তিকে দুই প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়, বহির্ব্বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে বহির্বৃত্তি বলা যায়, এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে অন্তর্বৃত্তি বলা যায়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, শীত, গ্রীষ্ম, পিপাসা, কথন, গ্রহণ, গমন এই সকল মনের বাহ্য বৃত্তি; এবং মনন, তুলনা, বিবেচনা, কল্পনা, সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তি। কেবল সমুদয় বৃত্তির সমষ্টি যে মন শব্দে উক্ত হয় এমত নহে, অন্তরিন্দ্রিয়কেও মন শব্দে বলা যায়, এবং কখন কখন অন্তর্ব্বৃত্তির মধ্যে কেবল মনন বৃত্তিকেও মন বলা যায়। এই শরীরে জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা; জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, এবং সুষুপ্তি অবস্থা। যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন জীবাত্মার জাগ্রদবস্থা, যখন জীবাত্মাতে কেবল অন্তর্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা, এবং যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি উভয় বৃত্তিরই উপরম হয়, তখন তাহার সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তি কালে জীবাত্মার যে অবস্থা সেই তাহার স্বরূপ অবস্থা। এক মাত্র ঈশ্বর নিশ্চিত আছেন এই রূপ বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মার স্বরূপে লয় করিবেন, অর্থাৎ তাবৎ বৃত্তি শূন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা অন্তরাত্মা রূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন, এবং পরে সেই জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন ॥ ১৩ ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎকবয়োবদন্তি ॥ ১৪ ॥

তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তাঃ 'উত্তিষ্ঠত' হেজন্তব আত্মজ্ঞানাভিমুখাভবত 'জাগ্রত' অজ্ঞাননিদ্রায়াঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং 'প্রাপ্য' উপগম্য 'বরান্' প্রকৃষ্টানাচার্য্যাংস্তদ্বিদঃ তদুপাদিষ্টং সর্ব্বান্তরমাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। নহ্যুপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ মাতৃবৎ। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞেয়স্য। কিমিব সূক্ষ্মবুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং 'নিশিতা' তীক্ষ্ণীভূতা 'দুরত্যয়া' দুঃখেনাত্যয়োযস্যাঃ সা যথা পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া তথা 'দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ 'পথঃ' পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'তৎ' 'বদন্তি'। জ্ঞেয়স্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বম্বদন্তীত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হে মনুষ্য সকল অজ্ঞান রূপ নিদ্রা হইতে উঠ, জাগ্রৎ হও, আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মজ্ঞানকে জান। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান পথকে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরংধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তৎ কথমতি সূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্য ইত্যুচ্যতে। 'অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানং আদিকারণং অস্যেতি তদিদং 'অনাদি' তথা অবিদ্যমানোঽন্তো যস্য তৎ 'অনন্তং'। 'মহতঃ' মহত্তত্ত্বাৎ 'পরং' বিলক্ষণং নিত্যনিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ। 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বং। 'নিচায্য' অবগম্য 'তং' এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুচ্যতে' বিযুজ্যতে ॥ ১৫ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হীন হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য অনাদি অনন্ত নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

তাবৎ বৃত্তি শূন্য সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন যে জীব তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলা যায় ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং।
উক্ত্বা শ্রুত্বাচ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ। 'নাচিকেতং' নচিকেতসা প্রাপ্তং মৃত্যুনা প্রোক্তং 'মৃত্যুপ্রোক্তং' 'উপাখ্যানং' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'উক্ত্বা' ব্রাহ্মেভ্যঃ 'শ্রুত্বা চ' আচার্য্যেভ্যঃ 'মেধাবী' 'ব্রহ্মলোকে' 'মহীয়তে' ॥ ১৬ ॥

মৃত্যু কথিত এই সনাতন নাচিকেত উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্ম লোকে পূজিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

যইমং পরমংগুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতইতি ॥ ১৭ ॥

'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' গ্রন্থং 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'গুহ্যং' গোপ্যং 'শ্রাবয়েৎ' গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ব্রাহ্মাণাং সংসদি 'ব্রহ্মসংসদি' 'প্রয়তঃ' সংযতোভূত্বা 'শ্রাদ্ধকালে' 'বা' 'তৎ' শ্রবণং 'আনন্ত্যায়' অনন্তফলায় 'কল্পতে' সমর্থতে 'তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে' 'ইতি' দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থং ॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্ম সমাজে অথবা শ্রাদ্ধ কালে সংযত হইয়া এই পরম আখ্যানকে শ্রবণ করাইলে তাহা অনন্ত ফলের কারণ হয় ॥ ১৭ ॥

ইতিতৃতীয়াবল্লী প্রথমাধ্যায়ঃ।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা
সম্পাদক মহাশয়েষু

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হওয়াতে ক্রমে অন্ধকার দূর হইতেছে, বিশেষতঃ পুণ্যাত্মাদিগের এই পত্রিকা পরমহিতৈষিণী হইয়াছেন। এবম্ভূত গত মাসের পত্রিকা পঠন করিয়া দেখিলাম তাহাতে বর্ণধর্ম্মাখ্যায়িকা অনুসঙ্গে সামান্য কায়স্থ উৎপত্তি বিষয়ে এক বচন কমলাকর ভট্ট কৃত গ্রন্থের লিখিত হইয়াছে। ঐ বচনের বিশেষার্থ প্রকাশ্য রূপে ব্যাখ্যা করিয়া না লেখাতে তদাভাসে বোধ হইতে পারে যে ব্রহ্মকায়স্থ শূদ্র বর্ণ বা হয়েন, ক্ষত্রিয় না হয়েন। পাঠক মহাশয়দিগের এই আশঙ্কা ভঞ্জনার্থে ঐ কমলাকরের শ্লোকার্থ বিশেষ করিয়া লিখি, আগামি মাসে ঐ পত্রিকায় অত্র পত্র কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া পরমাপ্যায়িত করিতে অনুমতি হইবেক।

মাহিষ্যবনিতাসূনুর্ব্বৈদেহাৎ যঃ প্রসূয়তে ॥
সকায়স্থইতি প্রোক্তস্তস্য ধর্ম্মোবিধীয়তে।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং সমাচরেৎ ॥
কমলাকরভট্টঃ ॥

মাহিষ্য গর্ভে বৈদেহ ঔরসে এক সামান্য কায়স্থ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়েন। দেশজাত পঞ্জিকা ও পারাণে ও ভূমিতে লেখা ইহারদিগের বৃত্তি। ইহারা বিবিধ নামে বিবিধ দেশে খ্যাত আছে, যথা শূদ্রকায়স্থ, করণ কায়স্থ, হয়গ্রীব কায়স্থ, নারায়ণ কায়স্থ, কানায়েৎ কায়স্থ, খণ্ডায়েৎ কায়স্থ, মদ্য শ্রেণী কায়স্থ, হয়হয় কায়স্থ ইত্যাদি। (কিন্তু ব্রহ্ম কায়স্থ ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন যে চিত্র গুপ্ত যম বংশজ, তিনি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণ হয়েন। তন্ত্রে ঐ কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের দশ সংস্কার যজ্ঞোপবীত, উপনয়ন, বেদাধ্যয়নাদি বিশেষ রূপে লিখিয়াছেন যথা।

নাম্না অং চিত্রগুপ্তোসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি ॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।
অতোভবেয়ুঃ সংস্কারাগর্ভাধানাদিকাদশ ॥
বিজ্ঞানতন্ত্রং ॥*

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা কহিতেছেন। আমার কায়া হইতে তুমি উৎপন্ন হইলে। তোমার নাম চিত্রগুপ্ত, তোমাকে লোকে কায়স্থ কহিবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, শূদ্র কদাচ নয় এই জন্য তোমার (অর্থাৎ ব্রহ্মকায়স্থের) দশ সংস্কার গর্ভাধানাদি হইল।

শিমুলিয়া }
১২ বৈশাখ } শ্রীরাজনারায়ণ মিত্রস্য।)

* সম্পাদকোক্তি—এই প্রমাণ আমরা জ্ঞাত নহি।

মহাভারত যল্লোকাঃ

ন হি ধর্ম্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুংশক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি॥
অধর্ম্মোযত্র ধর্ম্মাখ্যোধর্ম্মশ্চাধর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।
সবিজ্ঞেয়োবিভাগেন যত্র মুহ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥
অর্থধর্ম্মাবনাদৃত্য যঃ পাপে কুরুতে মনঃ।
কর্ম্মণাং পার্থ পাপানাং সফলং বিন্দতেধ্রুবং॥
সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যন্তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র সব্রাহ্মণইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে তু যচ্চরেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রোব্রাহ্মণোন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং সব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎসর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
পাপংচিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণানশ্যন্তি সাধবঃ॥
কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
সত্যসাধুসমারম্ভাদ্বুদ্ধির্দ্ধর্ম্মেণ রাজতে॥
প্রজ্ঞয়া মানসংদুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ধি জ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ॥
অনিষ্টসংপ্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ।
মনুষ্যাম নসৈর্দ্দুঃখৈ র্জ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ॥
অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমংসুখং।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাংগতিং॥
যং বিষাদোহভিভবতি বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা সত্যহীনস্য পুরুষার্থোন বিদ্যতে॥
অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণোদৃশ্যতে ফলং।
নহি নির্ব্বেদমাগম্য কিঞ্চিৎপ্রাপ্নোতি শোভনং
অথাপ্যুপায়ংপশ্যেত দুঃখস্য পরিমোক্ষণে।
অশোচন্নারভেতৈব মুক্তশ্চাব্যসনীভবেৎ॥
ভূতেষ্বভাবং সঞ্চিন্ত্য যে তু বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাংগতিং॥
সর্ব্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎপবিত্রংলোকানান্তপোবৈ সংক্রমোমতঃ॥
পরিগ্রহংপরিত্যজ্য ভবেদ্বুদ্ধ্যায়তব্রতঃ।
অশোকস্থানমাসাদ্য নিশ্চলং প্রেত্য চেহ চ॥
নিত্যংক্রোধাত্তপোরক্ষেদ্ধর্ম্মংরক্ষেচ্চ মৎসরাৎ
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানন্তুপ্রসাদতঃ॥
আনৃশংস্যং পরোধর্ম্মঃ ক্ষমা চ পরমংবলং।
আত্মজ্ঞানং পরংজ্ঞানং সত্যব্রতংপরংব্রতং॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যে জ্ঞানং হিতংভবেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তদ্বৈ সত্যং পরংমতং॥
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতিশ্চরেৎ।
নেদংজীবিতমাসাদ্য বৈরংকুর্ব্বীত কেন চিৎ॥

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথমাবধি তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১২৲
কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থের চূর্ণক	॥০
বস্তুবিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵০
ভূগোল	॥০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
বর্ণমালা	৶০
ইংরাজিভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতক অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	॥০

বিজ্ঞাপন

'ব্রহ্মবিষয়ক গীত সমূহ' মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য চারি আনা।

ADVERTISEMENT.

A pamphlet entitled 'VAIDANTIC DOCTRINES VINDICATED,' to be had at the office of the Tuttubodhiney Subhah.—*Price six annas.*

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থভাগ
৩৫ সংখ্যা
১ আষাঢ় ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

যদিও বহু কাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাতে বিমুখ দুর্ব্বলবুদ্ধি ব্যক্তি সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা শান্ত ছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে ক্রিয়াযোগ্য দেশ কাল পাত্রের অভাব প্রযুক্ত তাহাও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় যজনযাজনাধিকারি ব্রাহ্মণেরা যদিও পূর্ব্বকার পবিত্র নাম ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আচার ব্যবহার বৃত্তির বিপর্য্যয় দ্বারা সংস্কার বিহীন প্রযুক্ত তাঁহারা পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণের দশ সংস্কার বিধিমত সম্পন্ন হইত, যিনি উপনয়নান্তে গুরু কুলে বাস পূর্ব্বক যথা বিধি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলে যিনি শান্ত দান্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তিনিই যাগযজ্ঞাদির প্রকৃত অধিকারী হইতেন।

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞোগর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

গর্ভাবধি অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন করিবেক, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন করিবেক।

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

ব্রহ্মচারী শিষ্য গুরু সমীপে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আপনার তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিয়ম পালন করিবেন।

তপোবিশেষৈর্ব্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যোদ্বিজন্মনা॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

যথা বিধি বিবিধ তপস্যা এবং নিয়ম পালন পূর্ব্বক দ্বিজ সকল উপনিষদের সহিত সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিবেন।

অর্থ জ্ঞান বিনা কেবল শব্দ মাত্র উচ্চারণ দ্বারা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হয় না।

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টোবৈ ভবেদ্দ্বিজঃ।
পাঠমাত্রাবসন্নস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ॥
সসান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥
কৌর্ম্মে উপরিভাগে ৩ অধ্যায়ঃ॥

বেদপাঠ মাত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হইবেন না, গাভী যে রূপে পঙ্কেতে মগ্ন হয়, অর্থ বিনা বেদ পাঠ মাত্র করিলে তদ্রূপ তিনি অবসন্ন হয়েন। বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি তাহার অর্থ বিচার না করেন, তবে সবংশে শূদ্র তুল্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের অযোগ্য হয়েন।

এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যদিও গায়ত্রী অভ্যাস করেন, কিন্তু অনেকে তাহার না অর্থ না উচ্চারণ জানেন; ইহাতে সে বৃথা হইয়াছে, যেহেতু অর্থ চিন্তার সহিত গায়ত্রী জপের বিধিই সর্ব্বত্র আছে।

প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন
তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং॥
স্মার্ত্তোক্তং॥

ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী তাহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হয়েন।

তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা।
জপেদিমাং মনঃ পূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং॥

সেই প্রকার সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে

কহিয়াছেন, পবিত্র মনে মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাহা জপ করিবেক।

বিশেষতঃ গায়ত্রীতে 'ধীমহি' শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব অর্থ জ্ঞান ব্যতীত কেবল মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র দ্বারা কি প্রকারে গায়ত্রী জপের ফল লব্ধ হইতে পারে?

যে দ্বিজ বিধি পূর্ব্বক অর্থ জ্ঞানের সহিত বেদাধ্যয়ন না করেন, শাস্ত্রে তাঁহার প্রতি পদে পদে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অত্যন্ত দুরদৃষ্ট পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য লৌকিক বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবিত থাকিতেই স্ববংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥

যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলং।
তথানৃচে হবির্দ্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলং॥
মনুঃ। ৩ অধ্যায়ঃ॥

উষর ভূমিতে বীজ বপন করিয়া যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অনধ্যায়িকে দান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দানের ফল প্রাপ্ত হয় না।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

তপস্যাহীন এবং অনধ্যায়ী হইয়া যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ ইচ্ছা করেন, পাষাণময় তরণি যে প্রকার জলে মগ্ন হয়, তদ্রূপ তিনি নরকে মগ্ন হয়েন।

যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ এবং অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ কেবল নাম মাত্র ধারণ করে।

যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

নপুংসক যেমন স্ত্রীর প্রতি নিষ্ফল, গাভী যেমন গাভীর প্রতি নিষ্ফলা, এবং অজের প্রতি দান যে প্রকার নিষ্ফল, অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তদ্রূপ নিষ্ফল।

এই শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্ট লেখেন যে

ব্রাহ্মণোঽপ্যনধীয়ানোনিষ্ফলঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত-কর্ম্মানর্হত্বয়া॥

অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ নিষ্ফল হয়েন, যেহেতু বেদ ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্মে তাঁহার অধিকার হয় না।

এইক্ষণে গুরু কুলে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম উপযুক্ত নানা কঠিন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক সার্থ বেদ শিক্ষা করা দূরে থাকুক, বেদাধ্যয়ন যে ব্রাহ্মণের নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং তদভাবে যে সম্পূর্ণ রূপে পতিত হইয়াছেন, অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া ইহা তাবৎ জীবনেও কেহ একবার স্মরণ করেন না।

অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পিতৃ গৃহে আগমন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ এবং গার্হস্থ ব্যবহার করিবেন।

ষট ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যোগৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥
মনুঃ। ৩ অধ্যায়ঃ॥

ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ পাঠ করত ছত্রিশ বা অষ্টাদশ অথবা নয় বৎসর যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিবেন। তাবৎ অধ্যয়ন কাল যাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় নাই এমত ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ বা দুই বেদ অথবা এক বেদ মন্ত্রব্রাহ্মণ ক্রমে অধ্যয়ন করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবেন।

চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারোগৃহে বসেৎ॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

জীবনের প্রথম ভাগে গুরু গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয় ভাগে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেক।

এইক্ষণে ছত্রিশ বা নয় বৎসর গুরু গৃহে অধিবাস করা দূরে থাকুক, দশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই বিবাহের উদ্যোগ হয়, এবং মর্য্যাদাবান্ কুলীনেরা অদ্য ভূমিষ্ঠ বালককেও কন্যা সম্প্রদান করেন।

গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ যথা রিহিত করিতে থাকিবেন।

অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন শ্রাদ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথা শক্তি ন হাপয়েৎ॥
সস্যান্তে নবসস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ঋয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্ম্মখৈঃ॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

দিবা এবং রাত্রির আরম্ভে ও অন্তে অগ্নিহোত্র করিবেক, অমাবস্যাতে দর্শ নামক কর্ম্ম করিবেক, এবং পৌর্ণমাসীতে পৌর্ণমাস নামক কর্ম্ম করিবেক। ঋষি যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এবং পিতৃ যজ্ঞ যথা শক্তি পরিত্যাগ করিবেক না। পূর্ব্বসঞ্চিত সস্য সমাপ্ত হইলে নব সস্য দ্বারা যাগ করিবেক, প্রতি ঋতু শেষে অধ্বর নামক যাগ করিবেক, অয়নারম্ভে পশুবন্ধ যাগ করিবেক, এবং বৎসরান্তে সোমরস দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবেক।

বেদজ্ঞানই যাঁহারদিগের নাই, তাঁহারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কি প্রকারে করিবেন, এ নিমিত্তে সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানও কেহ করেন না। সোমরস দ্বারা যাগ করা দূরে থাকুক, সোমলতার যে কি প্রকার আকৃতি ইহা এ দেশীয় প্রায় কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞাত নহেন। অতএব কেবল পাত্রের অভাব নহে, দ্রব্যের অভাবেও অনেক যজ্ঞাদির সম্ভাবনা নাই। যে ব্রাহ্মণেরা নীচ বৃত্তি ও অন্য অন্য অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের সম্পূর্ণ পাতিত্য দোষ স্পর্শিয়াছে।

ধ্বজী মানোপজীবী চ শূদ্রাধ্যাপকষাজকৌ।
কুলালশ্চিত্রকারশ্চ বার্দ্ধুষিশ্চর্ম্মবিক্রয়ী॥
সমার্ঘং পণ্যমাহৃত্য মহার্ঘং যঃ প্রয়চ্ছতি।
সবৈ বার্দ্ধুষিকোনাম যশ্চ বৃদ্ধ্যা প্রয়োজয়েৎ॥
বৃথাশ্রমী বৃথাদাতা আশ্রমাণাঞ্চ ভেদকঃ।
পুণ্যস্য বিক্রয়ী যশ্চ যোনিসঙ্করিকস্তথা॥
রঙ্গোপজীবী কুণ্ডাশী বীরহা গুরুগুপ্তিকঃ।
ভিষক্ চ গরদশ্চৈব রূপাজীবী চ সূচকঃ।
সৌনকঃ পর্ণিকশ্চৈব নিষাদেন সমাঃ স্মৃতাঃ॥
কর্ম্মস্বেতেষু যোমোহাৎ ব্রাহ্মণোবর্ত্ততে সদা।
প্রায়শ্চিত্তেপি চরিতে পরিহার্য্যোভবেৎ সহি॥
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মহনঃ কিল।
তস্মাদ্দৈবে চ পিত্র্যে চ বর্জ্জিতাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

শৌণ্ডিক, তুলাধারক, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রযাজক, কুম্ভকার, চিত্রকার, অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয়ী এবং বৃদ্ধিগ্রাহী যে বার্দ্ধুষিক, চর্ম্মবিক্রয়ী, বেদাতিরিক্ত আশ্রমাচারী, বৃথাদাতা, আশ্রমের বিরুদ্ধাচারী, পুণ্যবিক্রয়ী, পরস্ত্রীগামী, রঙ্গজীবী, জারজের অন্ন ভক্ষক, অগ্নিহোত্র রহিত, গুরুনিন্দক, চিকিৎসক, বিষদাতা, ছদ্মবেশী, প্রবঞ্চক, হন্তা, পর্ণবিক্রয়ী, ইহারা সকলে চণ্ডাল তুল্য। এই সকল কর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ প্রবৃত্ত থাকে, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সে পরিত্যাজ্য হয়। এই সকল ব্রাহ্মণচাণ্ডাল ব্রহ্মঘাতি হয়, বিজ্ঞ লোকদিগের দ্বারা ইহারা দেব পিতৃ কার্য্যে বর্জিত হয়।

ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত॥
কূর্ম্মপুরাণং॥

ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবেক না।

অমেধ্যপতিতচাণ্ডালপুক্কশরজস্বলাবধূতকুনি কুষ্ঠিকুনখিস্পৃষ্টানি ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
শঙ্খবচনং॥

অশুচি, পতিত, চাণ্ডাল, পুক্কশ, রজস্বলা, অবধূত, কুনি, কুষ্ঠি, কুনখি ইহারদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবেক।

নিন্দিতেভ্যোধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনং।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়ং অসত্যস্য চ ভাষণং॥
সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শৌধনমৈন্দবং॥
মনুঃ। ১১ অধ্যায়ঃ॥

ম্লেচ্ছাদি নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা, এবং মিথ্যা বাক্য এই সকলকে অপাত্রীকরণ শব্দে বলিয়াছেন। মহিষাদি বধ যে সঙ্করীকরণ এবং এই অপাত্রীকরণ তন্মধ্যে কোন কর্ম্ম করিলে এক মাস চান্দ্রায়ণ করিবেক।

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

শূদ্র রাজ্যে বাস করিবেক না, এবং বহু অধার্ম্মিক যে স্থানে আছে, বা বেদ বহির্গত পাষণ্ড বা ম্লেচ্ছাদি অন্ত্যজ জাতির প্রাবল্য যে স্থানে আছে, সে রাজ্যে বাস করিবেক না।

ন কথঞ্চন কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মবার্ষলং।
বৃষলঃ কর্ম্ম বা ব্রাহ্মং পতনীয়ে হি তে তয়োঃ॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম্ম করিবেন না এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিবেন না, ইহা করিলে উভয়ে পতিত হয়েন॥

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনং।
শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥
স্মৃতিঃ॥

শূদ্রের অন্ন গ্রহণ, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক্ক, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, বা শূদ্র হইতে অপর বিদ্যা শিক্ষা করিলে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন।

স্বধর্ম্মং যঃ পরিচ্ছিদ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
অনাপদি সবিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মার্ক্কণ্ডেয় পুরাণং॥

বিপদ্গ্রস্ত না হইলেও যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্মকে আশ্রয় করে, বিদ্বানেরা তাহাকে পতিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন॥

ইহার অনেক পাপ দৈবাৎ করিলে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার মোচন হইতে পারে। কিন্তু এই কালে এ দেশে সে প্রায়শ্চিত্তের কাল গত হইয়াছে, যেহেতু বিনা প্রায়শ্চিত্তে উক্ত দুষ্ক্রিয়া সকলের ক্রমাগত অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণ পাতিত্য হইয়াছে।

(আশ্চর্য্য যে ইহার মধ্যে প্রায় এমত কর্ম্ম নাই যাহাতে এ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ক্রয় বিক্রয়, শূদ্র যাজন, চিকিৎসা ব্যবসায়, বৃদ্ধিগ্রহণ এবং অবিহিত প্রতিগ্রহ প্রভৃতি এইক্ষণে প্রায় সাধারণ হইয়াছে। যাঁহারা ম্লেচ্ছের রাজ্যে বাস করিতেছেন, ম্লেচ্ছের নিকটে অধ্যয়ন করিতেছেন, ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা করিতেছেন, এবং ম্লেচ্ছের সেবা করিতেছেন, তাঁহারদিগের নিকটে শূদ্র রাজ্যে বাস, শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন, শূদ্র অধ্যাপনা এবং শূদ্র সেবা বিশেষ অবিহিত কর্ম্মই বোধ হয় না, এবং তদ্দ্বারা যে পতিত হইয়াছেন ইহা

অভিমান এবং অভ্যাস বশতঃ তাঁহারদিগের চিত্তে উদয় হয় না। স্পর্শ দোষ এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন এইক্ষণে নিবারিত হইবারই উপায় নাই। এইক্ষণে কাহার অন্ন কে না ভোজন করিতেছে,এবং কাহার জল কে না পান করিতেছে? ইংরাজি বিদ্যালয়ে যাহারা বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করে, তন্মধ্যে কয় ব্যক্তি আহার ব্যবহারে জাতিভেদ বিচার করে,এবং তজ্জন্য কোন্ পিতা মাতারাই বা তাহারদিগকে পরিত্যাগ করেন, বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে পাপের মোচন করেন? মোসলমান ইংরাজ প্রভৃতির অঙ্গ, বস্ত্র, আসনাদি সমুদয়ই উচ্ছিষ্ট, তাহারদিগের কর্ম্মচারিরা তাহারদিগের গাত্রকে স্পর্শ করিতেছে, তাহারদিগের সেই উচ্ছিষ্ট দ্রব্য সমুদয়ে লিপ্ত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্ট বস্ত্রের সহিত কার্য্যালয়েতেই আহারাদি করিতেছে। ইংরাজদিগের এ দেশীয় লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারির মধ্যে কয় ব্যক্তি সমুদয় দিবস কর্ম্ম করিয়া কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগমনের কাল প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলপান করিতে নিরস্ত থাকে? কাবুল,কান্দাহার,আরব প্রভৃতি দেশীয় লোক যাহারদিগের উচ্ছিষ্ট জ্ঞান মাত্র নাই, তত্তৎ দেশ হইতে আনীত তাহারদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য সকল কয় ব্যক্তি আহার না করিয়া থাকে? যজ্ঞাধিকারিদিগের প্রতি মোসলমান দ্বারা সিদ্ধ তণ্ডুল আহার করিতেই বা কোন্ শাস্ত্রে বিধি আছে? এ দেশীয় লোকের আধুনিক আচার ব্যবহারকে যাঁহারা বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ইংরাজদিগের সহিত কলিকাতাস্থ ধনি এবং মধ্যবর্ত্তি অনেক লোক এইক্ষণে প্রচ্ছন্ন রূপে কেহ বা প্রকাশ্য রূপে একত্র আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারদিগের সংশ্রবে কোন্ ব্যক্তি পতিত হইতে অবশিষ্ট আছে?

পতিতেন সহোষিত্বা জানন্ সম্বৎসরংনরঃ।
মিশ্রিতস্তেনসোব্দান্তে স্বয়ঞ্চ পতিতোভবেৎ॥
দেবলঃ॥

জ্ঞানতঃ পতিতের সহিত এক বৎসর বাস এবং সংসর্গ করিলে পতিত হয়।

যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যাপনং দ্বিজঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ পতেৎ জ্ঞানন্ সহভোজনমেব চ॥
অজ্ঞানাদথবা মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যাপনং দ্বিজঃ।
সম্বৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ॥
কূর্ম্মপুরাণং॥

পতিত যাজন, পতিতের সহিত যোনি সম্বন্ধ, পতিত অধ্যাপনা, এবং পতিতের সহিত ভোজন জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে সদ্য পতিত হয়। অজ্ঞান বা মোহ প্রযুক্ত সম্বৎসর পতিতের অধ্যাপনা বা পতিতের সহিত অধ্যয়ন করিলে পতিত হয়।

(যখন এ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছের রাজ্যে বসতি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন মাত্র করেন না, যখন অনেকেই আপন আপন বৃত্তির এবং নিত্য কর্ত্তব্য অগ্নি হোত্রাদি শত শত কর্ম্মের কিছু মাত্র অনুষ্ঠান করেন না,যখন নানা ম্লেচ্ছ জাতির সহিত আচার ব্যবহারের সংশ্রব বশতঃ বর্ণভেদের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না,তখন কনিষ্ঠ ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই—তাহার অনুষ্ঠান এদেশে সম্ভবই হয় না—সে ধর্ম্মের কাল বহুকাল গত হইয়াছে! এইক্ষণে সেই পরম সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় বিনা দুঃখ মোচনের আর অন্য উপায় নাই যাহাতে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, বর্ণের নিয়ম নাই, স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির নিয়ম নাই, যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই এবং যাহা ব্যতীত অখণ্ড আনন্দ লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং
শাশ্বতং নেতরেষাং॥
কঠোপনিষৎ॥

যে কোন ধীর ব্যক্তিরা সেই পরমেশ্বরকে আত্ম মধ্যে দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈ-
স্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-
সত্ত্বস্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গোচর নহেন, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও প্রাপ্য নহেন। জ্ঞানের প্রসন্নতা প্রযুক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই নিষ্কল আত্মাকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

তমেব বিদিত্বাঅতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা-
বিদ্যতেয়নায়॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ॥

তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, মুক্তির নিমিত্তে অন্য পথ নাই।

(সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্য যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুকেই সমভাবে প্রকাশ করে, পরম

পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান তদ্রূপ যে স্থানে সুদীপ্ত হয়, সেই স্থানকেই শোভন রূপে উজ্জ্বল করে। জগদীশ্বর যেরূপ এই অসীমপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র পিতা হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তদ্রূপ তাঁহার উপাসনা প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র সকল মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য এক মাত্র হেতু হইয়া সকল জাতীয় সকল ব্যক্তিকে সমান উপদেশ করিতেছেন। অতএব যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এইক্ষণে নিতান্ত অসম্ভব, এবং যাহার ফল অতি অচিরস্থায়ী, ও বেদ শাস্ত্রে যাহাকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন,তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পরব্রহ্মের উপাসনাতে শ্রদ্ধাবান্ হও, ও প্রীতির সহিত তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাক, যাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণাকে এই সকল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছে, এবং যাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে সকল বেদ ও সকল তপস্যা ব্যগ্র হইয়াছে।)

সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ
যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং
সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

(বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, পারমার্থতঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও নিয়ম জ্ঞান বেদ শব্দে উক্ত হইয়াছে। প্রসন্ন চিত্ত তপস্বিদিগের হৃদয়ে সেই বেদ প্রকটিত হইয়া মনুষ্যের হিতের নিমিত্তে পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে।) পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার নির্ব্বাহ জন্য নিয়ম সকল তাহাতে স্থাপিত করিয়াছেন, সংস্কৃত বুদ্ধিতে এই জগৎ রূপ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা সেই নিয়ম জ্ঞান এবং নিয়ন্তার স্বরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায়; অতএব স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে যে এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ কল্পিত শরীর ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে বেদের বিশেষ বিশেষ ভাগ উৎপন্ন করিলেন।

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎসামরথন্তরং।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ॥
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশন্তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ॥
সামানি জগতীছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশন্তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ॥
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ॥
বিষ্ণুপুরাণং। ১ অংশঃ। ৫ অধ্যায়ঃ॥

ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ব্বমুখ হইতে গায়ত্রীছন্দঃ, ঋক্, ত্রিবৃৎ, সামবেদের রথন্তরভাগ এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উৎপন্ন করিলেন, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রৈষ্টুপ্ ছন্দঃ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম, এবং উক্থ উৎপন্ন করিলেন, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতীছন্দঃ, সপ্তদশস্তোম, বৈরূপ নামক সাম, এবং অতিরাত্র যজ্ঞ প্রকাশ করিলেন, উত্তর মুখ হইতে একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্য্যাম যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, এবং বৈরাজ্ নামক সাম উৎপন্ন করিলেন।

ভাগবতে ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রতিবাদক বর্ণ সমষ্টিকেই ব্রহ্মা রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরোদেহউদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থাবলমাত্মনঃ॥
ভাগবতং॥

পঞ্চ বর্গ তাঁহার জীবন, স্বর বর্ণ তাঁহার শরীর, শ, ষ, স, হ, এই বর্ণ চতুষ্টয় তাঁহার ইন্দ্রিয়, এবং য, র, ল, ব, এই বর্ণ চতুষ্টয় তাঁহার শক্তি।

এতদনুসারে তাহাতে আরও কল্পনা হইয়াছে যে ব্রহ্মার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রাদি উৎপন্ন হয়।

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবোহ্যস্য দহ্রতঃ॥
তস্যোষ্ণিগাসল্লোমভ্যোগায়ত্রী চ ত্বচোবিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোনুষ্টুব্জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ॥
ভাগবতং॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে তর্ক বিদ্যা, বেদত্রয়, ইতিহাস, দণ্ডনীতি, এবং ব্যাহৃতি ও প্রণব উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার লোম হইতে উষ্ণিক্ ছন্দঃ, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী ছন্দঃ, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, শিরা হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অস্থি হইতে জগতী ছন্দঃ, মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তি, এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে নানা স্থানে নানা প্রকার কল্পনা হইয়াছে। স্থান বিশেষে অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি যে বেদ প্রকাশক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য মনু স্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি লেখেন যে অগ্নি স্তুতি পূর্ব্বক ঋগ্বেদের আরম্ভ হয়, এবং বায়ু স্তুতি পূর্ব্বক যজুর্ব্বেদের আরম্ভ হয়, এই নিমিত্তে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদের এবং বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদের উৎপত্তি প্রসঙ্গ হইয়াছে। বেদ প্রথমতঃ গ্রন্থে লিপি বদ্ধ না হইয়া আচার্য্য শিষ্যের প্রমুখাৎ উপদেশ ক্রমে পরম্পরা প্রবাহিত ছিল, এই হেতু ইহা শ্রুতি শব্দে খ্যাত

হইয়াছে। প্রথমতঃ সাম, ঋক্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেদ ছিল না, তৎকালে এক মাত্র বেদ এবং তৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা রূপ এক মাত্র ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী॥
বনপর্ব্ব॥

সত্য কালে পৃথক্ পৃথক্ সাম, ঋক্, যজুর্ব্বর্ণ এবং মানব সম্বন্ধীয় ক্রিয়া ছিল না।

সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলং।
তদা হি সমকর্ম্মাণোবর্ণাধর্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥
একদেবসদাযুক্তাএকমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ।
পৃথগ্‌ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদাধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ॥
বনপর্ব্ব॥

ব্রহ্ম আশ্রয়,ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্তে আচরণ,এবং কেবল ব্রহ্মজ্ঞান এই সকল ধর্ম্মকে সত্য কালে সকল বর্ণ ব্রহ্মলাভের উপযোগি কর্ম্মানুষ্ঠায়ি হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তিরা এক ব্রহ্মেতেই যুক্ত ছিলেন, এক ব্রহ্ম মন্ত্র এবং তদুপযোগি এক বিধি ক্রিয়াবিশিষ্ট ছিলেন, এক বেদের অনুগামি ছিলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা রূপ এক ধর্ম্মাবলম্বি ছিলেন।

আত্মযোগসমাযুক্তোধর্ম্মোয়ং কৃতলক্ষণঃ।
কৃতযুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য শাশ্বতঃ॥
বনপর্ব্ব॥

ব্রহ্মযোগবিশিষ্ট যে ধর্ম্ম তাহাই সত্যের লক্ষণ,সত্যকালে চতুর্ব্বর্ণেরই সেই সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল।

প্রথমতঃ এক মাত্র মূল বেদ ছিল,তাহার নাম যজুঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হয়েন। যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিশেষ বিশেষ বেদভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয়; যজুঃ দ্বারা আধ্বর্য্যব কর্ম্ম, ঋক্ দ্বারা হোত্র কর্ম্ম, এবং সাম দ্বারা ঔদ্গাত্র কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ব দ্বারা রাজক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন হয়। বেদব্যাস এই এক বেদের অংশ যে সকল যজুর্ব্বাক্য তাহাকে পৃথক্ করিয়া যজুর্ব্বেদ করিলেন, ঋক্ বাক্য সকলকে ঋগ্বেদ করিলেন, সাম বাক্যকে সামবেদ করিলেন এবং অথর্ব্ব বাক্যকে অথর্ব্ববেদ করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বের এক মাত্র বেদ হইতে চতুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল।

একআসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিন্ তেন যজ্ঞমথাকরোৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভির্হোত্রং তথা মুনে।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
ততঃ সঋচউদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজন্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি সপ্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা শ্রুতিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণং। ৩ অংশঃ। ৪অধ্যায়ঃ॥

চতুর্ব্বেদ হইলেও যে স্থানে স্থানে ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রিবেদ মাত্রের নাম উক্ত করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রিবেদ মাত্র যজ্ঞের উপযোগী,তাহাতে অথর্ব্ববেদের প্রয়োজন নাই, অতএব যজ্ঞাদি বিষয়ে প্রাধান্য হেতু উক্ত বেদ ত্রয়কে ত্রয়ী শব্দে বলিয়াছেন।

ঋগ্বেদেনৈব হোত্রং কুর্ব্বন্ যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যবং সামবেদেনৌদ্গাত্রং যদেব ত্রয়্যৈ বিদ্যায়ৈ সুক্তং॥
শ্রুতিঃ॥

ঋগ্বেদ দ্বারা হোত্রকর্ম্ম, যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র অনুষ্ঠান করত এই ত্রয়ী বিদ্যা নিমিত্ত যাহা সূক্ত হয়।

মনুর তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন যে

যজ্ঞবিদ্যায়ামনুপযোগাচ্চানির্দ্দেশাৎ।

অথর্ব্ববেদ যজ্ঞ বিদ্যার উপযোগী নহে, এই নিমিত্তে তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই।

ত্রয়ীসম্পাদ্যত্বং যজ্ঞানাং জ্ঞায়তে।
তিন বেদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয় জানিবে।

বস্তুতঃ স্বয়ং বেদেতেই চারি বেদের নাম স্পষ্ট রূপে গণনা করিয়াছেন।

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেত দৃগ্‌দৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।
২অধ্যায়ঃ। ৪ ব্রাহ্মণং॥

উক্ত মহান্ আত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অঙ্গিরস প্রাপ্ত অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঋগ্বেদং যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বাণঞ্চতুর্থং।
ছান্দোগ্যোপনিষদ্॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদ।

বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে যখন বেদ চর্চ্চা এ দেশে বাহুল্য রূপে ছিল, তখন এক বেদ অধ্যয়ন সামান্য ছিল। যিনি দুই বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার দ্বিবেদী খ্যাতি হইত, যিনি তিন বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার ত্রিবেদী খ্যাতি হইত, যিনি চারি বেদ অধ্যয়ন করিতেন তাঁহার চতুর্ব্বেদী খ্যাতি হইত।

ততোঽন্যে চ চতুর্ব্বেদাস্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে॥
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথাপরে॥
বনপর্ব্ব॥

কোন কোন ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদী, কেহ কেহ ত্রিবেদী, কেহ বা দ্বিবেদী, কেহ একবেদী এবং অন্য কেহ কেহ বেদ হীন ছিলেন।

অদ্যাপি পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণ বংশ দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী নামে খ্যাত আছে।

এইরূপে বিভক্ত বেদের দুই ভাগ দৃষ্ট হইতেছে; ব্রাহ্মণ ভাগ এবং মন্ত্র ভাগ। জ্ঞান কর্ম্ম বিষয়ে বিধিনিষেধাদির প্রয়োজক বাক্য ব্রাহ্মণ শব্দে উক্ত হয়, এবং তদ্ভিন্ন স্তুতিবাদক বাক্য প্রভৃতি মন্ত্র শব্দে উক্ত হয়।

প্রতি বেদের মন্ত্র সকলের সমষ্টি সংহিতা নামে উক্ত হয়; যথা ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, অথর্ব্ববেদ সংহিতা। এক বেদের ব্রাহ্মণ সমষ্টি তদ্রূপ ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ এই রূপে উক্ত হয়। সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য এবং শিরোভাগ যে উপনিষৎ তাহা প্রায় ব্রাহ্মণ বাক্যের অংশ, স্থানে স্থানে সেই ব্রাহ্মণ বাক্যের মধ্যে মন্ত্র বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্ কেবল শুক্ল যজুঃসংহিতার এক অংশ।

বেদব্যাস বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া চারি জন শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ উপদেশ করিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে অন্য শিষ্যদিগকে স্ব স্ব বেদ অধ্যাপন করিলেন, এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার আচার্য্য হইয়া অন্য শিষ্য সকল গ্রহণ করিলেন, এইরূপে শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে বেদ শিক্ষার প্রবাহ প্রচলিত হইল, এবং ক্রমশঃ বেদচর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল হইল।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে পৈল ঋগ্বেদ বিভাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাষ্কলি এই দুই শিষ্যকে দুই সংহিতা প্রদান করিলেন। বাষ্কলি তাঁহার শাখাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য, এবং পরাশর এই চারি শিষ্যকে প্রদান করিলেন, এবং তাঁহারা অন্য শিষ্যদিগকে এই সমুদয় শাখার উপদেশ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁহার সংহিতা স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যাপন করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য বংশানুক্রমে এই সংহিতা অধ্যাপিত হইয়া আসিল। তন্মধ্যে কতক ঋষির নাম বায়ুপুরাণে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; যথা মাণ্ডুকেয় তাঁহার পুত্র সত্যশ্রবাকে এই সংহিতা শিক্ষা করাইলেন, সত্যশ্রবা তাঁহার পুত্র সত্যহিতকে উপদেশ করিলেন,এবং সত্যহিত তাঁহার পুত্র সত্যশ্রীকে উপদেশ করিলেন। সত্যশ্রীর তিন শিষ্য; রথান্তর, শাকল্য এবং বাষ্কলি*।

বিষ্ণুপুরাণে প্রাপ্ত হইতেছে যে শাকল্য এই ইন্দ্রপ্রমতি সংহিতা হইতে পঞ্চ সংহিতা করিয়া মুদ্গল, গোখলু, বাৎস্য, শালীয়, এবং শিশির এই পঞ্চ শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। শাকপূর্ণি† উক্ত মূল সংহিতা বিভাগ করিয়া অন্য তিন সংহিতা করিলেন, এবং ক্রৌঞ্চ, বৈতালকি ও বলাক এই তিন শিষ্যকে তাহা উপদেশ করিলেন, এবং বৈদিক শব্দার্থ বোধের নিমিত্তে নিরুক্ত প্রস্তুত করিয়া নিরুক্তকৃৎ নামক এক ব্যক্তিকে তাহা অধ্যাপন করিলেন। কিন্তু যাস্ক্য ঋষি নিরুক্ত শাস্ত্রকর্ত্তা, ইহাতে বোধ হয় যে শাকপূর্ণির অন্য এক নাম যাস্ক্য। বাষ্কলি অন্য তিন সংহিতা করিলেন, এবং কালায়নি, গার্গ্য, ও কথাজব এই তিন শিষ্যকে তাহার উপদেশ করিলেন। চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে এতদতিরিক্ত অন্য দুই প্রধান শাখা প্রাপ্ত হয়, তাহারদিগের নাম আশ্বলায়নী শাখা এবং সাংখ্যায়নী শাখা।

এই বেদের এক প্রধান অংশ ঐতরেয় আরণ্যক, এবং এই ঐতরেয় আরণ্যকের এক প্রধান অংশ ঐতরেয়োপনিষদ্।

যজুর্ব্বেদের প্রধান দুই ভাগ; এক ভাগের নাম কৃষ্ণ যজুঃ এবং অপর ভাগের নাম শুক্ল বা বাজসনেয় যজুঃ। বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষি সপ্তবিংশতি শিষ্যকে সপ্তবিংশতি শাখা উপদেশ করিলেন।

* কুত্রাপি শাকল্যকে বেদমিত্র নামে এবং বাষ্কলিকে ভরদ্বাজ নামে উক্ত করিয়াছেন।

† বায়ুপুরাণানুসারে পূর্ব্বোক্ত রথান্তর মুনির অন্য এক নাম শাকপূর্ণি॥

চরণব্যূহে কৃষ্ণযজুর কতক শাখাকে তৈত্তিরীয় এবং কতক শাখাকে চরক শব্দে বলিয়াছেন। কৃষ্ণযজুর অনুক্রমণিকাতে তৈত্তিরীয় শব্দের এই তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে যে বৈশম্পায়ন আচার্য্য যস্ক ঋষিকে এই বেদের উপদেশ করেন, যস্ক তিত্তির ঋষিকে ইহা প্রদান করেন, এবং তিত্তির ঋষি অন্য শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করেন। এই প্রযুক্ত ইহার তৈত্তিরীয় নাম হইল। পাণিনী ব্যাকরণেও ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

তিত্তিরিণা প্রোক্তমধীয়তে তৈত্তিরীয়াঃ।
পাণিনী।

তিত্তির ঋষি দ্বারা উক্ত যজুঃ শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদিগের নাম তৈত্তিরীয়।

চরক ঋষি প্রোক্ত যজুঃশাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই চরক নামে খ্যাত হইয়াছেন।

চরকেণ প্রোক্তং চরকাঃ।
পাণিনী॥

চরকোক্ত শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদিগের নাম চরক।

তৈত্তিরীয়ের দুই ভাগঃ যথা ঔখ্য* এবং খাণ্ডিকেয়। খাণ্ডিকেয় ভাগ পুনর্ব্বার পঞ্চ শাখাতে বিভক্ত হয়ঃযথা আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী,‡ হিরণ্যকেশী, এবং ঔবেয়ী। চরকের দ্বাদশ ভাগঃ যথা চরক, আহ্বরক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কপিষ্ঠলকঠ, ঔপমন্য, আষ্টলকঠ, চারায়ণীয়, বারায়ণীয়, বার্ত্তান্তবেয়, শ্বেতাশ্বতর, এবং মৈত্রায়ণীয়। এই মৈত্রায়ণীয় পুনর্ব্বার সপ্ত ভাগে বিভক্ত হয়ঃ যথা মানব, দুন্দুভ, চৈকেয়, বারাহ, হারিদ্রবেয়, শ্যাম, শ্যামায়নীয়।

বাজসনেয় যজুঃ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি দ্বারা আখ্যাত হয়,এবং তাঁহার পিতার নাম বাজসনি প্রযুক্ত বাজসনেয় নামে এই বেদ খ্যাত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য কণ্ব প্রভৃতি হইতে প্রথমতঃ শুক্লযজুর পঞ্চদশ শাখা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই দুই প্রধান শাখা।

বায়ুপুরাণে এই পঞ্চদশ শাখা কর্ত্তা আচার্য্যদিগের নাম ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা কণ্ব, বৈধেয়, শালিন্, মধ্যন্দিন, সপেয়িন্, বিদগ্ধ, উদ্দালিন, তাম্রায়নি, বাৎস্য, গালব, শৈশিরি, আটব্য, পর্ণ, বীরণ, সম্পারয়ণ। ইঁহারদিগের হইতে বাজসনেয় যজুর অন্যূন এক শত এক শাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে কতক শাখার নাম চরণ ব্যূহে প্রাপ্ত হয়; যথা জাবাল, ঔন্মেয়, তাপায়নীয়, কাপাল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পামাবটিক,* পারাশরীয়, বৈনেয়, ওঘেয়, বৈজব, কাত্যায়নীয়।

বৃহদারণ্যক এবং বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ শুক্ল যজুঃ হইতে হইয়াছে, এবং তৈত্তিরীয়, কাঠক, ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুঃ হইতে হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে জৈমিনি সামবেদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুত্র সুমন্ত এবং পৌত্র সুকর্ম্মাকে এক সংহিতা উপদেশ করিলেন। সুকর্ম্মা সহস্র সংহিতা প্রস্তুত করিয়া হিরণ্যনাভঃ এবং পৌষ্যঞ্জিকে উপদেশ করিলেন। পৌষ্যঞ্জির পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হয়, এবং তাঁহারা উদীচ্য সামগা নামে উক্ত হয়েন। হিরণ্যনাভের পঞ্চদশ শিষ্য প্রাচ্য সামগা নামে উক্ত হয়েন। পৌষ্যঞ্জি ঋষির শিষ্য লোকাক্ষি, কুথমি, কুষীদি ও লাঙ্গলি দ্বারা এবং তৎ শিষ্যদিগের দ্বারা অনেক শাখা হয়। কৃতি নামে হিরণ্যনাভের অন্য এক শিষ্য চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা উপদেশ করেন, এবং তাঁহারদিগের দ্বারা ক্রমশঃ বহু সংখ্যক শাখা উৎপন্ন হয়। এই কৃতি ঋষি রাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বায়ুপুরাণে অন্য কতক ঋষির নাম প্রাপ্ত হয়। লোকাক্ষির পুত্র রায়াননীয় এক সংহিতা করেন, তৎপুত্র সৌমিত্রি তিন সংহিতা করেন, কুথমির পুত্র পরাশর ষট্‌সংহিতা সংগ্রহ করিয়া উপদেশ করেন, এবং লাঙ্গলির পুত্র শালিগোত্র অন্য ষট্‌শাখা স্থাপনা করেন।

এতদ্ব্যতীত অনেক শাখার নাম চরণব্যূহে প্রাপ্ত হয়; যথা আহ্বরায়নীয়া, বাহ্বরায়নীয়া, বার্ত্তান্তবেয়া, প্রাঞ্জলা, ঋগৃর্ণভেদা, প্রাচীনযোগ্যা, জ্ঞানযোগ্যা, শাণ্ডায়নীয়া, শাবায়নীয়া,* সাত্বলা, মৌদ্গালা, খলূলা, মহাখলূলা, গৌতমা, জৈমিনীয়া।

তলবকার এবং ছান্দোগ্য এই বেদের উপনিষৎ।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে ব্যাস শিষ্য সুমন্ত ঋষি তাঁহার শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ উপদেশ করিলেন। কবন্ধ তাহা দ্বিধা করিয়া দেবদর্শ এবং পথ্যকে প্রদান করিলেন। দেবদর্শের শিষ্য মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌল্কায়নি, ও পিপ্‌পলাদ, এবং পথ্যের শিষ্য জাজলি, কুমুদাদি, এবং শৌনক; ইহারা সকলে স্ব স্ব শাখা বিভাগ করিয়াছিলেন। শৌনক তাঁহার শাখা দ্বিভাগ করিয়া বভ্রু এবং সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, তাঁহারদিগের হইতে মুঞ্জকেশা‡ এবং সৈন্ধবা এই দুই শাখা স্থাপিত হইল। এতদ্ব্যতীত চরণব্যূহে কতক শাখার নাম প্রাপ্ত হইতেছে; যথা দান্তা, প্রদান্তা, স্নাতা, সৌত্রা, ব্রহ্মদাবলা, চরণবিদ্যা।

মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এবং প্রশ্ন এই তিন প্রধান উপনিষৎ অথর্ব্ববেদ হইতে হইয়াছে।

সনাতন বেদশাস্ত্র এপ্রকার বহু শাখাতে বিভক্ত হইয়া ক্রমাগত প্রবাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্য যে এই বেদ রক্ষার প্রতি এমত কৌশল সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছে যে তাহাতে কোন প্রকার ভ্রম বা প্রতারণা হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রথমতঃ বিদ্যারণ্য, সায়নাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, মহীধর প্রভৃতি আচার্য্যেরা বেদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাক্যকে উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন, ইহাতে তাৎপর্য্যের ভ্রম দূরে থাকুক, লিপি প্রমাদ জন্যও ভ্রম হইতে পারে না! যাহার ভাষ্য নাই এমত গ্রন্থ প্রমাণই হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অনুক্রমণিকা প্রভৃতিতে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এবং তদন্তর্গত শব্দের সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থ সকলেরই ভাষ্য থাকাতে তাহারও কোন অংশ পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয়তঃ বেদের বিশেষ বিশেষ শব্দ এবং বাক্যের অর্থ প্রতিপাদন জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রে এবং তাহার ভাষ্যেতে বেদ বাক্য সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ আশ্বলায়ন সূত্র, সাঙ্খ্যায়ন সূত্র, বৌদ্ধায়ন সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র, গোভিলসূত্র, আপস্তম্বসূত্র প্রভৃতি সংগ্রহে এবং তাহার ভাষ্যেতে ভূরি ভূরি শ্রুতি বিস্তারিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ দর্শনবেত্তারা আপন আপন মত স্থাপনের নিমিত্তে শ্রুতি প্রমাণ সকল গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাতে ষড়্‌দর্শন পরস্পর ভিন্ন এবং বিরোধী হইলেও যে সকল বৈদিক বাক্য তাহাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কুত্রাপি অনৈক্য নাই।

ষষ্ঠতঃ মনু প্রভৃতি স্মৃতি এবং নীতি মুঞ্জরী প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রন্থের অর্থ প্রতিপাদন জন্য যে সকল ভূরি ভূরি শ্রুতি টীকাকারেরা ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত মূল বেদ এবং অন্যত্র ধৃত সমুদয় শ্রুতির সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে।

সপ্তমতঃ পাণিনী প্রভৃতি ব্যাকরণে উদাহরণ স্বরূপে অনেক শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে।

অষ্টমতঃ বেদবহির্গত জৈনেরা তাহারদিগের গ্রন্থ সকলে অনেক শ্রুতিকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত মূল বেদের কোন অংশে বিভিন্নতা নাই। বিশেষতঃ সেই জৈনেরা যখন বেদের বিরোধি ধর্ম্মাবলম্বি, তখন ইহার অপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য আর কি হইতে পারে?

এই প্রকার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ যে বেদ তাহাই প্রামাণ্য রূপে গ্রাহ্য হয়, এরূপ প্রমাণের অযোগ্য যাহা তাহাকে বেদ রূপে গ্রহণ করা যায় না। ইহাতে বেদের পরিবর্ত্তন বা তাহার প্রতি কোন প্রতারণা কদাপি হইবার সম্ভাবনা নাই; যখন কেহ কোন

* কুত্রাপি ইহার নাম খমধ্য বলিয়াছেন।
‡ কুত্রাপি ইঁহাকে ঔবেয়ী নামে বলিয়াছেন।

*'পরমাবটিক' এমত পাঠও কুত্রাপি আছে।
§ হিরণ্যনাভের অন্য এক নাম কৌশল্য।

* ইহাকে কুত্রাপি শাট্যমুগ্র্যা নামে বলিয়াছেন।
‡ বভ্রুরই অন্য এক নাম মুঞ্জকেশ।
মুঞ্জকেশইতি বভ্রোরেব নামান্তরং।
বিষ্ণুপুরাণটীকা।

প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহা ধৃত হইয়া নিবারিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রমাণের অযোগ্য প্রযুক্ত রামতাপনীয়, গোপালতাপনীয়, সুন্দরী প্রভৃতি উপনিষৎ পণ্ডিত সমাজে প্রমাণ হয় না। কিয়ৎকাল হইল কোন কোন খ্রীষ্টানেরা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক নূতন বেদ রচনা করিয়াছিল, দক্ষিণে পন্দিচারী নামক স্থানের মিশনরীদিগের নিকট হইতে সেই গ্রন্থ প্রকাশ হয়। এদেশে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই, সাধারণের গোচরও হয় নাই।)

কঠোপনিষৎ

চতুর্থী বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকারণে তদপনয়নায় যত্নআরব্ধুৎ শক্যতে নান্যথেত্যাহ। 'পরাঞ্চি' পরাগঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি খোপলক্ষিতানীন্দ্রিয়াণি 'খানি' ইত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষয়প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবং স্বভাবকানি তানি 'ব্যতৃণৎ' হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ 'স্বয়ম্ভুঃ' যঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বতন্ত্রোভবতি সর্ব্বদা নপরতন্ত্রইতি। 'তস্মাৎ' 'পরাঙ্' পরাগুপাননাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ 'পশ্যতি' উপলভতে 'ন' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মানমিত্যর্থ। এবং স্বভাবে সতি লোকস্য 'কশ্চিৎ' নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব 'ধীরঃ' ধীমান্ বিবেকী 'প্রত্যগাত্মানং' প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা তং 'ঐক্ষৎ' অপশ্যৎ পশ্যতীত্যর্থঃ। ছন্দসি কালানিয়মাৎ। কথম্পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'আবৃত্তচক্ষুঃ' আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতমশেষবিষয়াদযস্য সঃ। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থম্ভূতো প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বং নিত্যস্বভাবতাং 'ইচ্ছন্'॥ ১ ॥

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না। কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা সময়ে বিষয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এই হেতু জ্ঞানি ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ 'পরাচঃ' বহির্গতানেব 'কামান্' কাম্যান্ বিষয়ান্ 'অনুযন্তি' অনুগচ্ছন্তি 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'তে' তেন কারণেন 'মৃত্যোঃ' অবিদ্যাকামকর্ম্মসমুদায়স্য 'যন্তি' গচ্ছন্তি 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতোব্যাপ্তস্য 'পাশম্' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তৎ দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগবিয়োগলক্ষণমনবরতগুম্ফমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্তইত্যর্থঃ। যতএবং 'অথ' তস্মাৎ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং 'অমৃতত্বং' 'ধ্রুবং' 'বিদিত্বা' 'অধ্রুবেষু' সর্ব্বপদার্থেষুনিত্যেষু 'ইহ' সংসারেঽনর্থপ্রায়ে 'ন প্রার্থয়ন্তে' কিঞ্চিদপি ॥ ২ ॥

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিসকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়। পণ্ডিত সকল এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৩ ॥

যদ্বিজ্ঞানান্নকিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ কথং তদধিগমইত্যুচ্যতে। 'যেন' 'এতেন এব' দেহাদিব্যতিরিক্তেন আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ' 'মৈথুনান্' মৈথুনজন্যসুখবিশেষান্ 'বিজানাতি' বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বোলোকঃ। যথা যেন লোহোদহন্ দহতি সোঽগ্নিরিতিতদ্বৎ। তস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং 'কিং' 'অত্র' অস্মিন্ লোকে 'পরিশিষ্যতে' ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে। সর্ব্বমেবাত্মনা বিজ্ঞেয়ং। যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে সআত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। 'এতৎ বৈতৎ' কিন্তৎ যন্নচিকেতসাপৃষ্টং দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং ধর্ম্মাদিভ্যোঽন্যৎ বিক্ষোঃ পরমং পদং যস্মাৎ পরং নাস্তি ॥ ৩ ॥

যে এই আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে লোক সকল অনুভব করে, সে আত্মার নিকটে কি অবিজ্ঞেয় থাকে। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সত্তাকে অবলম্বন ক-

রিয়া জীব সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

'স্বপ্নান্তং' স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'জাগরিতান্তং চ' জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'উভৌ' স্বপ্নজাগরিতান্তৌ 'যেন' আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'অনুপশ্যতি' অনুভবতি লোকঃ তং 'মহান্তং' 'বিভুং আত্মানং' 'মত্বা' অবগম্য 'ধীরঃ ন শোচতি' ॥ ৪ ॥

স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থাতে যাঁহার অধিষ্ঠানে লোক সকল সুখ দুঃখ অনুভব করে, সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৪ ॥

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ। তে তপন্তি মহাত্মানোন শরীরস্য শোষণং ॥
তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিতাং শুচিরলঙ্কৃতঃ। যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ন হি পাপানি কর্ম্মাণি শুধ্যন্ত্যনশনাদিভিঃ। সীদত্যনশনাদেব মাংসশোণিতলেপনঃ ॥
শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিংস্মৃতিং। একাক্ষরাভিলম্বন্ধং তত্ত্বং হেতুভিরিচ্ছসি ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎসর্ব্বং যৎস্বর্গনরকাবুভৌ। নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছন্ত্যসংশয়ং। সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ ॥
ষণ্ণামাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাং। যোধীরোধারয়েদ্রশ্মীন্ সস্যাৎ পরমসারথিঃ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু। ধৃতিং কুর্ব্বীত সারথ্যে ধৃত্বা তানি জয়েদ্ধ্রুবং ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে। তদস্য হরতে বুদ্ধিং নাবং বায়ুরিবাম্ভসি ॥
শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ। বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমপি জায়তে। ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানোবিকর্ম্মসু ॥
যস্তু শূদ্রোদমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ। তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥
অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে। সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥
সংস্কৃতস্য চ দান্তস্য নিয়তস্য যতাত্মনঃ। প্রাক্তস্যানন্তরাবৃত্তিরিহ লোকে পরত্রচ ॥
সতাং ধর্ম্মেণ বর্ত্তেত ক্রিয়াং শিষ্টবদাচরেৎ। অসংক্লেশেন লোকস্য বৃত্তিংলিপ্সেত বৈদ্বিজঃ ॥
প্রাজ্ঞোধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি। তস্যৈব সিধ্যতে মূলং গুণান্ পশ্যতি যত্র বৈ ॥
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি। সমিত্রজনসন্তুষ্টইহ প্রেত্য চ নন্দতি ॥
প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরইহ দোষং নৈবানুরুধ্যতে। বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি ॥
এবং নির্ব্বেদমাদত্তে পাপং কর্ম্ম জহাতি চ। ধার্ম্মিকশ্চাপি ভবতি মোক্ষঞ্চ লভতে পরং ॥
তপোনিশ্রেয়সংজন্তোস্তস্য মূলং শমোদমঃ। তেন সর্ব্বানবাপ্নোতি কামান্ যান্ মনসেচ্ছতি ॥
ইন্দ্রিয়াণান্নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ। ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎ পরং দ্বিজসত্তম ॥
নাতপ্ততপসোলোকে প্রাপ্নুবন্তি মহৎ সুখং। সুখদুঃখে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে ॥
সুখমাপতিতং সেবেদ্দুঃখমাপতিতং বহেৎ। কালপ্রাপ্তমুপাসীত সস্যানামিব কর্ষকঃ ॥
তপসোহি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ। নাসাধ্যং তপসঃ কিঞ্চিদিতি বুধ্যস্ব ভারত ॥
সত্যমার্জ্জবমক্রোধঃ সংবিভাগোদমঃশমঃ। অনসূয়া বিহিংসা চ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ ॥
পাবনানি মহারাজ নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাং। ইহ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে ॥
তস্মাচ্ছরীরং যুঞ্জীত তপসা নিয়মেন চ। যথা শক্তি প্রয়চ্ছেত সংপূজ্যাভিপ্রণম্য চ ॥
কালে প্রাপ্তে চ হৃষ্টাত্মা রাজন্ বিগতমৎসরঃ। দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎপরিক্লেশং ন বিন্দতি ॥
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ং। সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ ॥
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে। ব্যসনৈর্ন তু সংযোগংপ্রাপ্নোতি বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
শুভানুশয়বুদ্ধির্হি সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা। প্রাদুর্ভবতি তদ্যোগাৎ কল্যাণমতিরেব সঃ ॥
দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন। অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা সচ দুঃখেন লভ্যতে ॥
বিশেষস্তত্র বিজ্ঞেয়োন্যায়েনোপার্জ্জিতং ধনং। পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃপ্রতিপাদয়েৎ ॥

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মোধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন সকর্ত্তারং ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥
পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্তফলং স্মৃতং ॥

বনপর্ব্ব।

প্রেরিত পত্র

পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রীধর শর্ম্ম ব্রাহ্ম সমাজ উপাচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

প্রণামপুরঃসরনিবেদনমিদং। গত ২ জ্যৈষ্ঠ দিবসীয় সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে বিষ্ণু সভা সম্পাদক শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামিন ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র সম্বলিত এক পত্র কতিপয় ব্রাহ্ম কর্তৃক লিখিত রূপে প্রকাশ হয়, যে তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কাল্পনিক বুঝিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুসভায় নামাঙ্কিত করিয়াছেন; তাহাতে সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন করা আবশ্যক জ্ঞান করিয়া আপনাকে লিখিতেছি যে উপরোক্ত পত্রে আমারদিগের যে নাম আছে, তাহা আমারদিগের স্বাক্ষরিত নয়, ও এমত পত্র আমরা রচনা করি নাই, কিম্বা কাহাকেও এমত পত্র লিখিতে অনুমতি দান করি নাই।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ শোধন পূর্ব্বক আগামি মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন। ইত্যলং বিস্তরেণ। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৮।

শ্রীমাধবচন্দ্র বসাক।
সাং পাথুরিয়াঘাটা।
শ্রীচন্দ্রমোহন বসাক।
সাং কয়লাহাটা।

পুনশ্চ অন্য সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পত্র সমাচার চন্দ্রিকা হইতে স্ব স্ব পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ পত্র খানিও আপন আপন পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র সুখসাগরের কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বংশবাটীর কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

কর্ম্মকর্ত্তার নিয়ম

১—স্থান বিশেষে কর্ম্মকর্ত্তা সকল নিযুক্ত করা যায়, এবং তাঁহারদিগের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করা যায় যে তাঁহারা তদঞ্চলের সভ্যদিগের নিকট হইতে দাতব্য সংগ্রহ করেন।

২—তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসে গত মাসের আদায়ি টাকা সভাতে প্রেরণ করেন।

৩—তাঁহারা তিন মাসান্তে সেই তিন মাসের আদায়ি টাকার আয় ব্যয় পত্র সভাতে পাঠাইতে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

ADVERTISEMENT.

A pamphlet entitled 'VAIDANTIC DOCTRINES VINDICATED,' to be had at the office of the Tuttuboadhiney Subhah.—Price six annas.

Members of the Tuttuboadhiney Subhah are entitled to receive gratis one copy each on application to the secretary.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থভাগ
৩৬ সংখ্যা
১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা

বালুময় উত্তপ্ত মরু ভূমি ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সম্মুখে কোন নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া যদি কেবল কতক গুল্মীন নিস্ফল কণ্টকি বৃক্ষ এবং শুষ্ক অথবা পঙ্ক পূরিত সরোবর দেখা যায়, তবে কি প্রকার নিরাশ হইতে হয়! তদ্রূপ কোন গ্রামবাসী স্বদেশের হিতৈষী বিজ্ঞ ও সুচরিত্র ব্যক্তি সমুদয় পল্লীগ্রামের বিষম দুরবস্থা জন্য বিষন্ন হইয়া কলিকাতার বাহ্য শোভা এবং তত্রস্থ লোকের নানা হিতজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতি পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হয়েন; কিন্তু তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, চরিত্র বিষয়ে যত নিগূঢ় রূপে অনুসন্ধান করেন, ক্রমশঃ ততই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন। বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্ত্তী দরিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন না।

এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামি যাঁহারা,—বিষয়োপযোগী হস্ত লিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্ক পাত মাত্র যাঁহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য ও তাবৎ জীবনের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা চিন্তাই করেন না —'দেশের উপকার' এ বাক্যের অর্থও তাঁহারদিগের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন—এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না—সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করেন। ইহার জন্যেই দিবা রাত্রি ব্যতিব্যস্ত; একর্ম্মের সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎ কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধন সূত্র; নতুবা [illegible] অর্চ্চনাতে নৃত্য, গীত, [illegible] বিশেষ

মনোযোগি হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিশেষতঃ তাঁহারদিগের উপাসনায় সাত্বিকতার কি অপূর্ব্ব চিহ্ন দেখা যায়, যাঁহারা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ পূজার সামগ্রী সকল সম্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণ রূপে তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে রাশীকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তদ্দ্বারা স্বদেশের বিন্দু মাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্প্রদায় ভুক্ত দাতাও অনেকে আছেন, স্বীয় মণ্ডলী মধ্যে যশ উপার্জ্জন করা তাঁহারদিগের প্রধান তাৎপর্য্য; অতএব বিবাহ ও দলাদলি প্রভৃতি কর্ম্মে কেহকেহ এককালে সহস্র সহস্র মুদ্রা অক্লেশে দান করেন। যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা এক দিনে ব্যয় করিয়া থাকেন, তিনি সেই পুত্রের অধ্যয়ন হেতু মাসিক পাঁচ টাকাও প্রদান করিতে ক্লেশ বোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের অজ্ঞান প্রবাহ রক্ষার প্রধান হেতু ইহাঁরাই হইয়াছেন। দান বিষয়ে ইহাঁরা পাত্রাপাত্র বিচার করেন না; সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও যে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক রূপে প্রকাশ করে, অথবা তাঁহারদিগের যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মন্ত্র সকল কেবল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাপন্ন কি না ইহা ভ্রান্তিতেও বিবেচনা করেন না। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ দশকর্ম্মোপযোগি কতক গুলীন মন্ত্র অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন;—কঠোর জ্ঞানাভ্যাসে আর কেন পরিশ্রম করিবেন? তথাপি ব্রাহ্মণেরা আপনারদিগের পূর্ব্বাভিমানেই মগ্ন রহিয়াছেন—বিবেচনা করেন না যে ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত তাঁহারদিগের আর কি পদার্থ আছে? অন্যকে ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন কি? আপনারা তাহার সম্যক্ বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন, এবং অজ্ঞান ও কুপ্রবৃত্তি প্রযুক্ত বিজ্ঞ সমাজে ক্রমাগত হতাদর হইতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্য লজ্জার বিষয় যে যে শূদ্রেরা পূর্ব্বে তাঁহারদিগের আজ্ঞা কারিদাস ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়াছেন—ধন সেবা জন্য তাহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত, অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনিদিগেরই উপাসনা আন্তরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি তাঁহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এনিমিত্তে কপালে দীর্ঘ রেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র, এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্বরূপ সিক্ত বস্ত্র খণ্ড পরিপাটী রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করত উপস্থিত হয়েন। অনেক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলে দাতার মনোরম্য যে কোন অভিপ্রায়, তাহাকে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রায় ব্যক্ত করেন, এবং কত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বহস্তেতেও লিখিয়া প্রদান করেন। এবম্প্রকার অযোগ্য আচরণ প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহারা সংসারে অধোগামি হইতেছেন, তদ্বিপরীতে অনেক শূদ্র জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা উচ্চ পদে আরোহণ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহারদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি আছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কোন সভা হইলে শূদ্রেরা তাহার অধিপতি হয়েন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে তাঁহারা সেই সেই শূদ্র সভাপতির দলাক্রান্ত বলিয়া আপনারদিগকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন, ও লোকের নিকটে মান্য হয়েন। আপনারদিগের বৃত্তি যে ধর্ম্মপালন তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং ধর্ম্ম কি জ্ঞান প্রচারে এককালে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন পরোপকারী ব্যক্তি জ্ঞান প্রচার, ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি হিত কার্য্যে অনুরক্ত হয়েন, তবে তদ্দ্বারা আপনারদিগের মান ও প্রভুত্বের হানি সম্ভাবনায় যাহাতে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়, এমত দুষ্ট চেষ্টা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক করিতে থাকেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান ও অন্য অন্য সাংসারিক দুঃখ প্রদান করিতে সযত্ন হয়েন। ইতর বিশেষ সাধারণের নিকটে প্রভুত্ব রক্ষা ও দম্ভ প্রকাশ জন্য যাঁহারা এতদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারদিগের পাদ পদ্ম ধ্যায়ি শিষ্যদিগের নিকটে ঈশ্বর তুল্য মর্য্যাদা পালনের নিমিত্তে তাঁহারা কি না করিয়া থাকেন? শিষ্য সমীপে নানা প্রকার ছদ্ম ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য দেখান। যাঁহার আমিষ ভোজন ব্যতীত এক সন্ধ্যা যাপন হয় না, এবং কুলটা সংসর্গ বিনাও এক রজনী ক্ষেপণ হয় না, শিষ্য গৃহে তিনি হবিষ্যাশী হইয়া অতি শুদ্ধ সত্ত্ব রূপে অবস্থান করেন, এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালন পূর্ব্বক পরম তপস্বির ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন। শিষ্যের বিত্তগ্রহণ জন্যগুরুদিগের এই প্রকার বিবিধ কৌশল, কিন্তু তাহার পরিত্রাণের উপায় বিষয়ে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে প্রতিমাদি স্থূল ধ্যান দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের সোপান লাভ হইবেক। হা! এক দিবস একবার মাত্র তাহার কর্ণ কুহরে মন্ত্র ধ্বনি প্রবিষ্ট করিয়া উপযুক্ত উপদেশ করিতে চিরকাল ক্ষান্ত থাকিলে সোপান সে কোথায় পাইবে যে তদ্দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিবেক? পরিত্রাণ দূরে থাকুক, অনেকে শিষ্যের অধোগতির কারণ হয়েন। গোস্বামিরা কৃষ্ণ মন্ত্রে বা রাধা মন্ত্রে বা যুগল মন্ত্রে শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতিকে অহরহ আলোচনা করিতে অনুমতি করেন। ভণ্ড কথকদিগের সহায়তা দ্বারা শিষ্যেরাও সেই অনুমতি পালন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন না,—বরঞ্চ কোন কোন নিপুণ শিষ্য সেই রাসলীলাদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শক্তি মন্ত্রের উপদেশক বামাচারিরাও অল্প অনর্থের কারণ নহেন। তাঁহারা প্রচুর মদ্য মাংস ভোজনাদিকে উপাসনার অঙ্গ রূপে উপদেশ করেন, চাণ্ডালী প্রভৃতি স্ত্রী সঙ্গকেও অতি গুহ্য পরমার্থ সাধন রূপে ব্যাখ্যা করেন, এবং কদাপি স্বয়ং চক্র মধ্যে ভৈরবী সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া চক্রেশ্বর রূপে কারণ বলে ও মন্ত্র বলে চক্রিদিগকে অভিভূত করেন, যেখানে গলিত নরমাংস পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের লোভ হইতে পরিত্রাণ পায় না।

এই সমুদয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরা, যাহারা ইংলণ্ডীয় ভাষায় বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহারদিগের বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কার সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন হয়। প্রাচীনদিগের সহিত তাহারদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে কিছু মাত্র ঐক্য হয় না। পিতা অতি যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে প্রতিমা অর্চ্চনার আয়োজন করেন, পুত্র তাহাকে কাল্পনিক জানিয়া অবহেলা করেন। পিতা অন্যের সহিত অসংশ্রবে আহারাদি সমাধা করেন, পুত্র কোন জাতি বিচার করেন না—ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া পিতার মানসিক ক্লেশের কারণ হয়েন। এই প্রকার পরিবারের মনে ক্লেশ প্রদান মাত্র অনেকের বিদ্যা শিক্ষার ফল হইয়াছে। জ্ঞানানুসারে হিত কার্য্য করিতে কয় ব্যক্তি প্রবৃত্ত আছেন? যদিও তাঁহারা পুস্তক আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করিয়াছেন যে স্বদেশের উপকার করা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু উৎসাহের দৃঢ়তা অভাবে তাঁহারদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না। তাঁহারা যত দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তত দিন গাঢ় রূপে জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, দেশময় বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা করেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম নানা প্রস্তাব বিচার করেন, এবং উৎসাহের সহিত স্বদেশের উপকার জনক অনেক বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন। হা! যে দিন তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে অবসর হয়েন, সেই দিবসাবধি তাঁহারদিগের বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র সমুদয় নূতন পথে ধাবিত হয়—পূর্ব্বের উজ্জ্বল উৎসাহ ম্লান হয়, এবং স্বদেশের সুখ বাসনা অবসন্ন হয়। কত জন বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বিত্ত মোহে আচ্ছন্ন হয়েন এবং ধনোপার্জ্জনেই সমুদয় যত্নকে সমর্পণ করেন; জ্ঞান ধর্ম্ম কি স্বদেশের হিত বাসনা আর তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে

স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ইংলণ্ডীয় সমাজে গণ্য হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, বেশ বিন্যাস, অঙ্গ ভঙ্গী পর্য্যন্ত শিক্ষা করেন, এবং তাহারদিগের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি হইতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে কোন অধোলোকের ন্যায় জ্ঞান করেন, তন্নিবাসি মনুষ্যদিগকে কোন নীচ জাতি রূপে দৃষ্টি করেন, এবং তাহারদিগের রীতি, নীতি, ভাষা পর্য্যন্ত সমুদয়ের প্রতি পদে পদে হেয় বাক্য প্রয়োগ করেন। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহারদিগের দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, যখন ইংলণ্ডীয় লোকের প্রথা, পরিচ্ছদ, ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলিত করা তাঁহারদিগের নিকটে দেশের সমুদয় মঙ্গল হইয়াছে? কতক ব্যক্তি সাধারণ লোকের অনুগামি হইয়া পুনর্ব্বার পৌত্তলিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন—সে ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলেও কেবল আমোদ জন্য তাহাতে মুগ্ধ থাকেন। অনেকে মৌখিক যদিও জগৎ কারণ এক পরমেশ্বরকে স্বীকার করেন, কিন্তু দিন মধ্যে একবার শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করেন না, — কেহ কেহ পরলোক অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিয়ম পালনেও যত্নবান্ হয়েন না। কতক ব্যক্তি কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বর করিয়াই কাল হরণ করেন। তাঁহারা মনঃ কল্পনাতে স্ত্রীদিগের নিমিত্তে কদাপি প্রকাশ্য পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন, কদাপি বিধবার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, কদাপি সমুদয় দেশ হইতে পৌত্তলিকতাকে এক দিবসে উচ্ছেদ করিতেছেন। তাঁহারা দেশের স্বরূপ অবস্থাকে আলোচনা করেন না— নিবিড় অন্ধকারময় পল্লীগ্রামকে স্মরণ করেন না— জ্ঞান ধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন এই কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানে দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিস্তীর্ণ ভারতভূমিকে একই দিবসে উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা মৌখিক যে প্রকার আন্দোলন করেন, তদনুসারে কি কার্য্য করিয়া থাকেন? সাধারণকে যে সকল কর্ম্মে অনুরোধ করেন, আপনারদিগকে বিজ্ঞ জানিয়া তাহার উদাহরণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা করিতে কি অগ্রসর হয়েন? তাঁহারা প্রস্তাব রচনা মাত্র করিতে বিদ্যালয়ে যে অভ্যাস করিয়াছেন, তথা হইতে অবসর হইলেও সে বাল্য অভ্যাস তাঁহারদিগকে সম্যক্ পরিত্যাগ করে না। এ উদ্যোগ তাঁহারদিগের হয় না যে আলোচনা স্থল বিদ্যালয় হইতে এইক্ষণে কর্ম্ম ভূমি সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যেখানে কর্ম্ম ব্যতীত অনর্থক বাগাড়ম্বরে কোন ফল দর্শে না। শুভ সূচক কর্ম্মের মৌখিক আন্দোলন মাত্র যে ইহাঁরা করেন তাহাও মঙ্গলের চিহ্ন; ইহাঁরদিগের দ্বারা কালে দেশের উপকার যে হইতে পারে এমত আশাও আছে। কিন্তু তাঁহারদিগের কথা কি বলিব, যাঁহারা কেবল স্বয়ং নিরুৎসাহ থাকিয়াও তৃপ্ত হয়েন না, অন্য ব্যক্তিকে স্বদেশের হিত কার্য্যে চেষ্টিত দেখিলে তাঁহার প্রতি উপহাস করেন, এবং কত অযোগ্য বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করেন। ইহাঁরদিগের এতদ্রূপ ব্যবহার নিতান্ত ক্লেশ কর, কিন্তু যাহারা হতজ্ঞান হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে তাহারদিগের অত্যাচার অসহ্য; তাহারা এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই দেশের শত্রু হইয়াছে—মাতৃগর্ভকে বিদারণ করিতেছে। ইহারদিগের দ্বারাই কি ভারতভূমির দুর্ভাগ্যের সীমা হইল? অসাধারণ বিদ্যাভিমানী কতক যুবা ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধি হইয়া নাস্তিক হইতেছে; পুত্র হইয়া পিতাকে—পিতার সত্তাকে অমান্য করিতেছে! তাহারা জগদীশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, পরলোক তাহারদিগের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না; ঐহিক সুখ সম্ভোগে বিমুগ্ধ রহিয়াছে।

এই রূপে এইক্ষণকার বিদ্বান্ নামে খ্যাত যাঁহারা, তাঁহারদিগের দ্বারা উপকার না হউক, অপকার নানা প্রকারে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশের আচার ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকের দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিতেই শিক্ষা করেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে গ্রহণ না করিয়া যদ্দ্বারা অনেক

অনিষ্টের সম্ভাবনা এমত আচরণ সকলের অনুবর্ত্তি হইতেই অভ্যাস করেন। সম্প্রতি মদিরা পানের দৃষ্টান্ত তাঁহারদিগের বিনাশের হেতু হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে এই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে লোভ সম্বরণে অসমর্থ প্রযুক্ত ক্রমাগত উপভোগ দ্বারা তাহাতে প্রগাঢ় আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হত জ্ঞান হয়েন। মদিরা পানে যাহার আসক্তি, তাহার দ্বারা কোন্ দুষ্কর্ম্মের অসম্ভাবনা হয়? শুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তিই বা তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকারি দুষ্কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে ব্যভিচার প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বিদ্বান্দিগের যখন এই প্রকার ব্যবহার, তখন তাহারদিগের দৃষ্টান্তে জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের চরিত্র কি পর্য্যন্ত ঘৃণিত না হইতে পারে? এই কলিকাতা মধ্যে স্থানে স্থানে এমত সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মে অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্ম্মের নিয়ম নাই, কোন কর্ম্মেরও নিয়ম নাই; কখন পৌত্তলিকের ন্যায়, কখন ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানির ন্যায়, কদাপি নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। কদাপি দেব বিশেষের প্রতিমা সমীপে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইতেছে, পুনর্ব্বার পরিহাস ছলে সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কদাপি ইতরজাতিকে স্পর্শ করিয়া আপনারদিগকে অশুচি জ্ঞানে গঙ্গানীরে অবগাহন করিতেছে, তৎপরক্ষণেই সকল বর্ণের সহিত একত্র হইয়া একাকার রূপে পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। মাদক দ্রব্য সেবন এবং লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সার কর্ম্ম হইয়াছে।

বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্ত্তী, অতি দীন পর্য্যন্ত এই দুষ্কর্ম্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কুকর্ম্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না— আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না। এই নগর মধ্যে এমত পল্লী নাই যেখানে শত শত বেশ্যা একত্র বাস না করে, এবং তন্মধ্যে প্রায় এমত বেশ্যা নাই যাহার আলয়ে বহু লম্পট ব্যক্তিকে অহর্নিশি একত্র দেখা না যায়? সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোন বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্ব যান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যা দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ, কলহ, সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুকর্ম্ম দ্বারা চিত্তের বিকৃতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সম্ভব হয় যে আপনার রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাঁহার সাক্ষাতে, বরঞ্চ তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করে, এবং তথায় পরিপাটী রূপে লাম্পট্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া চিরজীবন পাপের বর্ত্মে ভ্রমণ করে। তাহারা জন্ম কালে দুশ্চরিত্র পিতার অসৎ স্বভাব সকলকে অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং জীবন কালে তাঁহার কুদৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া সংসারে মহা উপদ্রবের হেতু হয়। এবম্পরম্পরানুসারে এই জঘন্য দুষ্কর্ম্ম গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় বহমান হইতেছে, এবং ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে।

এই দল ভুক্ত ধনি সকল এই দুষ্কর্ম্মের প্রসঙ্গ, আয়োজন, এবং উপভোগে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন, এবং ইহার আনুসঙ্গিক অশ্ব যানের শোভা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ও বিহঙ্গ ক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় সু-

খের নিমিত্তে অপরিমিত রূপে রাশি রাশি ধন ক্ষেপণ করেন — কেহ কেহ সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া নানা প্রকার অপমানের আস্পদ হয়েন। ইহাঁরা কেবল স্বীয় অমঙ্গলের কারণ আপনারা হয়েন না, ইহাঁরদিগের পার্শ্ববর্ত্তি আশ্রিত যুবকগণের বিষম দুরদৃষ্টের হেতু হয়েন। তাহারা বাবুর তুষ্টির নিমিত্তে তাঁহার সকল প্রিয় কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উল্লাসের সহিত যত্নবান্ হয়। এই রূপে অনেক নির্দ্দোষি ব্যক্তি ধনি বাবুদিগের সংসর্গ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের আমোদে সুশিক্ষিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

যাহারদিগের কুকর্ম্ম সম্পাদনের উপযোগী ধন নাই, অথচ বুদ্ধি বিদ্যার হীনতা প্রযুক্ত ন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে যাহারা ক্ষমতাবান্ নহে, তাহারা সামান্য কোন বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া চৌর্য্য প্রবঞ্চনাকে ধন লাভের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে। বেশ্যা গমন তুল্য কর্ম্মস্থলে চৌর্য্য ব্যবহার এইক্ষণকার সাধারণ পাপ হইয়াছে, এবং অভ্যাস দ্বারা অনেকের চিত্ত এমত কঠিন হইয়াছে, যে এই কদাচারকে তাহারা কুকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে না, এবং প্রভুর সকল সম্পত্তি হরণ করিতে পারিলেও তজ্জন্য আপনারদিগকে দোষি বোধ করে না।

পুরুষদিগের এই প্রকার অত্যাচারে এবং দেশের নানা প্রকার কুপ্রথাতে এদেশীয় অবোধ স্ত্রী লোকেরা যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে রোদন করিতে হয়। তাহারা বিদ্যার উপদেশ অভাবে মনুষ্যের প্রধান সৌভাগ্য যে জ্ঞান সুখ, তাহার আস্বাদন হইতে সম্যক্ বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং কারারুদ্ধ প্রায় চিরজীবন নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। যাঁহারা কাল্পনিক ধর্ম্ম পৌত্তলিক উপাসনা হইতে বিরত হইয়া তাহার উচ্ছেদ জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় গৃহে ভার্য্যাদিগকে যখন তাহাতেই বিশেষ রূপে মগ্ন দেখেন, এবং ভার্য্যারা যখন স্বীয় পতিদিগকে জ্ঞানধর্ম্ম ও পানভোজনাদি সমুদয় বিষয়ে তাহারদিগের বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখে, তখন স্বামি স্ত্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি? অনেক পুরুষ এপ্রকার দুরাচার যে ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহারদিগের প্রবৃত্তিই হয় না—মাসান্তেও একবার তাহারা অন্তঃপুরের সংবাদ গ্রহণ করে না। অনেকে উপপত্নীর বশীভূত প্রযুক্ত কোপ দৃষ্টি ব্যতীত এক দিনের নিমিত্তে প্রণয় দৃষ্টিতে ভার্য্যার প্রতি অবলোকন করে না, এবং প্রায় অপ্রিয় ব্যতীত প্রিয় শব্দে তাহাকে সম্ভাষণ করে না। ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে কোন কোন পতির নিতান্ত নিদারুণ কুব্যবহার জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কত স্ত্রী আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে।

দুঃখের বর্ণনা আর শেষ হয় না। দেশস্থ লোক আপনারাই এই রূপে স্বীয় দুর্ভাগ্যের হেতু হইয়াছেন, তাহাতে রাজা তাহার প্রতীকার জন্য সম্যক্ চেষ্টাবান্ না হইয়া রাজ্য মধ্যে কোন কোন কুকর্ম্ম বৃদ্ধির প্রতি বরঞ্চ মুখ্য কারণ হইয়াছেন; মাদক দ্রব্য সেবন ও বেশ্যা গমন দুষ্কর্ম্ম রাজার সম্যক্ আশ্রয় দ্বারা অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে। জগতের সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা ধনের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অধিক প্রীতি, এনিমিত্তে দ্রব্যের কর, বাটীর কর, ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্তে তাঁহারা যে প্রকার সত্বর, প্রজার হিতজনক কোন ব্যাপারে তদ্রূপ যত্নবান্ নহেন। আয় বৃদ্ধির সুকৌশল নিয়ম স্থাপন জন্য তাঁহারদিগকে কাহারও অনুরোধ করিতে হয় না, বরঞ্চ তাঁহারদিগের এই অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা জন্য যে প্রজাপীড়ন হইতেছে, ইহা সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা চীৎকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই স্বাধীন ভারতবর্ষস্থ ধর্ম্মশীল রাজাদিগের শাসনানুসারে মদ্য ব্যবসায় বা মদ্য ব্যবহার এদেশে প্রায় ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকার হওয়া অবধি তাঁহারদিগের নিত্য প্রয়োজনীয়

যে মদিরা তাহার ব্যবসায় দেশময় প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তে এদেশস্থ লোক সকল অপরিমিত মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের কর সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত কর্ম্ম চারিরা অধিক ধনাগম করিতে পারিলেই রাজ পুরুষদিগের নিকটে প্রতিপন্ন হয়েন, এপ্রযুক্ত স্বীয় অধিকারে মদ্যাদির অধিক বিপণী স্থাপন দ্বারা অধিক কর সংগ্রহ জন্য তাঁহারদিগের একান্ততঃ যত্ন হয়। ইহাতে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থ লোকেরা ধন প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে। অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্য পানের বাহুল্য হইতেছে, তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যা শ্রেণীও বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বকালে রাজ শাসনে নগর বা গ্রামের প্রান্ত ব্যতীত কদাপি তাহারা তন্মধ্যে বসতি করিতে সমর্থ হইত না; ইহার কতক দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামে অদ্যাপি রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীং এই রাজধানীতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। লোক যখন স্বীয় বাটীর চতুর্দ্দিকে বেশ্যাদিগের হাব, ভাব, কটাক্ষ সর্ব্বদা দেখিতে পায়, তখন সহজেই তাহারদিগের মন তাহাতে আসক্ত হয়। কেবল পুরুষেরা কুপথগামি হয় না, অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী এই কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতা হয়। আপনারা কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহারদিগের প্রমোদে আসক্ত দেখিতে পায়, তখন সুখ ভ্রমে কুকর্ম্মের লালসা তাহারদিগের চিত্তে প্রজ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব? অবগতি হইয়াছে যে এইরূপে অনেক অবলা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণিকাদিগের অনুগামিনী হইয়াছে। অতএব যতকাল রাজ পুরুষেরা মাদক সেবনের শাসন এবং বেশ্যাদিগের বসতির নিয়ম পরিবর্ত্তন না করিবেন, ততকাল এদেশ সম্যক্ রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।

যখন প্রাচীন লোক সকল দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্যই করেন না; যখন যুবকদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক, কেহ খ্রীষ্টিয়ান, কেহ যথেষ্টাচারী হইতেছে, কেহ বা নানা অলীক আমোদে ও অসৎকর্ম্মে কাল ক্ষেপ করিতেছে; যখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি বিদ্যা বিহীন হইয়া ক্রমশঃ অপদস্থ হইতেছেন; যখন দেশের অর্দ্ধলোক স্ত্রী জাতি বিদ্যার আলোক বিরহে অন্ধ প্রায় মুগ্ধ রহিয়াছে, ও পতির কদাচারে অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; যখন এই নগরে রাজা সুরাপানাদি কুকর্ম্মের উপযুক্ত শাসন না করিতেছেন; তখন এদেশের সুখ সৌভাগ্যের দিন যে কত দূরে রহিয়াছে, তাহার সীমা করা যায় না। অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষি মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না। তাঁহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলে কেবল আক্ষেপের আলাপ করেন, অবশেষে ক্ষুব্ধ চিত্তে সজল নেত্রে পৃথক্ হয়েন।

ফলতঃ হে স্বদেশের হিতৈষি প্রিয়তম বান্ধবগণ! নিরাশ হওয়া উচিত হয় না— ঐক্য পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত যত্ন কর, যত্ন করিলেই কালে মানস সিদ্ধ হইবেক। যদিও গ্রীষ্মের উত্তাপ এইক্ষণে অস্থির করিয়াছে, তথাপি বর্ষার আগমন অবশ্য হইবেক। যিনি তোমারদিগকে এই সাধু ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন — এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই এভার মোচন করিবেন।

হে পরমাত্মন্! আমারদিগের দেশীয় লোককে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ কর, এবং অধর্ম্ম পঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল কর, যাহাতে তাঁহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম্ম তোমার উপাসনাতে অধিকারি হইয়া পরম সুখি হইতে পারেন।

বেহাগ রাগিণী।

হবে কি হবে দিবা আলোকে জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।

গত হল আয়ু, নাহি গেল জানা, কেমনে তাঁরে জানিব বল না॥

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতানাম পুত্র আস ॥ ১॥

1. Vajussruvasa, desirous *of future fruition, performed the sacrifice Viswujit at which he* distributed all his property. He had a son named Nuchiketa.

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা-
বিবেশ সোমন্যত ॥ ২ ॥

2. When his worn-out cows were being brought *by the father* to be given as fees to the attending priests, young Nuchiketa, touched by true filial affection, reflected thus within himself.

পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ ॥ ৩ ॥

3. "He who presents such cows as are impercipient and no longer able to drink water, or eat grass, or give further milk, goes *after death* into worlds destitute of felicity."

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ন্তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥

4. He then said to his father, "To whom, O father, wilt thou give me?"* At his saying this twice and thrice, him *the father* said *enraged*, "I give thee to Death."

বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

5. *Nuchiketa then began to ruminate thus*: "I am reckoned the first *among many sons*, and *if not the first*, yet the midst among them. Is there some work of Yama then which is to be effected through me?"

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

6. *Finding his father now afflicted with sorrow, Nuchiketa told him.* "Observe times past and present. Man is as blade of corn: He rots away like it, and like it he sprouts forth again. *Do thou therefore give me over to Yama according to thy promise.*"

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণোগৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিঙ্কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং ॥ ৭ ॥

7. *After the return of Yama to his domains, for he was absent when Nuchiketa arrived, and remained three days therein, his domestics told him.* "The Brahmun-guest—reverential as sacred fire,—when he enters a house, *the virtuous householder* satisfies *by bestowing all attentions upon him. Such a guest has entered thy dwelling*, O Yama; Bring thou *therefore* water *to wash his feet therewith.*"

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপ-
শূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোয-
স্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে ॥ ৮ ॥

8. The Brahmun-guest, who remains unfed in the house of an imprudent person, puts an end to all his hopes and expectations, destroys the fruits which he would obtain from his having performed such virtuous actions, as frequenting the company of the wise, speaking sweet words to others, observing ritual institutions, and performing works of public utility; and moreover brings on the loss of his sons and cattle.†

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীগৃহে মেনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্ন-
মস্যঃ। নমস্তেহস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেহস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্
বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

9. *Yama then hastened to Nuchiketa and addressed him thus*: "As thou, O Brahmun, hast lived in my house a revered guest, for the space of three days and nights without food, I offer thee reverence, in atonement, so that bliss may attend me, and do thou further ask from me a favour for each of those three nights.

শান্তসংকল্পঃ সুমনাযথা স্যাৎ বীতমন্যুর্গৌতমোমা-
ভিমৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতত্রয়াণাং
প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

10. *Nuchiketa said.* "Let, O Yama, the anxiety of my father Goutama *at my coming into thy domains* be removed; his heart be tranquil and his anger against me extinguished; and let him recognize me on my return after having been set free by thee. I solicit this as the first of the three favours."

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্র-
সৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাংদদৃশিবান্
মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ॥ ১১ ॥

11. "The perception of thy identity by thy father, whose other names are Ouddaluki and Arooni," replied Yama, "will, through my favour, be easily made, and seeing thee released from the grasp of death, he will sleep tranquil the remaining nights of his life, and be quite free from anger against thee."

স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া
বিভেতি। উভে তীর্ত্বা শনায়াপিপাসে শোকাতিগো-
মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

12. *Nuchiketa then said.* "In Swerga there is no such thing as fear, nor *canst* thou *always exercise thy power* there. *Its inhabitant* remains free from the fears of disease, and being extricated from hunger, thirst and sorrow, enjoy pure bliss within its precincts.

সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধা-
নায় মহ্যং। স্বর্গলোকাঅমৃতত্বং ভজন্তএতদ্দ্বিতীয়েন
বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

13. "*Now* O Yama, call to mind that fire which is the means of gaining this Swerga Acquaint me, who am full of faith, with its nature, *as* those who dwell in Swerga attain dignity celestial. This I ask *of thee* as the second of the favours."

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিমচিকেতঃ
প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধি ত্বমেন-
ন্নিহিতং গুহায়াং ॥ ১৪ ॥

14. *Yama replied.* "I am *indeed* perfectly acquainted, O Nuchiketa, with that fire which conduces to the attainment of Swerga. Listen attentively for I am going to reveal its nature—*the nature of that sacred fire which*, you should know, is the means of gaining the bliss of many a heaven; to which the whole world has recourse; and which is seated in the hearts of all."

* i. e. Give me "in lieu of such cows."

† These are what are called in Vedaic literature "Urthubad," or exaggeratory sentences.

লোকাদিমগ্নিন্তমুবাচ তস্মৈ যাইষ্টকায়াবতীর্ব্বা যথা
বা। সচাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুন-
রেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

15. *Yama then* explained to Nuchiketa the nature of primordial fire; and the kind and number of bricks requisite for, and the manner of, performing *a ceremony of that fire. In order to convince Yama that he had perfectly understood him*, Nuchiketa repeated to him all that he had said, at which he being pleased again addressed him.

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণোমহাত্মা বরন্তবেহাদ্য দদামি
ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেক-
রূপাঙ্গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

16. The high-souled *Yama*, being pleased, thus said him. "I affix an additional boon to the second that this fire would be called after thy name. Accept also this valuable necklace of particolored jewels.

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্ম
মৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যম্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তি-
মত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

17. "He who thrice performs the ceremony of this Nuchiketic fire according to the instructions of parents and spiritual fathers, and follows other ritual observances, studies the Vaidas and gives charities, becomes free from repeated birth and death. That person who gains a proper knowledge of that fire which sprang from God, and which is the witness of ritual observances, and is full of splendour and worthy of homage, obtains lasting peace.

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা যএবম্বিদ্বাংশ্চিনুতে না-
চিকেতং। সমৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতি-
গোমোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

18. "He who thrice performs the ceremony of this Nuchiketic fire, after knowing the kind and number of bricks requisite for, and the manner of its performance, and after subduing the influence of the passsions, being extricated from sorrow gains fruition in Swerga.

এষতেগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোয়মবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিন্তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ম্বরন্নচিকে-
তোবৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥

19. This, O Nuchiketa, is the knowledge of sacred fire, the means of obtaining Swerga which thou didst require *of me* as the second favour; and men will call it after thy name. Make, O Nuchiketa, thy third request."

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি
চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্বরাণামেষবরস্তৃতী-
য়ঃ ॥ ২০ ॥

20. *Nuchiketa said.* "Some say that there is something which exists absolutely after men's death; and some maintain the contrary. *Now* about this question, I wish to know through your instructions. This is the last of the favours *thou hast offered.*"

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতম্পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণু-
রেষধর্ম্মঃ। অন্যম্বরন্নচিকেতোবৃণীষ্ব মা মোপরোৎ-
সীরতি মা সৃজৈনং ॥ ২১ ॥

21. *Yuma replied.* "Even Gods formerly were involved in doubts respecting this *question*. This doctrine cannot be well comprehended as it is very subtle. Ask *then*, O Nuchiketa, any other favour, and do not oblige me *to give such a difficult one. Pray* relinquish it."

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতঙ্কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন
সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যোন লভ্যোনা-
ন্যোবরস্তুল্যএতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

22. *Nuchiketa replied.* "*Thy words have made me certain that* the Gods were involved in doubts respecting this *question*, and that even thou, O Yama, confess it to be inscrutable; *but* there is no such expositor of this *doctrine* as thyself, nor is there any other gift equal to this,"

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহির-
ণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদায়তনম্বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদোযা-
বদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

23. *Yama replied.* "Ask *from me* long-lived sons and grandsons, elephants and cattle, gold and horses—an extensive dominion on earth, and the longest term of life that you can desire for yourself.

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তঞ্চিরজীবি-
কাঞ্চ মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাস্ত্বা কামভাজ-
ঙ্করোমি ॥ ২৪ ॥

24. "Want, if thou knowest, any other favour, akin to such—together with longevity and wealth. Yea—be the lord of a vast empire, O Nuchiketa, and all the wishes that spring up in your bosom will I crown.

যে যে কামাদুর্ল্লভামর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ
প্রার্থয়স্ব। ইমারামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যান হীদৃশালম্ভ-
নীয়ামনুষ্যৈঃ। আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচি-
কেতোমরণম্মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥

25. "Want any rarities of the world which you choose—want these exquisite damsels with their music and equipages: they are rarely obtained by men. Through them that I give you, O Nuchiketa, make yourself happy, but ask not from me the solution of the difficult question respecting the existence and nature of God."

শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি
তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব
নৃত্যগীতে ॥ ২৬ ॥

26. *Nuchiketa replied.* "O Yama, these precarious pleasures rather enfeeble the physical powers of man. Even the age of this universe is *comparatively* short. *Wherefore* let dance and song and equipages remain thine.

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম
চেত্ত্বা। জীবিষ্যামোয়াবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বর-
ণীয়ঃ সএব ॥ ২৭ ॥

27. "No man can be satisfied with worldly possessions. As I have fortunately beheld thee, I may obtain them should I feel desirous; and I also may live as long as thou exercisest authority; but the only object I desire is what I have already begged of thee.

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজা-
নন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে
কোরমেত ॥ ২৮ ॥

28. "Why should the mortal of this lower world, subject to disease and death, be delighted with beauty and amorous dalliance, knowing that he by approaching the celestial beings who are free from disease and decay, can gain superior knowledge, and knowing too that those *sources of pleasure*

themselves are fleeting though enjoyed together with longevity.

যস্মিন্নিদমবিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ং বরোগূঢ়মনুপ্রবিষ্টোনান্যন্তস্মান্নচিকেতাবৃণীতে ॥ ২৯ ॥

29. "Confer on us *then*, O Yama, the favour of a solution of the doubts about the existence and nature of God for the sake of fruits eternal." No other favour but this difficult one did Nuchiketa ask for.

ইতি প্রথমা বল্লী।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ১ ॥

1. *Yama then said.* "Duty and pleasure are different things. They yield different fruits to those persons whom they engage in the pursuit of themselves. Among these two, he who adopts duty is blessed, and he who adopts pleasure falls from the true estate of man.

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২ ॥

2. "Duty and pleasure both offer themselves to man. The good, considering *to whom we ought to give the preference*, rejecting pleasure, prefer duty; the bad prefer pleasure for the sake of mere bodily gratification.

সত্ত্বপ্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাম্বিত্তময়ীমবাপ্তোয়স্যাং মজ্জন্তি বহবোমনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

3. "O Nuchiketa, after reflection thou rejectedst these loved and love-inviting enjoyments and were not enamoured of those worldly pursuits in which many men are immersed.

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসম্মন্যে ন ত্বা কামাবহবোলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥

4. "Knowledge and ignorance are contrary things, and yield fruits contrary; so is it known. I perceive Nuchiketa to be a real lover of knowledge: Even these numerous enjoyments were not able to allure thee away *from the path of wisdom.*"

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঅন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ ॥ ৫ ॥

5. "Living in the midst of ignorance, and believing themselves to be wise and knowing, fools frequently are led astray through crooked paths like blind men when guided by a blind man.

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তম্বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পরইতিমানী পুনঃপুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

6. "The knowledge of duties, preparatory to a future state, does not present itself to that puerile and thoughtless being who remains engrossed by avarice. He who thinks *that* this world *only is*, and no other, comes repeatedly under my control.

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোস্য লব্ধাশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

7. "About Him, who is not gained by many for want of opportunities to hear of Him, and whom many hearing do not know, rare is the speaker—rare is he who completely avails himself of his words, and rare the knower who has been soundly instructed therein.

ন নরেণাবরেণ প্রোক্তএষসুবিজ্ঞেয়োবহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

8. "Through the words of the ungifted mortal, this Being who is thought of in various ways cannot be well known; but from his words who has a firm and habitual belief in His ubiquity, one's thoughts take no different course. He who is subtler than subtle cannot be gained through mere disputation.

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥

9. "Desire for God cannot be generated by controversy. He can be well known, O beloved, through the instructions of that one *alone who is versed in the Vaidas.* Thou my son, who art truly patient, hast such a desire. Let our querists, O Nuchiketa, be such as thou art.

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোগ্নির্নিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং ॥ ১০ ॥

10. "I know that the fruition attendant on ritual observances, is transitory as the Imperishable cannot be gained with perishables. Knowing this however I performed the ceremony of Nuchiketic fire, and have gained with undurable objects this authority of long duration.

কামস্যাপ্তিংজগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়প্রতিষ্ঠাংদৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরোনচিকেতোত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১ ॥

11. "But thou O wise Nuchiketa, after being acquainted with the station in Bruhmu-Lok* which is the fill of enjoyment, the chief in the world, the consummation of all fruition obtainable from the performance of rites and sacrifices, the harbour of security, worthy of great laudation, durable, and of range extensive forsookst it with firmness of mind.

তন্দুর্দর্শংগূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতংগহ্বরেষ্ঠংপুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥

12. "That Eternal Resplendence, who is beyond vision, dwells deep within all objects, is seated in the heart and resides even in places perilous and inaccessible,—the wise, knowing Him by means of withdrawing their senses from perception and concentrating their minds upon Him, avoid both elation and dejection.

* The Vaidantic disclosure of a future state, considering the souls of men as descending or rising according to their respective actions treats of several worlds or stages of existence the highest of which is Bruhmu Lok. The being of untainted piety and virtue obtains Mooktee or liberation from all change of existence, becomes immortal, obtains God, revels in the enjoyment of Him, and as says the Setasshuturu Upunishad, HAS THE UNIVERSE FOR HIS ESTATE.

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসমন্যে ॥ ১৩ ॥

13. "Hearing about this Being, thoroughly mastering what he hears, separating Him from every thing, and gaining Him thereby, man exhilarates himself with such an exhilarant—I believe that the temple of God is already opened to Nuchiketa."

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪ ॥

14. *Nuchiketa now says.* "If thou knowest that Being who is apart from virtue, apart from vice, apart from this world of causation, and apart from the past, *present*, and future, tell of Him *to me.*"

সর্ব্বে বেদাযৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যংচরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

15. *Yama replied.* "Whom the whole Vaidas describe, to whom all devotion is directed and for whom men subject themselves to religious austerities,—of Him I tell in brief: He is Om.

এতদ্ধ্যেবাক্ষরংব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরংপরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬ ॥

16. "Om is Bruhma and Om is God. Knowing this, he who wishes to gain any of them obtains Him.

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥

17. "'This aid of Om is above all aids; this aid of Om is the best of all aids. Knowing this aid, one becomes revered in Bruhmu-Lok.

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ংকুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ংপুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥

18. "That Self-existent and Eternal Intelligence who was neither born nor dies, and who has neither proceeded from any, nor was changed into any, does not perish when the body *which He pervades*, perishes.

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

19. "The slayer who intends to slay Him, and the slain who thinks that He is slain with himself —both do not know Him for none can slay Him nor can He be slain *by any.*

অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকোধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

20. "This Being is the subtlest of the subtle and the greatest of the great. He is seated in the hearts of all creatures. He who, abjuring all rites and ceremonies, sees His giory through the benignity of the mind, becomes destitute of sorrow.

আসীনোদূরমুদ্যতি শয়ানোয়াতি সর্ব্বতঃ। কস্তমদামদন্দেবং মদন্যোজ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥

21. "Who can know like me the Splendid, who sitting, proceeds far, who, lying still, goes every where, and who is Felicity but not joy?

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং। মহান্তংবিভুমাত্মানংমত্বা ধীরোন শোচতি ॥ ২২ ॥

22. "Knowing Him, who, being bodiless, resides within this perishable body, and who is Great and All-pervading, the wise man grieves not.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ২৩ ॥

23. "God can be gained neither by the Vaidas, nor by reminiscense, nor by audition. He, who desires Him, obtains Him. To him alone does He display Himself.

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

24. "The vicious, the passionate, the discomposed, and those whose minds are not peaceful, gain not God through a mere knowledge of Him.

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনঙ্কইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

25. "He whose food is even both Brahmuns and Kshetriyas, and death itself is whose sauce, who can know Him like me?"

ইতি দ্বিতীয়া বল্লী।

ঋতম্পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োয়ে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

1. "God and soul both dwell in the recesses of the heart, but the latter alone enjoys the fruits of its own actions. They are respectively as Light and Shadow: so say the knowers of the Supreme, the worshippers of the five fires, and those of the Nuchiketic.

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরংব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ংতিতীর্ষতাম্পারন্নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

2. "I can both perform the ceremony of Nuchiketic fire, which is as the bridge of the observers of rites, and know that God who is fearless, undecaying, and Supreme and who is the landing place of all those who wish to cross the ocean of the world.

আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

3. "Consider the soul as the rider, the body as the chariot, reason as the charioteer, and the mind as the rein;

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥

4. "The senses as the horses, the objects of perception as their paths, and the being, composed of body, mind and senses, as the enjoyer of the effects of actions: So said the sages.

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

5. "Under that reason which is injudicious, and always holds the rein of the mind unsteadily, the senses become unmanageable as restive horses under an actual charioteer.

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

6. "Under that reason which is judicious and

always holds the rein of the mind steadily, the senses remain manageable as peaceful horses under an actual charioteer.

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥

7. "That individual who is injudicious, has an unsteady mind, and remains always impure, reaches not the Divine Glory, but again descends into the world.

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে॥ ৮॥

8. "That individual who is judicious and ever-watchful and remains always pure, reaches the Divine Glory, nor does he again descend to the world.

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদং॥ ৯॥

9. "That man, who has his reason for a judicious charioteer, and his mind for a good bridle, reaches the glory of the All-pervading God, the goal of existence.

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥

10. "The generic objects of preception* are superior to the organs of perception, the mind superior to those objects, the understanding superior to the mind, and the soul superior to the understanding.

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরঙ্কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১॥

11. "The Divine energy superior to the soul, and God superior to the Divine energy. Nothing is superior to Him. He is the quintessence of all things, and the goal of all existences.

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২॥

12. "This Pervader, who remains deep within all objects, does not exhibit Himself. He is seen only by the concentrated application of the acute understandings of acute observers.

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞানআত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি॥১৩

13. "Words should be resolved into the mind, the mind into the understanding, the understanding into the soul, and the soul into the All-tranquil Pervader.

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো-বদন্তি॥ ১৪॥

14. "Awake—arise—and, getting the gifted, understand. The path of divine knowledge, say the poets, is difficult, and as hard to be got over, as that over the sharpened edge of razors.

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তংমহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫॥

15. "God is devoid of sound, touch, form, taste and smell. He is Irreducible, Eternal, Infinite, and Unchangeable; has neither beginning nor end; and is Superior to the soul. Knowing Him thus, men are released from the jaws of death."

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬॥

16. He who recites and hears this ancient discourse delivered to Nuchiketa by Yama, and is truly wise, becomes revered in Bruhmu-Lok.

যইমম্পরমঙ্গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতইতি॥ ১৭॥

17. He who intentively recites this most sacred and profound discourse in a theistical assembly, or at the time of the performance of obsequal rites, gains endless rewards, gains rewards endless.

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১॥

1. "The self-existent created the senses for external perception, wherefore man occupies himself with external objects, and none therefore sees the Internal Pervader. The wise through a desire of immortality, withdrawing his eyes *from objects external*, sees Him.

পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরাঅমৃতত্বম্বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২॥

2. "Puerile individuals pursue external pleasures, wherefore they become entangled in the wide-spread meshes of death. The wise, knowing the Immortality Unchangeable, do not want for precarious objects.

যেন রূপং রসঙ্গন্ধং শব্দাংস্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৩॥

3. "To that Being, through whom men enjoy forms, tastes, smells, sounds, pleasures of touch, and sexual gratifications what is hidden? This is He.

স্বপ্নান্তঞ্জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তম্বিভুমাত্মানংমত্বা ধীরোন শোচতি॥ ৪॥

4. "Knowing that Being who is Great and All-pervading, and through Whom men become conscious of all that they conceive and perceive in their dreaming and waking hours, the wise man grieves not.

যইমংমধ্বদম্বেদ আত্মানঞ্জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৫॥

5. "He who perceives the Legislator of times past, present, and future, to be near to the soul which is the enjoyer of the effects of its own actions, conceals *Him* not from others. This is He.

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৬॥

6. "That Being witnesses *both* the soul and the body, the former being the first work of God's design, created primordially, and, after entering the heart, lodging therein. This is He.

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৭॥

7. "*That Being witnesses* the Principle of Sensation, which was created coeval with life and body, and which, after entering the heart, dwells therein. This is He.

অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাগর্ভইব সুভৃতোগর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিবঈড্যোজাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৮॥

8. "As the fire in combustible wood is reverenced by the performers of rites, and as the fœtus is tenderly cherished by pregnant women, so is the Homageable constantly cherished and reverenced by the awake.* This is He.

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৯॥

9. "At whose bidding the sun rises and sets, on Him do all the gods† live dependant. None can disobey Him. This is He.

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥

10. "He who is in this world, is also in that; and He who is in that, is also in this. He is subject to repeated deaths who sees Him as many.

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুঙ্গচ্ছতি যইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১॥

11. "God is gained through the mind, and is not many. He is subject to repeated deaths who sees Him as many.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যআত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১২॥

12. "*Knowing* that Perfection who lodges within the body and pervades the heart which is of the size of a thumb, and who is the Legislator of times past, *present*, and future, none wishes to conceal *Him* from others. This is He.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩॥

13. "That Perfection, who is glory unsullied, who pervades the heart which is of the size of a thumb, and who is the Legislator of times past, *present*, and future, exists to-morrow as to-day. This is He.

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি এবন্ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যং স্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪॥

14. "He who sees things independantly of God, wanders through various inferior existences like water that falls from a mountainous height and runs below.

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবংমুনের্ব্বিজানতআত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫॥

15. "The soul of the contemplative wise, O Goutam, is as equable as water that falls and settles upon an even channel."

ইতি চতুর্থী বল্লী।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ১॥

1. "This mansion with eleven portals,§ is of the birthless and unruffled Intelligence. He who worships that Intelligence, grieves not, and being all-free, obtains the Supreme. This is He.

হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ॥ ২॥

2. "God is every where. He inhabits the sun; He inhabits the atmosphere, yet is the inhabitator of all. He lodges in the earth, resides in the fire, lives in the moon-plant, and abides in sacrificial materials and vessels. He is in men; He is in gods; He pervades all space. He is in terrestrial productions; He is in aquatic productions; He is in hilly productions. He is Great and Unchangeable.

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানম্প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনম্বিশ্বে দেবাউপাসতে॥ ৩॥

3. "All the senses *while they perform their operations*, worship that Adorable Being who sits in the heart and causes the vital functions to work.

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৪॥

4. "If God leave the system of man which he pervades, then of it what can remain? This is He.

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫॥

5. "Mortals do not live through the support of the vital functions. They live rather through the support of that Being on whom the vital functions themselves depend.

হন্ত তইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণম্প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬॥

6. "O Goutam, I will now discourse on the mysterious and eternal Being, and on what becomes of the soul after death:

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং॥ ৭॥

7. "Many according to their respective actions and divine knowledge, enter, for the adoption of corporeal forms, the source of procreation, and many go into the shapes of beings devoid of locomotion.

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ॥
তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ॥ ৮॥

8. "He, who while all creation sleeps, is awake,

---

* The Generic objects of perception according to Sanscrit writers, are, I Sounds, II Objects of touch, III Forms and hues, IV Tastes, and V. Smells.

* By the awake: That is, those who do not sleep the sleep of forgetfulness of God.

† Gods; celestial beings, that is, beings of orders superior to man.

§ That is, the body.

and preparing various enjoyments *for us.* He is THE Immaculate; He is THE Supreme. HE alone is said to be Immortal. All beings are under HIS protection. None can disobey HIM. This is He.

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ ৯॥

9. "As one identical fire, entering the world, assumes forms various with various forms, even so does the All-pervader assume forms various with various forms. He is also without.

বায়ুর্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ ১০॥

10. "As one identical air, entering the world, assumes forms various with various forms, even so does the All-pervader assume forms various with various forms. He is also without.

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১॥

11. "As the sun, the eye of this world, is not stained by visible external impurities, even so is the All-pervader, who is also without, not affected by the miseries of men.

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতন্নেতরেষাং॥ ১২॥

12. "The wise, who perceive in their hearts the All-pervader who, though one, holds all in subjection, and who changes one form into various, enjoy bliss perennial which others do not.

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥ ১৩॥

13. "The wise who perceive in their hearts that Being who is the only Imperishable among perishables, who is the Intelligence of all intelligences, and who, though one, confers blisses on many, enjoy tranquillity perennial, which others do not."

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখং।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াঙ্কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪॥

14. *Nuchiketa said.* "*Wise men* perceive that Felicity, who is Full and Inscrutable, as close to them. Say, how can I know Him? Does He shine and that conspicuously?"

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্বিভাতি॥ ১৫॥

15. *Yama replied.* "Him the sun cannot enlighten; neither can the moon, nor the stars, nor can lightning; much less can fire; but they all borrow THEIR light from Him and shine at HIS shine.

ইতি পঞ্চমী বল্লী।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১॥

1. "This durable universe is like a tree of enormous magnitude whose root is above and whose branches are downwards. That *root* is God, the Immaculate Supreme. He alone is said to be Immortal. All beings are under His protection. None can disobey Him. This is He.

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ম্বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২॥

2. "All things in the universe had proceeded from God and in God they move. He is All-dreadful with the impending thunder-bolt *in His hands.* They who know Him become immortal.

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩॥

3. "Through HIS fear, the fire flames; through HIS fear, the sun glows; and through HIS fear, the clouds, wind and death are constantly in motion.

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪॥

4. "He who before the dissolution of his body can obtain this knowledge *of God* here, *is released for ever from the hand of death;* those, who do not, wander through worlds for the adoption of corporeal forms.

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥ ৫॥

5. "In the earth, *this knowledge shews itself* to the understanding as *the image of a man* within a mirror; in the land of departed spirits as *the image of one's self* in a dream; in the world of the Gundharvas, as *that image* in water; and in Bruhmu-Lok as shadow or light.

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরোন শোচতি॥ ৬॥

6. "Knowing *God* to be distinct from all the different senses, which are subject to origination and extinction, the wise man grieves not.

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং॥ ৭॥

7. "The mind is superior to the senses; the understanding to the mind; the soul to the understanding, and the Divine Energy to the soul;

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গএব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮॥

8. "And God formless and all-pervading to the Divine Energy itself. Knowing Him, man becomes all-free and gains immortality.

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তোয়এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

9. "God is not susceptible of ocular perception, therefore none can perceive Him through vision. He is exhibited to that mind which is free from doubts. They who know Him become immortal.

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি [illegible]মাহুঃ পরমাং গতিং॥ ১০॥

10. "When the senses with the mind rest in God; and when the understanding is not occupied *with things external,* it is said to be the most consequential process for obtaining God.

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১॥

11. "This concentration of the mind *upon the Supreme,* is called 'Communion.' *He who performs this Communion* should keep his mind steady and fixed, for Communion has a beginning as well as an end.

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥ ১২॥

12. "*God* cannot be gained either by words, or by mind or by vision. How can He be apprehended except by the declaration of His existence only?

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩॥

13. "*God* can be known by a belief in His existence and the knowledg of His attributes. The knowledge of His attributes is gained by Him who believes at first in His existence.

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামায়েস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪॥

14. "When man becomes freed from all his heart-cherished irregular desires, he becomes immortal and *even* here enjoys God.

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনং॥ ১৫॥

15. "When all the knots of a man's mind are broken, he becomes immortal. Thus far is the dictum of the Vaidas.

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যাউৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬॥

16. "A hundred and one arteries *issue* from the heart, and the main among them proceeds through the brain. If *the soul at the time of death,* issues through the *main artery,* then *it* obtains immortality; but if *it* issues out through any other artery, then *it* becomes subject to transmigration.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকান্ধৈর্য্যেণ। তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥

17. "The great Pervader lodges within the heart of every being which is of the size of a thumb. *Man* should carefully keep Him distinct from the body, as *he* should the stalk of the reed from the reed itself. He should know Him as Immortal and Immaculate, Immaculate and Immortal."

মৃত্যুপ্রোক্তান্নচিকেতোথ লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তোবিরজোভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যোবিদধ্যাত্মমেব॥ ১৮॥

18. Nuchiketa, gaining from the mouth of Yama an entire knowledge of God and of the rule of Communion was extricated from sin, and obtaining the Supreme, became immortal. Any other person being possessed of this divine knowledge, obtains the same *reward.*

ইতি কঠোপনিষদি[illegible]তীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধানএতৎ পণ্ডিত লক্ষণং॥
ক্রোধোহর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃ স্তম্ভোমান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুং।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥
নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ।
অবন্ধ্যকালোবশ্যাত্মা সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
আর্য্যকর্ম্মণি রজ্যন্তে ভূতিকর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
হিতঞ্চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতাভরতর্ষভ॥
তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
উপায়জ্ঞোমনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিতউচ্যতে॥
অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা।
বিচরত্যসমুন্নদ্ধোযঃ সপণ্ডিতউচ্যতে॥
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথউহবান্ প্রতিভানবান্।
আশুগ্রন্থার্থবক্তা চ যঃ সপণ্ডিতউচ্যতে॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্থমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ॥
অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধোদরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্ম্মণা প্রেপ্সু মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
স্বমর্থং যঃ পরিত্যজ্য পরার্থমনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যশ্চ মূঢ়ঃ সউচ্যতে॥
অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ পরিত্যজেৎ
বলবন্তঞ্চ যোদ্বেষ্টি তমাহুর্মূঢ়চেতসং॥
অমিত্রং কুরুতে মিত্রং মিত্রং দ্বেষ্টি হিনস্তি চ।
কর্ম্ম চারভতে দুষ্টং তমাহুর্মূঢ়চেতসং॥
অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টোবহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতানরাধমঃ॥
পরং ক্ষিপতি দোষেণ বর্ত্তমানঃ স্বয়ং তথা।
যশ্চ ক্রুধ্যত্যনীশানঃ সচ মূঢ়তমোনরঃ॥
আত্মনোবলমজ্ঞায় ধর্ম্মার্থপরিবর্জ্জিতং।

অলভ্যমিচ্ছন্নৈষ্কর্ম্ম্যান্ মূঢ়বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥
মাতাগুরুতরা ভূমেঃ খাৎপিতোচ্চতরস্তথা ।
মনঃ শীঘ্রতরংবাতাৎ চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥
একঃ সম্পন্নমশ্নাতি বস্তে বাসশ্চ শোভনং ।
যোঽসংবিভজ্য ভৃত্যেভ্যঃ কোনৃশংসতরস্ততঃ॥
একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্নচিন্তয়েৎ ।
একোন গচ্ছেদধ্বানং নৈক্ষঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ ॥
একোধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা ।
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং তদ্যদ্রাজন্নাববুধ্যসে ।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥
শ্রুতেন শ্রোত্রিয়োভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যাদ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া॥
স্বার্থঃ প্রবসতোমিত্রং ভার্য্যামিত্রং গৃহে সতঃ ।
আতুরস্য ভিষদ্মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥
দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখং ॥
ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতং ।
লাভানাং শ্রেষ্ঠমারোগ্যং সুখানাংতুষ্টিরুত্তমা॥
আনৃশংস্যং পরোধর্ম্মস্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ ।
মনোযস্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সন্ধির্নজীর্য্যতে ॥
মানংহিত্বাপ্রিয়োভবতিক্রোধংহিত্বা ন শোচতি
কামংহিত্বার্থবান্ভবতি লোভংহিত্বাসুখীভবেৎ
তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসোদমনং দমঃ ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনং ॥
ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥
স্বধর্ম্মে স্থিরতাস্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
স্নানং মনোমলত্যাগোদানং বৈ ভূতরক্ষণং ॥
ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতোজ্ঞেয়োনাস্তিকোমূর্খ উচ্যতে ।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ হুত্তাপোমৎসরঃ স্মৃতঃ॥
যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥
বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্দানভোগবিবর্জ্জিতঃ ।
পশ্চান্নাস্তীতিযোব্রূয়াৎসোঽক্ষয়ংনরকংব্রজেৎ
কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সঞ্জীবয়তি মাতৃবৎ ।
অকীর্ত্তির্জীবিতংহন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥
শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিভিঃ প্রাণভৃদ্ধর ।
ইষ্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্ত্তিশ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ।
কীর্ত্তিশ্চ জীবতং সাধ্বী পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ॥

বিজ্ঞাপন

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সেটের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামি ১০ শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত সভার কার্য্যালয়ে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৩৬ সংখ্যক নিয়ম বিচার হইবেক ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং ।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সেটের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । তিনি পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক বৎসর গত হইয়াছে, অবশিষ্ট চারি বৎসরের নিমিত্তে অন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামি ১০ শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন, এবং সভ্যদিগকে জ্ঞাপন করিবেন যে উক্ত সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৩৬ সংখ্যক 'কোন অধ্যক্ষের বা কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে সভ্য হইতে পারিবেন না' এই নিয়ম বিচারিত হয় ।

নিবেদনমিতি । ২৩ আষাঢ় ১৭৬৮ ।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত ।
শ্রীকালাচাঁদ মিত্র ।
শ্রীনীলকমল বসু ।
শ্রীযশোদাকুমার পাণি ।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষাল ।
শ্রীবেণীমাধব দে ।
শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ ।
শ্রীভবানীচরণ সেন ।
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ।
শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয় ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থভাগ
৩৭ সংখ্যা
১ ভাদ্র ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

প্রথম কালে এক মাত্র বেদ যখন এদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র ছিল, তখন তদনুসারে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা পরমেশ্বরের উপাসনাতে এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এদেশীয় লোক সকল প্রবৃত্ত ছিলেন । বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মের উপাসনাই বাহুল্য রূপে প্রচলিত ছিল ।

আত্মযোগসমাযুক্তোধর্ম্মোঽয়ং কৃতলক্ষণঃ ।
কৃতযুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য শাশ্বতঃ ॥
বনপর্ব্ব ।

ব্রহ্মযোগ বিশিষ্ট যে ধর্ম্ম তাহাই সত্যের লক্ষণ, সত্য যুগে চতুর্ব্বর্ণের সেই সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল ।

পরন্তু পূর্ব্বে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মোপাসনার সামর্থ লাভের নিমিত্তে কেহ কেহ নিষ্কাম কর্ম্মে কেহ বা স্বর্গাদি সুখ লোভে সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন ; তাঁহারা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ও দীপ্যমান বস্তু সকলের আরাধনা করিতেন, ও তদ্দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও মহতী শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া এবং বৈদিক নিয়ম পালন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া অনেকে জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেন । কিন্তু এইক্ষণকার ন্যায় দেবপ্রতিমার উপাসনা তৎকালে প্রকাশ ছিল না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির প্রসঙ্গ যদিও বেদের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তদ্দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কোন জীবিতবান্ দেবতাকে প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য নহে । পরমেশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব গুণ ব্রহ্মা শব্দে উক্ত হইয়াছে, স্থিতি কর্ত্তৃত্ব গুণ বিষ্ণু শব্দে উক্ত হইয়াছে, এবং প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণ শিব রূপে কল্পিত হইয়াছে । এই হেতু যাঁহারা গায়ত্রীর আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারদিগের বোধের সুলভ উপায় নিমিত্তে সন্ধ্যা প্রকরণে ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় গুণের ক্রমানুসারে দিবা প্রকাশ কালে ব্রহ্ম রূপা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু রূপা, এবং দিবসের ভঙ্গ কালে শিব রূপা করিয়া স্ত্রীবাচক গায়ত্রীকে ধ্যান করিতে আদেশ করিয়াছেন ।

প্রাতর্গায়ত্রীং কুমারীংঋগ্বেদযুতাংব্রহ্মরূপাংবিচিন্তয়েৎ ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং ॥

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং ।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং ॥

সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং ।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাং ॥
সন্ধ্যাপ্রকরণং ।

প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদযুক্তা, হংসারূঢ়া, কুশহস্তা, সূর্য্য মণ্ডল স্থিতা ব্রহ্মা রূপিণী এই প্রকারে চিন্তা করিবেক । মধ্যাহ্নে যুবতী, যজুর্ব্বেদযুক্তা, গরুড়াসনা, পীতবস্ত্রা, সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা বিষ্ণুরূপা এই প্রকারে চিন্তা করিবেক । সায়াহ্নে বৃদ্ধা, সামবেদযুক্তা, বৃষভবাহিনী, সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থিতা, শিব রূপা এই প্রকারে চিন্তা করিবেক ।

ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গুণানুসারে যে

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পুরুষ রূপে কল্পিত হইয়াছে ইহা পুরাণেও প্রাপ্ত হইতেছে ।

যথা প্রাগ্ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী সর্গাদিষু গুণৈর্যুতঃ ।
তথা সসংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি ।
বিষ্ণুত্বে চাপ্যুদাসীনস্তিস্রোবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥
রজোব্রহ্মাতমোরুদ্রোবিষ্ণুঃসত্বং জগৎপতিঃ ।
এত এব ত্রয়োদেবা এত এব ত্রয়োগুণাঃ ॥
অন্যোন্যমিথুনাহ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা ।
ক্ষণং বিয়োগোনহেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরং ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং ।

সর্বব্যাপী আদি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সৃষ্টি স্থিতি লয় এই ত্রিগুণানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মা গুণে সৃষ্টি করেন, শিব গুণে সংহার করেন, এবং বিষ্ণু গুণে পালন করেন, ইঁহারা স্বয়ম্ভুর তিন অবস্থা মাত্র। রজোগুণ ব্রহ্মা শব্দে উক্ত হয়, তমোগুণ শিব শব্দে উক্ত হয়, এবং সত্ত্ব গুণ জগৎপতি বিষ্ণু শব্দে উক্ত হয়। ব্রহ্মাদি যে এই তিন দেবতা ইঁহারা তিন গুণ মাত্র। ইঁহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকেন, এবং পরস্পরের আশ্রয়ে স্থিতি করেন। ক্ষণমাত্র ইঁহারদিগের বিয়োগ হয় না, এবং ইঁহারা কদাপি পরস্পর ত্যাগ করেন না।

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং ।
সংজ্ঞামায়াতি সভগবানেকএব জনার্দ্দনঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ। ২ অধ্যায়।

সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ এই তিন কার্য্য হেতু এক মাত্র ভগবান্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।*

এক মাত্র পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যাতে উক্ত হয়েন, এনিমিত্তে তাঁহারদিগের অভেদ বর্ণনা অন্য নানা স্থানে করিয়াছেন।

ন ব্রহ্মা ভবতোভিন্নোস শম্ভুর্ব্রহ্মণস্তথা ।
ন চাহংযুবয়োর্ভিন্নোহভিন্নত্বংসনাতনং ॥
কালিকাপুরাণে ১১ অধ্যায়ে বিষ্ণূক্তং।

ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন, শম্ভু ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহেন, আমিও শিব ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহি, আমারদিগের নিত্যই অভেদ আছে।

এই প্রকার পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিপালনাদি গুণ ব্রহ্মাদি নামে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও শরীর মন বিশিষ্ট প্রকৃত দেবতা ইহা বেদের তাৎপর্য্য নহে, এবং এইক্ষণকার ন্যায় বেদ বহির্গত রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি মানব দেহ সকলকে ইষ্টদেবতা রূপে উপাসনা করিবার বাষ্পও বেদেতে নাই।

জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে তন্ত্রাতন্ত্র কর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয়। ভারতবর্ষে ক্রমে জ্ঞানের চর্চ্চা হ্রাস হওয়াতে লোকেরা কষ্ট সাধ্য বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখ সেব্য নানা প্রকার মূর্ত্তির আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে রূপক করিয়া যে সকল মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারদিগকে প্রকৃত শরীরি রূপে লোকের বোধ হইল, এবং পুরাণ তন্ত্রে অন্য নানা মূর্ত্তির কল্পনা হইয়া নানা প্রকার উপাসক সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইল। প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় উপাস্য দেবতার প্রাধান্য নিমিত্তে বিবাদী হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য ও অন্য অন্য দেবতার নিন্দা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিবাদ উপলক্ষেই বিশেষ বিশেষ পুরাণাদিতে দেব বিশেষের নিন্দা প্রশংসা ব্যক্ত হইয়াছে।

মুমুক্ষবোঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।
নারায়ণকলাঃশান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥
ভাগবতং।

অসূয়াহীন শান্তস্বভাব মুমুক্ষু ভক্ত সকল ঘোর রূপ প্রজাপতি প্রভৃতি অন্য অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশ সকলকে ভজনা করেন।

মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডীভবিষ্যতি ।
ইতরেষান্তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ ॥
সকৃদেব হি যোশ্নাতি ব্রাহ্মণোজ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালোভবেৎধ্রুবং ॥
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা ।
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৭৮ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হয়। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত হয়, যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্র শিবাদির নির্ম্মাল্য ভোজন করে, সে নিশ্চিত চাণ্ডাল হয়, এবং নরকাগ্নিতে কোটি সহস্র কল্প দগ্ধ হয়।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদেভূরিমানিনঃ ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি হস্তে হ্যন্নং পরিত্যজেৎ ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ ।
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং মূত্রমমেধ্যবৎ ॥
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ১০০ অধ্যায়।

* বিশেষ বিশেষ পুরাণে সামান্যতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ বলিয়া পুনর্ব্বার তন্মধ্যে কোন দেবতা বিশেষকে সৃজন পালন সংহারের এক মাত্র কারণ বলিয়া ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে যেরূপ জনার্দ্দন শব্দে বিষ্ণুকে ঈশ্বর রূপে উক্ত করিয়া পরে কেবল পালন কর্ত্তা বলিয়াছেন, তদ্রূপ কালিকা পুরাণে মহেশ্বর শব্দে শিবকে পরমেশ্বর রূপে উক্ত করিয়া পরে কেবল সংহার মাত্রের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। "সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেকএব মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুঃশিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্পৃথক্ ॥"

সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির হস্তে বৈষ্ণব অন্ন জল গ্রহণ করিবেক না। বৈষ্ণব শৈব শাক্তাদির সঙ্গ করিবেক না, ও তাহারদিগের নিকট কোন প্রার্থনাও করিবেক না। তাহারদিগের মূত্র পুরীষ তুল্য হয়।

তথান্যদেবতাভক্তিব্র্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদূরমভিবিপ্রাণাং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি।
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পিতরংনরকং নয়েৎ ॥
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ১০৩ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে প্রতি ভক্তি করা অতি নিন্দিত হয়, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার সকল নষ্ট হয় ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

যেন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যাংতে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥
রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষভদ্রাক্ষস্ফাটিকাক্ষাদিধারিণঃ।
জটিলাভস্মলিপ্তাঙ্গাস্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে ॥
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৪২ অধ্যায়।

যে অজ্ঞানমুগ্ধ ব্যক্তি সকল বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎপূজ্য বলিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ, জটা, ভস্মাদি যাহারা ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড।

এই প্রকার শিব কালী প্রধান গ্রন্থে শিব কালীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্য অন্য দেবতার মাহাত্ম্য হীন করিয়াছেন।

ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকোবিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনং॥
কূর্ম্মপুরাণে ২৫ অধ্যায়।

যাঁহারা শিবের নিন্দা করেন, তাঁহারদিগের ধ্যান, হোম, তপ, জ্ঞান, যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীঘ্র নষ্ট হয়।

সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বংহি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বৎ সমুদ্ভবাঃ।
চতুর্ব্বর্গাত্মিকা ত্বংবৈ চতুর্ব্বর্গফলোদয়া ॥
কাশীখণ্ডে।

তুমি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদির উদ্ভব কারিণী, চতুর্ব্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদা।

গোলোকাধিপতির্দ্দেবীস্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোহভবল্লোকপালকঃ ॥
নির্ব্বাণতন্ত্রে।

কালিকার স্তুতি ভক্তি পরায়ণ যে গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কালীপদ প্রসাদে লোকের পালন কর্ত্তা হয়েন।

বেদাবিনিন্দিতাযস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেৎ তুলসীদলং ॥
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ।
কুলাবতী তন্ত্রে।

বুদ্ধরূপ হইয়া বিষ্ণু বেদ নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবেক না, তুলসী পত্র স্পর্শ করিবেক না, এবং শালগ্রাম শিলা পূজা করিবেক না।

যে প্রকার দেব বিশেষের নিন্দা প্রশংসা করিয়াছেন, তদ্রূপ অনেক স্থানে তৎ প্রতিপাদক গ্রন্থ সকলের প্রতিও কটূক্তি বা প্রতিষ্ঠা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে বিষ্ণু প্রধান পুরাণকে সাত্ত্বিক ও শিব মাহাত্ম্য যুক্ত পুরাণকে তামস বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে ॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।
পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে।

বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ইহারা সকলের কারণ সাত্ত্বিক পুরাণ জানিবে।

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দংতথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে।

মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ, অগ্নি এই ষট্ তামস পুরাণ জানিবে।

এই রূপ অন্যত্র বিষ্ণু প্রতিপাদক গ্রন্থেতে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন।

ভগবত্যাঃ কালিকায়ামাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ ॥
কলৌ কেচিৎদুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥
স্কন্দপুরাণে।

যে গ্রন্থেতে নানা অসুরবধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন, তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবেক। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানি ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক।

বৈষ্ণবেরা গরুড় পুরাণীয় প্রমাণবলে কৃষ্ণলীলাপরিপূরিত শ্রীভাগবতকে বেদ ও বেদান্ত দর্শনের অর্থ স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥

শ্রীভাগবত বেদ, বেদান্ত দর্শন এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ হয়েন।

তদ্রূপ তান্ত্রিক শাস্ত্রে তন্ত্রকে বেদ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াবিনির্গতাঃ।
পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা ॥
ঊর্দ্ধাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আম্নায়াবহবঃ সন্তি ঊর্দ্ধাম্নায়েন ন সমাঃ ॥
শিবতন্ত্রে শিববাক্যং।

† তামস পুরাণ সকল নরক প্রাপ্তির কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে।

তথৈব তামসাদেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ।
পদ্মপুরাণে।

* আমার পঞ্চ মুখ হইতে পঞ্চ বেদ বিনির্গত হইয়াছে; যথা পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর এবং উর্দ্ধ বেদ এই সমুদয় শাস্ত্রে মোক্ষমার্গ উক্ত হইয়াছে। বহু বেদের মধ্যে এই উর্দ্ধ বেদের সমান আর নাই।

ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় সনাতন বেদ শাস্ত্রকে সর্ব্বপ্রমাণ্য জানিয়া তাহার শিরোভাগ উপনিষৎ নামে গ্রন্থ সকল কল্পনা করিয়াছেন, এবং গোপাল তাপনীয় উপনিষৎ, রামতাপনীয় উপনিষৎ, স্বন্দরী তাপনীয় উপনিষৎ, ত্রিপুরী উপনিষৎ, কৌল উপনিষৎ, স্কন্দ উপনিষৎ, গোপীচন্দন উপনিষৎ প্রভৃতি নামে তাহারদিগকে খ্যাত করিয়াছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে অন্য অন্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে নানা কূটার্থ নির্গত করিয়া তাহাকে আপন আপন আরাধ্য দেবতা পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্ম মীমাংসা বেদান্ত দর্শনকে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু পক্ষে ও শৈবেরা শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং স্পষ্টার্থ বিষ্ণু প্রতিপাদক ভাগবত পুরাণকে কোন কোন শাক্ত কালী পক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই প্রকার বিবাদ প্রযুক্ত এদেশীয় ধর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইল, এবং নূতন নূতন উপাসক সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষ বিচিত্র ধর্ম্মের আধার হইল। পরিবর্ত্তন একবার আরম্ভ হইলে অল্পে তাহার শেষ হয় না। শঙ্করাচার্য্য যে সমুদয় উপাসকের সহিত বিচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক সম্প্রদায় এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না। আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় বিলাস গ্রন্থানুসারে তৎকালে হৈরণ্যগর্ভ, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি নানা উপাসক সম্প্রদায় এদেশে ব্যাপ্ত ছিল।

"চতুর্ম্মুখকমণ্ডলুকূর্চ্চাদিচিহ্নধরোমুক্তঃ ক্রীড়তি।" "চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু এবং কুশাদি চিহ্ন ধারী যে হিরণ্যগর্ভের উপাসক তিনি মুক্ত হইয়া ক্রীড়া করেন।" ব্রহ্মার উপাসনা এইক্ষণে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আজমির দেশের মধ্যে পোখরএবং দোয়াবের অন্তঃপাতি বিঠুর নামক স্থান দ্বয়ে তাঁহার পূজা এপর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে প্রচল আছে। বিঠুরস্থিত লোকেরা এই প্রকার বিশ্বাস যে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্য সমাপন করিয়া উক্ত স্থানের অন্তর্গত ব্রহ্মবর্ত্ত ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; সেখানে অদ্যাপি প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণীয় পৌর্ণমাসীতে মহা সমারোহ হয়।

বিষ্ণু উপাসকের ষট্ সম্প্রদায় ভাক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্রক, বৈখানস, এবং কর্ম্মহীন এই ষট্ নামে খ্যাত ছিল। তাঁহারা বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ নামে তাঁহাকে আরাধনা করিতেন। ভাক্তদিগের দেবতা বাস্থদেব, তাঁহারা কোন বৈষ্ণব চিহ্ন গাত্রে ধারণ করিতেন না। ভাগবত-সম্প্রদায়ের দেবতা ভগবান্, তাঁহারা শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল শরীরে অঙ্কিত করিতেন, এবং শালগ্রাম ও তুলসী পত্রকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। বৈষ্ণবদিগের দেবতা নারায়ণ; ভাগবতদিগের ন্যায় তাঁহারাও অঙ্গ বিশেষে চিহ্ন সকল ধারণ করিতেন। পঞ্চরাত্রক সম্প্রদায়িরা বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনা করিতেন, এবং পঞ্চরাত্র তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। বৈখানস সম্প্রদায়িরা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় নারায়ণের উপাসনা করিতেন, এবং তদ্রূপ চিহ্ন সকল ধারণ করিতেন; আনন্দগিরি এই উভয় সম্প্রদায়ের কোন প্রভেদ ব্যক্ত করেন নাই। কর্ম্মহীন সম্প্রদায়িদিগের কোন প্রকার কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান ছিল না, 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' এই বিশ্বাসকে তাঁহারা অত্যন্ত যত্নের সহিত দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিতেন। যে সমুদয় বৈষ্ণব দ্বারা এইক্ষণে দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের কালের অবিকল এক সম্প্রদায়ও প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে এইক্ষণে কেবল কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের উপাসনাই বাহুল্য রূপে প্রচার হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের কালে শৈবদিগের ষট্ সম্প্রদায় ছিল; যথা শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভাক্ত, জঙ্গম এবং পাশুপাত। শৈবেরা বাহু দ্বয়ে লিঙ্গ চিহ্ন করিতেন, রৌদ্রেরা কপালে ত্রিশূল অঙ্কিত করিতেন, উগ্রেরা বাহু দ্বয়ে ডমরু চিহ্ন করিতেন, ভাক্তেরা ললাটে লিঙ্গ চিহ্ন করিতেন, জঙ্গমেরা শিরোদেশে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, এবং পাশুপতেরা ললাট, বাহু, বক্ষ এবং নাভিদেশে লিঙ্গ চিহ্ন ধারণ করিতেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে জঙ্গম সম্প্রদায়ি অনেক ব্যক্তি অদ্যাপি দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাপ্ত হয়, অন্য পঞ্চ সম্প্রদায় প্রায় দৃষ্ট হয় না। যে সকল শৈব যোগি ইদানীং দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারদিগের কোন প্রসঙ্গ শঙ্কর বিজয় বিলাসে লিখিত নাই, অতএব তাহারদিগের মত তৎপরে সৃষ্ট হইয়াছে।

যাহারা শিবের ভৈরব মূর্ত্তিকে উপাসনা করিত তাহারদিগের নাম কাপালিক। আনন্দগিরি দুই প্রকার কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; এক প্রকার স্ফাটিক মালা এবং জটাভার ধারণ করিত, তাহারা কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিত না, যথেচ্ছা বহু স্ত্রী সম্ভোগেও তাহারদিগের পাপ বোধ ছিল না। তাহারদিগের উপাস্য দেবতা ভৈরব, তিনিই সৃষ্টি সংহারের কারণ। "উপাস্যোভৈরবএব জগৎকর্ত্তা ততঃ প্রলয়োভবতি।" তাঁহার এই অষ্ট মূর্ত্তি তাহারা স্বীকার করিত যথা "অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধউন্মত্তভৈরবঃ। কাপালীভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টভৈরবাঃ॥" "অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কাপালী, ভীষণ, এবং সংহার এই অষ্ট ভৈরব।" অন্য প্রকার কাপালিকের এইরূপ আচরণ ব্যক্ত করিয়াছেন যথা "চিতিভস্মপূর্ণকলেবরঃ নরকপালমালাবৃতগলঃ কপালদেশরচিতকজ্জলরেখঃ সকলকেশরচিতজটাভারোব্যাঘ্রচর্ম্মরচিতকটিসূত্রকৌপীনঃ কপালশোভিতবামকরঃ শম্ভুর্ভৈরবঅহো কালীশ ইতি মুহুর্ম্মুহুর্জল্পন্।" "গাত্রে চিতিভস্ম, গলদেশে নর কপাল মালা, কপালে কজ্জল রেখা, মস্তকে জটাভার, কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম্ম রচিত কৌপীন ও কটিসূত্র, এবং বাম হস্তে নরকপাল এই রূপবেশ ধারণ করিয়া 'শম্ভুর্ভৈরবঅহোকালীশ' এই প্রকার জপ করিতেছে।" প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে কাপালিকের এই রূপ ব্যবহার ব্যক্ত করিয়াছেন যথা

মস্তিষ্কান্ত্রবসাভিঘারিতমহামাংসাহুতীর্জ্জুহ্বতাং।
বহ্নৌ ব্রহ্মকপালকল্পিতসুরাপানেন নঃ পারণা॥
সদ্যঃ কৃত্তকঠোরকণ্ঠবিগলৎ কীলালধারোজ্জ্বলৈঃ।
অর্চ্চ্যোনঃ পুরুষোপহারবলিভির্দেবোমহাভৈরবঃ॥

মস্তিষ্কযুক্ত মজ্জাতে সিক্ত যে নর মাংস তদ্দ্বারা আমরা অগ্নিতে হোম করি এবং উপবাসান্তে ব্রাহ্মণের কপালাস্থিতে স্থাপিত সুরাপান দ্বারা পারণা করি, এবং সদ্য ছিন্ন কঠিন কণ্ঠ বিগলিত ভয়ানক রক্ত ধারা রূপ নরবলি দ্বারা ভৈরবের অর্চ্চনা করি।

তৎকালে সূর্য্যোপাসকেরও ষট্ সম্প্রদায় ছিল; তাঁহারা রক্ত চন্দন কৃত পূর্ণ মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন ধারণ করিতেন। "কেচিদুদয়মণ্ডলং ব্রহ্মাত্মকত্বেন সৃষ্টিকারণমিতি ভজন্তে।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা রূপে উদয় কালের সূর্য্যমণ্ডলকে উপাসনা করেন।" "কেচিত্তু খমধ্যবর্ত্তিনং সূর্য্যমীশ্বররূপেণ সর্ব্বজগল্লয়কারণমিতি ভজন্তে।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা জগৎ সংহর্ত্তা শিব রূপে মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে উপাসনা করেন।" "কেচিত্তু অস্তময়কালবিম্বং বিষ্ণ্বাত্মকত্বেন সর্ব্বজগৎপরিপালনকারণং তদেব সৃষ্টিলয়হেতুভূতং পরতত্ত্বমিতি ভজন্তি।" "কোন সম্প্রদায়িরা জগৎপাতা বিষ্ণুরূপে অস্তকালের সূর্য্য মণ্ডলকে ভজনা করেন, এবং সৃষ্টি লয়েরও কারণ পরমেশ্বর রূপে তাঁহাকে জ্ঞান করেন।" "কেচিত্রিমূর্ত্ত্যাত্মকত্বেন ত্রিকালমণ্ডলসেবিনঃ।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিমূর্ত্তি রূপেপ্রাতঃসন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ত্রিকালীয় সূর্য্য মণ্ডলকে আরাধনা করেন।" "কেচিন্মণ্ডলেক্ষণব্রতানুষ্ঠায়িনঃ।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা সূর্য্য মণ্ডলকে দৃষ্টি না করিয়া জল গ্রহণ করেন না।" "কেচিত্তু তন্মধ্যবর্ত্তিনং পরমাত্মানং হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশমিত্যাদিস্বরূপং ভজন্তি।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ প্রভৃতি স্বরূপ বিশিষ্ট পরমাত্মাকে ভজনা করেন।"

গাণপত্যদিগেরও ষট্ সম্প্রদায় ছিল, তাঁহারা প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ নামে গণেশের উপাসনা করিতেন। যথা মহাগণপতি,

হরিদ্র গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, নবনীত গণপতি, স্বর্ণ গণপতি এবং সন্তান গণপতি। তন্মধ্যে মহাগণপতি সাধকদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে "তুণ্ডৈকদন্তচিহ্নাভ্যাং চিহ্নিতং শক্তিসংযুতং মহাগণপতিং যস্তু সদা ধ্যায়ত্যনন্যধীঃ তন্মূলমন্ত্রপঠনপরঃ সন্ ব্রাহ্মণোত্তমোযো বর্ত্ততে সএবাত্র মোক্ষভাগ্ ভবতি ধ্রুবং" "হস্তি তুণ্ড ও এক দন্ত চিহ্নিত যে শক্তিমান্ মহাগণপতি তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণ ভক্তাত চিত্ত হইয়া ধ্যান করেন, ও তাঁহার মূল মন্ত্র পাঠে তৎপর হয়েন, তিনি নিশ্চিত মোক্ষভাগী হয়েন।" হরিদ্র গণপতি উপাসকেরা তুণ্ড এবং এক দন্ত চিহ্ন ধারণ করিতেন এবং তপ্তলৌহ দ্বারা ভুজ দ্বয়ে উক্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন, এবং তাঁহারদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে "তদাকারতপ্তলৌহাঙ্কিতভুজদ্বয়স্তদ্ভক্তাগ্রগণ্যস্তস্যৈব মুক্তিঃ করস্থাভবতি।" "যিনি এক দন্তাদি চিহ্ন তপ্ত লৌহ দ্বারা ভুজদ্বয়ে অঙ্কিত করেন, তিনিই হরিদ্র গণপতির শ্রেষ্ঠ ভক্ত; মুক্তি তাঁহার করস্থ রহিয়াছে।" কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সামান্যতঃ চিহ্ন ধারণ বিশেষতঃ এপ্রকার তপ্তলৌহাঙ্কিত চিহ্ন ধারণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। "লিঙ্গিনঃ পাষণ্ডত্ব শ্রবণাৎ বেদবিরোধাচ্চ তস্মাত্তুণ্ডৈকদন্তচিহ্নং পরিত্যজ্য শুদ্ধাদ্বৈতবৃত্তিমাশ্রিত্য মুক্তোভবসীতি।" "চিহ্ন ধারণ করিলে পাষণ্ড এবং বেদ বিরোধী হয়, অতএব তুণ্ডাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া এবং অদ্বৈত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া মুক্ত হও।" তপ্ত চিহ্ন ধারণের নিন্দা অন্যত্রও প্রাপ্ত হইতেছে।

তথা হি তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ।
সসর্ব্বপাতকভোগী চাণ্ডালোজন্মকোটিভিঃ॥
তং দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং হর।
সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণং।

তপ্ত শঙ্খাদি চিহ্ন যুক্ত যাহার শরীরসে ব্যক্তি সকল পাতক ভোগী এবং কোটি জন্ম পর্য্যন্ত চাণ্ডাল হয়। এ প্রকার চিহ্ন যুক্ত দ্বিজকে সম্ভাষণ করিলেও চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নরকে গমন করে।

নবনীত গণপত্যুপাসক, স্বর্ণ গণপত্যুপাসক, সন্তান গণপত্যুপাসক ইহাঁরা বৈদিক কর্ম্ম এবং বেদোক্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতেন। বামাচারি উচ্ছিষ্ট গণপত্যুপাসকেরা ললাটে কুঙ্কুম লেপন করিত, এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া কলাপ তাহারা স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিত। বর্ণ ভেদ তাহারা মান্য করিত না, এবং স্বামি স্ত্রীর প্রভেদও তাহারদিগের মধ্যে ছিল না। "তেষাংতাসাঞ্চ সংযোগে বিয়োগে দোষাভাবঃ অস্য অয়মেব পতিরিতি নিয়মকাভাবাৎ।" "স্ত্রী পুরুষের সংযোগ বিয়োগে দোষ নাই, যেহেতু বিশেষ পতির বিশেষ ভার্য্যা এমত নিয়ম নাই।" সুখ প্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ এই নিয়মানুসারে তাহারা অতি ঘৃণিত রূপে অবিহিত স্ত্রী সঙ্গ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত থাকিত। "তাস্থ রজঃ সিক্তাদৌস্থসম্পর্কে জাতে রুধিরবাহুল্যাৎ ব্যানন্দাধিক্যাচ্চ আনন্দপ্রাপ্তিরেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি তস্য সচ্চিদানন্দ লক্ষণাচ্চ।"

তৎকালে শক্তি উপাসনার মধ্যে ভবানী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনার প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ভবানীর উপাসক শাক্তেরা গলদেশ ও বাহুদ্বয়াদি অঙ্গ বিশেষে স্বর্ণ পাদাদি চিহ্ন ও কুঙ্কুম পুণ্ড্র ধারণ করিতেন। ইহাঁরা আপনারদিগকে জীবন্মুক্ত রূপে জ্ঞান করিতেন। বামাচার ও দক্ষিণাচারের প্রভেদও যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল ইহার নিদর্শন আনন্দগিরি গ্রন্থে প্রাপ্ত হয়। তিনি তিন প্রকার বামাচারির নাম ধৃত করিয়াছেন; যথা পূর্ণাভিষিক্ত, অকৃতার্থ এবং কৃতাকৃত্যসমা।

সরস্বতীর উপাসকেরা অঙ্গ বিশেষে পুস্তকের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিতেন। "সারদোপাসকাঃপুস্তকপুণ্ড্রাঃ।"

লক্ষ্মীর উপাসকেরা ললাটে কুঙ্কুম লেপন করিতেন, ভুজদ্বয়ে পদ্ম চিহ্নিত করিতেন, এবং গল কণ্ঠে পদ্মাক্ষ মালা ধারণ করিতেন। "ভুজয়োঃ কমলাঙ্কধারিণাং পদ্মাক্ষমালাপরিশোভিতললাটানাং কুঙ্কুমাঙ্কিতফলকপ্রদেশবতাং ভক্তানাং মুক্তিঃ করস্থা।"

এতদ্ব্যতীত অন্য অন্য অনেক দেবতার উপাসক বিদ্যমান ছিল, তাহারদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও চিহ্ন মাত্র আনন্দগিরি ব্যক্ত করিয়াছেন।

"বালচন্দ্রাঙ্কবিরাজমানভুজদ্বয়আদিবরাহোপাসকঃ।" আদি বরাহোপাসক ভুজদ্বয়ে বালচন্দ্র চিহ্নিত করেন।"

"যমোপাসকামহিষরূপতপ্তলৌহাঙ্কিত ভুজদ্বয়াঃ।" যমোপাসকেরা তপ্ত লৌহ দ্বারা ভুজ দ্বয়ে মহিষাকৃতি মুদ্রিত করেন।"

"কুবেরোপাসকাঃ স্বর্ণঘুটিকামালিকা পরিশোভিতগণাঃ।" "কুবের উপাসকেরা স্বর্ণ ঘুটিকা মালা ধারণ দ্বারা অঙ্গ শোভিত করেন।"

"মন্মথোপাসনানিরতাঃ পুষ্পধনুর্লক্ষ্মশোভিতবাহুযুগাঃ।" "কামোপাসকেরা বাহু দ্বয়ে পুষ্পধনু চিহ্ন দ্বারা শোভিত হয়েন। চৈত্র পূর্ণিমাতে কামদেবের মহোৎসব হইত।"

সা তু কামদেবোৎসবতিথিঃ।
ত্রিকাণ্ডশেষঃ।
চৈত্র পূর্ণিমা কামদেবের উৎসবতিথি।

এই প্রকার বরুণোপাসকেরা পাশ চিহ্ন, বায়ূপাসকেরা ধ্বজ চিহ্ন, ভূমিদেবোপাসকেরা পূর্ণাঙ্ক, তীর্থোপাসকেরা বিন্দু চিহ্ন ধারণ করিতেন।

সঙ্গীত আলোচনা গন্ধর্ব্বোপাসকদিগের উপাসনা ছিল। "গানশীলাবিশ্বাবসুনামগন্ধর্ব্বকন্যকাপত্যুপাসকাঃ।" "বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বের জামাতৃ উপাসকেরা গানশীল হয়েন।"

ইন্দ্রোপাসকেরা স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং পঞ্চ পূজা পরায়ণ ছিলেন, তাঁহারদিগের বিশ্বাস এই যে "তদংশাএব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ।" "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁরা ইন্দ্রের অংশ।"

ভূতোপাসকেরা সর্ব্বাঙ্গে চিতিভস্ম লেপন করিত, এবং মণিবন্ধে ও গলদেশে শেল অস্ত্র বিশেষ ধারণ করিত। তাঁহারদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে তাল প্রমাণ শরীর বিশিষ্ট ভূতরাজের উপাসক যাহারা তাহারদিগের শত্রুজয়াদি ফল প্রত্যক্ষ লব্ধ হয়; আর ভূতদিগের গণকর্ত্তার নাম বেতাল, ইহাঁর উপাসনা করিলে "সর্ব্বলোকবশঙ্করং রূপং ফলমন্তীতি।" "সকল লোক বশীকৃত হয়।"

তদ্ভিন্ন শেষোপাসক, গরুড়োপাসক, সিদ্ধোপাসক, পিতৃ উপাসক, চন্দ্রোপাসক এবং মঙ্গলাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের উপাসক প্রভৃতির নাম শঙ্কর বিজয় বিলাসে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারদিগের আচার ব্যবহারের কোন নিদর্শন তাহাতে প্রাপ্ত হয় না।

এই সমুদয় বিচিত্র মতস্থ উপাসকদিগের মধ্যে প্রায় তাবৎ সম্প্রদায় এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, যদিও আধুনিক শৈব বৈষ্ণবাদি অনেকে পূর্ব্ব নামে খ্যাত আছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের উপাসনার প্রকরণ ও আচার ব্যবহারাদি পূর্ণ রূপে ভিন্ন হইয়াছে। এ পরিবর্ত্তন যদিও রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির দ্বারা হইয়াছে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যও এবিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন না। পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচারই তাঁহার সম্যক্ তাৎপর্য্য ছিল, কিন্তু যাহারদিগকে সেই পরম পুরুষার্থ সাধক ধর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ দেখিলেন, তাহারদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে শিবাদি আকারের উপাসনা উপদেশ করিতে শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন।

শাস্ত্রে সামান্যতঃ অজ্ঞ স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নে নিষেধ জানিয়া অনেকের চিত্তে এমত সংশয় উপস্থিত হয় যে স্ত্রী শূদ্রদিগের মধ্যে জ্ঞানি কি অজ্ঞানি সকলেই বেদ পাঠে অনধিকারি হয়েন। কিন্তু তাঁহারা যদি শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর সমুদয় বাক্যকে আলোচনা করেন, এবং তাহার যথার্থ সমন্বয় দ্বারা প্রকৃত তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করেন, তবে দেখিবেন যে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নের নিষেধ সেই পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত তাহারদিগের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হইলে তৎ প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য শ্রবণাধ্যয়ন দ্বারা কৃতার্থ হইতে কি স্ত্রী কি শূদ্র কি বর্ণাচার বিহীন ব্যক্তি কাহারও প্রতি নিষেধ নাই। অপর প্রমাণ কি!

স্বয়ং বেদে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইতেছে। মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মাত্র হইয়া অবধি বেদের শ্রবণ উচ্চারণ ও মনন করিয়াছেন, বরঞ্চ তাঁহারদিগের স্বীয় বাক্য বেদ হইয়াছে, যৎ পাঠ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাস প্রভৃতি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণে যে বেদ বাক্য দ্বারা মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞানে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা এই প্রাপ্ত হইতেছে যথা

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নুমইয়ং ভগোঃসর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যামহং তেনামৃতা হোনেতি।

সেই মৈত্রেয়ী কহিতেছেন যে হে ভগবান্ যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে সেই ধন দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারি কি না?

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন যে তাহা ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হয় না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের যেরূপ জীবন, তোমারও সেই রূপ হইবেক, ধনের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

সেই মৈত্রেয়ী কহিতেছেন যে যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তি হইবেক না সে ধনে আমার কি প্রয়োজন? অতএব মুক্তির সাধন যাহা মহাশয় জানেন তাহা আমাকে বলুন।

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নোভবতী সতী প্রিয়মবৃধৎ হন্তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তেব্যাচক্ষাণস্য তু মেনিদিধ্যাসস্বেতি।

সেই যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন যে তুমি পূর্ব্ব অবধি নিশ্চিত রূপে আমার প্রিয় হও, এইক্ষণে সেই প্রিয়তাকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে, এইক্ষণে তোমার মোক্ষের সাধন কহিব; তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি, তাহাতে মনোযোগ কর।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণে গার্গীও এই রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন যথা

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবোযদবাক্ পৃথিব্যাযদন্তরাদ্যাবা পৃথিবী ইমে। যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিং স্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি॥

গার্গী কহিলেন যে হে যাজ্ঞবল্ক্য! স্বর্গের উর্দ্ধ এবং পৃথিবীর অধ এবং তন্মধ্যবর্ত্তি যে স্বর্গ পৃথিবী ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এ সমুদয় কোন্ পদার্থে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে?

সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবোযদবাক্ পৃথিব্যাযদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে। যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশএব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে হে গার্গি স্বর্গের উর্দ্ধ এবং পৃথিবীর অধ এবং তন্মধ্যবর্ত্তি যে স্বর্গ পৃথিবী এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এ সমুদয় আকাশে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

কস্মিন্নু খল্বাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

গার্গী কহিলেন আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে?

সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঅভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন যে হে গার্গি! আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা অক্ষর শব্দে বলিয়াছেন; তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিতাদি বর্ণ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহাতে দ্রুবতা, ছায়া, এবং তম নাই, তিনি বায়ু, আকাশ, সঙ্গ, রস, গন্ধ, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, মাত্রা বর্জিত হয়েন, এবং অন্তঃ বাহ্য, ভোক্তা ও ভোজ্য হইতে তিনি ভিন্ন হয়েন।

কঠোপনিষৎ

চতুর্থী বল্লী

যইমং মধ্বদং বেদআত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য নততোবিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৫॥

কিঞ্চ 'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' 'মধ্বদং' কর্ম্মফলভুজং 'জীবং' প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারং 'অন্তিকাৎ' অন্তিকে সমীপে 'আত্মানং' 'ঈশানং' ঈশিতারং 'বেদ' বিজানাতি 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য। 'ততঃ' তদ্বিজ্ঞানাদ্ধেতোরাত্মানং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। 'এতৎ বৈতৎ'। যন্নচিকেতসা পৃষ্টং॥ ৫॥

এই কর্ম্ম ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ম কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটস্থ জানেন, কাহারও নিকটে তিনি আর পরমাত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ৫॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ, জানিয়া যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য ব্যক্তিদিগকে সেই আনন্দ বিতরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হয়॥ ৫॥

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাংপ্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৬॥

'যঃ' হিরণ্যগর্ভঃ 'অদ্ভ্যঃ' অপ্সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ 'পূর্ব্বং' 'অজায়ত' উৎপন্নঃ তৎ 'পূর্ব্বং' ব্রহ্মণঃ 'তপসঃ' 'জাতং' উৎপন্নং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'গুহাং' হৃদয়াকাশং 'প্রবিশ্য' 'তিষ্ঠন্তং' শব্দাদীনুপলভমানং 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সহ 'ব্যপশ্যত' পশ্যতি 'এতৎ বৈ' 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম॥ ৬॥

যে হিরণ্যগর্ভ জলাদির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মের তপস্যা হইতে প্রথম জাত এবং সকল প্রাণির হৃদয়স্থিত সেই হিরণ্যগর্ভকে সকল ভূতের সহিত যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম॥ ৬॥

তাৎপর্য্য

জীবের সমষ্টি যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন, পরে ভূতময় শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত জীবের সংযোগ করিয়াছেন, এবং সেই জীবের জ্ঞান ধর্ম্ম দেখিয়া তদ্রূপ ফলাফল চিরন্তন বিধান করিতেছেন॥ ৬॥

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাংপ্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥ এতদ্বৈ তৎ॥৭॥

কিঞ্চ 'যা' 'দেবতাময়ী' সর্ব্বদেবতাত্মিকা 'প্রাণেন' সহ পরস্মাৎব্রহ্মণঃ 'সম্ভবতি' শাব্দাদীনামদনাৎ 'অদিতিঃ' 'যা ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সমন্বিতা 'ব্যজায়ত' উৎপন্নেত্যেতৎ। তাং 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং' অদিতিং যঃ পশ্যতি 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতদ্বৈ'॥৭॥

সকল ভূতের সহিত এবং প্রাণের সহিত যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, সকল ভূতের অন্তরস্থিত সেই অদিতিকে যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম॥ ৭॥

তাৎপর্য্য

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে অদিতি কহা যায় এনিমিত্তে অদিতিকে দেবতাময়ী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময়ী করিয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন। শরীর ও প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না এনিমিত্তে প্রাণ ও শরীরের আধার যে ভূত সকল তাহার সহিত পরমেশ্বর জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিলেন এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে। জীব সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেছেন॥ ৭॥

অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাগর্ভইব সুভৃতোগার্ভিণীভিঃ।
দিবে দিবইড্যোজাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৮॥

অধিষজ্ঞমুত্তরাধরয়োঃ 'অরণ্যোঃ' 'নিহিতঃ' স্থিতঃ, 'জাতবেদাঃ' 'অগ্নিঃ' অগ্নরে 'হবিষ্মদ্ভিঃ' 'মনুষ্যেভিঃ' মনুষ্যৈঃ সুভৃতইব 'গর্ভিণীভিঃ' অন্তর্ব্বত্নীভিঃ অগর্হিতামভোজনাদিনা 'গর্ভঃ' 'সুভৃতঃ' 'ইব' 'চ' ইত্যঃ পরমেশ্বরঃ 'জাগৃবদ্ভিঃ' জাগরণশীলৈরপ্রমত্তৈর্ধ্যানভাবনাবদ্ভিঃ 'দিবে দিবে' অহন্যহনি সুভৃতঃ। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৮॥

অরণিস্থিত অগ্নি কর্ম্মি দ্বারা যে প্রকারে রক্ষিত হয় এবং গর্ভিণী দ্বারা গর্ভ যে প্রকার সুন্দর রূপে ধৃত হয়, সকলের স্তবনীয় যে পরমেশ্বর তিনি প্রতি দিন ধ্যান দ্বারা প্রমাদ শূন্য জ্ঞানিদিগের হৃদয়ে তদ্রূপ রক্ষিত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম॥ ৮॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তদ্দেবাঃ সর্ব্বেপিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৯॥

'যতঃ চ' যস্মাৎ চ 'উদেতি' উত্তিষ্ঠতি 'সূর্য্যঃ' 'অস্তং' নিম্লোচনঞ্চ 'যত্র' যস্মিন্নিমিত্তং 'চ' 'গচ্ছতি'। 'তৎ' আত্মানং 'দেবাঃ' স্বর্গস্থাঃ 'সর্ব্বে' বিশ্বে 'অর্পিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন অত্যেতি' ন অতিক্রামতি 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৯॥

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন, আর যাঁহার নিয়মে পুনর্ব্বার অস্ত হয়েন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ দেবতারা স্থিতি করেন, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম॥ ৯॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥

'যৎএব' 'ইহ' লোকে ব্রহ্ম 'তৎ' এব 'অমুত্র' লোকে নিত্যবিজ্ঞানস্বভাবং সর্ব্বসৎসারধর্ম্মবর্জ্জিতং ব্রহ্ম। 'যৎ' চ 'অমুত্র' ব্রহ্ম 'তৎ' 'অনু' এব 'ইহ' লোকে। 'যঃ' 'ইহ' ব্রহ্মণি অনানাভূতে 'নানা ইব' ভিন্নমিব 'পশ্যতি' উপলভতে 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' মরণাৎ 'মৃত্যুং' মরণং পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণভাবং 'আপ্নোতি' প্রতিপদ্যতে॥ ১০॥

যিনি ইহলোক ব্যাপী তিনি পরলোক ব্যাপী, যিনি পরলোক ব্যাপী তিনি ইহলোক

ব্যাপী। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তির এই রূপ ভ্রান্তি যে এই জগতের সৃষ্টির প্রতি কারণ অনেক ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শরীরী তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুঙ্গচ্ছতি যইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১ ॥

আচার্য্যাগমসংস্কৃতেন 'মনসা এব' 'ইদং' ব্রহ্মৈকরসং 'আপ্তব্যং'। 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা' 'ন' 'অস্তি' 'কিঞ্চন' অণুমাত্রমপি। 'যঃ' পুনরজ্ঞানতিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা ইব পশ্যতি' 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' 'মৃত্যুং গচ্ছতি'॥ ১১ ॥

ব্রহ্ম নানা হয়েন না, ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানা যায়। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যআত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১২ ॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকংতচ্ছিদ্রবর্ত্যন্তঃকরণোপাধিঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রবংশপর্ব্বমধ্যবর্ত্যম্বরবৎ 'পুরুষঃ' পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি 'আত্মনি' শরীরে 'মধ্যে' 'তিষ্ঠতি'। তমাত্মানং 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' বিদিত্বা 'ততঃ' তদনন্তরং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১২ ॥

সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে থাকিয়া শরীর মধ্যে স্থিতি করেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা হয়েন। এই ব্রহ্মকে জানিলে আর তাঁহাকে কেহ গোপন করিতে চাহে না॥ ১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩ ॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিঃ ইব অধূমকঃ' যস্ত্বেবং লক্ষিতোহৃদয়ে যোগিভিঃ। 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্ততে 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উ' অপি বর্ত্তিষ্যতে 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে স্থিত যে সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্ম, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা। তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন পরেও বর্ত্তমান থাকিবেন॥ ১৩ ॥

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবন্ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪ ॥

'যথা উদকং' 'দুর্গে' দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে 'বৃষ্টং' সিক্তং 'পর্ব্বতেষু' পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু 'বিধাবতি' বিকীর্ণং ভবতি। 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্' 'তান্ এব' শরীরভেদানুবর্ত্তিনোধর্ম্মান্ 'অনুবিধাবতি' শরীরভেদমেব পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যতে অনানন্দলোকেষ্বিত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥

যেমন উচ্চ স্থানে জল পতিত হইলে নিম্ন স্থানে ধাবিত হয়, সেই রূপ সকল গুণকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জানিলে পুনঃ পুনঃ নীচ লোকে ভ্রমণ করে॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

এরূপ কোন গুণ নাই, সুতরাং গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, অর্থাৎ এমত কোন বস্তু নাই যাহা পরমেশ্বরের নিতান্ত অধীন নহে, যেহেতু সমুদয় বস্তুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা স্থিতি করিতেছে॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানতআত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫ ॥

'যথা উদকং' 'শুদ্ধে' প্রসন্নে 'শুদ্ধং' প্রসন্নং 'আসিক্তং' প্রক্ষিপ্তং 'তাদৃক্ এব ভবতি'। একত্বং 'বিজানতঃ' 'মুনেঃ' মননশীলস্য 'আত্মা' 'এবং' 'ভবতি' হে 'গৌতম'। তস্মাৎ মাতৃপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টমাত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়ং॥ ১৫ ॥

যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে সমান ভাবে থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় রূপে যে জ্ঞানী দেখেন, তাঁহার আত্মা সম ভাবে থাকে॥ ১৫ ॥

ইতি চতুর্থী বল্লী

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥ ১ ॥

1. The universe and whatsoever there is in is clothed with God. Abstaining from *vice*, enjoy Him, and covet not the riches of any.

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২ ॥

2. Let *man* desire to live a century on earth practising religious rites; for there is no other means besides this which can prevent thee who art grossly human, from wallowing in *vicious* actions.

অসুর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥ ৩ ॥

3. The worlds of ignorance, wrapped up in impervious gloom, those enter after death, who are killers of their own souls.

অনেজদেকম্মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবাআপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪ ॥

4. The One, *though* motionless, *yet* runs swifter than the mind. The senses cannot reach Him, *for* He always goes before them. *Though* He eludes their chase, *yet* does He remain still. Through Him do the faculties and the vital powers of man operate.

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ॥

5. He goes; He goes not. He is far; He is near. He is in all; He is out of all.

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে॥ ৬ ॥

6. He who sees all in God and God in all, does not despise *any*.

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭ ॥

7. When a unitarian knows that to him all is become as God, then to him what is infatuation and what affliction?

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮ ॥

8. That Being who is everywhere, and is pure, bodiless, spotless, nerveless, immaculate, impervious to moral stain, All-seeing, All-knowing, Supreme and Self-existent, dispenses their respective requisites to the everlasting times.

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমোযউ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯ ॥

9. They enter gloom impervious who are devoted to the performance of Ritual Observances. The greater gloom do THEY enter who are devoted to the worship of the Deities.

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০ ॥

10. It is said that by Ritual Observances *is gained* one kind *of fruits*, and by the worship of the Deities another. So have we heard from the wise who told it to us.

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১ ॥

11. They who are devoted to both the performance of Ritual Observances and the worship of the Deities, being extricated from death by the former, enjoy, through the latter, a durable divinity.

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমোযউ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২ ॥

12. They enter gloom impervious who are devoted to the worship of blind Creative Energy; the greater gloom do THEY enter who are devoted to the worship of Universal Nature.

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩ ॥

13. It is said that by the worship of blind Creative Energy, is gained one kind *of fruits*, and by that of Universal Nature another. So have we heard from the wise who told it to us.

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥ ১৪ ॥

14. They who are devoted to the worship of both blind Creative Energy and Universal Nature, being extricated from death by the former, enjoy through the latter durable bliss.*

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫ ॥

15. "Dispart, thou Nourisher, thy radiant orb, which veils the Face of Truth, for the observation of a follower of the religion True.

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোযত্তে রূপঙ্কল্যাণতমন্তত্তে পশ্যামি যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি॥ ১৬ ॥

16. "O sun, son of Prujaputi, thou regulator, thou sole exhibitor, thou nourisher *of the world*, disperse thy rays and diminish their intensity that I may behold thy most Auspicious Aspect. *But why beg you thus, O sun*, since the Perfect who is in you, is also in me."

বায়ুরনিলমমৃতমথেদম্ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭ ॥

17. "The air *within me will commingle with* the life-imparting atmosphere, and *this* body will turn into ashes. O my mind, recollect; *thy* past actions recollect. Recollect, O my mind, recollect *thy* past actions.

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনোভূয়িষ্ঠান্তে নমউক্তিং বিধেম॥ ১৮ ॥

18. "*Sacred* fire resplendent, thou witness of our religious acts, purge us of our malign sins, and guide us through the right path to the dwelling of joy. We offer thee *our last* salutations."†

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ সমাপ্তা।

* The FRUITS here ordained by the benign and tolerant Vedant, are according to the principle, the truth of which experience and reason tend to convince us of that theoretical belief in religious matters of whatever kind it may be, cannot but exercise much practical influence over our conduct here, and thereby over our destinies too in a future life.

† "Thy most Auspicious Aspect," in the 16th verse, means "thy Divine Pervader." The 15th and the 16th verses are spoken by a pious follower of THE RELIGION TRUE, and the 17th and 18th by a worshipper of Fire, at the times of their respective deaths. The Venerable Scripturalist therein contrasts the lofty and serene devotion of the former with the weak and tremulous devotion of the latter.

মহাত্মবিদুরশ্লোকাঃ

একঃক্ষমাবতাংদোষোদ্বিতীয়োনোপপদ্যতে ।
যদেনংক্ষময়াযুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥
সোস্য দোষোনমন্তব্যঃ ক্ষমা হি পরমংবলং ।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাংভূষণং ক্ষমা ॥
ক্ষমাবশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে ।
শান্তিখড়্গঃকরে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ ॥
দ্বে কর্ম্মণী নরঃ কুর্ব্বন্নস্মিল্লোঁকে বিরোচতে ।
অব্রুবন্ পরুষংকিঞ্চিদসতোনর্চ্চয়ংস্তথা ॥
দ্বাবিমৌ কণ্টকৌ তীক্ষ্ণৌ শরীরপরিশোষণৌ ।
যশ্চাধনঃ কাময়তে যশ্চকুপ্যত্যনীশ্বরঃ ॥
দ্বাবিমৌ ন বিরাজেতে বিপরীতেন কর্ম্মণা ।
গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌরাজন্ স্বর্গস্যোপরিতিষ্ঠতঃ ।
প্রভুশ্চ ক্ষময়াযুক্তোদরিদ্রশ্চ প্রদানবান্ ॥
ন্যায়াগতস্য দ্রব্যস্য বোদ্ধব্যৌ দ্বাবতিক্রমৌ ।
অপাত্রেপ্রতিপত্তিশ্চ পাত্রেচাপ্রতিপাদনং ॥
দ্বাবম্ভসিবিনিক্ষেপ্যৌ গাঢ়ংবদ্ধ্বা গলে শিলাং ।
ধনিনঞ্চাপ্রদাতারং দরিদ্রঞ্চাতপস্বিনং ॥
দ্বাবিমৌপুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ ।
পরিব্রাড়্যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহতঃ ॥
ত্রিবিধাঃ পুরুষারাজন্ উত্তমাধমমধ্যমাঃ ।
নিয়োজয়েদ্যথাবত্তাং স্ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মস্থ ॥
হরণঞ্চপরস্বানাং পরদারাভিমর্ষণং ।
সুহৃদশ্চ পরিত্যাগস্ত্রয়োদোষাভয়প্রদাঃ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
ভক্তঞ্চভজমানঞ্চ তবাস্মীতি চ বাদিনং ।
ত্রীনেতাঞ্ছরণং প্রাপ্তান্ বিষমেপি ন সংত্যজেৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়স্য মর্ত্ত্যস্য ছিদ্রং চেদেকমিন্দ্রিয়ং ।
ততোস্য স্রবতিপ্রজ্ঞা দৃতেঃপাত্রাদিবোদকং ॥
ষড্দোষাঃপুরুষেণেহ হাতব্যাভূতিমিচ্ছতা ।
নিদ্রাতন্দ্রীভয়ং ক্রোধআলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥
ষড়েব তু গুণাঃপুংসা ন হাতব্যাঃ কদাচন ।
সত্যং দানমনালস্যমনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ ॥
ঈর্ষু র্ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনোনিত্যশঙ্কিতঃ ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ ॥
নবদ্বারমিদংবেশ্ম ত্রিস্থূণং পঞ্চসাক্ষিকং ।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যোবেদ সপরঃকবিঃ ॥

উদ্যোগপর্ব্ব ॥

বিজ্ঞাপন

গত ১০ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৩ ভাদ্র সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে "ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তত্ত্ববোধিনী সভা গ্রহণ করেন" এই প্রস্তাব বিচার হইবেক।

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত বিশেষ সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ১। ২। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০ সংখ্যক নিয়ম বিচার হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।
গত বিশেষ সভাতে পুনর্ব্বার আগামি ১৩ ভাদ্র যে বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্যে স্থির হইয়াছে, তাহাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ১। ২। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮ ১৯। ২০ সংখ্যক নিয়ম বিচার হয়। নিবেদনমিতি। ২৪ শ্রাবণ ১৭৬৮।

শ্রীযশোদাকুমার পাণি।
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পাল।
শ্রীবেণীমাধব মিত্র।
শ্রীজয়গোপাল বসাখ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
শ্রীগৌরীশঙ্কর মিত্র।
শ্রীবীরচন্দ্র মিত্র।
শ্রীমতিলাল বসাখ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩৬ নং কসাইবোড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

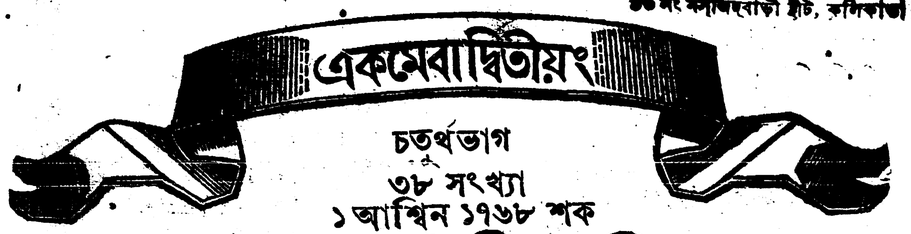

চতুর্থভাগ
৩৮ সংখ্যা
১ আশ্বিন ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পরব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার শক্তি যে প্রকৃতি তাহার উপাসনা করিতে শাস্ত্রে অনুমতি করিয়াছেন, এবং সেই ঐশ্বরী শক্তির দ্বারা উৎপন্ন নানা বিধ কার্য্যের ভাব অনুসারে সেই শক্তির অবয়ব সকল কল্পনা করিয়া তাহারদিগের উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পুরাণে সেই মূল প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সৃষ্টি ইচ্ছা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা মাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কিয়তা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত ॥
শিবপুরাণং।

কিয়ৎকালে তাঁহার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল, সেই মূলকারণ ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়।

সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥
ভাগবতং।

এই ঈক্ষণকর্ত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার সদসৎ আত্মিকা শক্তি, তাহার নাম মায়া; হে মহাভাগ! এই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন।

শক্তিমান্ পদার্থ হইতে শক্তির প্রভেদ নাই, এপ্রযুক্ত ঈশ্বর হইতে শক্তিকে অভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন।

যথাত্মা চ যথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

অগ্নিতে যে প্রকার দাহিকা শক্তি আত্মাতে সেই প্রকার প্রকৃতি শক্তি।

জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রমে সত্ত্ব রজ তম গুণ বিশিষ্ট এক মাত্র পরমেশ্বরকে অবস্থাগত বিভাগ দ্বারা যে রূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি দেবতা করিয়া বলিয়াছেন, সৃষ্টি পালনাদি কার্য্য ক্রমে তদ্রূপ এক মাত্র ঐশ্বরী প্রকৃতির বিভাগ কল্পনা করিয়া তাহাকে ত্রিশক্তি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী।
এষা শ্বেতা পরা সৃষ্টিঃ সাত্ত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা ॥
এষৈব রক্তা রজসি বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা।
এষৈব কৃষ্ণা তমসি রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥
পরমাত্মা যথা দেবএকএব ত্রিধা স্থিতঃ।
প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধাভবৎ‡ ॥
বরাহপুরাণং।

নীতি ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এই প্রকৃতিকে ত্রিশক্তি বলিয়া উদ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইনিই শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মস্থিত শুভ্রবর্ণা সাত্ত্বিকী সৃষ্টি শক্তি, ইনিই রক্তবর্ণা রাজসিকী বৈষ্ণবী শক্তি, ইনিই কৃষ্ণবর্ণা তামসিকী শৈবী শক্তি। এক মাত্র পরমাত্মা যেরূপ সৃষ্টি পালনাদি কার্য্য ক্রমে তিন প্রকারে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার এক মাত্র শক্তি প্রয়োজন ক্রমে ত্রিবিধ হইয়াছেন।

গৌরী ব্রাহ্মীতি বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃস্থিতা যত্র তৎ পরং জ্যোতিরোমিতি ॥
গোরক্ষসংহিতা।

গৌরী, ব্রহ্মাণী এবং বৈষ্ণবী এই তিন শক্তি যাঁহাতে স্থিতি করেন, তিনি পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ ওঁকার হয়েন।

‡ এস্থলে সাত্ত্বিকী রাজসিকী তামসিকী শক্তিকে ক্রমানুসারে যে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী শক্তি বলিয়াছেন, ইহা প্রণালী সিদ্ধ, কিন্তু তদ্বিপরীতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে বৈষ্ণবীকে সাত্ত্বিকী ও ব্রহ্মাণীকে রাজসিকী শক্তি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্যানুসারে এই এক মাত্র সনাতনী ঐশ্বরী শক্তিকে সত্ত্ব রজ তম স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ভার্য্যা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যথা পূতনাহত্যা অহং লক্ষ্মী রূপেণ কেশবং।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈনং তথা কুরু॥
কালিকাপুরাণং।

শরীর বিশিষ্ট হইয়া তুমি লক্ষ্মী রূপে যে প্রকার বিষ্ণুকে আমোদিত করিতেছ, তদ্রূপ বিশ্বের হিতের নিমিত্তে মহাদেবকে আমোদযুক্ত কর।

সাবিত্রী সা চ গায়ত্রী ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
পুরা সংহৃত্য দুর্গঞ্চ সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

ব্রহ্মার পত্নী যে সাবিত্রী তিনি গায়ত্রী স্বরূপা এবং জগতের পালন কর্ত্রী, তিনি পূর্ব্বে দুর্গ নাশ করিয়া দুর্গা নামে কীর্ত্তিত হয়েন।

গুণ স্বরূপ ব্রহ্মাদির যে প্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিরও তাদৃশ পৃথক্ পৃথক্ রূপ রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা এইহেতু উদয় কালের সূর্য্য বর্ণের ন্যায় তাঁহার রক্ত বর্ণ কল্পিত হইয়াছে; বিষ্ণু স্থিতি কর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপী এপ্রযুক্ত জগদ্ব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় তাঁহার নীল বর্ণ উক্ত হইয়াছে; শিব সংহার কর্ত্তা এপ্রযুক্ত মৃত্যু চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার পাংশু শ্বেতবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। এই অনুসারে ব্রহ্মাণীর রক্ত বর্ণ, বৈষ্ণবীর নীলবর্ণ এবং শিব শক্তির শ্বেতবর্ণ কল্পিত হইয়াছে। কেবল বর্ণ মাত্র শিবাদির ন্যায় রচিত হয় নাই, তাঁহারদিগের ন্যায় তৎ শক্তি সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহনাদি সমুদয় অবিকল কল্পিত হইয়াছে।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরিসংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

যে দেবতার যে প্রকার রূপ ও ভূষণ ও বাহন, তদ্রূপ রূপাদি বিশিষ্ট তাঁহারদিগের শক্তি সকল অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। অক্ষ সূত্র কমণ্ডলু বিশিষ্ট যে ব্রহ্মার শক্তি হংসযুক্ত শ্রেষ্ঠ বিমানে আসিলেন তাঁহার নাম ব্রহ্মাণী। বৃষ বাহিনী ত্রিশূল ধারিণী, সর্প বলয়যুক্তা এবং চন্দ্র রেখা বিভূষিতা যিনি তিনি ঈশ্বরী শক্তি। তদ্রূপ গরুড় বাহিনী হইয়া এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গখড়্গ ধারণ করিয়া যিনি গমন করিলেন, তিনি বৈষ্ণবী শক্তি।

ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ সত্ত্ব রজ তম গুণ স্বরূপ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, শক্তি ব্যতীত তাঁহারদিগের দ্বারা কি প্রকারে কার্য্য সম্ভব হইতে পারে? অতএব শিবাদি অপেক্ষা প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন।

জগন্মাতা চ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা।
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং॥

প্রকৃতি জগন্মাতা, এবং পুরুষ যিনি তিনি জগৎ পিতা, পিতা অপেক্ষা জগন্মাতা শত গুণে শ্রেষ্ঠা।

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোহং সর্ব্বকামদঃ॥
শক্তিকাগমসর্ব্বস্বং।

শক্তি হীন হইলে আমি শব হই এবং শক্তি যুক্ত হইলে সর্ব্বকাম প্রদাতা শিব স্বরূপ হই।

শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥
আনন্দলহরী॥

শিব যদি শক্তি যুক্ত হয়েন, তবেই তাঁহার প্রভাব থাকে, নতুবা স্পন্দনও করিতে পারেন না।

সাবিত্রী সহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধো ভূধরনন্দিনি॥
শক্তিকাগমসর্ব্বস্বং॥

হে পার্ব্বতি সাবিত্রী সঙ্গ প্রযুক্ত ব্রহ্মা সিদ্ধ হইয়াছেন।

ত্রিপুরেশ্বরী মূর্ত্তিতেও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইতেছে যাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁহার পাদ পদ্মে নত হইয়া রহিয়াছেন।

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে।
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা॥
তথা হি ত্বৎ পাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে।
স্থিতা হ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ॥
আনন্দলহরী।

হে শিবে তোমার চরণ পূজাতেই সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ জনিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতার পূজা হয়, যেহেতু তোমার পাদ পীঠের নিকটে তাঁহারা স্ব স্ব মুকুটে অঞ্জলিপুট হস্ত দিয়া সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন।

সেই এক অদ্বিতীয় ঐশ্বরী শক্তি দ্বারাই সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, ও তদ্দ্বারা সমুদয় অবস্থিতি করিতেছে, অতএব প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি বিধানের কারণ রূপে সেই শক্তির বিশেষ বিশেষ নানা অংশ কল্পনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অংশকে তৎ কার্য্যের অধিষ্ঠাতা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাতৃদেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
পরমানন্দরূপা চ সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডং।

সর্ব্বমঙ্গলকারিণী পরমসুখ স্বরূপা ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি তাঁহাকে লক্ষ্মী শব্দে বলিয়াছেন।

বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা পরমেশস্য দুর্ল্লভা।
বেদশাস্ত্রযোগমাতা সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডং।

পরমেশ্বরের দুর্লভা শক্তি যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি বেদ শাস্ত্র মাতা এবং যোগমাতা হয়েন, তাঁহাকে সাবিত্রী শব্দে বলিয়াছেন।

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবী যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডং।

বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি তিনিই সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা বিপদ নাশিনী দুর্গা।

ক্রীড়াধিষ্ঠাতৃদেবী চ কামপত্নী রতিঃ সতী।
কেলিকৌতুকহীনাশ্চ সর্ব্বলোকা যয়া বিনা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

কামপত্নী যে রতি তিনি ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন, যাঁহা বিনা সকল লোক কেলিকৌতুক বিহীন হয়§।

এই রূপে পরমেশ্বরের শক্তির অংশ রূপে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে বলিয়া তদধিষ্ঠিত কার্য্যের গুণানুসারে তাঁহারদিগের নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

হে প্রিয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উপাসকদিগের নিমিত্তে গুণক্রিয়ানুসারে চিন্ময়ী আদ্যা শক্তির রূপ কল্পনা হইয়াছে।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥
যমদগ্নের্ব্বচনং।

সাধকদিগের হিতের নিমিত্তে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়।

সংহার কারণ শিব শক্তি কালিকার সংহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। প্রলয়কালে জগৎ ধ্বংস হইয়া সমুদয় অন্ধকার ময় এবং শূন্যাকার হয়, এই হেতু বলিয়াছেন যে * "মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।" *"কালিকা মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী এই রূপ ধ্যান করিবেক †।" এবং বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ কর শ্রেণী ধারিণী, শ্মশান বাসিনী, রক্ত ধারা চর্চ্চিতা প্রভৃতি ভীষণ আকার কল্পনা করিয়াছেন। "শবানাঙ্করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং ॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং ॥" "মৃত দেহের কর শ্রেণী দ্বারা কটি দেশে কাঞ্চী ধারণ করিয়াছেন, বিকট হাস্য করিতেছেন, সৃক্ক দ্বয় গলিত রক্ত ধারা সিক্ত মুখ মণ্ডল বিস্ফুরিত হইতেছে, এবং ঘোররাবা, মহারৌদ্রী, ও শ্মশানবাসিনী এই রূপ ধ্যান করিবেক।" সংহার শক্তি দ্বারা কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ এই প্রকার প্রলয় হইয়া আসিতেছে, অতএব অনন্ত সংহারের সঙ্কেত স্বরূপ মুণ্ডমালা দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়াছেন। "কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।" "দিব্যা দক্ষিণাকালী মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা এই রূপ

---

§ এই রূপ ঐশ্বরিকী শক্তিকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া পরে জগতের সমুদয় স্ত্রীকেই তাহার অংশ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই কারণেই ব্রাহ্মণী প্রভৃতি স্ত্রী পূজার আদেশ করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে "যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ। ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী॥ প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।" "স্ত্রীর অপমানে প্রকৃতির পরাভব হয়, অতএব বস্ত্র অলঙ্কার চন্দনাদি দ্বারা পতিপুত্রবতী সতী ব্রাহ্মণীকে পূজা করিলে তদ্দ্বারা প্রকৃতিরই পূজা হয়।"

* কালী, লক্ষ্মী, ও সরস্বতীর ধ্যানের অন্তর্গত যে সকল বচন ইহাতে লিখিত হইল, তাহা তন্ত্র সার হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

† মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাকালীর কৃষ্ণবর্ণ ও রক্ত বস্ত্র কল্পনার এই কারণ লিখিয়াছেন যে "শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে। প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥ অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ। হিতায়াপ্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥" "শ্বেত পীতাদি বর্ণ যেরূপ কৃষ্ণ বর্ণে লীন হয়, সমুদয় ভূত তদ্রূপ কালিকাতে লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব জ্ঞানযোগে অক্ষম ব্যক্তিদিগের হিতের নিমিত্তে সেই নির্গুণা নিরাকৃতি কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে।" "গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ। তদ্রক্তসংঘো দেবেশ্যাঃ বাসোরূপেণ ভাষিতঃ॥" "তিনি কাল রূপ দন্তের চর্ব্বণ দ্বারা সমুদয় পদার্থ গ্রাস করেন, তদ্দ্বারা বিনির্গত যে রক্ত সমূহ তাহাই তাঁহার বস্ত্র রূপে প্রকাশ পাইতেছে।"

ধ্যান করিবেক।" সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি করিয়া মহাদেব উক্ত হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্মাণ্ড সংহারের ইঙ্গিত রূপে কল্পিত হইয়াছে যে শিব শব হইয়া কালিকার পদতলে পতিত রহিয়াছেন। প্রলয় কালের চিহ্ন স্বরূপ তিনি বাম হস্তে খড্গ মুণ্ড ধারণ করিতেছেন, এবং প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি পালনের সঙ্কেত স্বরূপ দক্ষিণ হস্ত দ্বয়ে অভয় দান ও বর প্রদান করিতেছেন। "সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং॥" "সদ্য ছিন্ন মুণ্ড এবং খড্গ তাঁহার অধ ঊর্দ্ধ বাম হস্ত দ্বয়ে ধারণ করিতেছেন, এবং অভয় ও বর তাঁহার অধ ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ধারণ করিতেছেন এই রূপ চিন্তা করিবেক।" প্রলয় কাল অন্ধকারময় অতি ভয়ানক প্রযুক্ত তৎ প্রতিমা স্বরূপ তিমিরাবৃত ঘোরা অমাবস্যা নিশাতে তাঁহার পূজার বিধান করিয়াছেন।

দুর্গা শক্তিকে বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী এবং বুদ্ধি স্বরূপা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার তদনুরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় বুদ্ধির অধীন, বুদ্ধির নিয়োগ দ্বারা তাহারা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এই হেতু দশেন্দ্রিয়ের সঙ্কেত স্বরূপ তাঁহার দশহস্ত কল্পনা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করা যায়, এই হেতু তাঁহার ত্রিনেত্র উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধির পরাক্রম অপেক্ষা সংসারে কাহারও শক্তি প্রবলা নহে, এই হেতু সর্ব্ব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বল বিশিষ্ট সিংহ তাঁহার বাহন হইয়াছে। ভাগ্য এবং বিদ্যা উভয়ই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির দ্বারা লব্ধ হয়, এই হেতু তাঁহার দক্ষিণ বামে ভাগ্য ও বিদ্যা মূর্ত্তি লক্ষ্মী সরস্বতী প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। প্রথম যৌবন কালে যখন শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকল তেজস্বি হয় ও উন্নত অবস্থায় থাকে, তৎ কালে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতে থাকে, এই হেতু তাঁহাকে "নব যৌবন সম্পন্নাং" নব যৌবন বিশিষ্টা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রে চন্দ্রকে মনের অধিষ্ঠাতা করিয়া বলিয়াছেন, অতএব মন ব্যতীত বুদ্ধির অধিষ্ঠান অসম্ভব প্রযুক্ত দুর্গাকে "অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং" অর্দ্ধচন্দ্র যুক্ত শিরোবিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন¶। বুদ্ধির কৌশল দ্বারা সকল রিপু দমন করা যায়, এই হেতু অসুরকে তিনি বধ করিতেছেন, এবং কৌশল রূপ নাগপাশ দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়াছেন এই প্রকার রচনা হইয়াছে। স্বয়ং বেদের মধ্যেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবাসুরের সংগ্রাম নামে এক আখ্যায়িকা রচনা হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্র নিয়মিত সদ্বুদ্ধি ও সৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তিকে দেবতা শব্দে কহিয়াছেন, আর অসৎ প্রবৃত্তিকে অসুর শব্দে বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি রূপ আসুরিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে দেবতাদিগের পরাজয় হইল, পরে তাঁহারা যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাৎ যথা শাস্ত্র কার্য্য করিয়া অবশেষে জয়ি হইলেন‖। এই বৈদিক আখ্যায়িকার দৃষ্টান্তে তাহার অবিকল অনুরূপে পুরাণে দেবাসুরের সংগ্রাম কল্পিত হইয়াছে। অশাস্ত্রীয় বুদ্ধির দ্বারা অবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অতএব উক্ত হইয়াছে যে অসুরেরা দেবতাদিগকে পরাস্ত করিলেক, পরে শাস্ত্রীয় বুদ্ধির প্রবলতা হইলে অসৎ প্রবৃত্তির দমন হয়, অতএব কল্পিত হইয়াছে যে অবশেষে দেবতারা জয়ি হইলেন। দয়া সত্য ন্যায় প্রবৃত্তি প্রভৃতির তেজোযুক্ত সদ্বুদ্ধির দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, অতএব সকল দেবতার শরীর নির্গত তেজঃপুঞ্জে আবির্ভূতা ভগবতী দ্বারা অসুরদিগের পরাজয় উক্ত হইয়াছে।

¶ মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাকালীর ললাটে চন্দ্র চিহ্নের এই কারণ লিখিয়াছেন যে "নিত্যায়াঃ কালরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ। অমৃতত্বাল্ললাটেস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতং॥" "নিত্যা কালরূপা, শিবাত্মিকা, অবিনাশিনী কালিকার অমৃতত্বের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে।"

‖ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা উক্ত হইয়াছে।

নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।
অতীব তেজসঃকূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

সেই মহাতেজ নির্গত হইয়া একত্র হইল এবং পর্ব্বত তুল্য হইয়া জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। সকল দেবতার শরীর নির্গত যে সেই অতুল্য তেজ তাহা হইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি উদ্ভব হইয়া ত্রিলোক প্রদীপ্ত করিলেক।

"সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী" "লক্ষ্মী সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং সকল সম্পৎ স্বরূপিণী" এপ্রযুক্ত ঐশ্বর্য্যের গুণানুসারে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। স্বরূপিণী, মনোহর গৌরবর্ণা, নানালঙ্কারভূষিতা এই প্রকার তাঁহার পরম সুশোভিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তির যশঃ সৌরভ সর্ব্বত্র আমোদিত করে, এই হেতু পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, পদ্মাসনোপরি উপবিষ্টা বলিয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্পদ্‌কালে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত প্রতাপান্বিত লোক সকল বশীভূত হয়, এবং মহৎ ব্যক্তির নিকট হইতেও সমাদর প্রাপ্ত হয়, এই হেতু অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যের সঙ্কেত স্বরূপ কল্পনা হইয়াছে যে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহোচ্চ হস্তি চতুষ্টয় তাঁহাকে জলাভিষেক করিতেছে। "মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাষিচ্যমানাং সদা।" "লক্ষ্মী মাণিক্য তুল্য প্রভা বিশিষ্ট হইয়াছেন, এবং হিম তুল্য অতি উচ্চ শ্বেত হস্তি চতুষ্টয়ের শুণ্ডোত্থিত রত্ন কুম্ভস্থ জল দ্বারা অবিরত অভিষিক্তা হইতেছেন, এই প্রকার লক্ষ্মীকে বন্দনা করি।" ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরম সুখে প্রজা পালন হয় এইহেতু তিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর প্রিয় ভার্য্যা রূপে কথিত হইয়াছেন।

বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভাপ্রকাশিনীং॥
স্কন্দপুরাণং।

বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা এবং জগৎ শোভা প্রকাশিনী এইরূপে ধ্যান করিবেক।

ঐশ্বর্য্য দ্বারা সংসারে অভয় প্রাপ্ত হয় এবং নানা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, এই হেতু লিখিয়াছেন যে "বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং" "কিরীটের শোভাতে উজ্জ্বলা, এবং হস্তেতে অভয়, বর ও কমলদ্বয় ধারিণী যে লক্ষ্মী তাঁহাকে বন্দনা করি।" ধান্যাদি শস্যই প্রধান সম্পত্তি এবং প্রজার প্রধান অন্ন, এনিমিত্তে লক্ষ্মী বলিতেছেন যে

ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলারজতোপমাঃ।
অন্নঞ্চৈবাতুষংযত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং॥
স্কন্দপুরাণং।

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণের ন্যায় ধান্য, রজত তুল্য তণ্ডুল, এবং তুষ শূন্য অন্ন যে স্থানে থাকে সেই স্থানে আমি স্থিতি করি।

বিশেষতঃ লক্ষ্মী সম্পত্তি স্বরূপা, এজন্য ধান্য রূপেই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে বিধান করিয়াছেন যথা

আঢ়কং ধান্যসম্পূর্ণং নানাভরণভূষিতং।
সুগন্ধিশুক্লপুষ্পেণ শুক্লপক্ষে প্রপূজয়েৎ॥
স্কন্দপুরাণং।

নানাভরণ ভূষিত ধান্য সম্পূর্ণ আঢ়ক স্বরূপ লক্ষ্মীকে শুক্লপক্ষে সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেক।

ভাদ্র মাসে আশুধান্য পক্ব হয়, কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকেয় ধান্য পক্ব হয়, পৌষ মাসে শালি ধান্য পক্ব হয়, এবং ধান্যাদি যব গোধূম পর্য্যন্ত সম্বৎসরের সমুদয় শস্য চৈত্রমাসে শেষ হয়, এই হেতু ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ, এবং চৈত্র মাসে লক্ষ্মীর পূজা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েযুঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ং॥
স্কন্দপুরাণং।

পৌষ, চৈত্র, এবং ভাদ্র মাসে স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবেক।

অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥
স্মার্ত্তধৃতবচনং।

সূর্য্যের তুলারাশি ভোগ কালে যে দিবস রাত্রিতে অমাবস্যা এবং দিবা ভাগে চতুর্দ্দশী সেই রাত্রিতে লক্ষ্মীর পূজা করিবেক, সেই রাত্রির নাম সুখ রাত্রি জানিবে॥

"সর্ব্বজীবনোপায়রূপিণী§" বলিয়া লক্ষ্মীকে উক্ত করিয়াছেন, এবং প্রধান জীবনোপায় যে ধন তাহার অধিপতি স্বরূপে কুবেরকে ব্যক্ত করিয়াছেন, ও পুরাণ বিশেষে প্রজা পালনের কারণ রূপে উক্ত যে সত্ত্ব গুণ তাহার এবং বস্ত্র ও মণি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া বৃহস্পতিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; এপ্রযুক্ত লক্ষ্মী পূজান্তে কুবের ও বৃহস্পতির অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

§ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডং।

বিত্তেশস্য কুবেরস্য পূজয়েদনন্তরং।
স্কন্দপুরাণং।

লক্ষ্মী নারায়ণের পূজানন্তর বৃহস্পতি ও কুবেরের অর্চনা করিবেক।

সরস্বতীকে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী ও বিদ্যা স্বরূপা বলিয়া তাঁহার তদনুরূপ মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। বিদ্যা দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হয় এই হেতু তিনি শুভ্রকান্তি, যুক্তিসামর্থ্য ও বাক্‌পটুতা হয় এই হেতু তিনি বাগ্‌দেবতা, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ভদ্রাভদ্র দৃষ্ট হয় এই হেতু ত্রিনয়না বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।" "শুভ্রকান্তি, ত্রিনয়না, এবং বাগ্‌দেবতা যে সরস্বতী তাঁহাকে আশ্রয় করি।" বিদ্যার চিহ্ন স্বরূপ পুস্তক ও লেখনী দ্বারা শোভিতা বলিয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। "নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ।" "স্বীয় হস্তস্থিতলেখনী ও পুস্তক দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন।" তিনি জ্ঞান ও সঙ্গীত বিদ্যা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী হয়েন এ নিমিত্তে উভয় বিদ্যার অঙ্গ স্বরূপ পুস্তক ও ব্যাখ্যা এবং মুদ্রা ও বীণা ধারিণী করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যামুদ্রাকরা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং।

শান্ত স্বভাবা যে সরস্বতী তিনি ব্যাখ্যা, মুদ্রা, বীণা, ও পুস্তক ধারণ করেন।

অক্ষর যোজিত শব্দ দ্বারা পদার্থের জ্ঞান হয় এই হেতু তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে অক্ষর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়াছেন। "পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং" "সরস্বতীর হস্ত, পদ, মুখ, মধ্য এবং বক্ষঃস্থল পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে এইরূপ ধ্যান করিবেক।" বিদ্যা দ্বারা সদসৎ বিবেচনা জন্য জ্ঞান রূপ স্নিগ্ধ আলোক প্রাপ্ত হয় এই হেতু উক্ত হইয়াছে যে "ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলাং" "চন্দ্রকলা দ্বারা তাঁহার মস্তক দীপ্তি পাইতেছে এই প্রকার ধ্যান করিবেক।" তৎ সাধক বিদ্যার্থি সকল জ্ঞানামৃত পান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন এই হেতু ব্যক্ত হইয়াছে যে "সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ" "তিনি হস্ত কমলে বিদ্যা এবং সুধাপূর্ণ কলস ধারণ করিতেছেন।" বিদ্যা দ্বারা যশঃ সৌরভ বিস্তারিত হয় এই হেতু তিনি "সম্মিসন্নাসিতাব্জে" "শ্বেত পদ্মোপরি উপবিষ্টা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যে যে স্থানে সরস্বতীর বর্ণনা আছে, তৎ সমুদয় শব্দ হইতে কেবল বিদ্যা এবং বিদ্যার অঙ্গই প্রতিপন্ন হয়।

সুবুদ্ধিকবিতামেধাপ্রতিভাস্মৃতিদা সতাং।
নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকল্পনাপ্রদা॥
ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং।

তিনি সাধুদিগকে সুবুদ্ধি, কবিতা, মেধা, প্রতিভা এবং স্মৃতি দান করেন, এবং নানা প্রকার সিদ্ধান্ত ও ভেদার্থ কল্পনা শক্তি প্রদান করেন। তিনি ব্যাখ্যা বোধ স্বরূপা ও সকল সন্দেহ ভঞ্জিনী হয়েন, এবং বিচার কারিণী ও গ্রন্থ কারিণী শক্তি স্বরূপা হয়েন।

এবম্প্রকারে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কার্য্য বিশেষের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তির অংশ সকল কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই কার্য্যের গুণানুসারে তাহারদিগের মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন।

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

এই প্রকার গুণের অনুসারে নানা বিধ রূপ নির্ব্বোধ ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পিত হইয়াছে।

যদিও শক্তি বিশেষের অবয়ব কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবার আদেশ তন্ত্রশাস্ত্রে ¶ করিয়াছেন, কিন্তু সে সমুদয়কে বালকের ক্রীড়া বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন, এবং তাহার সমুদয় অনুষ্ঠানকারিদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

বালক্রীড়িতবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃৎশিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির যে রূপ নামাদি কল্পনা সে সমুদায় বালকের ক্রীড়া তুল্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হয়েন, তিনিই মুক্ত হয়েন তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনেতে কল্পিত যে মূর্ত্তি তাহার দ্বারা যদি মোক্ষ সাধন হয়, তবে স্বপ্নেতে রাজ্য লাভ করিয়া লোক রাজা হইতে পারে। মৃত্তিকা, প্রস্তর, স্বর্ণ রজত পিত্তলাদি ধাতু, এবং কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যাহারা ঈশ্বর বোধ করে তাহারা কেবল ক্লেশ পায়, জ্ঞানাভাবে মোক্ষ প্রাপ্তি তাহারদিগের হয় না। আহার কষ্টে ক্লিষ্ট হইলে বা যথেষ্ট আহার দ্বারা উদর বিস্তার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হীন ব্যক্তির নিষ্কৃতি নাই। বায়ু, পত্র, কণা, জল আহারে ব্রতি হইলেই যদি মোক্ষ পায়, তবে পশু, পক্ষি, সর্প, জলচর ইহারাও সকলে মুক্ত।

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ॥
অগ্নিপুরাণং।

কর্ম্মিরা অগ্নিতে, মনীষিরা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি সকল প্রতিমাতে, এবং জ্ঞানিরা সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে প্রতীতি করেন।

শাস্ত্রে যদিও কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনাকে স্পষ্ট রূপে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু প্রগাঢ় অজ্ঞান বশতঃ কালবশে তাহাই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া আসিল। প্রথমতঃ মেধস শিষ্য সুরথ রাজা দুর্গা শক্তির মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন, তদবধি দুর্গা পূজার প্রচার হইয়াছে।

পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী *।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

প্রথমে সুরথ রাজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করেন।

এই প্রকার প্রচারিত দুর্গা পূজা আব্রাহ্মণ চাণ্ডাল সকলে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। কেহ সাত্ত্বিক নিয়মে জপ, যজ্ঞ, ও নিরামিষ ভোগাদি দান দ্বারা, কেহ রাজসিক নিয়মে জপ, যজ্ঞ, বলিদান, সামিষ নৈবেদ্যাদি প্রদান দ্বারা, কেহ তামসিক রূপে জপ যজ্ঞ মন্ত্র বিনা বলিদান, সামিষ নৈবেদ্য এবং মদ্য মাংসাদি উপহার দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করিয়া থাকেন †।

সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্যা জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাকথা।
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণং॥
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা॥
বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ॥
এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ।
মুণ্ডমালাতন্ত্রং।

জপ যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা তাহার নাম সাত্ত্বিকী; পুরাণাদিতে উক্ত যে ভগবতীর মাহাত্ম্য তাহার পাঠ ও দেবী সূক্ত জপ এই উভয়কে জপ শব্দে কহা যায়, এবং হোম করণকে যজ্ঞ কহা যায়। বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা তাহার নাম রাজসিকী পূজা। জপ যজ্ঞ মন্ত্র ব্যতীত মদ্য মাংসাদি উপহার দ্বারা কিরাতাদির সম্মত যে পূজা তাহার নাম তামসিকী পূজা। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্য অন্য সেবক, দস্যু ও ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকলে দুর্গার পূজা করেন।

কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি অন্য অন্য প্রতিমা পূজার আরম্ভ এদেশে অতি অল্প দিন হইয়াছে। নবদ্বীপ নিবাসী আগমবাগীশ শ্যামামূর্ত্তি প্রকাশ করেন, এবং কৃষ্ণচন্দ্র রাজা জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচার করেন, তদ্ব্যতীত ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী, কৃষ্ণমাতা প্রভৃতি বিচিত্র মূর্ত্তি যাহা এইক্ষণে দৃষ্টি গোচর হয় সে সমুদয় বারোয়ারি পূজোপলক্ষে তদধ্যক্ষদিগের যথেচ্ছাক্রমে পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, এবং অদ্যাপি নূতন নূতন মূর্ত্তি প্রকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ যে পরিমাণে প্রতিমা পূজার সহিত আমোদের সংশ্রব বৃদ্ধি হইল, তৎ পরিমাণে ইহার প্রচার বাহুল্য হইয়া আসিল। এই আমোদ জন্য প্রতি বৎসর বেশ্যার গৃহে কত সহস্র সহস্র প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। স্থাপিত মূর্ত্তিও যে সকল এইক্ষণে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এইক্ষণকার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ স্থাপিত মূর্ত্তি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না।

¶ প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক পূজা করিবার বিধি তন্ত্র হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, বেদ শাস্ত্রে কুত্রাপি তাহার উক্তি মাত্রও নাই।

* সুরথ রাজা যে দুর্গার মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাপ্ত হয় যথা "তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীং। অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃপুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥" "সুরথ এবং সমাধি নদী তটে দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।"

† শাস্ত্রে যদ্রূপ অন্ত্যজদিগের প্রতি পূজার বিধান দেখিতেছি, তদ্রূপ ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অন্ত্যজ অসভ্য জাতিতেও দুর্গাদি পূজা দেখা যায়। দক্ষিণে গোঁড় নামক এক জাতি কালী পূজা করে, এবং তাহারদিগের প্রতিবাসী ভীল নামক অন্য এক জাতি কালী ও দুর্গা পূজা করে, বিশেষতঃ দশহরা দিবসে দুর্গাকে অনেক বলিদানাদির সহিত সমারোহ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে।

ইহা এইক্ষণকার ব্যবহার আলোচনা করিলেই অনায়াসে প্রতীত হয় ; ধনিদিগের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তি লাভ জন্য স্থানে স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে অনেক দেবল ব্রাহ্মণ উপজীবিকার অন্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানে স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবা উপলক্ষে লোকের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন । এইরূপে সংস্থাপিত প্রতিমার সংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে ।

কিন্তু দুর্গা, কি কালী, কি জগদ্ধাত্রী কোন দেব মূর্ত্তির প্রতিমা গঠন করিয়া সমারোহ পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিবার রীতি ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশের ন্যায় অন্য কোন প্রদেশে দৃষ্ট হয় না । কাশী, মথুরা, আগ্রা, দিল্লী, মিরট প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার কালে এবং আশ্বিন মাসে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময়ে নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত আছে । তত্রস্থ লোকেরা প্রতিপৎ দিবসে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক নবমী তিথি পর্য্যন্ত তাহাতে ভগবতীর অর্চ্চনা করেন । কেহ উপবাস করেন, কেহ বা একাহার থাকেন, যাঁহারা এক আহার করেন তাঁহারা শস্যাদি অন্য অন্য আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ফল আহার ও দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন । শাস্ত্রেও এই প্রকার বিধান আছে যথা

——————নবরাত্রোপবাসতঃ ।
একভক্তেন নক্তেন [illegible]বায়াচিতেন চ ॥
পূজনীয়া জনৈর্দেবী স্থানে স্থানে পুরে পুরে ।
ভবিষ্যপুরাণং ।

নবরাত্রি উপবাসী থাকিয়া বা দিবা কিম্বা রাত্রিতে একাহারী হইয়া অথবা অযাচিত প্রাপ্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া স্থানে স্থানে পুরে পুরে দেবীর অর্চ্চনা করিবেন ।

কুমারী পূজা এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ । সামর্থ্য হইলে প্রতি দিবস, নতুবা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, নচেৎ কেবল নবমী দিবসে কুমারী অর্চ্চনা করিয়া তাহাকে ভোজন করান্, ও বস্ত্রাদি অন্য অন্য বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন । এই কুমারীকে তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সাক্ষাৎ নব দুর্গারূপে বিশ্বাস করেন ।

মন্ত্রাক্ষরময়ীং লক্ষ্মীং মাতৃণাং রূপধারিণীং ।
নবদুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবাহয়াম্যহং ॥
স্কন্দপুরাণং ।

মন্ত্রাক্ষরময়ী লক্ষ্মী, মাতৃকা রূপিণী, সাক্ষাৎ নবদুর্গা স্বরূপা কন্যাকে আমি আবাহন করি ।

এপ্রদেশের ন্যায় প্রতিমা পূজার প্রথা সেখানে প্রচলিত নাই ; এতাদৃশ বলিদানও হয় না । যদি কেহ বলিদান করেন সে কেবল ছাগ উৎসর্গ করিয়া তাহার কর্ণাগ্র ভাগ ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করেন — তাহার প্রাণ নষ্ট করেন না ।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৯ শ্রাবণ ১৭৬৮

আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥
শ্রুতিঃ ।

এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই — ক্ষমার আর পার নাই । দেখ এক শরীর বিষয়ে অহোরাত্র আমরা কত নিয়ম ভঙ্গ,—কত অত্যাচার করিতেছি, যাহা আমারদিগের নিকটে অত্যাচারই বোধ হয় না, অথচ আমরা কত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি । যিনি এই শরীর বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ না করেন— যিনি আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা প্রভৃতি তাবৎ শারীরিক কার্য্য উপযুক্তমত সম্পন্ন করেন, তিনি অতি অপূর্ব্ব সুখাস্বাদন করেন । শরীরের স্বচ্ছন্দতা থাকিলে সুখ আপনা হইতেই উপস্থিত হয় । রাজা যদ্যপি হীরক রচিত সিংহাসনোপবিষ্ট হয়েন, আর সুগন্ধ পুষ্প বিস্তৃত কোমল শয্যোপরি শয়ন করেন, তথাপি চিররোগী হইলে তাঁহার তদ্দ্বারা সুখের সম্ভাবনা কি ? যে সুস্থকায় কৃষক সমস্ত দিবস পরিশ্রম

পূর্ব্বক কেবল শাকান্ন আহার করত পর্ণ কুটীরে কাল যাপন করে, তাহার সুখের নিকটে সে রাজার সুখ কোথায় থাকে ? হা ! জগদীশ্বরের করুণার কি সীমা আছে ! তাঁহার নিয়মানুযায়ি প্রত্যেক কর্ম্মে তিনি বিচিত্র সুখ সংযোগ করিয়াছেন ; দিবারম্ভে মুখ প্রক্ষালন, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্ম যথা নিয়মে সম্পন্ন করিলে প্রফুল্লতার হিল্লোলে শরীর কিরূপ আর্দ্র হয় ! কোন নীতি কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে চিত্তে কি হর্ষের উদ্ভব হয় ! প্রভুর বদনে সন্তুষ্টির চিহ্ন স্বরূপ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিলে ভৃত্যের মনে কি আহ্লাদ উপস্থিত হয় ! মনোযোগী ছাত্র স্বীয় আচার্য্যের হস্ত নিজ মস্তকোপরি স্থিত দেখিলে আপনার পরিশ্রমকে কিরূপ সার্থক বোধ করে ! বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানানুশীলনে যে ব্যক্তি নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার তন্নিষ্পন্ন সুখের পরিবর্ত্তে জগৎ সংসারের ঐশ্বর্য্য লইতে প্রবৃত্তি হয় না । ব্রহ্মনিষ্ঠ পরোপকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আনন্দ মারুত মধ্যে চিরজীবন যাপন করেন । গঙ্গা যেমন চিরকাল গোমুখী হইতে নির্গতা হইতেছে, তাঁহার মন হইতে তদ্রূপ নির্ম্মল সুখ ক্রমাগত উৎপন্ন হইতে থাকে । ইতর ব্যক্তির হৃদয়ে তাহার অনুরূপ সুখ কি কখন উদয় হইতে পারে ? স্নেহ শূন্য মিথ্যা প্রমোদদায়িনী গণিকাসক্ত পুরুষের রসোল্লাস হইতে এ সুখ যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা অনুধাবন করা অনেকের সুকঠিন । পরমেশ্বর কেবল এই সকল আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সুখ সংযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি অনায়াস লভ্য বিবিধ সুখের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে মনোহর করিয়াছেন । কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের সুসৌরভ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে । কোন স্থানে বিহঙ্গ কূজিত সুশব্দ কর্ণ কুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করিতেছে । স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যামবর্ণ দ্বারা চক্ষুদ্বয়কে স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে । কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবর স্থিত অরবিন্দ রূপ লাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে । কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না যাদৃশ আমারদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয় । যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদের দ্বারা আবৃত হই—যখন সকলে আমারদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন না ; তিনি তৎকালে আমারদিগের মনে তিতিক্ষাকে প্রেরণ করেন, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদয় দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই । হা ! আমরা এই স্থানে—এই পৃথিবীতে কি করিতেছি ! আমারদিগের এমত পাতা, এমত সুহৃৎ, এমত বন্ধুকে ভুলিয়া রহিয়াছি । আমরা আমারদিগকে স্বয়ম্ভু—এই দেহকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছি ! এমত করুণাকরকে একবার ভ্রমেও স্মরণ করি না ! এই পৃথিবীতে কাহারও কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে তাহার প্রতি কত কৃতজ্ঞ হইতে হয়, কিন্তু যাঁহার করুণাস্রোতে আমরা অহর্নিশি সন্তরণ করিতেছি,—যাঁহা হইতে আমরা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহাতে আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, যাঁহার দ্বারা আমরা তাবৎ সুখ সম্পত্তি লাভ করিতেছি, তাঁহাকে স্মরণ না করা কি বুদ্ধিমান্ জীবের উচিত ? এই মনুষ্য লোকে সাধারণ অপেক্ষা জ্ঞান যাঁহার কিঞ্চিৎ অধিক থাকে, তাঁহার প্রতি আমরা কত অনুরাগ প্রকাশ করি ; কিন্তু যিনি জ্ঞান স্বরূপ, যাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তাঁহাতে অনুরাগ করা কি এক কালেই উচিত নহে ? কোন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে কত প্রেমের উদয় হয় ; কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য রূপে [illegible]ত্র প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রতি যাহার প্রেম না হয়, সে কি মনুষ্য ? বন্ধু যিনি নেত্রাঞ্জনের ন্যায় প্রিয় হয়েন, তাঁহার সহিতও বিচ্ছেদ হইবেক । স্ত্রী কিম্বা পুত্র বা অমাত্য কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় । রমণীয়া বারাঙ্গণা যাহার মোহে পুরুষ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, এবং যাহার উদ্দেশে যশ, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম তাবৎকে নষ্ট করে, সে এই জীবিত এই মৃত । যে প্রিয় বস্তু —যে বন্ধুর সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি " সএবাদ্য সউশ্বঃ " অদ্য যেমন কল্য

তেমন, তাঁহার সহিত প্রীতি হইলে আর বিচ্ছেদের শঙ্কা নাই। যিনি পরমাত্মার সহিত প্রীতি করেন, তিনি আর অন্য কোন বস্তুতে সুতৃপ্ত হয়েন না। তিনি অন্য সকল কথা ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার প্রিয়তমের মুখ দর্শনে আনন্দিত থাকেন। যিনি আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, তিনি কি কোন অলীক লৌকিক ক্রীড়াতে আসক্ত থাকিতে পারেন? যিনি আত্মার সহিত রতি করেন, তিনি কি কোন ঐহিক বিষযুক্ত রতিতে প্রমত্ত হইতে পারেন? তিনি এতদ্রূপ অলীক ক্রীড়া ও বিষযুক্ত রতিতে কেন মগ্ন হইবেন? তাঁহার কি সুখের অভাব আছে? তিনি সর্ব্ব স্থান হইতে—সর্ব্ব বস্তু হইতে সুখ নিষ্পীড়ন করেন। তাঁহার নিকটে এই পৃথিবীই ব্রহ্মলোক হয় "এষব্রহ্মলোকঃ"। তিনি এই স্থানেই ব্রহ্মকে ভোগ করেন, "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"। ব্রহ্ম যে ব্যক্তির প্রিয় হয়েন, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ভয়ানক হয় না, বরঞ্চ তিনি মৃত্যুর সহিত লীলা করেন। যদি কদাচিৎ কোন ঘোরান্ধ রজনীতে তিনি নৌকারূঢ় থাকেন, যখন প্রবল পবনোত্থিত তরঙ্গ ভয়ানক শৃঙ্গযুক্ত হইয়া উঠে, এবং আকাশে মেঘ সকল বিদ্যুৎকে বিদ্যোতন করত ভীষণ শব্দ করে, তখনও "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া তিনি কোন মতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। যিনি পরমেশ্বরের সহিত এই রূপ ক্রীড়া করেন, এই রূপ রতি করেন, এবং ক্রিয়াবান্ হয়েন,—সকল পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরোপকার প্রভৃতি সৎকার্য্য বিশিষ্ট হয়েন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ — তিনিই কালে মুক্তি লাভ করেন।

সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

কঠোপনিষৎ

পঞ্চমী বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

'পুরং' দ্বারদ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণদর্শনাচ্ছরীরং। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরং 'একাদশদ্বারং' একাদশ দ্বারাণ্যস্য সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহ অর্ব্বাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈঃ একাদশদ্বারং পুরং। কস্য 'অজস্য' জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতস্যাত্মনোরাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য 'অবক্রচেতসঃ' অবক্রমকুটিলং নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপঞ্চেতোবিজ্ঞানমস্য ইত্যবক্রচেতাস্তস্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং তং পরমেশ্বরং 'অনুষ্ঠায়' ধ্যাত্বা সম্যগ্বিজ্ঞানপূর্ব্বকং 'ন শোচতি' তদ্বিজ্ঞানাদভয়প্রাপ্তেঃ। অবিদ্যাকৃতকামকর্ম্মবন্ধনৈর্ব্বিমুক্তোভবতি 'বিমুক্তঃ চ' সন্ 'বিমুচ্যতে' পুনঃ শরীরং ন গৃহ্নাতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১ ॥

জন্ম রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হইয়াছে; ইহাঁকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি শোক করেন না, এবং অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ১॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা-গোজাঋতজাঅদ্রিজাঋতম্বৃহৎ॥ ২ ॥

সতু নৈকশরীরপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা কিন্তর্হি ইত্যুচ্যতে। 'হংসঃ' হন্তি গচ্ছতীতি। 'শুচিষৎ' শুচৌ দিবি সীদতি গচ্ছতীতি। 'বসুঃ' বাসয়তি সর্ব্বানিতি। 'অন্তরিক্ষসৎ' বায়্বাত্মনা অন্তরীক্ষে সীদতীতি। 'হোতা' অগ্নিঃ অগ্নির্বৈ হোতা ইতি শ্রুতেঃ। 'বেদিষৎ' বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি। 'অতিথিঃ' সোমঃ। দ্রোণে যজ্ঞকলসে সীদতীতি. 'দুরোণসৎ'। 'নৃষৎ' নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি। 'বরসৎ' বরেষু দেবেষু সীদতীতি। 'ঋতসৎ' ঋতং সত্যং তস্মিন্ সীদতীতি। 'ব্যোমসৎ' ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি। 'অব্জাঃ' অপ্সু জায়তইতি। 'গোজাঃ' গবি পৃথিব্যাং জায়তইতি। ঋতে সত্যে জায়তইতি 'ঋতজাঃ' প্রণবঃ। 'অদ্রিজাঃ' পর্ব্বতেভ্যোজায়তইতি। সর্ব্বাত্মাপি সন্ 'ঋতং' অবিতথস্বভাবএব 'বৃহৎ' মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ ॥ ২ ॥

এই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন; তিনি স্বর্গেতে গমন করেন, তিনি সকল বস্তুকে আপনাতে বাস করান, তিনি বায়ুতে গমন করেন, তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি পৃথিবীতে গমন করেন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি যজ্ঞ কলসে গমন করেন, তিনি মনুষ্যেতে গমন করেন, তিনি দেবতাতে গমন করেন, তিনি সত্যেতে গমন করেন, তিনি আকাশে গমন করেন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি প্রণব হয়েন, তিনি

অদ্রিজ হয়েন, তিনি বিকার বিহীন এবং বৃহৎ হয়েন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য

আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হয়েন। এই শ্রুতি সামান্যতঃ পরমাত্মাকে সর্ব্ব জগৎব্যাপি বলিয়া সেই জগদন্তর্গত প্রতি বস্তুতে যে বিশেষ রূপে ব্যাপ্ত আছেন তাহাও পরে বলিয়াছেন। স্বর্গেতে, পৃথিবীতে, বায়ুতে, আকাশে, দেবতাতে, মনুষ্যেতে, যজ্ঞেতে, সত্যেতে তিনি সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি অদ্রিজ হয়েন, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি জানাইতেছেন যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা কেবল সকলের বাহিরে ব্যাপ্ত নহেন, অন্তরাত্মা রূপে সকলের অন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। যদি কোন অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির এই ভ্রম হয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া অগ্নি, জলজ, ভূমিজ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ রূপে স্থিতি করিতেছেন, এনিমিত্তে শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন যে তিনি বিকারবিহীন এবং বৃহৎ হয়েন। বিকার বিহীন এবং বৃহৎ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তিনি পরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু বা কোন অল্পজ্ঞ বস্তু রূপে পরিণত হইতে পারেন না, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তাবৎ বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করেন। যে তাৎপর্য্যে বেদেতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন, সে তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে অতি নিকট করিয়া জানা যাইতে পারে। ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে শর্করা আছে ইহা জানাইবার জন্য কেহ যদি সেই ইক্ষুদণ্ডকেই শর্করা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে মূল পত্রাদি সহিত সমুদয় ইক্ষু দণ্ডই যথার্থতঃ শর্করা বলিবার যে তাহার তাৎপর্য্য ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করেন না, কিন্তু সেই ইক্ষু দণ্ড ভিন্ন তাহার সার অংশ শর্করা যে তাহাতে আছে ইহাই সেই বক্তার তাৎপর্য্য বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রহণ করেন। তদ্রূপ যখন অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে বেদে বলেন তখন বেদের স্বরূপ অর্থগ্রাহি ব্রহ্মবাদিরা সেই পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া জানেন না, কিন্তু সেই অসার পরিচ্ছিন্ন বস্তু ভিন্ন সকলের সার পরব্রহ্মকে তাহার অন্তঃস্থিত করিয়া উপলব্ধি করেন। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম যাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইবার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে পদার্থ বিশেষের স্বরূপ করিয়া বলিবার কেবল এই তাৎপর্য্য, যে সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ সমুদয় পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বোধ হইতে পারে। বদ্ধ যানারোহি ব্যক্তিকে জানাইবার জন্যে যদি সেই যানের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে সেই যান বাহকাদি সমুদয়কে কেহ সেই যানারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় করে না, কিন্তু সে এই বিশ্বাস করে যে সেই যানের মধ্যে সেই ব্যক্তি যাইতেছে; তদ্রূপ নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে এই জগৎবলিয়া নির্দ্দেশ করাতে তাহার এ অর্থ নহে যে অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এই পরিচ্ছিন্ন জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাহার সম্যক্ তাৎপর্য্য যে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্যে অপরিচ্ছিন্ন রূপে স্থিতি করিতেছেন। এ নিমিত্তে "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বেদ যে যে স্থানে পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারও এ তাৎপর্য্য নহে যে "আমি" ও "তুমি" শব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানগোচর যে জীব তিনিই স্বরূপতঃ জ্ঞানের অগোচর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্ম যে সেই জীবের অন্তরাত্মা ইহাই সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানম্প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনম্বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥ ৩ ॥

'ঊর্দ্ধং' হৃদয়াৎ 'প্রাণং' প্রাণবৃত্তিং বায়ুং 'উন্নয়তি' গময়তি 'অপানং' 'প্রত্যক্' অধঃ 'অস্যতি' ক্ষিপতি। 'মধ্যে' হৃদয়ে 'আসীনং' 'বামনং' সম্ভজনীয়ং সর্ব্বৈঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়ো-

রূপাদিবিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তোবিশইব রাজানং ‘উপাসতে’ তাদর্থ্যেনানুপরতব্যাপারাভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

যিনি প্রাণ বায়ুকে উর্দ্ধেতে চালনা করেন, এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন, সেই হৃদয় স্থিত সম্ভজনীয় আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়কে জ্ঞান করত উপাসনা করে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

শ্রুতি এস্থলে জানাইতেছেন যে ঈশ্বরের নিয়মানুগত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় ॥ ৩ ॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৪॥

‘অস্য’ ‘শরীরস্থস্য’ আত্মনঃ ‘বিস্রংসমানস্য’ ইত্যস্যার্থমাহ। ‘দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য’ ‘দেহিনঃ’ দেহবতঃ ‘কিং অত্র পরিশিষ্যতে’ অত্র দেহে ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে। ‘তৎ’ প্রকৃতং ব্রহ্ম ‘এতৎ বৈ’ এতদেব॥ ৪॥

শরীর রহিত ও শরীরের নিয়ন্তা যে পরমাত্মা, তিনি শরীরকে ত্যাগ করিলে শরীরেতে কি শক্তি অবশিষ্ট থাকে? তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য

পদার্থ মাত্র এখানে শরীর শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে। তাবৎ পদার্থের তিনি অন্তরাত্মা, তিনি যে পদার্থের অন্তরে না থাকেন সে পদার্থই থাকে না, তবে সে পদার্থের কোন শক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে? ॥ ৪ ॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫॥

‘ন প্রাণেন ন অপানেন’ ‘মর্ত্ত্যঃ’ মনুষ্যঃ ‘জীবতি’ ‘কশ্চন’ কোঽপি। ‘ইতরেণ’ প্রাণাদিবিলক্ষণেনাত্মনা ‘তু’ সর্ব্বে ‘জীবন্তি’ ‘যস্মিন্’ আত্মনি ‘এতৌ’ প্রাণাপানৌ ‘উপাশ্রিতৌ’॥ ৫॥

প্রাণ বায়ু এবং অপানবায়ু দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে এমত নহে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, যে পরমাত্মাতে প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ু আশ্রিত হইয়া আছে ॥ ৫ ॥

হন্ত তইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণম্প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬॥

‘হন্ত’ ইদানীং ‘তে’ তুভ্যং ‘ইদং’ ‘গুহ্যং’ গোপ্যং ‘ব্রহ্ম’ ‘সনাতনং’ চিরন্তনং ‘প্রবক্ষ্যামি’। ‘মরণং প্রাপ্য’ ‘যথা চ’ ‘আত্মা ভবতি’ আত্মা জীবঃ সংসরতি তথা শৃণু হে ‘গৌতম’॥ ৬॥

হে গৌতম! এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি, এবং মৃত্যুর পরে জীবাত্মার কি রূপ গতি হয় তাহাও কহিতেছি ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং॥ ৭॥

‘যোনিং’ যোনিদ্বারং ‘অন্যে’ কেচিৎ ‘প্রপদ্যন্তে’ ‘শরীরত্বায়’ শরীরগ্রহণার্থং ‘দেহিনঃ’ দেহবন্তঃ। ‘স্থাণুং’ স্থাবরভাবং অজ্ঞানাত্মকং ‘অন্যে’ অত্যন্তাধমাঃ মরণংপ্রাপ্য ‘অনুসংযন্তি’ অনুগচ্ছন্তি। যৎ যস্য কর্ম্ম তৎ ‘যথা কর্ম্ম’ যৈর্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদ্বশেন ইত্যেতৎ যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং ‘যথাশ্রুতং’ তদনুরূপং শরীরম্প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ॥৭॥

আপনার কর্ম্মানুসারে ও জ্ঞানানুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কেহ কেহ যোনিকে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা স্থাণুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

সৎ কর্ম্ম ও পরব্রহ্মের জ্ঞানালোচনা যত উৎকৃষ্ট রূপে যাহার দ্বারা কৃত হয়, তত উৎকৃষ্ট লোকে সে যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর লোক প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত যে ব্যক্তি কেবল সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্মের ফল ভোগ নিমিত্তে বিশেষ বিশেষ স্বর্গ লোকে গতি হইয়া কর্ম্ম ফল ভোগান্তে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন না করে, এবং সর্ব্বদা কুকর্ম্মেতে লিপ্ত থাকে, তাহারা স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এ প্রকার শরীর ধারণ করে যাহাতে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না; কুকর্ম্মের ফল ভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ ধারণ করে ॥ ৭ ॥

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃতদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥ ৮॥

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি তদাহ। ‘যঃ এষঃ’ ‘পুরুষঃ’ ‘সুপ্তেষু’ প্রাণিষু ‘জাগর্ত্তি’ ন স্বপিতি। কথং ‘কামং কামং’ তন্তমভিপ্রেতং অর্থং ‘নির্ম্মিমাণঃ’ নিষ্পাদয়ন্। ‘তৎ এব’ ‘শুক্রং’ শুভ্রং শুদ্ধং ‘তৎ ব্রহ্ম’ নান্যৎ ‘তৎ এব’ ‘অমৃতং’ অবিনাশি ‘উচ্যতে’। কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ ‘সর্ব্বে’ ‘লোকাঃ’ ‘তস্মিন্’ ব্রহ্মণি ‘শ্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ। ‘তৎ উ’ ‘ন অত্যেতি কশ্চন’ ন কশ্চিদপি অতিক্রামতি। ‘তৎ’ প্রকৃতং ব্রহ্ম ‘এতৎ বৈ’ এতদেব॥ ৮॥

সকলে নিদ্রিত হইলেও যে পরমাত্মা স্বীয় সৃষ্ট জীবদিগের নিমিত্তে বিবিধ কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন, তিনিই নির্ম্মল, তিনি ব্রহ্ম, এবং তিনিই অবিনাশী বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেনা। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মসঙ্গীত

ললিত রাগিণী

মনে স্থির ভেবে আছ চির দিন সুখে যাবে। জীবন যৌবন ধন মান রবে সম ভাবে। এই আশা তরুতলে, বসে আছ কুতূহলে, বিষয় করিয়া কোলে, যেন না ত্যজিতে হবে। কিন্তু জেনো মনে সার, দিবা অন্তে অন্ধকার, সুখান্তে দুঃখের ভার, বহিতে হইবে। অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে ॥

তলবকারোপনিষৎ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবোযুনক্তি॥ ১॥

1. *The pupil questions;* "Say, by whom regulated does transmitted mind fall *upon objects*, by whom regulated does first-formed life operate united *with the body*, by whom regulated do the vocal powers exert, and what Splendid Agent has made the eye and the ear apply themselves to action?"

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥ ২॥

2. *The preceptor answers;* "He is the ear of ear, the mind of mind, the speech of speech, the life of life, the eye of eye. Freed *from these organic powers*, the wise, after departing from this world, become immortal.'

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নোমনোন বিদ্মোন বিজানীমোযথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩॥

3. "Neither the eyes can reach Him; nor can speech, nor can mind. We know Him not, therefore, we know not how to teach Him to you, *since* He is apart from the cognizable, and superior to the incognizable. So have we heard from them of days gone-by who told it to us.

যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪॥

4. "Know thou that He who cannot be expressed by words, but by whom words *themselves* are made to express *ideas*, is God. He is not what they worship, saying "THIS* is He."

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫॥

5. "Know thou that He who cannot be conceived by the mind but by whom the mind *itself* is said to be made to conceive, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He.'

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬॥

6. "Know thou that He who cannot be seen by the eye, but by whom the eye *itself* is made to see, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He.'

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭॥

7. "Know thou that He who cannot be heard by the ear but by whom the ear *itself* is made to hear, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He'.

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮॥

8. "Know thou that He whom the olfactory organ cannot smell, but by whom the olfactory organ *itself* is made to smell, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He.'

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং॥ ৯॥

9. "If you think that you know Him well, then you know His nature little. Scanty is the knowledge you can have of Him from this earth and those heavenly bodies. God still remains determinable. *The pupil then says;* "I think I know Him now.

নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ১০॥

10. "For I do not think that I know *Him* fully. It is neither that I know *Him* not, nor is it that I know *Him*. He among us who knows *this* that 'IT IS NEITHER THAT I KNOW HIM NOT, NOR IS IT THAT I KNOW HIM,' knows God."

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং॥ ১১॥

11. *The preceptor thus models up his pupil's answer* "To him who thinks *God to be* inconceivable, *is He* Conceivable, and he who thinks *Him* conceivable, knows *Him* not. To them who think to have known *Him*, *He* is not known, and to them who think to have known *Him* not, IS *He* known."

* "This," meaning as limited in space.

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং॥ ১২॥

12. *The preceptor goes on.* "He who knows *God* as the knower of every thought of every individual mind, obtains immortality. By self-effort is gained energy; *by energy* divine knowledge; and *by divine knowledge*, immortality.

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥ ১৩॥

13. "If you know *Him* in this world then it is right, but if you know *Him* not, then it is a great evil. Contemplating *Him* through object after object, wise men, departing from this world, become immortal.

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যোবিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণোবিজয়ে দেবাঅমহীয়ন্ত তঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজিয়োস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ ১৪॥

14. "God *once* was victorious for the sake of the deities. At His victory, the deities boasted and observed that 'ours is the victory, and ours is the glory thereof.'

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ১৫॥

15. "Perceiving this, God manifested Himself. They could not know what Adorable this was.

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদএতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি॥ ১৬॥

16. "They *then* said to Fire, 'Jatveda, know thou what Adorable this is.' He replied, 'Be it.'

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্ব্বাঅহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদাবাঅহমস্মীতি॥ ১৭॥

17. "*Then* went *he* swift to God and to him said *He*; 'who art thou?' He replied, 'I am Fire. I am Jatveda.'

তস্মিং স্তুয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ১৮॥

18. "*God said*, 'What power is in thee?' 'All this can I burn,' *replied he*, 'all that are in the earth.'

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং সতত্তএব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি॥ ১৯॥

19. "*Then* to him a straw gave *He saying*, 'Burn thou this.' *Fire then* darted upon it, but burn he could not. He desisted *and returning said* 'I could not know what Adorable this is.'

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি॥ ২০॥

20. "They then said to Wind; 'Wind, know thou what Adorable this is.' *He replied*, 'Be it.'

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ব্বাঅহমস্মীত্যব্রবীম্মাতরিশ্বা বাঅহমস্মীতি॥ ২১॥

21. "*Then* went *he* swift to God, and to him said *He* 'who art thou?' He replied, 'I am Wind. I am Matarishwa.'

তস্মিং স্তুয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ২২॥

22. "*God said*, 'What power is in thee?' 'All this can I take away,' *replied he*, 'all that are in the earth.'

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং সতত্তএব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি॥ ২৩॥

23. "*Then* to him a straw gave He, saying, 'Take away this,' *Wind then* darted upon it, but take away he could not. He desistd *and returning said* 'I could not know what Adorable this is.'

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে॥ ২৪॥

24. "They then said *to* Indra;† 'Mughuvun, know thou what Adorable this is,' 'Be it,' replied he. Then went he swift but God disappeared.

সতস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি॥ ২৫॥

25. "Indra *at once stopped*, and in His place she of many graces, Uma‡ appeared all decked in gold. Her he asked, 'what Adorable this was?'

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণোবাএতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততোহৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২৬॥

26. "'He is God,' replied she, 'He is *even* that God with whose victory you glorified yourselves.' Through these *words* Indra knew God. *He then communicated this knowledge to Fire and Wind.*

তস্মাদ্বাএতে দেবাঅতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রঃ তে হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ তে হ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২৭॥

27. "At this Fire, Wind, and Indra became superior to the rest of the deities as they approached and touched§ God and knew Him first as God.

তস্মাদ্বাইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ সহ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ সহ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২৮॥

28. "And to them all, Indra became superior as he approached and touched God, and was the very first to know him as God.||

তস্যৈষআদেশোযদেতদ্বিদ্যুতোব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং॥ ২৯॥

29. "This is a precept illustrative of God. He is as flitting as lightning or a wink of the eye. This is illustration by sensible images.

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ॥ ৩০॥

30. "With respect to His being apprehended by the mind, it can be said that the mind as it were, reaches Him. The worshipper thinks of Him through the MIND; *that is* its occupation worthiest

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং সযএতদেবং বেদাঽভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥৩১॥

31. "He is THE Adorable, therefore is He to be adored. Him who knows Him thus all beings desire."

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব তউপনিষদমব্রূমেতি॥ ৩২॥

32. The pupil *now says*, "Tell, oh *tell* me the Upunishad." The preceptor *replied*, "To you the Upunishad has been *already* told. I have already told you the Upunishad about God.

তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং॥ ৩৩॥

33. "The ways to possess it, are contemplation, proper control over the senses, and good actions and its supports are the Vedas and all their initiatory branches; and Truth is its Area."

যোবা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৩৪॥

34. He who completely appropriates this Upunishad after being freed from sin, gains the superior heaven; the superior heaven does he eternally gain.

ইতি তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা।

To
THE SECRETARY TO THE TUTTUBODHINEY SUBHA.

SIR,—We have received your Puttrika of the 1st instant, (Bhadru,) and have perused with pleasure the contents of it; and do most humbly pray, that the wise and benevolent Father in His Goodness and Mercy, may prosper your laudable objects, and crown your humble efforts with success.

Your translation of the *Vajsunaya Sunghitopunishud* which appeared in your last issue, clearly manifests the zeal and assiduity of the Subha, to spread a knowledge of its sacred books to the ignorant and uneducated of our fellow countrymen, and promises sure happiness to the land for the days to come. The three following verses of this *Ooponishud*—translated into English—having appeared to us to be unintelligible, we shall deem it a peculiar obligation, should you condescend to favor us with a clear explanation of the tenets thereof.

Verse 9th. "They enter gloom impervious who are devoted to the performance of Ritual Observances. The greater gloom do *they* enter who are devoted to the worship of the Deities."

Verse 10th. "It is said that by Ritual Observances is gained one kind of fruits, and by the worship of the Deities another. So have we heard from the wise who told it to us."

Verse 11th. "They who are devoted to both the performance of Ritual Observances and the worship of the Deities, being extricated from death by the former, enjoy through the latter, a durable divinity."

These Verses seem to us to be self-contradictory, the one controverting the sense and meaning of the other. For in Verse 9, it is said, that those devoted to the performance of Ritual Observances and to the worship of the Deities, do both of them enter "gloom impervious" after death, the one a less, the other a greater. Verse 10th gives us to understand on the other hand, that by the performance of Ritual Observances "is gained one kind of fruits, and by the worship of the Deities another." We cannot but imagine that the "fruits" here ordained are, according to the principle laid down in the preceding verse, the less and the greater 'gloom.' Verse 11th at once contradicts the whole and gives a fair prospect to build our hopes on that, being extricated from death by the performance of rites, we can enjoy a durable divinity through the worship of idols, should we attend to both. We think we might be permitted here to observe that how could one and the same thing ordained as unholy and impious in the 9th Verse, i.e., "They enter gloom impervious who are devoted to the performance of Ritual Observances," be construed as holy and pious in the following ones; as much as to say, that the commission of an act adjudged to be a sin in the 9th Verse, is a virtue—the road to salvation per construction of the 11th, and that "The greater gloom do *they* enter who are devoted to the worship of the Deities," in the 9th Verse, is supported by the following tenet of the 11th, "By the worship of the Deities we enjoy a durable divinity."

We remain, Sir, with every good wish for the welfare of the Society as well as yourself,

LADLYMOHUN DUTT.
SOORJEECOOMAR ROY.

The 19th August, 1846.

(Reply of the Secretary.)

To
BABOOS LADLYMOHUN DUTT & SOORJEECOOMAR ROY.

GENTLEMEN,

I beg to acknowledge the receipt of your letter dated the 19th instant. You state your difficulty to reconcile the sense of the 9th Verse of the *Vajsunaya Sunghitopunishud* with that of the 11th of the same. The gloom impervious in verse 3,* means the gloom of the ignorance of God in which all worlds of existence, more or less, are wrapt up from the highest to the lowest. The two sorts of combiners in verses 11 and 14,† being, it is said, "extricated from death, enjoy durable divinity or durable bliss." "Death," in these verses, is figuratively taken for "Misery" as "Gloom" for "ignorance of God" in verse 3, and durable divinity or durable bliss means the divinity or bliss enjoyed in worlds of a superior order to the terrestrial, but which are still worlds wrapt up in gloom. In the state of eternal bliss or Mookte alone can a being obtain a complete knowledge of God and be freed entirely from the "Gloom." That state of complete and purest bliss solely of a character, resembling, but superior to, mental, in which the rewarded has the universe for his estate, is enjoyed by that person

---

† Indra, the Deity of the Clouds and the king of the Deities.

‡ Uma, or the Goddess of divine knowledge, a purely allegorical being.

§ "Touched God," i.e., knew Him intimately.

|| We can perhaps with reason presume that there is scarcely an apologue which, like this one in our Scriptures, does after the ancient fashion of the East, illustrate with such dignified sublimity and majestic simplicity both of conception and expression, the Omnipotence of God and the entire dependance upon Him of all His creatures for both their existence and energy. Fire, Wind, Indra, and the Deities who perform their parts in it, are pure personifications of actual inanimate existences.

* 3. The worlds of ignorance, wrapped up in impervious gloom, those enter after death, who are killers of their own souls.

† 12. They enter gloom impervious who are devoted to the worship of blind Creative Energy; the greater gloom do THEY enter who are devoted to the worship of Universal Nature.

13. It is said that by the worship of blind Creative Energy, is gained one kind OF FRUITS, and by that of Universal Nature another. So have we heard from the wise who told it to us.

14. They who are devoted to the worship of both blind Creative Energy and Universal Nature, being extricated from death by the former, enjoy through the latter durable bliss.

only who has through knowledge of the One True and Living God and untainted piety and virtue obtained liberation from all corporeal connections and all particular worlds of existence.

Besides it is said that he who combines the two modes of worship, mentioned in verses 9 or 12, obtains durable divinity or durable bliss. The person who solely confines himself to the dull and inanimate observance of the mere routine of ritual duties without offering his heart's sincere and warm devotions to deities however imaginary those deities may be, does not promote that exercise of the religious feelings which is necessary for the well being of man in this and a future life; nor does the person who solely confines himself to the worship of deities without performing Vedaic ritual observances of which the practice of charity and the restrainment of the passions form the principal concomitants, promote that exercise of the moral feelings which, with that of the religious ones, is alike necessary for the attainment of present and future happiness. Therefore either of them does not obtain those rewards which the *combiner* of the two would obtain.

Again suppose a worshipper of only the Energy of God as God Himself were to combine *its* worship with that of an imaginary principle, called the Spirit of Universal Nature—otherwise denominated Anima Mundi or the animator of, and the pervading operator throughout, the universe, co-eternal with it—as subordinate to, and placed under the influence of that Energy, do you think it probable that he will not obtain fruits different from those obtained by him who worship either of them *independently* of the other? The worshipper of the *blind* principle, the Energy of God as God himself, though believing confusedly in somewhat like a Divinity, because he considers this energy as the cause of all things—yet thinks the object of his adoration to possess no power of a providential nature which can influence his conduct, while the worshipper of the Spirit of Nature as co-eternal with the universe, though worthy of greater gloom than the former, because he has no idea, however faint, of an independent first cause of all, yet thinks himself to be always placed in the presence of a living and vigilant providential power which sort of consciousness cannot but regulate his moral behaviour. The combiner, however, approaches, but very faintly, to our ideas of a rational religionist. He at least joins the benefits of the two kinds of worship, and believes in a Divine Energy, creative of, and dominant over, this universe and its imaginary spirit, although he does not consider that Energy as placed under the controul of Intelligence and Wisdom.

Thus you see that the ordainment of fruits in verses 10, 11, 13 and 14, by our holy Vaidant, is founded on a profound knowledge of the secretest and inmost springs and motions that actuate and regulate the religious constitution of man. The Vaidant, you should know, is characterized by an amiable benignity, a serene benevolence, and a generous tolerance throughout of all modes of faith. In this respect it bears upon its bosom the impress of the benevolence of its God. We believe that every kind of worshipper will have his own species of reward from the savage Polynesian who addresses his ejaculations to a rude misshapen block of stone to the Vedantist who adores God in spirit and in truth, and who considers the contemplation of God as the best and the purest mode of worshipping him and the devotional revelry of such contemplation as the greatest tribute of gratitude and respect that can be offered by man to his Maker. In short we do neither believe that our benighted countrymen who worship idol, would be plunged into *eternal hell-fire*, nor do we believe that the Brahmmu ought not to wean them as gently and leniently as he can from their gross and debasing polytheistic notions of the Divinity.

From the mention of Deities in Verse 9, 10, and 11, you should not however infer that there is any thing like hero-worship in the Vaids.* The Deities of the Vaids are mere personifications of the elements, the planets and the principal virtues of man. Such a system of worship was primarily instituted with the intention of enabling men of weak intellects—who, hard experience both historical and personal, informs us, always were and are in this world—to comprehend by degrees the sublime truths of the Religion Pure, by making them at first limit their contemplation and devotion to the divine Power and Benevolence as displayed in particular objects of the creation. The Power Omnipresent was divided, if such an expression might be admitted, into the power that presides over water, Vuruna; into the power that presides over the clouds, Indra; into the power that presides over wind, Vayu; into the power that presides over the moon, Soma; in short into all powers presiding, according to the seeming polytheism of the Vaids, over the elements, the planets, and the moral virtues of man.† The weak-minded was commanded to worship all of them individually that he might, by degrees, generalize his religious ideas and ascend to the comprehension of the supreme and first cause of all. Whenever he became a *Bruhmmu jignasoo*, or an enquirer into the one and all-powerful cause of the universe, the sole and real Regulator of all things contained in it, the Vaids were revealed to Him, and all the sublime religious truths—more sublime than any that had entered the mind of man—delivered in those ancient depositories of our national faith were gradually instilled into his bosom. Thus you see with what judicious lenity was the very important process of religious initiation conducted by the followers of the Religion True in times primeval.

We should however beg you to know that such nominal Polytheism is taken by the Vaids in a light totally different from that in which it is so done by the Scriptures of the Jews, the Christians and the Mahomedans. The writers of their Scriptures believed God to be a jealous God, and all polytheism and idolatry to be produced through the influence of Satanic Agency—and all polytheistic worship as nothing but worship offered in fact to the Devil, the rival and the adversary of our Eternal Father. By them, therefore, polytheistic worship, even in its mildest and most tolerable forms, had been considered as a heinous and damnable sin; while by our scripturalists, it, if followed according to their design, had been considered as harmless and inocuous—as nothing but the adoration of the All-Excellent and All-Benevolent as resplendent and conspicuous in particular objects of creation—as nothing but a ladder to rise by degrees to the worship of the Light of Lights through contemplation and truth.

* Hero-worship began with the Purans.

† The Veds having, in the first instance, personified all the attributes and powers of the Deity, and also the celestial bodies and natural elements, does, in conformity to this idea of personification, treat of them in the subsequent passages as if they were real beings, ascribing to them birth, animation, senses and accidents as well as liability to annihilation.—Rammohun Roy.

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থভাগ
৩৯ সংখ্যা
১ কার্ত্তিক ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডলের কিয়ৎ ভাগকে পরিষ্কৃত দেখিলে পথিকের মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু বিপরীত ভাগকে বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা সংযুক্ত দেখিলে তিনি ভীত চিত্ত হয়েন। তদ্রূপ এতদ্দেশীয় পুরুষ মণ্ডলী মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চার ক্রমশঃ বাহুল্য প্রযুক্ত দেশহিতৈষি ব্যক্তির চিত্তে স্বদেশের সৌভাগ্যের আশা প্রবলা হয়, কিন্তু অজ্ঞান তিমিরাবৃত স্ত্রী মণ্ডলীর দৃঢ়বদ্ধ দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সে আশা কি পর্য্যন্ত শীর্ণা হয়! বিদেশীয় রাজার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া কালক্রমে প্রজারা যে প্রকার স্বাধীনতা সুখকে ক্রমশঃ বিস্মরণ পূর্ব্বক অধীনতাকেই তাহারদিগের স্বাভাবিক অবস্থা রূপে চিন্তা করে, তদ্রূপ এদেশীয় স্ত্রী সকল চিরকাল দুর্ভাগ্য দশা ভোগ করিয়া আপনারদিগকে স্বভাবতই ভাগ্যহীনা রূপে দৃষ্টি করে, এবং নিরাশ চিত্তে বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থাতে সুতরাং নিমগ্না থাকে। বাল্য যৌবনাদি কোন কালকে তাহারা মনুষ্য লোকের উপযুক্ত রূপে যাপন করে না, সুখের উপায় তাহারদিগের কোন কালেই সঞ্চিত হয় না। বাল্য কালে কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না যাহাতে ভবিষ্যতে দুঃখের মোচন হইতে পারে। তথাপি তাহারদিগের জীবনের অন্য অন্য সমুদয় দুরবস্থার তুলনায় এই বাল্যকালই সুখের কাল; তৎ কালে পিতা মাতার ক্রোড়ে আদৃতা রহিয়া তাঁহারদিগের স্নেহ বাক্যে লালিতা হয়, স্বেচ্ছামত সঙ্গিনীদিগের সংসর্গে ক্রীড়া কলাপে অনুরাগিণী থাকে, স্বীয় ভ্রাতাদিগের ন্যায় কষ্টসাধ্য বিদ্যাভ্যাসে তাড়িতা না হইয়া আপনারদিগকে সুখবতী জ্ঞান করে। কিন্তু বাল্য কালে যে মূর্খতা আহ্লাদ জনক, চির জীবন তাহাই বিষম যন্ত্রণার হেতু হয়। কন্যা কাল গতেই বিবাহের সঙ্ঘটনা সহিত তাহারদিগের দুঃখ প্রবাহের আরম্ভ হয়। স্বামী স্বীয় পত্নীকে আপনার দাসী প্রায় গণ্য করেন, পতিগৃহে আগমনাবধি সে পিঞ্জর রুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় চিরকাল রুদ্ধ থাকে, এবং সামান্যতঃ দাসীত্ব কার্য্যেতেই তাবৎ বয়ঃ ক্ষেপণ করে। অনেক স্থলে স্বামী আপনার ভার্য্যাকে এবং ভার্য্যাও আপনার স্বামিকে কেবল পশুবৎ ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগি মাত্র বোধ করে। ধনই স্ত্রীদিগের নিকটে সংসারের এক মাত্র সার বস্তু; অতএব কোন উপায়ক্ষম পুরুষের ভার্য্যা স্বামির ধন মদে মহা গর্ব্বিতা হইয়া তাহার অন্য অন্য ভ্রাতৃবনিতাদিগকে অতি হেয় রূপে ব্যবহার করে, নিরুপায় পুরুষের ভার্য্যা আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যহীনা বোধে সর্ব্বদা মনোদুঃখে তাপিতা থাকে, এবং তাহার ভাগ্যবতী

যাতার প্রতি দ্বেষ মাৎসর্য্যেতে পূর্ণা হয়। কেবল স্বীয় বস্ত্রালঙ্কারের পারিপাট্যকে স্ত্রীরা মর্য্যাদার চিহ্ন ও স্বামির সম্প্রীতির প্রধান সঙ্কেত স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহারদিগের মনোভাণ্ডারে জ্ঞান ধর্ম্মাদি অন্য কোন রত্ন স্থান প্রাপ্ত হয় না। অন্য স্ত্রীকে কোন নূতন অলঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে স্বীয় অঙ্গকে তদ্দ্বারা শোভিত করিবার নিমিত্তে ব্যাকুলা হয়, পতির নিকটে ব্যগ্রতার সহিত তাহার প্রার্থনা করে, সে অক্ষম হইলে অভিমানে নিমগ্না হয়, কদাপি ক্রোধ ভরে তাহাকে কটু ভৎর্সনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। সে ভাগ্যহীন ব্যক্তি ধনাভাবে স্বভাবতই কাতর, তাহাতে স্বীয় ভার্য্যার এপ্রকার আচরণে একেবারে জর্জ্জরীভূত হয়।

ধনবতী ভার্য্যা যাহারা, গৃহ কার্য্যে যাহারদিগের পরিশ্রম আবশ্যক নহে, তাহারা অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া আলস্যেতে বা বৃথা বাক্য চর্চ্চাতেই তাবৎ দিবস ক্ষেপণ করে। চিত্তকে শান্ত রাখিতে পারে, তাহারদিগের এমত কোন উপলক্ষ নাই; নিষ্কর্ম্মির মনঃ স্থিরের প্রধান উপায় যে জ্ঞানের চর্চ্চা তাহাতে তাহারা সমর্থা নহে। একাকিনী কদাপি শয্যাতে গাত্র পাত করিয়া কাল হরণ করিতেছে, কদাপি পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অস্থিরা হইয়া গবাক্ষ দ্বারে দৃষ্টি করিতেছে, কদাপি বহিঃস্থিত পতির চরিত্রের প্রতি কত প্রকার সংশয় উপস্থিত করিতেছে। কোন কোন ভাগ্যহীনা অবলার গুপ্তচরী দাসীগণ তৎপতির লাম্পট্যের সংবাদ মুহুর্মুহু বহন করিতেছে, এবং অন্য অন্য সমবয়স্কা রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিন্দা বাক্যে তাহার যাতনাকে শত গুণ প্রবলা করিতে থাকে।

মধ্যাহ্ন কালে আতপচ্ছায়ার প্রভেদ যে প্রকার পরিষ্কৃত রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশেষ জ্ঞানাপন্ন হইয়া যিনি কল্পিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন, ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মতঃ ব্যবহারতঃ তাঁহার তদ্রূপ প্রভিন্নতা প্রত্যক্ষ হয়। তিনি তাঁহার সেই ত্যক্ত ধর্ম্মে স্বীয় গৃহিণীকে নিমগ্না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের আরাধনা যে আমারদিগের শাস্ত্রের এক মাত্র প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, উপদেষ্টাদিগের কৌশলে ইহা এদেশীয় স্ত্রীদিগের কর্ণগোচরও হয় না, পৌত্তলিক ধর্ম্মকেই পরম পুরুষার্থ বোধে প্রগাঢ় যত্নের সহিত তাহারা অনুষ্ঠান করে, এবং অশাস্ত্রীয় এমত কত ব্যবহার করে যাহা তাহারদিগের মূর্খ স্বামিরাও অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। বিশ্বাসের অভ্যাস তাহারদিগের এপ্রকার প্রবল যে ধর্ম্মের নামে যে কোন বাক্য, তাহাই শিরোধার্য্য রূপে গ্রহণ করে। আহা কি নিষ্ঠুর সংসার, যে এপ্রকার দুর্ব্বল বুদ্ধি অবলাদিগকে দয়া করা দূরে থাকুক, কত নির্দ্দয় প্রতারক তাহারদিগের বিশ্বাসের প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে অর্থাপহরণ করে — কত কৃত্রিম ধর্ম্ম ছলে অধর্ম্ম আচরণে তাহারদিগকে আকৃষ্ট করে! শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপদেশ করে, স্বার্থহীন এমত উপদেষ্টা তাহারা কোথায় পাইবে? যে কোন কাল্পনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরিতা হয়, পুত্র কামনা, তাহার দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি, রোগের শান্তি, সম্পত্তি লাভ প্রভৃতি কেবল প্রত্যক্ষ কোন সাংসারিক ফল তাহার উদ্দেশ্য থাকে। স্বামী ব্রহ্মোপাসক হইলে অজ্ঞান বশতঃ তাহাকে অবহেলা এবং দ্বেষ করে; স্ত্রী স্বামিতে একত্র হইয়া পরমেশ্বরকে প্রীতি করা যে কি আনন্দ তাহা তাহারদিগের লাভ হয় না!

মাতার এই প্রকার অজ্ঞান সন্তানদিগের কত অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এসংসারে যেখানে প্রতিপদে কঠিন প্রতিবন্ধক সকল মোচন করিয়া জীবনের বর্ত্মে পদার্পণ করিতে হয়, যেখানে কত কণ্টকময় নিবিড় বন সাবধানে পার হইলে পরে সুখের উদ্যানে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য হয়, যেখানে শৈশব কালে শারীরিক বা মানসিক কোন নিয়ম একবার মাত্র ভগ্ন হইলে চির জীবন তাহার শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা হয়, সেখানে ভদ্রাভদ্র দর্শনে অসমর্থা জ্ঞান হীনা মাতার দ্বারা প্রেরিত হইলে সন্তানের কি প্রকারে মঙ্গলের সম্ভব! বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পুত্রের অঙ্গ বিভূষিত করিতে ব্যাকুলা, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শোভনতম জ্ঞান রত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে অলঙ্কৃত করিতে যত্নবতী হয়েন না। জ্ঞান লাভ তাহার না হউক, আপনার ভরণপোষণে তাহার সামর্থ্য না হউক, "মনুষ্য জন্মের আহ্লাদ" যে পুত্রের বিবাহাদি তাহার মন্ত্রণাতে সত্বরা হয়েন। পুত্র দশম বৎসরে প্রবৃত্ত না হইতেই পুত্রবধূ ব্যতীত স্বীয় গৃহের শোভা শূন্য দেখেন, এবং সে শোভা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দিবা রাত্রি ব্যস্ত হয়েন। তন্নিমিত্তে মুহুর্মুহু স্বামিকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক অনুরোধ করেন, ইহাতে অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়াও উপস্থিত কার্য্য সমাধা করে। অবিলম্বে অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রী ভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়; তাহার জ্ঞান চিন্তা, সুখ চিন্তা এককালে অবসন্ন হয়।

অতএব এদেশীয় স্ত্রীদিগের অজ্ঞান তাহারদিগের স্বীয় দুঃখ, স্বামির যন্ত্রণা, সন্তানের দুর্ভাগ্য প্রভৃতি প্রচুর অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। যত কাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত না হইবে, এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকারিণী না হইবে, তত কাল সম্যক্ রূপে এদেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

যেমন এক অগ্নি এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্ব ভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

পরব্রহ্ম সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর কেবল অন্তরে স্থিতি করিতেছেন না, সকলের বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ ॥ ১০ ॥

তথান্যোদৃষ্টান্তঃ। 'বায়ুঃ যথা' 'একঃ' এব সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব'। 'একঃ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' ॥ ১০ ॥

যেমন এক বায়ু এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

'সূর্য্যঃ যথা' মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশেন তদ্দর্শিনঃ 'সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ' সন্ 'ন লিপ্যতে' 'চাক্ষুষৈঃ' অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ 'বাহ্যদোষৈঃ'। 'একঃ' 'বাহ্যঃ' 'তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন' ॥ ১১ ॥

সর্ব্ব লোকের চক্ষু স্বরূপ যে সূর্য্য, লোকের দ্বারা বাহ্য অপরিষ্কৃত বস্তু দর্শন জন্য তিনি যেমন দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ বহির্ব্যাপী এবং সকল ভূতের এক অন্তরাত্মা লোকের দুঃখে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১১ ॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতমেতরেষাং ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ। সহি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ 'একঃ' 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'একং রূপং' 'বহুধা' বহুপ্রকারং 'যঃ করোতি' অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তং আত্মস্থং' স্বশরীরহৃদয়াকাশে মনসি 'যে' নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়ঃ 'অনুপশ্যন্তি' সাক্ষাদনুভবন্তি 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ। 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখং' আনন্দ লক্ষণং ভবতি 'ন ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং ॥ ১২ ॥

কঠোপনিষৎ

পঞ্চমী বল্লী

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ ॥ ৯ ॥

আত্মৈকত্ববিজ্ঞানমসকৃদুচ্যমানমপি অনৃজুবুদ্ধীনাং চেতসি নাধীয়তে ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী শ্রুতিঃ পুনঃ পুনরাহ। 'অগ্নিঃ যথা' 'একঃ' এব প্রকাশাত্মা সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' অনুপ্রবিষ্টঃ 'রূপং রূপং' দাহ্যাদিদাহ্যভেদম্প্রতি 'প্রতিরূপঃ' 'বভূব'। 'একঃ' এব 'তথা' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তরআত্মা সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' স্বেন অবিকৃতেন রূপেণ ॥ ৯ ॥

সেই এক পরমেশ্বর সকলের নিয়ন্তা সকল ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি একরূপকে নানা প্রকার করেন। যে ধীর সকল তাঁহাকে আপনার হৃদয়স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১২ ॥

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ। 'নিত্যঃ' অবিনাশী 'অনিত্যানাং' বিনাশিনাং 'চেতনঃ চেতনানাং'। কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্ 'বহূনাং' কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি 'তং আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ' 'তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা 'ন ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং ॥ ১৩ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চেতনের যিনি চেতন হয়েন, আর যিনি একাকী অথচ সকলের কামনাকে বিধান করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার হৃদয়স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখং।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াঙ্কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥

যত্তদাত্মবিজ্ঞানং 'সুখং' 'অনির্দ্দেশ্যং' নির্দ্দেষ্টুমশক্যং 'পরমং' বাঙ্মনসয়োরগোচরমপি শাস্ত্রাবিদ্বাংসঃ 'তৎ এতৎ' প্রত্যক্ষমিব 'ইতি মন্যন্তে'। 'কথং নু' কেন প্রকারেণ 'তৎ' সুখং অহং 'বিজানীয়াং' 'কিং উ' 'ভাতি' দীপ্যতে তৎ প্রকাশাত্মকং অস্মদ্বুদ্ধিগোচরত্বেন। 'বিভাতি' বিস্পষ্টং দৃশ্যতে 'বা' ॥ ১৪ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, অনির্দ্দেশ্য যে পরব্রহ্মানন্দ যাঁহাকে জ্ঞানি সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, কি রূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় অনুভব করিব? তিনি কি প্রকাশ পায়েন? তিনি কি স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়েন? ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্বিভাতি ॥ ১৫ ॥

তত্রোত্তরমিদং। 'ন তত্র' তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোপি 'সূর্য্যঃ' 'ভাতি' তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা 'ন চন্দ্রতারকং'। 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি'। 'কুতঃ অয়ং' পৃথিবীস্থিতঃ 'অগ্নিঃ'। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদি ভাতি তৎ 'তং এব' পরমেশ্বরং 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে 'সর্ব্বং'। 'তস্য' এব 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বং ইদং' সূর্য্যাদি 'বিভাতি'। যতঃ এবং অতস্তদ্ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ ॥ ১৫ ॥

তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ করিতে পারে না, পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ সকলে প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সকলে প্রকাশ পায় ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমী বল্লী

মুণ্ডকোপনিষৎ

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

1. Brahma, the Executive Agent of the universe and the preserver of the world, came into existence before all the gods. He revealed divine Knowledge, the source of all knowledge to his eldest son Uthurva.

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। সভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং ॥ ২ ॥

2. That best of all knowledge which Brahma revealed to Uthurva, Uthurva communicated to Ungir, who communicated it again to Sutyavaha of the race of Bhuroddwaj, and he again to Ungira.

শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

3. The great householder Sounuk approached Ungira according to the prescribed mode and asked him, "*Say*, O blessed, what is that *Knowledge* by gaining which all become known."

তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যেইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

4. To him he answered. "There are two kinds of Knowledge to be acquired: one superior, the other inferior. So said the knowers of God.

তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

5. "To the latter belong the Rig Ved, the Yujur Ved, the Sama Ved and the Uthurva Ved, and their initiatory branches, viz: pronunciation, ritual, grammar, glossary, prosody, and astronomy. The former is that by which the Undecaying is known.

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

6. "The wise know Him as a Being who can neither be perceived nor felt; who is without descent or profession, without eyes or ears, without feet or hands; and who is Eternal, All-pervading, All-inhabiting, most subtle, Irreducible, and the cause of all existences.

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং ॥ ৭ ॥

7. "As the spider brings out and draws in *its cobweb*, as corn proceeds from the earth, and as hairs grow out of the living man, so the Universe came into being from the Imperishable.

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং ॥ ৮ ॥

8. "God designed and willed and forth issued his energy; and from his energy proceeded life, minds, elements, worlds, duties, and their fruits.

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥ ৯ ॥

9. "He who is All-knowing and all-informed, and whose contemplation is in itself the fullness of knowledge, from Him has proceeded Universal Nature, all names, all forms, and all sorts of edibles."

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়োযান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্তত্তানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামাএষবঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

1. "The ritual observances in the Vedas which poets saw are various and bear genuine fruits. Practise them frequently, O you, desirous of future fruition, for this is your path to retributive worlds.

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২ ॥

2. "When the flame of the *sacred* fire waves upon the pile, the middle portion of the clarified butter should be thrown upon it as offering.

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাং স্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

3. "That ceremony of *sacred* fire which is performed without a due regard to the prescribed mode and prescribed time, without the co-observance of the lunar, the quadrimensal, the autumnal, and the Vaishwadev sacrifices and without the serving of guests, occasions with respect to its worshipper, the loss of his seven retributive worlds.

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

4. "Kalee, Kurali, Monojava, Soolohita, Soodhumro-vurna, Sfoolinginee and Viswaroochee, are the seven luminous and waving points of the sacred flame.

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়োযত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

5. "Who pours offerings on these luminous points in the times prescribed, him the sun-beams carry to the mansion of the king of the celestial beings.

এহেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোর্চ্চয়ন্ত্যএষবঃ পুণ্যঃ সুকৃতোব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

6. "'Come, Come;' say the inflamed offerings as they bear the worshipper on the sun-beams with sweet words and worship; 'this is your reward, and this your highest heaven.'

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োয়েভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

7. "Frail and perishable are such worthless observances for the celebration of each of which are required eighteen performers. Those feeble-minded persons who rejoice in them as being the cause of bliss eternal relapse into disease and death.

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঅন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥

8. "Living in the midst of ignorance, and believing themselves to be wise, and knowing, infatuated persons wander wretched as blind men when guided by a blind man.

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাবয়ং কৃতার্থাইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণোন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

9. "Puerile men, living in the midst of extreme ignorance, make themselves satisfied *with their own limited kinds of future fruition.* Those performers of ritual observances who know not God through dotage of the pleasure of the world, after transiently enjoying their retributive worlds, are hurled again to this to their woe.

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানাবরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়োবেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি ॥ ১০ ॥

10. "Those grossly ignorant men who think only their ritual observances and alms-giving to be the cause of bliss eternal, and no other thing else, after enjoying their retributive world, descend to this or inferior ones.

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তাবিদ্বাংসোভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ সপুরুষোহব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

11. "Those who are enlightened, possess an imperturbed mind, live even on alms, and engage themselves in solitude in fervent veneration towards, and deep contemplation of, God, being sinless goes through the sun to Him who is Immortal, Perfect, Irreducible, and All-Pervading.

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমায়ান্ন্যাকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥ ১২॥

12. "A Brahmun, after examining the nature of all states of retribution, should not have a blind fondness for perishable things as the Imperishable cannot be gained with perishables. To know Him he should go, with some slips of wood in his hand, to a spiritual guide godly, and versed in the Veds.

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাং॥ ১৩॥

13. "To such a disciple who has subdued his passions, and has attained habitual tranquility of mind, the enlightened guide should communicate accurately the knowledge by which the Being Imperishable, Perfect, and True can be known."

ইতিপ্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ ১॥

1. "God alone is true: as thousands of sparks are emitted from blazing fire, so beloved, all animated beings proceed from Him and to Him return.

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২॥

2. "He is glorious and formless, perfect and unborn, and pervades externals as well as internals. He is without life and mind, pure, and above His own energy itself.

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ৩॥

3. "From Him have proceeded life, mind, senses, ether, air, light, water, and the all-containing earth.

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষসর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥ ৪॥

4. "Heaven is whose head, sun and moon are whose eyes, the points of direction whose ears, whose speech the revealed Vedas, whose life the air, whose breast all nature, and whose feet the earth.—He is that Being who pervades all things.

তস্মাদগ্নিঃ সমিধোযস্য সূর্য্যঃ সোম্যাৎ পর্জ্জন্যওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ॥ ৫॥

5. "From that Perfection has proceeded heat whose fuel is the sun. From the influence of the moon proceeds rain, and *from rain*, corn on earth *by which* all males are enabled to eject the seminal fluid into females at which many animated beings are produced.

তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষাযজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবোদক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমোযত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥ ৬॥

6. "From Him have proceeded the Rik, Sam, and Yajur Vedas, religious initiation, sacrifices, ritual observances, their performers, with the usual conclusional donations to priests, the year, and all the worlds where sun and moon diffuse purity around

তস্মাচ্চ দেবাবহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যামনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥ ৭॥

7. "From Him have proceeded many gods, demigods, men, animals, birds, vital airs, wheat and barley; contemplation, veneration, truth, scholastic duties, and all ordinances.

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকাযেষু চরন্তি প্রাণাগুহাশয়ানিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮॥

8. "From Him *too* have proceeded the seven orifices in the head, their powers of perception, the objects of such perception, and the very act of perception itself. Heart-sealed life revels within these organs of the body, which are common to all men.

অতঃ সমুদ্রাগিরয়শ্চ সর্ব্বেস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বাওষধয়োরসশ্চ যেনৈষভূতৈস্তিষ্ঠতে হন্তরাত্মা॥ ৯॥

9. "All oceans and mountains *have proceeded* from God. From Him do variform rivers flow; and from Him *proceed* all sorts of edibles with their respective essences, through whose influence the soul is made to remain with the body.

পুরুষএবেদং বিশ্বং কর্ম্মতপোব্রহ্মপরামৃতং। এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥ ১০॥

10. "The Perfect Being is All in All, and is the aim of all divine contemplation and ritual observances. He is Supreme and Immortal. He, O beloved, who knows Him to have his seat in his own heart, breaks through the bonds of ignorance in this world.

ইতিদ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতং। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাং॥ ১॥

1. "All rest on that great Being who displays all things, has His seat in all things, and pervades all hearts, and all objects visible and invisible. All are under His charge—those that have motion—those that have life—and those that can blink. Know Him who is All-Adorable, Super-Eminent and above the knowledge of His subjects.

যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোণু যস্মিন্ লোকানিহিতালোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম সপ্রাণস্তদুবাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২॥

2. He who is glorious, subtlest of the subtle, and in whom are all worlds with their inhabitants, is that Undecaying Supreme who is the origin of life, articulation, and intellect; and who is True and Immortal. He should be penetrated into—therefore, O beloved, do you do that.

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩॥

3. "After sharpening *thy* arrow by devotion, fix it to that great weapon, the bow found in Upunishad, and after stretching it and intentively aiming at *thy* Mark, hit Him, O beloved, who is the Undecaying.

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ॥ ৪॥

4. "It is said that Om is the bow, soul is the arrow, and God the Mark. He should be hit with close application of mind; and as an arrow penetrates a substance, so you should penetrate Him.

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ॥ ৫॥

5. "The earth and the heavens lie as warp in God; the mind *too* with all the vital airs. Know THAT One only, and leave all talk else, *for* He is the Bridge of Immortality.

অরাইব রথনাভৌ সংহতাযত্র নাড্যঃ সএষোন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যাযথ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬॥

6. "As the radii of the axle are to the nave and as the arteries are to the heart, so are all the Intellectual operations to Him, who dwells within. Contemplate Him through Om, and let welfare attend you as you cross over the ocean of ignorance.

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাআনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৭॥

7. "God is All-knowing and All-informed. His glory is in the earth—His glory is in heaven—His glory is in the highest of worlds. He dwells in all space. He pervades the mind, and legislates over life and body. He is IN the body, close to the heart. The wise man sees that Being through Wisdom who displays Himself as Felicity Inextinguishable.

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮॥

8. "The Knots of the mind break; all doubts are rent; and sins fade away at seeing Him, the Most Excellent.

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ॥ ৯॥

9. "Within the radiant sheath of the mind, the Taintless and Formless God resides. That Being is Immaculate and the Light of Lights whom the versed in divine Knowledge know.

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽযমগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১০॥

10. "Him the sun cannot enlighten; neither can the moon nor the stars, nor can lightning; much less can fire; but they all borrow *their* light from Him and shine at HIS shine.

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং॥ ১১॥

11. "God Immortal is before, God behind; God right and left; above and below. This Whole is full of the All-Excellent Supreme.

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥ ১॥

1. "Two birds, co-habitants and comrades, rest on the same tree. The one among them tastes the fruits *thereof*; the other, fasting, *only* witnesses.

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ॥ ২॥

2. "*Though* dwelling in the same tree, the human soul oppressed through tribulation moans dejected, *but* when *it* sees the other, the All-Adorable God and His Glory, *it* becomes destitute of sorrow.

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ ৩॥

3. "When one sees that Supreme Progenitor and Legislator, who is glorious, perfect, and the Lord *of all*, that knowing person, washed of the accidents of virtue and vice, and extricated from misery, gains the All-Equable.

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪॥

4. "He who knows that Being, who is the life of all and who shines through all, does not talk of any thing else. Among the knowers of the Supreme, he is pre-eminent whose amusement is God, whose enjoyment is God, and who practises active virtue.

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫॥

5. "This Being can be gained by truth and devotion and the fullness of knowledge, and by the daily observance of rigid and temperate habits. HE is Immaculate and *exists as* splendour within the body whom the assiduous and virtuous perceive.

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থাবিততোদেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং॥ ৬॥

6. "Truth triumphs, and not untruth. By truth is laid the path to higher worlds—that path through which the contented wise proceed to Him who is the chief abode of Truth.

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং॥ ৭॥

7. "God is Great, Glorious and of Nature inconceivable. Though He is the subtlest of the subtle, yet does He display *Himself*. Though distant beyond all distance, yet is He near as He is seated in the hearts of all animated beings.

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ ৮॥

8. "Neither can vision reach him, nor can speech nor the other senses, nor can austerities nor ritual observances. Only *that* contemplator whose mind is unsullied, perceives Him, the Formless, through the Grace of Wisdom.

এষোণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যোযস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষআত্মা॥ ৯॥

9. "This subtle Pervader, in whom the five vital airs lodge, is perceived by intelligence—

that intelligence by which the human mind with the senses is pervaded, and in which when nusullied, God displays *Himself.*

যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ॥ ১০ ॥

10. "What worlds he desires in his mind, and with pure heart what enjoyments he wishes for— those worlds and those enjoyments the Knower of God obtains, wherefore the man of worldly desires should worship Him.

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

সবেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥ ১ ॥

1. "The knowing knows that Super-Excellent and All-Supporting God in whom the universe is placed and who shines all pure. The wise who worship the All-Perfect desireless, elude the seed of procreation.

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ ২ ॥

2. "*Whatever* desires the desirous wishes he gains. All the desires of the all-satisfied who obtains God, vanish away even in this life.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥ ৩ ॥

3. "God can be gained neither by the Vedas nor by reminiscence, nor by audition. He who desires Him, obtains Him. To him alone does He display himself.

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যোন চ প্রমাদাত্তপসো-বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ-আত্মা বিশতে ব্রহ্ম ধাম॥ ৪ ॥

4. "God can be gained neither by weakness nor by thoughtlessness, nor by illegitimate wisdom The Soul of that knowing person who strives to gain Him through their opposites, enters the Supreme who is the abode of all.

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাযুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥ ৫ ॥

5. "The sage observers who have made themselves all-satisfied with divine wisdom, to whom God has fully displayed himself, who are all-placid and all-peaceful, and whose minds are well-regulated, knowing the Omnipresent thoroughly do enter Him who is All in All.

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥ ৬ ॥

6. "They who are versed in the Vedant and understand it well, who have not a blind fondness for any worldly object, who are assiduous and whose minds are pure, at the end dwell in God all-free and immortal.

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাদেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকীভবন্তি॥ ৭ ॥

7. "When the fifteen members of his body are resolved into their primal elements, and the senses are not affected by their operant causes, acts and the soul—all become one, when the latter dwells in the Super-Excellent and Irreducible.

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥ ৮ ॥

8. "As rivers flowing merge into the sea, losing all name and form, so the knower *of God*, freed from all name and form, gains Him who is the Excellence of all excellences, Perfect and Glorious.

সযোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো-ভবতি॥ ৯ ॥

9. "He who knows God becomes like God *in wisdom and happiness*. None in his race becomes ignorant of God. He escapes sorrow, escapes sin, and, extricated from mental knots, becomes immortal.

তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়াব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণং॥ ১০ ॥

10. "It is told in the following: To those who are pious, observe ritual institutions, — are versed in the Veds, and themselves give oblations to fire with reverence, should such knowledge of God be communicated; if the ceremony about the keeping of fire upon the head, be *previously* performed."

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যোনমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ১১ ॥

11. What Ungira said before, is all true. He who has not performed the above ceremony, should not read this. Salutation to the great sages, to the great sages, salutation!

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

বিজ্ঞাপন

গত ১৩ ভাদ্র দ্বিতীয় বিশেষ সভার অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৫ কার্ত্তিক রাত্রি সাত ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব সকল বিচারিত হইবে।

১ — মূল নিয়মানুযায়ি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদুপযোগি নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

২ — ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ২৬ সংখ্যক নিয়ম বিচারিত হয়।

৩ — ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে ধন এই সভাতে প্রেরিত হইবে, তাহা মূল ধন রূপে রক্ষিত হইবে, সে ধন ব্যয় হইবেক না। কিন্তু তাহার বৃদ্ধি হইতে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং
চতুর্থভাগ
৪০ সংখ্যা
১ অগ্রহায়ণ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

নির্ব্বোধদিগের প্রতি পরমেশ্বরের শক্তি উপাসনার বিধি পূর্ব্বাবধি আছে, কিন্তু আধুনিক শাক্তদিগের পূজা পদ্ধতি ও ব্যবহারাদি তন্ত্র শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হর পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর স্বরূপ যে সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ তন্ত্র নামে খ্যাত, তাহার তিন ভাগ, যথা আগম, যামল এবং তন্ত্র। বারাহী তন্ত্রে ইহারদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ করিয়াছেন।

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চ্চনং।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্ কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার পূজা, সাধন ও পুরশ্চরণ, ষট্ কর্ম্ম সাধন, এবং চারি প্রকার ধ্যানযোগ এই সপ্ত লক্ষণযুক্ত যে তন্ত্র তাহাকে পণ্ডিতেরা আগম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনং।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদোজাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতোযামলস্যাষ্টলক্ষণং।

সৃষ্টি, জ্যোতিষ, আখ্যান, নিত্য কর্ম্ম, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং যুগধর্ম্ম, এই অষ্ট লক্ষণযুক্ত তন্ত্রকে যামল শব্দে উক্ত করিয়াছেন।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয়এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনং॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতং।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণং।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনং॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসশ্চৈব লক্ষণং।
রাজধর্ম্মোদানধর্ম্মোযুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনং।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্ত্রনির্ণয়, দেব সংস্থান, তীর্থ বর্ণন, আশ্রম ধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, প্রাণিদিগের সংস্থান, যন্ত্র নির্ণয়, দেবতাদিগের উৎপত্তি, বৃক্ষের বিধান, জ্যোতিষ সংস্থান, পুরাণের আখ্যান, অভিধান কথন, ব্রতের পরিভাষা, শৌচাশৌচের বিবরণ, নরক বর্ণন, হরচক্রের বৃত্তান্ত, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার, অধ্যাত্মবর্ণন, ইত্যাদি লক্ষণ যাহাতে আছে তাহাকে তন্ত্র নামে বলিয়াছেন *।

বারাহীতন্ত্রে ইহারদিগের সংখ্যা এবং নাম ব্যক্ত করিয়াছেন। আগমের নাম যথা মুক্তক, প্রপঞ্চ, সারদা, মহার্ণব, কপিল, যোগ, কল্প, কপিঞ্জল, অমৃতশুদ্ধি, বীর, শুদ্ধসম্বরণ। যামলের নাম যথা আদিযামল, ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল, আদিত্যযামল। তন্ত্রের নাম যথা নীলপতাকা তন্ত্র, বামকেশ্বরতন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র, যোগার্ণবোত্তমতন্ত্র, মায়াতন্ত্র, দক্ষিণামূর্ত্তিতন্ত্র, কালিকাতন্ত্র, কামেশ্বরীতন্ত্র, হরগৌরীতন্ত্র, তন্ত্রনির্ণয়তন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র, দেবীমহাতন্ত্র, কাত্যায়নীতন্ত্র, প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র, মহালক্ষ্মী তন্ত্র, ত্রিপুরার্ণবতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, আদ্যত-

---

* ইহা ভিন্ন ডামর নামে কতক গুলীন তন্ত্র আছে, যথা যোগডামর, শিবডামর, দুর্গাডামর, সারস্বতডামর, ব্রহ্মডামর, গন্ধর্ব্বডামর।

গৌতমতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র, গবাক্ষতন্ত্র, নারায়ণীতন্ত্র, মৃড়ানীতন্ত্র ¶।

যদিও তন্ত্র প্রচারের কাল নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর, কিন্তু বেদ স্মৃতি প্রভৃতি অন্য অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা যে ইদানীন্তন রচিত হইয়াছে তাহার কোন সংশয় নাই, যেহেতু নানা তন্ত্রে উক্ত শাস্ত্র সমুদয়ের উল্লেখ প্রাপ্ত হইতেছে।

বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনং।
কর্তুং ন যোগ্যামনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ॥
ত্যক্তুং কর্তুং ন চার্হন্তি সদাকাতরচেতসঃ।
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে॥
তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্।
লোকান্ সন্তারয়েঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১ উল্লাসে।

যখন চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া মনুষ্য সকল বহুক্লেশ সাধ্য বৈদিক কর্ম্ম অসমর্থ হয়, এবং কাতর চিত্ত হইয়া তাহার পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ে অযোগ্য হয়, তখন তুমি বেদার্থযুক্ত স্মৃতি শাস্ত্র সকল পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়া তপঃ স্বাধ্যায়ে অশক্ত লোক সকলকে শোক দুঃখ রোগ জনক পাপ হইতে উত্তীর্ণ কর।

ইতিহাস পুরাণাদিরও অনেক কাল পরে যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, যেহেতু উক্ত সকল তন্ত্রে তাহারদিগের নাম ধৃত করিয়াছেন।

নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাং।
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশোভবিতা বিভো॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১ উল্লাসে।

হে বিভু! নানা ইতিহাসযুক্ত ও নানা পথ প্রদর্শক পুরাণ সকলের বিনাশ হইবেক।

নির্ব্বাণতন্ত্রে পুরাণের সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।

অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণেনৈব যৎ ফলং।
মেরুতুল্যসুবর্ণঞ্চ গুরবে ব্রহ্মরূপিণে ইত্যাদি॥
নির্ব্বাণতন্ত্রং।

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল হয় এবং গুরুকে মেরু তুল্য স্বর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, তন্ত্র শ্রবণে তদপেক্ষা কোটি গুণ ফল হয়।

ন্যায়াদি দর্শনেরও পরে তন্ত্র হইয়াছে, যেহেতু তন্ত্রে নিন্দা উপলক্ষে তাহারদিগের নাম ধৃত করিয়াছেন।

কণাদেন চ সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন তু॥
ধিষণেন তথাপ্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতং।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রং তথা প্রোক্তং লগ্ননীলপটাদিকং।
গন্ধর্ব্বতন্ত্রে প্রথমপটলে।

কণাদের দ্বারা বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমের দ্বারা ন্যায়, কপিলের দ্বারা সাংখ্য, বৃহস্পতির দ্বারা অতিনিন্দিত চার্ব্বাক শাস্ত্র, এবং দৈত্য বিনাশের নিমিত্তে বুদ্ধরূপি বিষ্ণুর দ্বারা লগ্ন নীল পটাদি বৌদ্ধ শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

গৌতমপ্রোক্তশাস্ত্রার্থনিরতাঃ সর্ব্বএব হি।
শার্গালীং যোনিমাপন্নাঃ সন্দিগ্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
গন্ধর্ব্বতন্ত্রে।

গৌতমোক্ত শাস্ত্রে প্রবৃত্ত ব্যক্তি সকল সর্ব্ব কর্ম্মে সন্দিগ্ধ হইয়া শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়।

দুই তন্ত্রে এক অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; এ তন্ত্রে নিন্দা উক্তিতে দর্শন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কুলার্ণবে তাহারদিগকে প্রশংসা উপলক্ষে ধৃত করিয়াছেন।

দর্শনেষু চ সর্ব্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ।
মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্যএব ন সংশয়ঃ॥
ষড় দর্শনানি মাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ।
তেষু ভেদং হি যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদএব হি॥

মনুষ্যেরা সকল দর্শন শাস্ত্রে চির অভ্যাস দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন, আর কৌল যাহারা তাহারা অদ্য দ্বারা সদ্যই মুক্ত হয়েন। ষড় দর্শন আমার পাদ, কুক্ষি, হস্ত, শির এই ছয় অঙ্গ, তাহার বিভিন্নতার ভেদ করিলে আমারই অঙ্গচ্ছেদ হয়।

অমরকোষ অভিধানে স্বর্গ বর্গে শাস্ত্র গণনার মধ্যে তন্ত্রকে ধৃত করেন নাই, অতএব সেই গ্রন্থকর্ত্তা অমর সিংহের সময়েও তন্ত্রের প্রচার ছিল না।

বিশেষতঃ বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে যে সকল অক্ষরের মূর্ত্তি বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা অক্ষরের আকৃতি, যাহা দেবনাগর অক্ষরের বহুকাল পরে ইদানীন্তন সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কামধেনু তন্ত্রে যে যে অক্ষরের আকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বাঙ্গলা অক্ষর

¶ এতদ্ভিন্ন, যে সকল প্রধান তন্ত্রের নাম এইক্ষণে দৃষ্ট হয়, সে সমুদয় বারাহী তন্ত্র রচনার পরে সৃষ্ট হইয়াছে, নতুবা ইহাতে তাহারদিগের নাম ধৃত করিতেন। পরন্তু ইহা ভিন্ন বশিষ্ঠ কপিলাদির উক্ত যে সকল উপতন্ত্র আছে তাহা এস্থলে ধৃত করেন নাই, কিন্তু তাহা এতন্ত্রের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, যেহেতু ইহাতে ... সকলের প্র... হইয়াছে

অতএব এই সকল তন্ত্র বাঙ্গলা অক্ষর সৃষ্ট হইবার পরে ইদানীং রচিত হইয়াছে §।

তন্ত্র সকল যদিও সামান্যতঃ পুরাণাদির পরে রচিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন পুরাণ, বা তদন্তর্গত অনেক শ্লোক বিশেষ বিশেষ তন্ত্রের পরেও লিখিত হইয়াছে, যেহেতু পুরাণ বিশেষে কতক তন্ত্রের নাম প্রাপ্ত হইতেছে।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমাশ্রিতং।
এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥
কূর্ম্মপুরাণং॥

শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে যে নিষ্ঠা সে তামস, এবং করাল ভৈরব, যামল, এবং বামাচার প্রতিপাদক যে সকল তন্ত্র, তাহা মোহের কারণ হয়।

এবং সম্বোধিতোরুদ্রোমাধবেনমুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোপি শিবেরিতঃ॥
কাপালংনাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমং।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥
কূর্ম্মপুরাণে ১৪ অধ্যায়ে।

বিষ্ণুর সম্বোধন দ্বারা শিব, এবং শিবের আদেশ দ্বারা বিষ্ণু, কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চরাত্র, পাশুপত এবং অন্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

বিষ্ণু-প্রধান পদ্মপুরাণে শিবশাস্ত্রের নিন্দা সূচক শ্লোকে অনেক আগমের নাম ধৃত করিয়াছেন যথা

কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিকং মতং।
অসদাগমমিত্যাহুঃ কৃত্বাচরণমেব চ॥
ইহামুত্র গমিষ্যন্তি নরকং অতিদারুণং।
যে মে মতমবজ্ঞায় চরন্তি পৃথিবীতলে॥
সর্ব্বধর্ম্মৈ চ রহিতা যাস্যন্তি নিরয়ংসদা।
পদ্মপুরাণং।

কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈবাদি শাস্ত্রকে, অসৎ আগম কহিয়াছেন। তদনুসারে অনুষ্ঠান করিয়া ইহ লোকে ও পরলোকে অতি দারুণ নরক প্রাপ্ত হয়। যাহারা আমার মত পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আচরণ করে, তাহারা সর্ব্ব-ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া নরক গমন করে।

সকল তন্ত্র যে এক কালে রচিত হইয়াছে এমত নহে, যেহেতু পুরাণের ন্যায় বিশেষ বিশেষ তন্ত্রে পূর্ব্ব রচিত অন্য অন্য তন্ত্রোক্ত উপাসনাকে নিন্দা করিয়াছেন। কোন তন্ত্রে লেখেন

পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি বৈ।
মুর্ত্ত্যন্তরঞ্চ গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাং॥
মহাপাপবশাম্নৃণাং বাঞ্ছা তেষ্বেব জায়তে।
তেষাঞ্চ সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥
কুলার্ণবে ২ উল্লাসে।

আমি শরীর বিশেষ ধারণ করিয়া দুরাত্মাদিগের মোহ জন্য পশু শাস্ত্র সকল বলিয়াছি। মহা পাপ বশতঃ তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, শতকোটি কল্পেও তাহারদিগের সদ্গতি হয় না।

কুত্রাপি লেখেন যে

বামাগমোমদুক্তোয়ং সর্ব্বশূদ্রপরঃ প্রিয়ে।
ব্রাহ্মণোমদিরাদানাদ্ব্রাহ্মণ্যেন বিযুজ্যতে॥
ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ইদন্তু সাহসংদেবি ন কর্ত্তব্যং কদাচন॥
দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজঃ।

বামাচার প্রধান যে আগম আমি বলিয়াছি তাহা শূদ্রের নিমিত্তে জানিবে, ব্রাহ্মণ মদিরা দান করিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। ইহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, ইহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

কোন কোন তন্ত্রে লেখেন যে কলিতে বীরভাবেই সিদ্ধি লাভ হয়, পশুভাব দুরদৃষ্টের কারণ।

§ উদাহরণ স্বরূপ দুই এক বর্ণের মূর্ত্তি লিখিতেছি যথা

ককারঃ। বামরেখা ভবেদ্ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা।
অধোরেখা ভবেদ্রুদ্রোমাত্রাসাক্ষাৎ সরস্বতী॥
কুণ্ডলী চাঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ।
বর্ণোদ্ধারে।
উর্দ্ধকোণে স্থিতা বামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা শক্তীরৌদ্রী সংহাররূপিণী।
কামধেনুতন্ত্র।

বকারঃ। কোণত্রয়যুতারেখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
মায়াশক্তিঃ পরা নিত্যা ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে॥
বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে।

ঊর্দ্ধ, বাম, এবং দক্ষিণ কোণত্রয় ও বাম, দক্ষিণ, অধোরেখা বিশিষ্ট এবং অঙ্কুশাকারযুক্ত ককার, এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট বকার বাঙ্গলা ব্যতীত দেবনাগরাদি অন্য কোন অক্ষরে সম্ভবে না। ইহার দ্বারা আরও অনুমান হইতেছে যে বঙ্গদেশে এই সকল তন্ত্র রচনা হইয়াছে।

† নানা স্থানে নানা ব্যক্তির দ্বারা বিবিধ তন্ত্র রচিত হওয়াতে যে রূপ তাহার প্রামাণ্য হওয়াই দুষ্কর হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাণেতেও অনেক কৃত্রিম আরোপ হইয়াছে, এনিমিত্তে কোন কোন পুরাণ বা পুরাণান্তর্গত কোন কোন শ্লোক অনেক তন্ত্রের পরে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান প্রধান পুরাণ সকল তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহার সংশয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে শাস্ত্র গণনার মধ্যে ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি সকলের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই।

পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ।
কলৌ ন পশুভাবোস্তি দিব্যভাবঃ কুতোভবেৎ ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

পশুভাব এবং দিব্য ভাব স্বয়ং নিবারণ করিয়াছ, কলিতে পশুভাবই নাই দিব্য ভাব কি প্রকারে হইবে?

কলৌ ন পশুভাবোস্তি দিব্যভাবঃ কুতোভবেৎ।
অতোত্রিজাতিভিঃ কার্য্যং কেবলং বীরসাধনং ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বীরভাবং বিনা দেবি সিদ্ধির্নাস্তি কলৌযুগে ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং ॥

কলিতে পশুভাব নাই, দিব্য ভাব কি প্রকারে হইবে? অতএব দ্বিজাতি সকলে কেবল বীরসাধনা করিবেক। সত্য সত্য পুনঃ সত্য বলিতেছি, হে দেবি! বীর ভাব বিনা কলিতে সিদ্ধি নাই।

জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাম্মমাজ্ঞয়া ॥
কামাখ্যাতন্ত্রং ॥

জম্বুদ্বীপে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পশু হইবেন না, কদাপি পশু হইবেন না, এই আমার আজ্ঞা।

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অন্যত্র লেখেন যে কলিকালে বীর ভাব নাই, কেবল পশু ভাবেই সিদ্ধি হয়।

দিব্যবীরময়োভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং ॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং ॥

কলিতে দিব্য বীর ভাব কদাপি নাই, কেবল পশু ভাব দ্বারা লোকের মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

পশুভাবে সদা সিদ্ধির্নান্যভাবে কদাচন।
দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে ॥
সিদ্ধলহরীতন্ত্রং।

পশুভাবে সদা সিদ্ধি হয়, অন্য কোন ভাবে হয় না। হে সুলোচনে! কলিতে দিব্য বীর মত নাই।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ।
শ্মশানসাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেব চ ॥
এতন্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিয়ে।
দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে ॥
কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরোভবেৎ ॥
কালীবিলাস তন্ত্রং।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, শ্মশানসাধন, চিতাসাধন, এই সকল দিব্য বীর মত তোমাকে কহিয়াছি। হে সুলোচনে! কলিকালে দিব্য বীর মত নাই, কলিতে পশুমতই প্রশস্ত, যাহাতে লোক সিদ্ধ হয়।

ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণোমদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামকামোব্রাহ্মণোপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥
শ্রীক্রম।

ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে কদাপি মদ্য দান করিবেক না, ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবেক না।

কেহ কেহ বলেন এ মদ্যের নিষেধ এক স্থানে করিয়াছেন সে শোধিত মদ্যের নহে, কিন্তু এ স্থানে মদ্য শোধন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন যথা

ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি কলিকালে কদাচন।
“পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে ॥
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।”
ইত্যাদি বচনং দেবি সত্যত্রেতার্দ্ধসম্মতং ॥
পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
সত্যত্রেতাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং ॥
ন কলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে।
ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি ॥
কালীবিলাসতন্ত্রং।

হে দেবি! কলিকালে মদ্য পান করিবেক না। “পুনঃ পুনঃ পান করিয়া ভূতলে পতিত হইবে, উঠিয়া পুনর্ব্বার পান করিলে আহার পুনর্জন্ম হয় না।” ইত্যাদি বচন সত্য ও ত্রেতার অর্দ্ধ কালের নিমিত্তে হয়, কলিতে মদ্য পান করিলে পদে পদে ব্রহ্ম হত্যা হয়, সত্য এবং ত্রেতার পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত মদ্য শোধন প্রশস্ত ছিল। হে বরাননে! কলিতে মদ্য শোধন নাই, হে নগনন্দিনি! কলিতে মদ্য পান কর্ত্তব্য নহে।

মূল শাস্ত্র বেদ প্রকাশের পরে স্মৃত্যাদি অন্য অন্য যে শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অনুসারে কর্ম্মকাণ্ডাদি বিস্তৃত হইয়াছে, এ নিমিত্তে তাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে যে বেদ বিরুদ্ধ যে কোন শাস্ত্র তাহা গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রের যে প্রকার ভাব তাহাতে বেদকে অতিক্রম করিয়া তন্ত্রোক্ত ইদানীন্তন ধর্ম্ম এই কালে প্রচার করিবার নিমিত্তেই তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। এ নিমিত্তে নিত্য নৈমিত্ত সমুদয় কর্ম্ম তন্ত্রে নূতন পদ্ধতি ক্রমে রচিত হইয়াছে, এবং

*পরস্পর বিরোধি আচারের প্রতি কেন প্রযুক্ত যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ আচারের প্রতিপাদক তন্ত্র সকল কল্পিত হইয়াছে, তাহার এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত মূল এই বচন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে “পীত্বা পীত্বা” ইত্যাদি বচন দ্বারা কুলাচারের বিধি প্রদান করেন, তৎপরে কালীবিলাস তন্ত্রে সেই বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার এক কালে নিষেধ করিয়াছেন এই প্রকারে পশ্বাচার নিবারণ জন্য কুলতন্ত্র এবং কুলাচার নিবারণ জন্য পশু তন্ত্র সকল কল্পিত হইয়া এইরূপে অসংখ্য তন্ত্র বিস্তারিত হইয়াছে। তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা নবীন তন্ত্র রচনার পথও পরিষ্কৃত রাখিয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে পার্ব্বতীর প্রশ্ন ক্রমে মহাদেব অদ্যাপি তন্ত্র সকল ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবেক।

বেদের সম্পূর্ণ বিপরীত * যথেষ্ট মদ্য মৈথুনাদি ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি বাহুল্য রূপে বিস্তারিত হইয়াছে। বেদ বিরুদ্ধ প্রযুক্ত ইহা আদরণীয় না হয় এই আশঙ্কা হেতু তন্ত্রকে বেদ ॥ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, এবং প্রকৃত বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া বারম্বার আদেশ করিয়াছেন যে কলিকালে তন্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত আর নিস্তারের উপায় নাই।

তন্ত্রোক্তং ধ্যানমন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ।
বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে ॥
ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ভারতে কলৌ
পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্রে ৩ পটলে।

কলিকালে তন্ত্রোক্ত ধ্যান মন্ত্র প্রশস্ত, হে বরাননে! বেদোক্ত, স্মৃত্যুক্ত ও পুরাণোক্ত ধ্যানমন্ত্র কলিযুগে কদাপি প্রশস্ত নহে।

নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়াবিষহীনোরগাইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাইব ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

বৈদিক কর্ম্ম সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে, সত্যাদি কালে তাহারা সফল ছিল, কলিতে মৃত প্রায় হইয়াছে।

পরব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয় সংযম ও সৎ প্রবৃত্তির নিমিত্তে বেদে তদুপযোগি কর্ম্ম কাণ্ডের বিধান হইয়াছে, কিন্তু তন্ত্রে দুর্ব্বলাধিকারি শক্তি উপাসকদিগের অনুষ্ঠেয় যে সমুদয় কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য এবং অসৎ প্রবৃত্তিই হইতে পারে§। তাঁহারা ঐশ্বরী শক্তির তন্ত্রোক্ত কল্পিত মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাকে সজীব সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে আবাহন করেন †, এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য, পরিধানীয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন, ও অধিকারি বিশেষে যথেষ্ট মদ্য মাংসাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যদিও সামান্যতঃ শক্তির উপাসনাই শাক্তের ধর্ম্ম, তথাপি গুরুশিষ্য প্রণালী ক্রমে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইষ্ট দেবতা রূপে উপদিষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে যিনি গর্ভাধানাদি ক্রিয়া করিতেন, ও সন্তানের অন্ন প্রাশন করাইতেন, তিনিই বিশেষতঃ গুরু শব্দে উক্ত হইতেন।

নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথা বিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রোগুরুরুচ্যতে ॥
মনু ২ অধ্যায়ে।

যে বিপ্র গর্ভাধানাদি ক্রিয়া বিধি পূর্ব্বক করেন ও অন্নপ্রাশন দ্বারা বর্দ্ধিত করেন, তিনি গুরু শব্দে উক্ত হয়েন।

* এদেশে সময়ে সময়ে বেদ বিরুদ্ধ কত শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং নষ্টও হইয়াছে, “উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ। তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ”॥ মনু ১২ অধ্যায়।

॥ তন্ত্রে সকলই নূতন সৃষ্টি; ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব চারিবেদ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য, সন্ন্যাস চারি আশ্রম; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণ চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে, এইক্ষণে তন্ত্রে আগমকে পঞ্চম বেদ, কৌলকে পঞ্চমাশ্রম এবং সামান্য বর্ণ নামে এক পঞ্চম বর্ণ উক্ত করিয়াছেন। নিরুত্তরতন্ত্রে “আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ।” মহানির্ব্বাণে “কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রঃসামান্যএব চ॥”

§ ইদানীন্তন দেবপূজা মনুষ্য সেবার অবিকল অনুরূপে কল্পিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যের যে যে ইন্দ্রিয় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সুখ জনক উপচার সকল উক্ত হইয়াছে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখ জনক গন্ধ, রসেন্দ্রিয়ের সুখ জনক নানাপ্রকার ভক্ষ্য পানীয় দ্রব্য, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখজনক চন্দনাদি শীতল দ্রব্যদান ও চামর ব্যজন, এবং চক্ষুঃ শ্রবণের সুখজনক গীত নাট্যাদির বিধান আছে। অতি দুশ্চরিত্র নির্লজ্জ মনুষ্যেরও যাহাতে আমোদ জন্মে এমত অভদ্র ক্রিয়া সকলের বিধি দিয়াছেন যথা

ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ ॥
স্মার্ত্তধৃতকালিকাপুরাণবচনং।

* প্রতিমা পূজার ন্যায় নদ, নদী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি পূজারও যথেষ্ট বিধান আছে, যথা গঙ্গারূপে নদী পূজা, ভগবতীরূপে গাভীপূজা, ষষ্ঠী রূপে বট বৃক্ষ পূজা, এবং সিংহ, কুক্কুর, ময়ূর, ইন্দুর প্রভৃতি নানা বাহনের পূজা।

† সামান্যতঃ সকল দেবতার অর্চ্চনাতে আবাহন বিসর্জ্জন প্রভৃতির বিশেষ বিধান করিয়াছেন, কেবল পরব্রহ্মোপাসনাতে তাহা অসম্ভব প্রযুক্ত তন্ত্রেও ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে “পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে” ॥ ফলতঃ তন্ত্রেও অন্য অন্য দেব পূজার ন্যায় ব্রহ্ম সাধনাতে ব্রহ্ম চিন্তা এবং ইন্দ্রিয় নিয়ম ব্যতীত কালাকাল শৌচাশৌচ এবং আসনের শুভাশুভ প্রভৃতি অন্য কোন নিয়মের আদেশ করেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে “ভক্ষ্যাভক্ষ্যাবয়োরত্র ত্যাজ্যোগ্রাহ্যোন বিদ্যতে। ন কাল শুদ্ধির্নিয়মো ন বা স্থাননিরূপণং। অভক্তোবাপি ভক্তো বা স্নাতোবাস্নাতএব বা। সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ। জ্ঞানিনোঽত্র কুত্রাপি মরণে মোক্ষএব চ॥” তবে ব্রহ্মোপাসকের যে অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা দৃঢ় রূপে লিখিয়াছেন “অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পরোপকারনিরতোনির্ব্বিকার সদাশ্রয়ঃ। মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ। মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকরস্তয়োঃ সেবনতৎপরঃ।”

কিন্তু তন্ত্রাধিকারে যিনি জ্ঞানদাতা ইষ্ট মন্ত্রোপদেশক, তিনিই গুরু শব্দের বাচ্য হয়েন।

যন্মুখাত্তু মহামন্ত্রঃ শ্রূয়তেহভ্যাসতেপি বা।
স গুরুঃ পরমোজ্ঞেয়স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী॥
পিচ্ছিলাতন্ত্র।

যাঁহার মুখ হইতে মহামন্ত্র শ্রবণ এবং শ্রুত হইলে অভ্যাস করা যায়, তিনি পরম গুরু জানিবে। তাঁহারি আজ্ঞা সিদ্ধি দায়িনী হয়।

স্বয়ং শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাপন্ন না হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানোপদেশ সম্ভবে না * এ নিমিত্তে গুরুর এই উৎকৃষ্ট লক্ষণ উক্ত করিয়াছেন যথা

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎসদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃসত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥
বিশ্বসারতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে।

সর্ব্বশাস্ত্র তৎপর, নিপুণ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মিষ্টভাষী, সুন্দর, উত্তমাঙ্গ, কুলাচার বিশিষ্ট, সুদৃশ্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, যথা লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, শান্ত, পিতৃ মাতৃ হিতকারী, সর্ব্বকর্ম্ম পরায়ণ, আশ্রমী, এবং দেশস্থায়ী এই প্রকার লক্ষণাবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইবেন।

এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া গুরু গ্রহণ করিবেক। যে গুরুকে একবার বরণ করা গিয়াছে, পরে তাঁহাকে দোষগ্রস্ত ও অযোগ্য জানিলে পরিত্যাগ করিবেক।

অতোহি মনুজং লুব্ধং দুষ্টং শিষ্যোহি সংত্যজেৎ।
সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেব হি॥
জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্জ্ঞানং পরাৎপরং।
অতোযোজ্ঞানদানং হি ন ক্ষমেত্তং ত্যজেৎগুরুং॥
মধুলুব্ধোযথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যোগুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥
কামাখ্যাতন্ত্রে তৃতীয় পটলে।

লোভি ও অন্য অন্য দোষযুক্ত গুরুকে শিষ্য ত্যাগ করিবেক। পৃথিবীতে জ্ঞানের নিমিত্তেই সকলের গুরুর প্রয়োজন, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইহেতু জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যে গুরু জ্ঞান দানে অশক্ত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক। ভ্রমর যেরূপ মধুলোভে পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করে, শিষ্য তদ্রূপ জ্ঞানলোভে ভিন্ন ভিন্ন গুরুকে প্রাপ্ত হইবেন।

গুরুর ন্যায় শিষ্যেরও উৎকৃষ্ট লক্ষণ করিয়াছেন।

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদঃ কুশলোদূরমুক্তমনোভবঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্তনাস্তিকঃ।
স্বধর্ম্মনিরতোভক্ত্যা পিতৃমাতৃহিতোদ্যতঃ॥
বাঙ্মনঃকায়বসুভিগুর্ু রুশুশ্রূষণে রতঃ॥
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যোভবতি নাপরঃ।
সারদাতিলকে দ্বিতীয়পটলে।

আচারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, শুদ্ধচিত্ত, বেদ পারগ, নিপুণ, জিতকাম, সর্ব্বপ্রাণির নিত্য হিতৈষী, আস্তিক, স্বধর্ম্মে রত, ভক্তিপূর্ব্বক পিতা মাতার হিতে প্রবৃত্ত, কায়মনোবাক্য ও ধন দ্বারা গুরু শুশ্রূষাতে নিযুক্ত, এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট যিনি তিনি শিষ্য যোগ্য হয়েন, অন্য কেহ হয়েন না।

চতুর্ভিরাদ্যৈঃ† সংযুক্তঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ।
অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আস্তিকোদৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে চ দৈবতে।
এবম্বিধোভবেৎ শিষ্যস্ত্বিতরোদুঃখকৃদ্গুরোঃ॥
কুলমূলাবতারকল্পসূত্রটীকায়াং।

শমদমাদি যুক্ত, শ্রদ্ধাবান্, স্থিরাশয়, লোভরহিত, স্থির, প্রেক্ষাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, গুরু মন্ত্র ও দেবতাতে দৃঢ় ভক্তি বিশিষ্ট, এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী, অন্য শিষ্য গুরুর দুঃখের কারণ হয়।‡

---

* অভিভ্রংশোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খোমূর্খমুদ্ধরেৎ।
শিলাং সন্তারয়েল্লৌহোন শিলা তারয়েচ্ছিলাং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং।

জ্ঞানি ব্যক্তি মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারে, মূর্খ মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারে না। লৌহময় অস্ত্র পাষাণ ভেদ করিতে পারে, কিন্তু পাষাণ পাষাণ ভেদ করিতে পারে না।

* এইক্ষণে যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া গুরু গ্রহণ প্রায় হয় না। পরম্পরা সকল ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ব্যক্তিই গুরুরূপে গৃহীত হয়েন, ইহাতে সকলের শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত হইবার যত সম্ভাবনা, তাহা কাহার অবিদিত আছে? বরঞ্চ রুদ্রযামলতন্ত্রে "পরানন্দরহিতং নিন্দিতং ক্রূরং মহাপাতকিনং পরদারগং সকলঙ্কং সদার্থগ্রাহিণং জনহিংসার্থং চৌরং বুদ্ধিহীনং শান্তিবর্জ্জিতং কপটাত্মানং মিথ্যাবাদিনং" ইত্যাদি যে সকল দোষযুক্ত গুরুকে এককালে বর্জ্জিত করিতে বিশেষ আদেশ করিয়াছেন, সেই সকল দোষ ইদানীন্তন অনেক গুরুতেই সপষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়।

† চতুর্ভিরাদ্যৈঃ শমাদিচতুষ্কযুক্তইত্যর্থঃ।
প্রাণতোষিণী।

‡ যদিও শাস্ত্রের এই প্রকার বিধি বটে, কিন্তু এইক্ষণে দীক্ষা কালে শিষ্যের শুভাশুভ লক্ষণ প্রায় কেহ বিচার করেন না, বরঞ্চ রুদ্রযামল তন্ত্রে "অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং সত্যবর্জ্জিতং বিদ্যাশূন্যং আশ্রমাচারহীনং ক্রোধিনং কুটিলং দ্বৈতচেতসং" ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত যে সকল শিষ্যকে বর্জ্জিত করিতে ভুয়োভুয় আদেশ করিয়াছেন, তাহারদিগকে বহুযত্নে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতে গুরুর অত্যন্ত অধোগতি লিখিয়াছেন যথা

যদি নং ত্যজতে বীরোধনাদিদানহেতুনা।
নারকী শিষ্যবৎপাপী তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥
ক্ষণাদসিদ্ধঃসম্ভবেৎ শিষ্যাসাদিতপাতকৈঃ।
অকস্মান্নরকং প্রাপ্য কার্য্যনাশায় কেবলং॥
বিচার্য্য যত্নাদ্বিধিবৎ শিষ্যসংগ্রহমাচরেৎ।
অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থোভবেদ্গুরুঃ॥
প্রাণতোষিণীধৃতযামলবচনং।

ধনাদি দান হেতু গুরু যদি দোষি শিষ্যকে ত্যাগ না করেন, তবে তিনি শিষ্যের ন্যায় পাপী ও নরকগামী হয়েন। ক্ষণমাত্র তিনি শিষ্যের পাতক প্রযুক্ত অসিদ্ধ হয়েন, এবং অকস্মাৎ নরক প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনাশের কারণ হয়েন। অতএব যত্ন পূর্ব্বক বিচার করিয়া শিষ্য গ্রহণ করিবেন, নতুবা শিষ্যদোষে গুরু নরকস্থ হয়েন।

গুরু শিষ্যকে তাহার ইষ্টদেবতা উপদেশ কালে সেই দেবতার জ্ঞাপক সঙ্কেত স্বরূপ বীজমন্ত্র প্রদান করেন, এবং তাহা অতি গূঢ়রূপে অপ্রকাশ রাখিতে আদেশ করেন। স্বয়ং তন্ত্রেও সেই অসাধারণ বীজ শব্দ সকলকে গুহ্য রাখিবার জন্যে তাহা স্পষ্ট না লিখিয়া সঙ্কেতে জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং তজ্জন্যে কতক সংস্কৃত শব্দের নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তন্ত্র ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যথা কালীবীজ "বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতং।" বর্গাদ্য শব্দে 'ক্' বহ্নি শব্দে 'র্' রতি শব্দে 'ঈ' এবং তাহাতে বিন্দু সংযুক্ত। সমুদয়ের উদ্ধার দ্বারা 'ক্রীং' এই মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বরী বীজ যথা "নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়োবামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।" নকুলীশ শব্দে 'হ্' অগ্নি শব্দে 'র্' বামনেত্র শব্দে 'ঈ' এবং অর্দ্ধ চন্দ্র শব্দে 'ঁ' সমদয়ের উদ্ধার দ্বারা হ্রীঁ এই মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এইরূপে গোপন রাখিবার জন্য কল্পিত শব্দ সকল দ্বারা সমুদয় দেবতার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার কতক প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা লক্ষ্মীবীজ 'শ্রীঁ'। তারা বীজ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্'। দুর্গাবীজ 'ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'। বাগীশ্বরী বীজ 'বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা'। পারিজাতসরস্বতীবীজ 'ওঁ হ্রীঁ হ্সৌঁ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। মহালক্ষ্মী 'ওঁ ঐংহ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্সৌঁ জগৎ প্রসূত্যৈনমঃ'। শ্মশান কালিকাবীজ 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ'। শ্যামাবীজ 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণেকালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা'। ভদ্রকালীবীজ 'হৌংকালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্স্বাহা'। মহাকালী বীজ 'ওঁ ক্রেং ক্রেং ক্রোং ক্রোং পশূন্ গৃহাণ হূং ফট্ স্বাহা'। ত্রিপুরাবীজ 'হসরৈং' 'হসকলহ্রীং' 'হসরৌঁঃ'। নিত্যাভৈরবী বীজ 'হসকলরডৈঁ' 'হসকলরডীং' 'হসকলরডৌঁ'। রুদ্রভৈরবীবীজ 'হসখফরেঁ' 'হসকলরীঁ' 'হসৌঃ'। উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী বীজ 'উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখীদেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ।' চিটি দেবতার বীজ 'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা*'। বিশেষ বিশেষ দেবতার যে প্রকার বিশেষ বিশেষ বীজ বলিয়াছেন, তদ্রূপ ক্রিয়া বিশেষে ঐরূপ অস্পষ্ট শব্দে দ্বারা নানা প্রকার মন্ত্র ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা পূর্ণাভিষেকে স্বয়ম্ভুকুসুমাদিশুদ্ধিমন্ত্র 'প্লূং স্লূং ম্লূং শ্লূং স্বাহা'। মদ্যের প্রতি ব্রহ্মশাপ বিমোচন মন্ত্র 'ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ।' মদ্যের প্রতি শুক্রশাপ বিমোচন মন্ত্র 'ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ।' মদ্যের প্রতি কৃষ্ণশাপ বিমোচন মন্ত্র 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ ‡।'

---

* সকল দেবতার বীজ এই প্রকার অপ্রচলিত অসপষ্ট শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, কেবল ব্রহ্ম মন্ত্র তন্ত্রেও পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক প্রকৃত অর্থ বোধক শব্দের বিন্যাস দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যথা

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎ পদমুদাহরেৎ।
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

প্রথমে 'ওঁ' পরে 'সচ্চিৎ' পদ, তৎপরে 'একং' এবং শেষে 'ব্রহ্ম' এই শব্দ উদ্ধার করিবেক। অর্থাৎ 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'।

‡ সমুদয় দেবতার বীজ তন্ত্রে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, কিন্তু এতদ্দেশে শাক্তের মধ্যে কালী এবং জগদ্ধাত্রী মন্ত্রেই অধিক লোক উপদিষ্ট হয়েন, আর তারা, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, এবং ভুবনেশ্বরী মন্ত্রেও কতক লোক দীক্ষিত হইয়া থাকেন। এক এক দেবতার বিবিধ প্রকার বীজ, তন্মধ্যে একাক্ষর মন্ত্রেই অধিক লোক উপদিষ্ট হয়েন।

কঠোপনিষৎ

ষষ্ঠীবল্লী

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

অয়ং সংসারবৃক্ষঃ 'ঊর্দ্ধমূলঃ' ঊর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিজ্ঞেয়ঃ পরমং পদং যস্যেতি সঃ। জন্মমরণশোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবঃ 'এষঃ' সংসারবৃক্ষঃ 'অশ্বত্থঃ' অশ্বত্থবৎ চন্দ্রসূর্য্যপৃথিবীলোকাদিভিঃ শাখাভিঃ 'অবাক্‌শাখঃ' অবাঞ্চ্যঃ শাখাঃ যস্য সঃ 'সনাতনঃ' চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশস্বভাবং 'উচ্যতে' কথ্যতে সত্যত্বাৎ। 'তস্মিন্' পরমার্থসত্যে ব্রহ্মণি 'লোকাঃ' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'সর্ব্বে' সমস্তাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'ন অত্যেতি' নাতিবর্ত্ততে 'উ' 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১ ॥

অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল যে এই অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধে, এবং অসংখ্য লোক যে ইহার শাখা তাহা নিম্নে রহিয়াছে। এই সংসার বৃক্ষের মূল যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ, তিনি বৃহৎ, এবং তিনি অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন; তাঁহাতে লোক সকল আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

যদিদঞ্চিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ম্বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতং। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহৎ ভয়ং' মহচ্চ তদ্ভয়ঞ্চ 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিববজ্রং। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে' 'ভবন্তি'॥ ২ ॥

এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে নিয়ম মত চলিতেছে, উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥

কথং তদ্ভয়াৎ জগদ্বর্ত্ততে ইত্যাহ। 'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ'। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'॥ ৩ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম যে যম তাহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছে॥ ৩॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

তচ্চ 'ইহ' জীবন্নেব 'চেৎ' যদি 'অশকৎ' শক্নোতি ব্রহ্ম 'বোদ্ধুং' অবগন্তুং 'প্রাক্' পূর্ব্বং 'শরীরস্য' 'বিস্রসঃ' অবস্রংসনাৎ পতনাৎ তদা সংসারবন্ধনাদ্বিমুচ্যতে। নচেদশকদ্বোদ্ধুং 'ততঃ' অনববোধৎ 'সর্গেষু' সৃজ্যন্তে যেষু সৃষ্টব্যাঃ প্রাণিনঃ 'শরীরত্বায়' শরীরভাবায় 'কল্পতে' সমর্থোভবতি শরীরং গৃহ্যতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরবিস্রংসনাৎ প্রাক্ আত্মাবোধায় যত্নমাস্থেয়ঃ॥ ৪ ॥

ইহলোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে, তবে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে সৃষ্ট যে এই লোক সকল তাহাতে শরীর গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

ইহৈবাত্মানোদর্শনমাদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। সচ ব্রহ্মলোকোদৃষ্প্রাপ্যঃ। কথমিত্যুচ্যতে। 'যথা আদর্শে' প্রতিবিম্বভূতমাত্মানংপশ্যতি লোকঃ 'তথা' ইহ 'আত্মনি' শ্রুবুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়ামাত্মনোদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। 'যথা স্বপ্নে' 'তথা পিতৃলোকে' আত্মানোদর্শনং। 'যথা' বা 'অপ্সু' আত্মরূপং 'পরি' 'দদৃশে' পরিদৃশ্যতে 'ইব' 'তথা গন্ধর্ব্বলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে'। তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫ ॥

যেমন দর্পণেতে আপনার দর্শন হয়, সেইরূপ এলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন জলেতে আপনাকে দর্শন হয় সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্পষ্ট রূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মাকে জানা যায় ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাংমত্বা ধীরোন শোচতি ॥ ৬ ॥

'ইন্দ্রিয়াণাং' শ্রোত্রাদীনাং স্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন 'পৃথক্ উৎপদ্যমানানাং' কেবলচিন্মাত্রাত্মস্বরূপাদ্বিশুদ্ধাৎ 'পৃথক্‌ভাবং' স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং তথা তেষামিন্দ্রিয়াণাং 'উদয়াস্তময়ৌ চ' উৎপত্তিপ্রলয়ৌ চ 'যৎ' তৎ 'মত্বা' জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'॥ ৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং ॥ ৭ ॥

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' 'মনসঃ' 'সত্ত্বং' বুদ্ধিঃ 'উত্তমং'। 'সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা মহতঃ অব্যক্তং উত্তমং'॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তুপরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গএব চ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

'অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ' 'ব্যাপকঃ' ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণাৎ 'অলিঙ্গঃ' লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং তদবিদ্যমানমস্যেতি 'এব চ'। 'যৎ জ্ঞাত্বা' আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ 'মুচ্যতে জন্তুঃ' জীবন্নেব, পতিতেপি শরীরে 'অমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥৮॥

মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয়রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন, যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তোয়এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

কথংতর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। 'ন' 'সংদৃশে' দর্শনবিষয়ে 'তিষ্ঠতি' 'অস্য' প্রত্যাগাত্মনঃ 'রূপং' অতঃ 'ন' 'চক্ষুষা' 'পশ্যতি' 'কশ্চন' কশ্চিদপি 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং। কথং তর্হি তৎ পশ্যোদিত্যুচ্যতে। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া 'মনীষা' মনসঃ সংকল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তুমনেনেতি মনীট তয়া বিকল্পবর্জিতয়াবুদ্ধ্যা 'মনসা' মনরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিসমর্থিতোঽভিপ্রকাশিতইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং 'এতৎ' 'যে' 'বিদুঃ' 'অমৃতাঃ তে ভবন্তি' ॥ ৯ ॥

এই পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল সংশয়রহিত হৃদিস্থিত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন ॥ ৯ ॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং ॥ ১০ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যোনিবর্ত্তিতানি আত্মন্যেব 'পঞ্চ' 'জ্ঞানানি' শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'অবতিষ্ঠন্তে' 'মনসা সহ'। 'বুদ্ধিঃ' 'চ' 'ন বিচেষ্টতি' স্বব্যাপারেষু ন বিচেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে। 'তাং আহুঃ পরমাং গতিং' ॥ ১০ ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থির ভাবে থাকে, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারেতে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাহাকে পরমগতি করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১ ॥

'তাং' ঈদৃশীমবস্থাং 'যোগং ইতি মন্যন্তে' 'স্থিরাং' অচলাং 'ইন্দ্রিয়ধারণাং'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানংপ্রতি নিত্যং যত্নবান্ 'তদা' তস্মিন্ কালে 'ভবতি' যদৈব প্রবৃত্তযোগঃ। কুতঃ। 'যোগঃ হি প্রভবাপ্যয়ৌ' উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ অতোঽপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্যইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১

এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণা করা তাহাকে পণ্ডিতেরা যোগ করিয়া জানেন; এই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার নিমিত্তে সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক, যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায় ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন' 'চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রাপ্তুং' 'শক্যঃ' শক্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ 'অস্তি' ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিবাদিনআগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতোমূলমাত্মা নিরন্বয়মেবেদঙ্কার্য্যং অভাবান্তমিতিমন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং', 'তৎ' ব্রহ্মতত্ত্বং 'উপলভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা

যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিৰূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি ৰূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়,তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন ।। ১২।।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

'অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ' অস্তি ইত্যনেনৈব উপলব্ধব্যআত্মা জগৎকারণ রূপেণ, 'তত্ত্বভাবেন চ' উপলব্ধব্যআত্মা স্বরূপলক্ষণরূপেণ, অস্তিত্বরূপস্য স্বরূপলক্ষণরূপস্যচ 'উভয়োঃ' অস্তিত্বতত্ত্বভাবয়োঃ মধ্যে পূর্ব্বং 'অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য' অস্তিত্ব প্রত্যয়েন জগতোমূলত্বেনোপলব্ধস্য পশ্চাৎ স্বরূপ-লক্ষণরূপস্য আত্মনঃ 'তত্ত্বভাবঃ' অদ্বয়স্বভাবঃ 'প্রসীদতি' অভিমুখী ভবতি ॥ ১৩ ॥

অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক, আর সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার স্বৰূপলক্ষণ জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র ক-রিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে তাঁহার স্বৰূপ লক্ষণ পশ্চাৎ জানা যায় ।। ১৩ ।।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামায়েঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

এবম্পরমার্থদর্শিনঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'সর্ব্বে' 'কামাঃ' কাময়িতব্যস্য অন্যস্য অভাবাৎ 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে 'যে' 'অস্য' মর্ত্ত্যস্য 'হৃদি' মনসি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'অথ' তদা প্রবোধোত্তর-কালং 'মর্ত্ত্যঃ' কামকর্ম্মলক্ষণস্য বিনাশাৎ 'অমৃতঃ ভবতি' 'অত্র' ইহৈব সর্ব্ববন্ধনোপশমাৎ 'ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ব্রহ্মানন্দভোগং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যখন হৃদয়স্থিত দৃঢ়বদ্ধ কামনা সকল হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়েন, তখনই তিনি অ-মৃত হয়েন, এবং এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ।। ১৪ ।।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনং ॥ ১৫ ॥

'যদা সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদমুপয়ান্তি বিনশ্যন্তি 'হৃদয়স্য' মনসঃ 'ইহ' জীবিতে এব 'গ্রন্থয়ঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঅবিদ্যাপ্রত্যয়াইত্যর্থঃ। 'অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি' 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রং 'অনুশাসনং' অনুশিষ্টিরুপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানাং ॥ ১৫ ॥

যখন পুরুষের হৃদয়ের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, তখনই তিনি অমৃত হয়েন ; এই মাত্র বেদান্তের আদেশ ।। ১৫ ।।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য,নাড্যস্তাসাংমূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যাউৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

অগ্নিবিদ্যা পৃষ্টা প্রত্যুক্তা চ তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তি-প্রকারোবক্তব্যইতি মন্ত্রারম্ভঃ। 'শতং চ' শতসংখ্যাকাঃ 'একা চ' সুষুম্না নাম পুরুষস্য' 'হৃদয়স্য' হৃদয়াদ্বিনিঃসৃতাঃ 'নাড্যঃ' শিরাঃ 'তাসাং' মধ্যে 'মূর্দ্ধানং' ভিত্ত্বা 'অভিনিঃসৃতা' নির্গতা 'একা' সুষুম্নানাম। 'তয়া' নাড্যা অন্তকালে 'ঊর্দ্ধং' উপরি 'আয়ন্' গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকং 'এতি'। 'বিশ্বক্' নানাবিধগতয়ঃ 'অন্যাঃ' নাড্যঃ 'উৎক্রমণে' উৎক্রমণনিমিত্তং সংসারপ্রতিপত্ত্যর্থাএব 'ভবন্তি' ॥ ১৬ ॥

একশত এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে এক নাড়ী মস্তকপর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া অমৃতত্বকে পায়েন ; অন্য অন্য নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইলে অন্য অন্য লোকে জীবের গতি হয় ।। ১৬।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' 'তং' আত্মানং 'স্বাৎ' আত্মীয়াৎ 'শরীরাৎ' 'প্রবৃহেৎ' উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেণ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ কিমিব ইত্যুচ্যতে। 'মুঞ্জাৎ ইব' 'ইষীকাং' অন্তঃস্থাং 'ধৈর্য্যেণ' অপ্রমাদেন। 'তং' শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং 'বিদ্যাৎ' বিজানীয়াৎ 'শুক্রং' শুদ্ধং 'অমৃতং' মরণধর্ম্মবর্জিতংব্রহ্মেতি 'তং বিদ্যাৎ শুক্রং অমৃতং' দ্বির্ব্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থং 'ইতি' ॥ ১৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পূর্ণ পরমাত্মা ব্যক্তি-সকলের হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা আছেন, তাঁ-হাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ করি-বেক, যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম ঈষীকাকে পৃথক্ করা যায় ; তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক, তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক ।। ১৭ ।।

মৃত্যুপ্রোক্তাম্নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তোবিরজোভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যোবিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাস্তুত্যর্থোয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারোঽধুনোচ্যতে। 'মৃত্যুপ্রোক্তাং' যমোক্তাং 'এতাং' 'বিদ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাং 'যোগবিধিং চ' 'কৃৎস্নং' সমস্তং 'নচিকেতঃ' নচিকেতাঃ 'অথ' বরপ্রদান্মৃত্যোঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ' 'বিরজঃ' বিগত পাপঃ 'বিমৃত্যুঃ' বিমুক্তঃ 'অভূৎ'। ন কেবলং নচিকেতা এব 'অন্যঃ অপি' 'যঃ' 'এবং' নচিকেতোবৎ 'বিৎ' 'অধ্যাত্মংএব' নিরুপচরিতপ্রত্যক্স্বরূপতত্ত্বমেব সোপি বিরজঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিমৃত্যুর্ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৮ ॥

যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমস্ত

যোগ বিধিকে নচিকেতা পাইয়া সাংসারিক তাবৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্য ব্যক্তিও যিনি এইৰূপ অ-ধ্যাত্মবিদ্যাকে জানেন তিনিও এই ৰূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন ।। ১৮ ।।

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠীবল্লী সমাপ্তা।

মান্দ্রাজে খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার

মান্দ্রাজ দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের সহিত তত্রস্থ হিন্দুদিগের কলহ সঙ্ঘটনাতে ত-থাকার সদর কোর্টের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুক্ত লুইন সাহেব সুবিচার পূর্ব্বক হিন্দুদিগকে নির্দ্দোষি করেন, তাহা খ্রীষ্টানদিগের ম-নোনীত না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মিশন-রীদিগের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে পদ-চ্যুত করিয়াছেন। অত্যাচার কত সহ্য হ-ইতে পারে ? এই সূত্রে মান্দ্রাজস্থ হিন্দুবর্গ একত্র হইয়া মিশনরী প্রভৃতির অন্যায় আচ-রণ জন্য ইংলণ্ডস্থ কোর্ট আব ডিরেক্টর্স নামক বিচারালয়ে আবেদন করিবার নিমিত্তে এক মহতী সভা আহ্বান করেন ; তাহার সম্যক্ বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশ করিতেছি, তাহা পাঠে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। কে-বল মিশনরীরা আমারদিগের বিপক্ষ নহে, আমারদিগের রক্ষাকর্ত্তারাও আমারদি-গের ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু হইয়াছেন। ইহা রাজার দোষ নহে, রাজনিয়মেরও দোষ নহে ; অনেক প্রধান রাজকর্ম্মচারিরা রাজ নিয়ম তুচ্ছ করিয়া ভারতভূমিকে খ্রীষ্টান ভূমি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারদিগের শাসন ব্যতীত এ দেশীয় ধর্ম্ম রক্ষার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মান্দ্রা-জস্থ বান্ধব গণ ইহার উপায় জন্য যে উ-দ্যোগি হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষের সরল বন্ধু লুইন সাহেবকে যে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু হে বঙ্গদেশস্থ ব্যক্তি সকল! আম-রাও ভারতবর্ষবাসি, সুতরাং লুইন সাহেব আমারদিগেরও পরম হিতৈষী বন্ধু, অতএব যিনি আমারদিগের ধর্ম্মরক্ষা,মানরক্ষা, এবং রাজ্যের সুবিচার জন্য এত ক্লেশ সহ্য করি-য়াছেন, এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকা কি আমারদিগের উচিত ? অ-তএব শীঘ্র এক সভা আহ্বান কর, এবং সক-লে ঐক্য হইয়া তথা হইতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রেরণ কর।

———

মান্দ্রাজের শরিফ সাহেবের আহ্বান ক্র-মে তত্রস্থ পপহনব্রাডোয়ে নামক স্থানের পা-চিয়াপার ইনষ্টিটিউসনের বাটীতে গত আক্টো-বর মাসের সপ্তম দিবসে তদ্দেশীয় লোকের এক মহতী সভা হইয়াছিল। উক্ত দিবস দিবা দ্বিতীয় প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শরিফ শ্রীযুক্ত এল,কুপর সাহেব সভারম্ভ পূর্ব্বক সক-লকে সভা আহ্বানের তাৎপর্য্য অবগত করি-লেন, এবং এক জন সভাপতি স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। অ, বর্দ্দাপা চেটির প্রস্তাবে, চ, নারায়ণ স্বামি নেদুর পোষক-তায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল যে "গ, রচমন রস্থ চেটি এই সভার সভাপতিত্ব পদ গ্রহণ করুন"। সভার এই প্রারম্ভ কার্য্য সম্পন্ন হইলে শ্রীযুক্ত শরিফ সাহেবের এই সভাহ্বা-নে সম্মতি প্রযুক্ত সভাপতি তাঁহাকে এই প্রকারে ধন্যবাদ করিলেন যথা

"মহাশয় যে আমারদিগের দেশীয় লো-কের প্রার্থনা ক্রমে এই সভা আহ্বান করিয়া-ছেন, এজন্য সকলের প্রতিনিধি স্বৰূপ হইয়া আমি আপনার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।"

উপস্থিত বিষয়ের বিচারান্তে শ্রীযুক্ত নর-সিংহ রাও সভার তাৎপর্য্য জ্ঞাপন জন্য স-ভাপতির লিখিত এই বক্তৃতা টেলুগু ভাষা-তে পাঠ করিলেন যথা

"হে সম্ভ্রান্ত স্বদেশস্থ ব্যক্তি গণ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে মিশনরীরা আ-

মারদিগের ধর্ম্ম ও রাজকীয় বিষয়ক ক্ষমতার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, এবং কম্পানির অধীন অনেক কর্ম্মচারি এবং অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তাহার পোষকতা করিয়াছেন, এনিমিত্তে কোর্ট আব ডিরেক্টর্স নামক (ইংলণ্ডস্থ) বিচারালয়ে আবেদন জন্য এই সভা আহ্বান করা গিয়াছে। আমরা জ্ঞাত আছি যে মিশনরী প্রভৃতির এই আচরণ কদাপি উক্ত কোর্ট এবং ব্রিটিশ নিয়মের অনুযায়ী নহে, অতএব অনুমান করি যে উক্তপ্রধান বিচারালয়ে বিনয় ও প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আমারদিগের দুঃখ অবগত করিলে তাহা মোচন হইবেক।

"কম্পানির চার্টরের ৮৭ সংখ্যক ধারাতে উক্ত আছে যে "উক্ত (ভারতবর্ষ) রাজ্যবাসী কোন ব্যক্তি বা বিজাত কোন ব্রিটিশ প্রজা কেবল তাহার ধর্ম্ম, জন্মভূমি, বংশ, ও বর্ণের নিমিত্তে বা তন্মধ্যে কোন কারণে কম্পানির কর্ম্মে অনধিকারী হইবেক না" এবং গবর্ণমেণ্টও এই নিয়মানুযায়ি কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষার এপ্রকার বিশেষ পদ্ধতি স্থাপন করিয়াছেন, যে যে গুণ উপার্জ্জন করা আমারদিগের সকলের সাধ্য, তাহার দ্বারাই পদ প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া যায়। উক্ত ৮৭ ধারার নিয়মক্রমে রাজকর্ম্ম ও অন্য পুরস্কার প্রার্থিদিগের যে সম্প্রতি প্রথম পরীক্ষা হয়, তাহাতে কৌন্সেল আব এডুকেসন সমাজের অনুসারে গ্রীক এবং লাটিন ভাষা যাহা পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতিক্রমে এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষণীয় নহে, তাহাতে প্রশ্ন সকল লিখিত প্রযুক্ত হিন্দুরা উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকার হইতে প্রচ্যুত হইয়াছিল; এবং আমারদিগের ধর্ম্মের অপমান করিবার অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল প্রদত্ত হয়, তাহাতে এদেশীয় যুবকেরা পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইলে অবশ্য নীরবে অপমান সহ্য করিতে হইত; অথবা যদি তাহারা স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরোধে উক্ত প্রশ্ন সকলের যথার্থ উত্তর প্রদান করিত, তবে ঐ পরীক্ষা কার্য্য ধর্ম্মের বিবাদ রূপে পরিণত হইত। এতদ্দেশীয় যুবকেরা পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং রাজকর্ম্মের আশাতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং কম্পানির চার্টর অনুসারে তাহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতা ছিল তাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে। ইহা কৌন্সেল আব এডুকেসনের দোষ এবং গবর্ণমেণ্টেরও দোষ, যেহেতু তাঁহারা উক্ত কৌন্সেলের সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের কর্ম্ম সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

"যখন কম্পানি সন্ধি দ্বারা কর্ণাটের অধিকারি হয়েন, তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইং ১৮০১ সালের ৩১ জুলাই দিবসীয় বিজ্ঞাপন দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন যে তাঁহারা এদেশীয় লোকের রাজকীয় বিষয়ক ন্যায়যুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা সকলকে রক্ষা করিবেন, এবং তাহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক নিয়মের প্রতি অত্যাচার করিতে সম্পূর্ণ নিরস্ত থাকিবেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ মার্কুয়িস আব টুইডেল সাহেবের রাজশাসনের অধীনে মিশনরীরা উক্ত প্রতিজ্ঞা ক্রমাগত ভঙ্গ করিয়া আসিতেছে। তাহারা মান্দ্রাজ প্রদেশে যুবকদিগকে প্ররোচনা দ্বারা বিপথগামি করিয়াছে, তিনেবেলি স্থানের মন্দির এবং বিগ্রহ সকলের প্রতি কুব্যবহার করিয়াছে, এবং কঞ্জবরণ স্থানে এই শাসন বাক্য ব্যক্ত করিয়াছে ও মান্দ্রাজে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, যে মোসলমানদিগের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। কম্পানির কর্ম্মচারিরা বাহুল্যরূপে ধন ও শক্তি দ্বারা মিশনরীদিগকে আশ্রয় দিতেছেন, ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রতি সহায়তা করিতেছেন।

"গত বৎসরের শেষে তিনেবেলি স্থানে মিশনরীদিগের অত্যাচার জন্য এক মহা বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে মিশনরীদিগের এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের আবেদন ক্রমে এক শত অপেক্ষা অধিক লোককে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কারারুদ্ধ করেন — তন্মধ্যে অনেকে পরীক্ষা দ্বারা মুক্ত হইয়াছিল। তখন মিশনরীরা সংগোপনে গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করে, এবং তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারি আদালতের দ্বিতীয় জজ সাহেবকে পদচ্যুত করিতে অনুমতি করেন, যেহেতু তিনি আমারদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিদিগের প্রতি ন্যায়যুক্ত বিচার করিতে এবং মিশনরীদিগের ক্রোধ হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ় রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

"এইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট মিশনরীদিগকে প্রকাশ্যরূপে সাহায্য করিতেছেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া এবং তাহারদিগের প্রতি অবিচার করিয়া কোর্টের প্রধান জজ যে অন্যায় অনুমতি প্রকাশ করেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট মিশনরীদিগের শাসন অনুসারে আমারদিগের ধর্ম্ম নাশের জন্য এবং আমারদিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন।

"যে আবেদনপত্র আপনারদিগের গ্রাহ্য জন্য প্রস্তাব করা যাইবেক, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে এই সমুদয় ভয়ানক বিষয় আবেদন করা যায়, এবং সেই দুঃখ মোচনের প্রার্থনা করা যায়, যেহেতু কম্পানির চার্টর এবং পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে আমরা এ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার অধিকারি আছি।"

কুটা থোলাসিং চেটির প্রস্তাবে, ন, সশচেলা চেটির পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

১ কল্প — "যে কর্ণাট অধিকার সময়ে আজিমুলদৌলার সহিত কম্পানির যে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮০১ সালের ৩১জুলাই দিবসীয় বিজ্ঞাপনে যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রোটেষ্টেণ্ট মিশনরীরা নানা উপলক্ষে আমারদিগের দেশস্থ লোকের ধর্ম্ম ও রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, এবং কম্পানির কর্ম্মচারিরা এবিষয়ে তাহারদিগকে যে সহায়তা করিতেছেন, এনিমিত্তে এ বিষয় কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে অবিলম্বে আবেদন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

ল, বেঙ্কট কৃষ্ণনামা নেদুর প্রস্তাবে, সুব্বু বেঙ্কটরমা চেটির পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

২ কল্প — "যে এই প্রকাশ্য সভা যাহা মান্দ্রাজের শরিফ সাহেব এতদ্বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রথম কল্পানুযায়ি কার্য্য সিদ্ধির জন্য এক আবেদন পত্র স্থির করা যায় যাহাতে আমারদিগের দুঃখ পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত করা যাইবেক। সভাপতি মহাশয় উক্ত আবেদন পত্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন।"

তদনন্তর সভাপতি কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ের প্রতি নিবেদিত উক্ত আবেদন পত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিলেন। পাঠানন্তর পর্থসরথি চেটির প্রস্তাবে, স্ত্রেণিবশশ দাসিকচালুর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৩ কল্প — "যে এই আবেদন পত্র গ্রাহ্য করা যায়"।

চ, বেঙ্কটকৃষ্ণনামা নেদুর প্রস্তাবে, ট, সবপথি মুদেলিয়রের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৪ কল্প — "যে এই আবেদন পত্র যাহা এই সভাতে গ্রাহ্য করা গেল, তাহা স্বাক্ষর জন্য সাধারণের নিকট প্রেরণ করা যায়, এবং তদনন্তর এই সভার সভাপতি মহাশয় তাহা উপযুক্ত উপায় দ্বারা কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে প্রেরণ করেন।"

তদনন্তর আপ্পাবু মুদেলিয়রের প্রস্তাবে, ব, পর্থসরথিনেদুর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৫ কল্প — "যে যাহাতে হিন্দুদিগের মঙ্গল হয় এমত বিচার বিষয়ে সদর কোর্টের অপক্ষপাত রক্ষার জন্য এম, লুইন সাহেব চেষ্টা করেন, এ নিমিত্তে তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন, অতএব এতদ্দেশস্থ লোকের

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহাকে এক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রেরণ করিতে এসভার সম্মতি হয়।"

তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রতিষ্ঠা পত্র সভাতে পাঠ করিলেন।

ম, জানকীরাম চেটির প্রস্তাবে, ট, বীরস্বামি মুদেলিয়রের পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৬ কল্প—"যে এই পঠিত প্রতিষ্ঠা পত্র গ্রাহ্য করা যায়, এবং স্বাক্ষর পূর্ব্বক সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ কতক ব্যক্তি দ্বারা এম, লুইন সাহেবকে তাহা প্রেরণ করা যায়।"

ট, নরসিংহ রাওয়ের প্রস্তাবে, ব, বার্দ্দাচার্লু আয়রের পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৭ কল্প — "যে সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার কার্য্য সুসম্পাদন জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা যায়।"

সভার কার্য্য এই প্রকার সম্পন্ন হইলে শরিফ সাহেব অবসর হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত আবেদন পত্রে দুই সহস্র অপেক্ষাও অধিক নাম স্বাক্ষরিত হইলে রাত্রি নয় ঘণ্টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

সর্ব্বতঃ এই সভার কার্য্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। যদিও সভার গৃহ মধ্যে এবং তাহার বাহিরে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অত্যন্ত সমারোহ হইয়াছিল, তথাপি অতি শীলতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সাধারণের সুগম জন্য উক্ত আবেদন পত্র তাম্রল ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সভাতে পাঠ হইয়াছিল, এবং তাহা সাধারণের নিকটে প্রেরণ জন্য মুদ্রিত হইতেছে।

এটলাস সম্বাদ পত্র ১০ আগষ্ট।

শ্রীযুক্ত এম, লুইন সাহেবের প্রতিষ্ঠা পত্র

শ্রীযুক্ত মাল্‌কোম লুইন ফোর্ট সেণ্ট জর্জ কৌন্সেলের প্রোবিজনলমেম্বর সাহেব সমীপেষু

হে মহাশয়, মিশনরীরা নানা উপলক্ষে হিন্দুদিগেররাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষমতার প্রতি যে উৎকট অত্যাচার করিয়াছে, এবং কম্পানির অনেক কর্ম্মচারি ও অত্রস্থ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তাহার সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য মান্দ্রাজ প্রদেশের সাধারণ হিন্দুবর্গ কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে আবেদন করিবার নিমিত্তে যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিবেলি স্থানের মিশনরীদিগের অভিযোগ ক্রমে সদরকোর্টের প্রধান জজ অধিকাংশ জজদিগের অনভিমতে এবং রাজনিয়মের বিরোধে কতক গুলীন কারারুদ্ধ হিন্দুদিগের প্রতি যে কঠিন অনুমতি প্রদান করেন, তাহাতে আপনি তাঁহার অত্যাচারের প্রতি বিতর্ক পূর্ব্বক উক্ত আদালতের স্বাধীনত্ব রক্ষার জন্য বিবাদ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও রাজকীয় বিষয়ে হিন্দুদিগের অত্যাচারক যাহারা তাহারদিগের বিপক্ষে অপমানিত হিন্দুদিগের পক্ষকে যে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এনিমিত্তে আপনার সারল্য, ন্যায়, এবং মহত্ত্বের প্রতি ধন্যবাদ না করিয়া উক্ত সভা হইতে হিন্দুবর্গ পৃথক্ হইতে পারিলেন না।

আপনি এই উচ্চপদের কার্য্য আপনার পূর্ব্বকার অন্য অন্য রাজকর্ম্মের ন্যায় যে প্রকার ক্ষমতা, উৎসাহ, এবং অপক্ষপাতের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্য অন্য কর্ম্মচারিরা প্রায় কেহ তদ্রূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শক্ত হয় নাই, এবং কোন কর্ম্মচারী অদ্যাপি তদ্বিষয়ে আপনাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই উচ্চ পদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া আপনি যে প্রকার অপমান ও অন্যায় আচরণ সহ্য করিয়াছেন, ইহাতে গাঢ়রূপে আমরাই অপমান ও অত্যাচার অনুভব করিতেছি। আমরা এই সর্ব্বসম্মত একান্ত অভিলাষ প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করি, এবং আমারদিগের দৃঢ় আশাও আছে, যে আপনি সদরকোর্টের অকপটতা ও মহত্ত্ব পালন জন্য এবং তৎসঙ্গে আমারদিগের ধর্ম্ম ও রাজকীয় বিষয়ক ক্ষমতা রক্ষার জন্য যে অনুচিত অনিষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আপনকার নিয়োগকর্ত্তা মহাশয়েরা আপনকার পদচ্যুতির বিবরণ সকল পাঠ পূর্ব্বক বিশেষ প্রতীকার করিবেন।

কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ের অধ্যক্ষেরা আপনকার আবেদনের প্রথম উত্তরেই আপনার সভ্রান্ত পদে আপনাকে পুনঃ স্থাপন করিবেন যাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের সমান মঙ্গল হইবেক, এই প্রতীক্ষা করিয়া

হে মহাশয়, আমারদিগের এসভ্রম যে আপনকার বিশ্বাসি বন্ধু এবং মঙ্গলার্থি রূপে স্বাক্ষর করিতেছি। (তদনন্তর পঞ্চদশ সহস্র ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত হয়।)

মান্দ্রাজ ৭ আক্‌টোবর ১৮৪৬।

শ্রীযুক্ত এম, লুইন সাহেবের উত্তর

হে মহাশয়েরা, আপনারা আমাকে যে প্রতিষ্ঠা পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং তাহাতে শ্লাঘা বোধ করিলাম। আমার কর্ম্ম দ্বারা যদিও গবর্ণমেণ্টকে তৃপ্ত করিতে পারি নাই, তথাপি এই আমার বিশেষ সুখের বিষয় যে কম্পানির কর্ম্ম আমি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি, ইহার নিমিত্তে এত লোকের প্রমাণ প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিলে তাহার প্রভুদিগের নিকট হইতে স্বভাবতঃ যে প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি যদিও তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, কিন্তু ইহা আমার বিশেষ পরিতোষের বিষয় যে আমি দুর্ব্বলের বিরোধে বলবান্‌কে আশ্রয় দান জন্য গবর্ণমেণ্টের ক্রোধে পতিত হই নাই, এবং ইহাও অতি সন্তোষের বিষয় যে গবর্ণমেণ্টের ভয়ে ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির প্রায় সকল প্রকার বিচার কার্য্যে আমি জীবনের তিন ভাগের দুই ভাগকে ক্ষেপণ করিয়াছি। আমি পঞ্চদশ বৎসর জজের পদে অভিষিক্ত ছিলাম, আমার বিচারে অকপটতার প্রতি কেহ কদাপি সংশয় করে নাই, এবং একত্রিশ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত কোন উপলক্ষে আমার প্রতি কাহারও অভিযোগের উত্তর প্রদান জন্য গবর্ণমেণ্ট আমাকে আহ্বান করেন নাই।

বর্ত্তমান বিষয়ে যে আমি (গবর্ণমেণ্টের নিকটে) কৃতকার্য্য হই নাই, ইহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিস্ময় হইতে পারে না; ন্যায়যুক্ত বিচার এবং মতামতের অবিরোধ সূচক ধর্ম্ম সূত্র যাহা দেশের সুখ শান্তি রক্ষার অনন্যথা কারণ রূপে এপর্য্যন্ত প্রতীত হইয়াছে, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় প্রজাদিগের সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে আপনারদিগকে বাধ্য জানেন, তাহারও কারণ যে সকল পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সূত্র, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধি এবং গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা প্রবলতর এক শক্তি রাজ্য মধ্যে স্থিতি করিতেছে, যাহার দ্বারা এইক্ষণে অসাধারণ ব্যাপার সকল ঘটিতেছে।

কিন্তু এদেশীয় লোক যেন এবিবেচনা না করনে যে আমার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছে ইহা তাঁহারদিগের প্রতি সমুদয় ব্রিটিশ লোকের মানসিক ভাবের চিহ্ন, এবং ইংলণ্ডস্থিত বিচারকেরা যে তাঁহারদিগের আবেদন গ্রহণ করিবেন ও দুঃখের মোচন করিবেন, ইহাতেও তাঁহারা যেন সংশয় না করেন।

গ্রেট ব্রিটেনের রাজশাসন যে সকল জ্ঞানি রাজমন্ত্রির হস্তে অর্পিত আছে, তাঁহারাও মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ দল বিশেষের ন্যায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে অত্যন্ত মান্য করেন, কিন্তু বল দ্বারা বা তদপেক্ষা নীচতর উপায় যে অবিচার তাহার দ্বারা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা নহে।

অপক্ষপাতি বিচারের সাঙ্ঘাতিক কার্য্যে সদর কোর্টের জজদিগকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এইবার যেরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাতে যদি কোন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত না হইতেন, তবে দ্বিতীয়বারে তাঁহারা অকপট বেশে প্রকাশ্য রূপে বলদ্বারা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিতেন।

যদিও (মান্দ্রাজের গবর্ণর) মার্কুইশ আব টুইডেল এসকল অভিপ্রায় অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহার দ্বারা প্রচুর

প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত অনেক ব্যক্তির এরূপ অভিলাষ ছিল, এবং তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপায়ও হইয়াছিল।

সদর কোর্টের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার ব্যবহার, তাহাতে তত্রস্থ জজেরা গবর্ণমেণ্টের এক আজ্ঞা অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে এমত আজ্ঞা যে যে কোন জজের স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান আছে সে তাহাতে সম্মত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিরা ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। আমি গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে স্বদেশের অকপটতা রক্ষার জন্যে এবং তাহা অবিচারের কারণ না হয় এমত চেষ্টা নিমিত্তে আমি প্রস্তুত আছি, ইহাতে আমার যত ক্ষতি হউক; এই হেতু আমাকে পদচ্যুত করিবার জন্য যে কৌশল স্থির হয়, এই পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা তাহার প্রথম সূত্র মাত্র, তাহার সন্দেহ নাই।

এই প্রতিষ্ঠা পত্রের জন্য আমি পুনর্ব্বার আপনারদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, এবং নিশ্চয় বলিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট হইতে আমার যে লাভ বা যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা এই মর্য্যাদা শ্রেষ্ঠতর। ইংলণ্ডে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলে যদি আমি স্বীয় জজ পদে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত হই, তবে নিতান্ত জানিবেন যে এইক্ষণে কোর্টের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমার এই অনিষ্ট হইয়াছে, তখনও তাহার পালনের নিমিত্তে আমার কদাপি ত্রুটি হইবেক না।

যে সকল কারণে আমি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছি, তাহার প্রত্যালোচনা করিলে আহ্লাদ হয়। এমত বিবেচনা দ্বারা সে সকল স্থির হইয়াছিল যাহা সকল সাধু ব্যক্তি অবশ্য মান্য করিবেন; এবং সর্ব্ব সাধারণের প্রতি যে অপক্ষপাতি বিচার দ্বারা ব্রিটিশ রাজা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজা অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়াছেন, তাহাই রক্ষা করিবার জন্য উক্ত সকল কারণ বিবেচিত হইয়াছিল।

এই ধর্ম্ম পালন করা প্রত্যেক বিচারকের উচিত। তাঁহার এ চেষ্টা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ হউক, আর বিপদই সম্ঘটনা হউক, তথাপি সকল ফলাফল পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ পথে তাঁহার গমন করা অবশ্য উচিত; ইহাতে যদি তাঁহার যত্ন বিফল হয়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার দেশস্থ লোক, তাঁহার সহবাসি প্রজা সকল, এবং তাঁহার পরমাত্মাকে তদ্দ্বারা তিনি তৃপ্ত করিবেন। তখন শত্রুদিগের দ্বেষের প্রতি তুচ্ছ করিতে পারিবেন।

হে মহাশয়েরা, আমি আপনারদিগের অতিবাধ্য ও বিশ্বাসী সম্মানকারী ভৃত্য

এম, লুইন।

মান্দ্রাজ।
১০ আক্টোবর ১৮৪৬।

প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত

"কোন্‌নগর নিবাসি বাবু ব্রজকিশোর দের পুত্র বাবু শিবচন্দ্র দে, বয়ঃক্রম অনুমান ছত্রিশ বৎসর হইবেক। ইনি হিন্দুকালেজের একজন পূর্ব্বতন সুশিক্ষিত ছাত্র, ক্রমশঃ ছয় বৎসর বালেশ্বরে প্রশংসিত রূপে ডেপুটী কালেক্টরি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করত এইক্ষণে মেদিনীপুরে আসিয়া চারি বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশের সহিত ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়, আমি শিবচন্দ্র বাবুর সৎস্বভাবের বিষয় কত লিখিয়া জ্ঞাত করিব, জগদীশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যরূপে বিখ্যাত করণার্থে যে সমুদয় সদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, দে বাবু তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিব বাবু পরমেশ্বরের উপাসনার যথার্থ নিয়ম প্রকাশ নিমিত্ত সংপ্রতি মেদিনীপুরে এক ব্রাহ্ম সভা স্থাপিতা করিয়াছেন, প্রায় পঞ্চাশৎ ব্যক্তি তাহার সভ্যরূপে গণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সুবিজ্ঞোত্তম দেওয়ান

কৃষ্ণপ্রসাদ দাস, লালা দুর্গাপ্রসাদ এবং বাবু কৃষ্ণ প্রসাদ গিরি মহাশয় ইহার উন্নতি জন্য অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন। কলিকাতার ব্রাহ্ম সভার ন্যায় এই সভার সকল কর্ম্মই প্রতি রবিবার রাত্রে নিষ্পাদিত হয়, এখানকার গবর্ণমেণ্টের স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় বেদাধ্যয়ন করেন, এবং দুইজন সম্ভ্রান্ত লোকের মুখ নির্গত ব্রহ্ম সংগীত শ্রবণ করিয়া শ্রোতারা সন্তুষ্ট হয়েন। শিবচন্দ্র বাবু সত্যধর্ম্ম প্রকাশে উৎসাহী হইয়া এইস্থলে সকলের বিষদৃষ্টে পড়িয়াছেন, তিনি বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা সতত নিন্দিত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহারদিগের বাক্যে হাস্য পূর্ব্বক মৌন থাকিয়া আপন মতের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, অতএব এমত প্রধান ব্যক্তিকে জগদীশ্বর দীর্ঘজীবি ও অরোগি করুন, কারণ তাঁহার জীবিতাবস্থায় সত্য ধর্ম্ম প্রকাশের অধিক সম্ভাবনা।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

সত্যংরূপংশ্রুতং বিদ্যা কৌল্যং শীলংবলংধনং।
শৌর্য্যঞ্চ চিত্রভাষ্যঞ্চ দশমে স্বর্গযোনয়ঃ ॥
পাপংকুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতেফলং।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে ॥
তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ।
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ ॥
বৃদ্ধপ্রজ্ঞঃ পুণ্যমেব নিত্যমারভতে নরঃ।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যংস্থানংস্মগচ্ছতি ॥
অসূয়কোদন্দশূকোনিষ্ঠুরোবৈরকৃচ্ছঠঃ।
সকৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি ন চিরাৎ পাপমাচরন্ ॥
অনসূয়ঃ কৃতপ্রজ্ঞঃ শোভনান্যাচরন্ সদা।
ন কৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি সর্ব্বত্র চ বিরোচতে ॥
প্রজ্ঞামেবাগময়তি যঃ প্রাজ্ঞেভ্যঃ স পণ্ডিতঃ।
প্রাজ্ঞোহ্যাপ্য ধর্ম্মার্থৌ শক্নোতি সুখমেধিতুং।
পূর্ব্বং বয়সি তৎকুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখংবসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাদ্যেনামুত্র সুখং বসেৎ ॥
জীর্ণমন্নং প্রশংসন্তি ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
শূরং বিজিতসংগ্রামং গতপারং তপস্বিনং ॥
ধনেনাধর্ম্মলব্ধেন যচ্ছিদ্রমপিধীয়তে।
অসংবৃতং তদ্ভবতি ততোঽন্যদবদীর্য্যতে ॥
সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুং ॥
যাদৃশৈঃ সংনিবিশতে যাদৃশাংশ্চোপসেবতে।
যাদৃগিচ্ছেচ্চভবিতুং তাদৃগ্‌ভবতি পুরুষঃ ॥
ভাবমিচ্ছতি সর্ব্বস্য নাভাবে কুরুতে মনঃ।
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তো যঃ স উত্তমপুরুষঃ ॥
নানর্থকং সাম্ভ্রয়তি প্রতিজ্ঞায় দদাতিচ।
রন্ধ্রং পরস্য জানাতি যঃ সমধ্যমপুরুষঃ ॥
ন শ্রদ্দধাতি কল্যাণং পরেভ্যোপ্যাত্মশঙ্কিতঃ।
নিরাকরোতি মিত্রাণি যোবৈ সোঽধমপুরুষঃ ॥
উত্তমানেব সেবেত প্রাপ্তকালে তু মধ্যমান্।
অধমাংস্তু ন সেবেত যইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ ॥
যঃ কশ্চিদপ্যসংবন্ধোমিত্রভাবেন বর্ত্ততে।
সএববন্ধুস্তন্মিত্রং সাগতিস্তৎ পরায়ণং ॥
চলচ্চিত্তমনাত্মানমিন্দ্রিয়াণাং বশানুগং।
অর্থাঃ সমতিবর্ত্তন্তে হংসাঃ শুষ্কং সরোযথা ॥
অকস্মাদেব কুপ্যন্তি প্রসীদন্ত্যনিমিত্ততঃ।
শীলমেতদসাধূনামভ্রপারিপ্লবং যথা ॥
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে বলং।
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতেজ্ঞানং সন্তাপাদ্‌ব্যাধিমৃচ্ছতি ॥
অতিমানোঽতিবাদশ্চ তথাঽত্যাগোনরাধিপ।
ক্রোধশ্চাত্মবিধিৎসা চ মিত্রদ্রোহশ্চ তানিষট্ ॥
এতএবাসয়স্তীক্ষ্ণাঃ কৃন্তন্ত্যায়ূংষি দেহিনাং।
এতানি মানবান্ ঘ্নন্তি ন মৃত্যুর্ভদ্রমস্তু তে ॥
সুলভাঃ পুরুষারাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্যচ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥
মিথ্যোপেতানি কর্ম্মাণি সিধ্যেয়ুর্যানি ভারত।
অনুপায়প্রযুক্তানি মা স্ম তেষু মনঃকৃথাঃ ॥
তথৈব যোগবিহিতং ন সিধ্যেৎকর্ম্ম যন্নৃপ।
উপায়যুক্তং মেধাবী ন তত্র গ্লপয়েন্মনঃ ॥
বনস্পতেরপক্বানি ফলানি প্রচিনোতি যঃ।
সনাপ্নোতি রসন্তেভ্যোবীজং চাস্য বিনশ্যতি ॥
যস্তুপক্বমুপাদত্তে কালে পরিণতংফলং।
ফলাদ্রসং সলভতে বীজাচ্চৈব ফলং পুনঃ ॥
যথা মধু সমাদত্তে রক্ষন্ পুষ্পানি ষট্‌পদঃ।
তদ্বদর্থান্মনুষ্যেভ্যআদদ্যাদবিহিংসয়া ॥
পুষ্পংপুষ্পংবিচিন্বীত মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকারইবারামে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥
কিংনু মে স্যাদিদং কৃত্বা কিংনু মে স্যাদকুর্ব্বতঃ।
ইতি কর্ম্মাণি সঞ্চিন্ত্য কুর্য্যাদ্বা পুরুষোনবা ॥

কাংশ্চিদর্থান্নরঃ প্রাজ্ঞোলঘুমূলান্মহাফলান্ ।
ক্ষিপ্রমারভতেকর্ত্তুং ন বিঘ্নয়তি তাদৃশান্ ॥
চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণাচ চতুর্ব্বিধং ।
প্রসাদয়তি যোলোকং তং লোকোনুপ্রসীদতি ॥
যমাক্রম্যন্তি ভূতানি মৃগব্যাঘ্রান্মৃগাইব ।
সাগরান্তামপি মহীং লব্ধা স পরিহীয়তে ॥
অপ্যুন্মত্তাৎ প্রলপতো বালাচ্চ পরিজল্পতঃ ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাদশ্মভ্য ইব কাঞ্চনং ॥
গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তিবেদৈঃ পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ ।
চারৈঃ পশ্যন্তিরাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ ॥
পর্জ্জন্যনাথাঃ পশবোরাজানোমন্ত্রিবান্ধবাঃ ।
পতয়োবান্ধবাঃ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণাবেদবান্ধবাঃ ।
সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মোবিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে ।
মৃজয়ারক্ষ্যতেরূপং কুলং বৃত্তেন রক্ষ্যতে ॥
ন কুলং বৃত্তহীনস্য প্রমাণমিতি মে মতিঃ ।
অন্ত্যেষ্বপি হি জাতানাং বৃত্তমেব বিশিষ্যতে ।
যঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপেবীর্য্যে কুলান্বয়ে ।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্যব্যাধিরনন্তকঃ ॥
বিদ্যামদোধনমদস্তৃতীয়োভিজনোমদঃ ।
মদা এতেহবলিপ্তানামেতএবসতাংদমাঃ ॥
গতিরাত্মবতাং সন্তঃ সন্ত এব সতাংগতিঃ ।
অসতাঞ্চগতিঃ সন্তোন চাসন্তঃ সতাংগতিঃ ॥
জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতা জিতাঃ ।
অধ্বা জিতো যানবতা সর্ব্বং শীলবতা জিতং ॥
শীলং প্রধানং পুরুষে তদ্যস্যেহ প্রণশ্যতি ।
ন তস্য জীবিতেনার্থোন ধনেন ন বন্ধুভিঃ ॥
যোজিতঃ পঞ্চবর্গেন সহজেনানুকর্ষিণা ।
আপদস্তস্য বর্দ্ধন্তে শুক্লপক্ষইবোডুরাট্ ॥
বশ্যেন্দ্রিয়ংজিতাত্মানং ধৃতদণ্ডংবিকারিষু ।
পরীক্ষ্যকারিণংধীরমত্যন্তং শ্রীর্নিষেবতে ॥
এতান্যনিগৃহীতানি ব্যাপাদয়িতুমপ্যলং ।
অবিধেয়াইবাদান্তা হয়াঃপথিকুসারথিং ॥
অনর্থমর্থতঃপশ্যন্নর্থ ঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ ।
ইন্দ্রিয়ৈরাজিতৈর্ব্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখং ॥
ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং সপরিহীয়তে ॥
অর্থানামীশ্বরোযঃস্যাদিন্দ্রিয়াণামনীশ্বরঃ ।
ইন্দ্রিয়াণামনৈশ্বর্য্যাদৈশ্বর্য্যাদ্ভ্রশ্যতেবহি সঃ ॥
আত্মনাত্মানমন্বিচ্ছেন্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ৈর্যতৈঃ ।
আত্মাহ্যেবাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ ।
সএব নিয়তোবন্ধুঃ সএব নিয়তোরিপুঃ ॥
সমবেক্ষ্যেহ ধর্ম্মার্থৌ সম্ভারান্ যোহধিগচ্ছতি ।
স বৈ সম্ভৃতসম্ভারঃ সততংসুখমেধতে ॥
যঃ পঞ্চাভ্যন্তরান্ শত্রূন্ বিজিত্য মনোময়ান্ ।
জিগীষতি রিপূনন্যান্ রিপবোহভিভবন্তি তং ॥
দৃশ্যন্তে হি দুরাত্মানো বধ্যমানাঃস্বকর্ম্মভিঃ ।
ইন্দ্রিয়াণামনীশত্বাদ্রাজানোরাজ্যবিভ্রমৈঃ ॥
নিজানুৎপততঃ শত্রূন্ পঞ্চপঞ্চপ্রয়োজনান্ ।
যোমোহান্ন বিগৃহ্ণাতি তমাপদ্গ্রসতে নরং ॥
অনসূয়ার্জ্জবংশৌচং সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ।
দমঃসত্যমনায়াসোন ভবন্তি দুরাত্মনাং ॥
আত্মজ্ঞানমনায়াসস্তিতিক্ষাধর্ম্মনিত্যতা ।
বাক্চৈব গুপ্তা দানঞ্চ নৈতান্যন্ত্যেষু ভারত ॥
আক্রোশপরিবাদাভ্যাং বিহিংসন্ত্যবুধাবুধান্ ।
বক্তা পাপমুপাদত্তে ক্ষমমাণোবিমুচ্যতে ॥
হিংসাবলমসাধূনাং রাজ্ঞাংদণ্ডবিধির্ব্বলং ।
শুশ্রূষা তু বলং স্ত্রীণাং ক্ষমাগুণবতাংবলং ॥
বাকসংযমোহি নৃপতেসুদুষ্করতমোমতঃ ।
অর্থবচ্চ বিচিত্রঞ্চ ন শক্যং বহুভাষিতুং ॥
অভ্যাবহতি কল্যাণং বিবিধং বাক্ সুভাষিতা ।
সৈব দুর্ভাষিতারাজন্ননর্থায়োপপদ্যতে ॥
রোহতে সায়কৈর্ব্বিদ্ধং বনংপরশুনাহতং ।
বাচা দুরুক্তংবীভৎসংন সংরোহতি বাক্ক্ষতং ॥

মোহমুদ্গরশ্লোকাঃ

নলিনীদলগতজলবত্তরলং ।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং ॥
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ।
ভবতি ভবার্ণবতরণেনৌকা ॥

মাকুরুধনজনযৌবনগর্ব্বং ।
হরতিনিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং ॥
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ ।
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ॥
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ ।
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

As the way in which the *shraddha* or any thing that is done in order to evince respect and affection towards the memory of a person departed should be performed by Brahmmus or spiritual worshippers of the One True God according to the light of the Vedant, is a subject of vital interest to such worshippers, we with great pleasure, transfer to our columns, from those of the *Englishman*, the two letters of JUSTICIA with the answer of Baboo Debendernath Tagore to the first of them. In his last epistle to Baboo Debendernauth, JUSTICIA has, by charging the Vaids with the inculcation of idolatry, triumphantly expressed his hope to have thereby given a decided check to the progress of Vedantism and destroyed with the blastments of specious aspersions, the generous sprouts of a tree, which, if duly protected from the hands of partial ingenuity and groundless defamation, is destined perhaps to yield the wholesome fruits of peace and light to future generations of our countrymen.

First, we avail ourselves of this opportunity to assert that we are neither so intolerant, for the spirit of our religion is not so, as to convert into sinfulness the mere ignorance of a man, if he, knowing not the true nature of God, worship an idol as the Creator, Preserver, and Destroyer of the universe, disconnected with any impure associations; nor are we, on the other hand, so callous to the calls of the straight path of truth as not to set down as downright hypocrisy the conduct of that knower of God who bows before an idol with the intention of making ignorant people think that he too, like them, believes the log which *they* worship to be God Himself—the Creator, Preserver, and Destroyer of the universe. With respect to JUSTICIA's charge, we however declare, that if by the term "idolatry," he means "image-worship," there is nothing of the sort in the Vaids. As the authority of an *Englishman* is likely to prevail with one who loves "blunt English" so much, we request JUSTICIA to hear what the celebrated Colebrooke, whom no European has yet equalled in his Vedaical researches, has said on the subject.

"THE *REAL* DOCTRINE OF THE *WHOLE* INDIAN SCRIPTURE IS THE UNITY OF THE DEITY IN WHOM THE UNIVERSE IS COMPREHENDED AND THE *SEEMING POLYTHEISM*, WHICH IT EXHIBITS, OFFERS THE ELEMENTS AND THE STARS AND PLANETS AS GODS."

It is indeed true that the ceremonial portion of the Vaids consists of oblations to imaginary deities and obsequial rites performed in honor of the departed. but in the days of ancient India, when pure and unadulterated Vedaism was the prevailing religion, and when the monstrous and gigantic system of Puranic and Tantric superstitions, which have now diffused a Upas-shade over our fatherland, had not yet been engrafted on it, no actual representations of the forms and shapes of such deities and departed persons were kept before view during the time of the offering and performance of such oblations and obsequial rites. About the partial utility and partial uselessness of such ritual observances—of utility to those who are, unable at once to comprehend the truths of the Religion Pure and of uselessness "to the person who has known God and who considers the contemplation and pursuit of Him as the perpetual and most urgent duty of man"—we have said much in former numbers of this periodical. Let us transcribe those words of ours here in order to refresh the memory of JUSTICIA if he had really given them a previous perusal.

"We now come to that part of the doctrines of the Vaids, which inculcate that those who cannot turn their minds to God in spirit should worship Him through the medium of matter. There are men of that grovelling class whose minds are incapable of making a proper degree of exertion, and these are required not to lose themselves in the mazes of irreligion, the banes of society, but rather to fix their attention on some of the grandest objects of the world, and consider them to be so many manifestations of the supremacy of the only True God who pervades all creation, and to worship them as so animated by His influence, that thus their minds may be gradually trained by spiritual tuition to the true mental adoration of the Supreme Being. This worship of spirit through matter, in one shape or other, appears to have been as absolutely necessary and congenial to the habits of man in the early ages of the world; but while it was permitted, as the mean between irreligion on the one hand, and spiritual devotion on the other, its nature was truely depicted throughout our revealed books in which it was everywhere mentioned as a merely preparatory step, and described as beneficial only by leading to the portal of pure religion; so that to give a religious turn to the mind, and keep up a belief in the existence of God, was the sole object of all the religious practices and *Yuggnyas* enjoined in the Vaids. These were to prepare men for those trains of thought which lead to religious contentment and resignation—to the habitual practice of charity to the needy—honour to others—friendship and regard to all, and to see the work of an Almighty and Merciful Hand in creation. The elements and more striking objects in creation, and the personified virtues and powers in the moral world are, by the Vaids, made the instruments of offering religious adoration, and so made only in conjunction with the idea of some of the divine attributes being manifested in, by, or through them, and always without allowing the notion of unity and spiritual existence of God to be lost sight of. It was, at the same time, explicitly enjoined however that those parts of the Vaids which inculcated these matters should always be remembered as the injunctions mercifully made for the benefit of the ignorant and untrained, and that those who were at all capable, were only to pay their adoration in spirit and purity.

It should be recollected, that the revelations of the Vaids were made at a time when the world was yat in its infancy, and the object which they had et first in view, was to wean men from their crude thoughts and irregular habits, and to train them in the ways of truth, righteousness and virtue. It should not be wondered therefore, that burnt and other offerings and the adoration of the divinity by praises and thanksgivings offered directly to His visible works and manifest attributes, and to personifications of the powers of nature and affections of the mind, should be enjoined by revelation. That became, under the then existing circumstances, a necessary step to the attainment of sacred knowledge. We ourselves doubt that there is the same necessity of worshipping God through matter at the present age of the world, but, at the periods when our inspired sages uttered their precepts of religion, the state of things was quite different from what we now see, and Providence would direct matters adapted to the circumstances of every age, and every grade of intellect.

Polytheism is, in no way, implicated in the doctrines here referred to; on the contrary, the Vaids

inculcate everywhere that whether fire, air, water, the sun, moon, Indra (the personified grandeur of the celestial regions promised for the good works of man,) Varuna (the personification of the benefits arising from water the drink of life,) or any other such entity, form the medium through which we offer adoration, it should always be borne in mind, while such worship is offered, that the objects mentioned are only the manifestations of the power or mercy, or perfection of the One Incomprehensible Supreme Spirit which pervades all creation, which regulates every part of the world, from which all have proceeded, and in which all exist. "We meditate on the Supreme Spirit of the splendid sun who directs our understanding." This verse indicates the general way in which the worship here described is to be offered, and surely nothing can be further from Polytheism than the notion implied in it."

"The Deities of the Vaids are mere personifications of the elements, the planets and the principal virtues of man. Such a system of worship was primarily instituted with the intention of enabling men of weak intellects—who, hard experience both historical and personal informs us, always were and are in this world—to comprehend by degrees the sublime truths of the Religion Pure, by making them at first limit their contemplation and devotion to the divine Power and Benevolence as displayed in particular objects of the creation. The Power Omnipresent was divided, if such an expression might be admitted, into the power that presides over water, Varuna; into the power that presides over the clouds, Indra; into the power that presides over wind, Vayu; into the power that presides over the moon, Soma; in short into all powers presiding, according to the seeming Polytheism of the Vaids, over the elements, the planets, and the moral virtues of man. The weak-minded was commanded to worship all of them individually that he might, by degrees, generalize his religious ideas and ascend to the comprehension of the supreme and first cause of all. Whenever he became a *Bruhmma jignasoo*, or an enquirer into the one and all-powerful cause of the universe, the sole and real Regulator of all things contained in it, the Vaids were revealed to Him, and all the sublime religious truths—more sublime than any that had entered the mind of man—delivered in those ancient depositories of our national faith were gradually instilled into his bosom. Thus you see with what judicious lenity was the very important process of religious initiation conducted by the followers of the Religion True in times primeval.

We should, however beg you to know, that such nominal Polytheism is taken by the Vaids in a light totally different from that in which it is so done by the Scriptures of the Jews, the Christians and the Mahomedans. The writers of their Scriptures believed God to be a jealous God, and all Polytheism and idolatry to be produced through the influence of Satanic Agency and all polytheistic worship as nothing but worship offered in fact to the Devil, the rival and the adversary of our Eternal Father. By them, therefore, polytheistic worship, even in its mildest and most tolerable forms, had been considered as a heinous and damnable sin; while by our scripturalists, it, if followed according to their design, had been considered as harmless and innocuous—as nothing but the adoration of the All-Excellent and All-Benevolent as resplendent and conspicuous in particular objects of creation—as nothing but a ladder to rise by degrees to the worship of the Light of Lights through contemplation and truth."

The most melancholy picture in human life presents itself to our view when an individual, after committing, from the best of motives, actions which have for their object the weal of his country, finds the spotless purity and integrity of his intentions blackened by insidious slanders and the hair-splitting ingenuity of a spiteful logic. When Baboo Debendernath, after going as much in advance of the age as he properly could, in the late opportunity he found of effecting a radical and a positive change in the religious institutions of his native land, sees his proceedings, for as much as he has been able to do, inconsiderately analyzed and falsely calumnized, the dictates of truth and impartiality, justice and candour require that we should not pass over with unfeeling taciturnity the conduct of them that carp and cavil so at his honest and well-meant exertions. We therefore in the first instance beg to admonish JUSTICIA that the "respect with which he venerates Baboo Debendernauth, and the rank and position which he holds in society, ought to have induced him" not to make such a serious attack on his character and honor as to maintain with a most dogmatic *de facto* that the "charities given on the occasion of his father's Shraddha, *must have been* consecrated" in spite of the most lucid declaration of the Baboo "that there was nothing of consecration in the distribution of charities to the Brahmins, but that I only gave them with words declaring the actual alienation of the articles from my possession." We would now think little of Baboo Debendernauth's usual complacency of behaviour on such occasions if he, observing the grand concession which JUSTICIA has tacitly made in his last letter of his having not performed the Shraddha in its ritual form, suffers it at last to be ruffled by such petty and impotent cavils as his ingenious fertility in such matters has ultimately raised about his *joining the procession* to burn the effigy of his father or *sitting near the place* where the Shraddha was performed, or giving charities to *indigent and needy* individuals *without setting a previous inquisition upon the character of each of them.*

JUSTICIA, in one part of his letter asks Baboo Debendernauth; "As you are an advocate for those who conform to the ideas which Society entertains, regarding the utility of having established customs at least those relating to marriage and the showing of respect to such as have departed from this world, what utility can there possibly be by your fresh innovations on these customs, and by your well-concocted efforts for the ultimate abolition of these ancient usages." We assure JUSTICIA that we would have accounted it a valuable piece of good fortune if the religion which we intend to re-establish, would have been able to make its way through our country gradually and silently, calmly and benignly, without our being obliged to wound in the least the feelings of others by making any innovation in its present customs. But as those customs are vitally amalgamated with the present religion of the country, as the Vaids declare all ritual observances to be indifferent to the Brahmmu, and as our main object is the substitution of, in the place of that religion, the pure light of the Vedant in its divine simplicity unalloyed by any mixture of those "worthless*"

* Moondukopunishad.

observances, we are to exert but gently and lowlily to effect not merely the abolition of the present customs connected with religion, but to draw a line of demarcation between religion and custom, and make the latter as rational as possible.

One or two words more and we conclude. We would have thought well of JUSTICIA if his "share of common sense" had led him to preserve a decent degree of consistency throughout his assertions. The mask has been rather too soon thrown off, for JUSTICIA, who, on the 19th of October last, expressed his "*sincerest* sympathy and *tenderest* regard for the welfare" of the Tuttobodhinee Society, ends his letter of the 3rd November with a flourish of undignified self-exultation at the delectable vision of the approaching fall of Vedantism, and exclaims like an another Hebrew prophet full of the fervour of Horeb: "THE SOIL IN THE TEMPLE OF VEDANTISM HAS BEEN LIFTED UP AND THE SANCTUARY WILL ERE LONG BE RENT IN TWAIN!"

(From the Englishman.)

TO BABOO DEBENDERNATH TAGORE,

President of the Tuttobodhenee Sobha.

SIR,—Being deeply interested in every thing that concerns the moral and intellectual regeneration of the natives of this country, I deem it necessary to address you thus publicly, on the occasion of the *shraddha* which you have performed with so much *éclat*, in honor of your late lamented and illustrious father. I was exceedingly sorry when I heard from different quarters, that you had directly, as well as indirectly, a hand in this idolatrous ceremony; for I must remind you, that you have a public character to maintain, and the Society whose principles, as its president and head, you are bound to preserve in their immaculate integrity—you, I should presume, are well aware that your principles are the subject of animadversion and applause to different parties. Of applause to those, whose national vanity you have flattered by propagating a religion, having no other pretensions but those which might well comport with the principles of conventionalism, and of animadversion, to those, who think your religion to be based upon principles, which are alike subversive of induction and good reasoning, but if you have so long earned the applause of many, and have borne heroically the animadversion of others opposed to your principles, there can be at present but one opinion, one general outcry against you. Your conduct, methinks, has been a public compromise of those principles, which you think to be essential to man's interest, both here and in eternity. If you had the least regard either for the interest of the Society of which you are the President, or for your public character; or at least, if you had been fully aware of the influence you exert upon the community to which you are attached, you would never have committed yourself in such a glaring mannar. Now to come directly to the subject of my epistle. I have heard from different quarters, and you have ostensibly given out, that you performed the *shraddha*; that you invited people to come to your house and witness the performance of the ceremony; that you have expended a large sum of money for the celebration of your father's obsequies; that you have had a direct hand in the consecration of those charities which were distributed on these occasions to the Brahmins;—to each of these questions we demand a decisive answer, for in most of the acts above enumerated you should be guilty, if judged with reference to your ostensible principles, of having connived at the encouragement and performance of an idolatrous feast. Are you not therefore, legally speaking, an accessary to the crime? With respect to the charities, which you are said to have consecrated and distributed to the Brahmins, you are directly guilty of idolatry, for you cannot be ignorant of the fact, that every Hindoo *shraddha* is to be performed by the eldest son, and I apprehend it can never be done by a second hand, unless the power of so doing be delegated by the eldest; if so, I presume *de facto*, that you must have given your sanction to the performance of the ceremony: what answer can you give to this? In writing this letter, I have been moved by the best of feelings towards you; I know that you are placed in a very difficult position; I know that you have many parties whose feelings you have to regard in an affair like this; I know that you have worldly connections to keep up; I know you have religious prejudices to contend with; I know you have made a public avowal of your principles; I know these and many more, but I must tell you frankly, and in blunt English that reformation cannot go on, if the reformer compromises unhesitatingly all the grand and cardinal articles of his belief. Look, I beg of you, into the covenant you have signed. Recall to your mind all the articles therein enumerated, once for all remember the solemn oath you have taken before the presence of the Almighty, to stick fast to them even at the loss of every thing you have on earth. You give out ostensibly that your object is to perpetuate the impulse given to the Native Society by Rammohun Roy; you have spoken strongly from the Vedantic pulpit against the reviewer of Rammohun Roy's life in the *Calcutta Review*; you had aimed at correcting what you apprehended to be the errors and animadversions of that writer; you said Rammohun Roy, strictly speaking, was a Vedantist; if then you appreciate so much the character of this good and great man, did he perform his mother's ceremony? Ask his own relatives on this point, and if you have reason for questioning his worldly prudence, you will at least have many for admiring his magnanimity and moral courage. Do then, I beseech you, follow his example, imitate his moral courage, and thus produce a radical reformation in this benighted land. With these few and hasty words, I take leave of you for the present, assuring you of course, of my sincerest sympathy and tenderest regard for the welfare of your Society, and the perpetuation of the principles you are publicly bound to maintain and support.

I remain, Dear Sir,
Your humble Servant,
JUSTICIA.

The 19th October, 1846.

TO THE EDITOR OF THE ENGLISHMAN.

SIR,—Although it is not customary to reply to a letter written by an anonymous correspondent, and specially when the writer instead of sending it to the party to whom it is addressed, sends it to a newspaper for publication, still as a letter signed

Justicia asks me* to publicly avow the reasons and motives which induced me to perform the Shraddhat in honor of my late lamented father in the way I thought proper, I shall not shrink from doing so, and thus refute the attacks which your anonymous correspondent has pleased to make upon me.

Let me, *Justicia*, in the first instance, inform you, that we consider the Vaids and the Vaids alone as the standard of our faith and principles, which are divided into two parts, *Gyancanda* and *Kurmacanda*. The former of these parts is the theological portion, and consists of pure religious sentiments. The latter is the ceremonial portion, and treats of oblations and obsequial rites. The former is the portion which we have peculiarly adopted as our own, and the latter (be it attentively marked), we do not consider *as sinful and improper, but only as indifferent and useless*. The Vaids have declared, that the *Gyanee* or the person who has known God, and who considers the contemplation and the pursuit of God as his perpetual and most urgent duty, need not busy himself with the performance of ritual observances.‡ I rejoice, Sir, at your having given me such an excellent opportunity of declaring before the public, that according to the abovementioned dictates of the Vaids, I did not perform the ritual, much less the idolatrous ceremonies which you have imputed to me in the Shraddha in question. The Vaids declaring all ritual observances to be indifferent to the Brahmma, and I, therefore, being at liberty to choose any method by which I can cherish, and show my respect and affection to, the memory of my late lamented father, I hesitated not to evince those feelings, by the long standing and not only innocuous but useful usage of giving charity to indigent and needy people, and learned Brahmins, whose profession is the cultivation of Sanscrit literature, and whose religious duty is the education of the youth of their caste at their own expence, but who on account of pecuniary difficulties, are unable to effect a conscientious and satisfactory discharge of that interesting and important duty. You have asserted that I consecrated those charities, but upon more minute enquiry than "your best of feelings towards me and your sincerest sympathy and tenderest regard for the perpetuation of my public principles" have hitherto induced you to make, you may learn that there was nothing of consecration in the distribution of charities to the Brahmins, but that I only gave them with words declaring the actual alienation of the articles from my possession.

I am glad to observe that you have in one part of your letter acknowledged the truth that I did not in person perform the Shraddha in its ritual form. You, however, apprehend that according to the Hindoo Shasters, the Shraddha in its ritual form can never be performed by other than the eldest son, unless this power of performing it be delegated by him to the former. This is a mistake. The younger son *can* perform the Shraddha in its ritual form, if the eldest neither perform it himself, nor delegate the power of doing so to his younger brother. Whether *I* delegated the power or not to my younger brother, is a question which *I* am the best authority to settle, and *I* declare that I neither performed the Shraddha in its ritual form myself, nor delegated the power of doing so to a second hand.

One thing, Sir, I request you to take particular notice of. As spiritual worshippers of our All-Benevolent Legislator and followers of the Vedant—of Ooponeshud, which says, "immerse yourself in God, yet not forsake actions liberal," we are not required to spend our lives in woods and forests—in perpetual mortifications of the body and mystic devotion; we are to live in *society*,—in the bosom of *families*,—among men. We are *Bhrummunistha Grihustha* or monotheistic householders. If, then, we live in society, we are to conform ourselves to the ideas which society entertains, regarding the utility of having established customs, at least those relating to marriage, and the showing of respect to the memory of such as have departed from this world. The object of our humble exertions is not merely a negative reformation in the religious institutions of our countrymen, but a *positive one too*,—not merely the overthrow of the present systems, but the substitution in their place of more rational and proper ones.

It is indeed a little difficult to reconcile "your sincerest sympathy and tenderest regard for the welfare of the Tuttobodhinee Subha," with your opinions of the religion, for the propagation of which it has been instituted. You think that that religion only serves the purpose of flattering the national vanity of the Hindoos, and well comports with the principles of Conventionalism. A religion which has been faithfully transmitted to us from the remotest antiquity, and the sum of whose doctrines about God are "that the Creator, the Preserver and the Destroyer of the Universe, is the only true existence, and one only without a second;" and that he who is formless, pervades all things, and yet is different from all things, is the Being Supreme;—A religion whose opinions of eternal felicity amount to this, that "the man of untainted piety and virtue, freed from all corporeal connections, and all future worlds of existence, enjoys fruition with the All-Intelligent;"—A religion which inculcates, that "among the knowers of God, *he* is pre-eminent whose amusement is God, whose enjoyment is God, and who practises active virtue;"—A religion which enjoins us to "immerse ourselves in God, yet not forsake actions liberal;" in short a religion whose principles are echoed to by the dictates of that of nature, and of human reason, and human heart, and by the sense of the wisest of all ages and all countries, is not surely one to be dispatched with learned trifling and careless disdain! I, moreover, account it as any thing but ingenuous and any thing but generous, to usher in a question of Shraddha and ritual ceremonies an attack upon a religion hallowed and endeared to us, by the most sacred and amiable associations—our consolation in the hour of tribulation—our hope for ages to come!

Lastly, I conclude with affirming, that the Omniscient knows whether in the last occasion I attempted or not a "radical reformation" in the religious institutions of my countrymen, according to the genuine spirit of the Vaids, and also whether I indulge in mere wild and rabid declamations in favor of Indian reform and carpings spiteful at the conduct of others if they happen to rise in their country's cause, or go calmly and steadily to actual work with my God on one hand, and rectitude of intention on the other!

I remain, Dear Sir.
Your obedient servant,
DEBENDERNATH TAGORE.

Calcutta, 24th Oct., 1846

---

* I have not at present the honor of being the president of the Tuttobodhinee Subha.

† The Shraddha, or any thing that is done in honor of the memory of the deceased person, is composed of two parts, the one of which is ritual observances, and the other giving of charities. The *Brahmma*, though it is not obligatory on him to perform it, may, if he like, perform both parts of it, or either of them separately.

‡ The covenant to which you triumphantly allude, no where positvely enjoins us to renounce all ritual observances, although such renunciation by every Brahmma, or the spiritual worshipper of the One True God, is in my opinion a consummation devoutly to be wished.

TO BABOO DEBENDER NATH TAGORE.

SIR,—I beg to acknowledge the favour of your kind reply, and feel thankful to you for the honor you have thus bestowed on an obscure and anonymous correspondent. The detailed manner in which you have noticed the facts stated in my last epistle, and the candour with which you have convassed my argument, embolden me to intrude upon your attention again.

I am a man gifted with an ordinary share of common sense, and cannot therefore pretend to understand the pertinency of the arguments, by which you acknowledge on the one hand, the utility of oblations and obsequial rites, and on the other, denounce them as altogether indifferent and useless to the person who has known God, and considers the "contemplation and persuit of Him, as the perpetual and most urgent duty of man;" your letter, Sir, is of a *piece* with your creed and your acts, and I am glad that it has illustrated all those difficult points about which your followers were in doubt; you say, that the standard of your faith is divided into two parts,—the speculative, and the ceremonial; its ceremonial portion partaking of course, of an idolatrous character. Is not this very Vaid, according to your principle, the revelation of God to man? and does it really sanction idolatry? Is this the religion that you have so exultingly recommended to the attention of the reformed Hindoos, living as they do under the light and influence of the 19th century? You are, Sir, a logician; you understand, I believe, logical subtleties, metaphysical abstractions, better than I do; as a compliment to you then, I take up the consideration of this point adverted to in your reply, and see whether it stands the test of common sense and reason. It would be a waste of time and trouble to prove to you, that idolatry is sinful. Your own good sense will teach you the truth of this proposition, unless you allow your bias and prepossession in favor of your own creed, to supersede the sound and unmistakeable dictates of a clear understanding. You are a theologician, and therefore will not consider it a matter of trouble, if I ask you to read attentively, what Woolaston has said on this subject, in his work called "Religion of Nature Delineated."* I shall not detain you with further arguments on the subject, as the paper in which my epistle will appear, is devoted to general news, and not to polemic discussions. Taking then for granted, that idolatry is sinful, the inevitable and natural conclusion of this statement would be, that the authority of the *Vaids* as a revelation must be given up.

I do not think it worth while, to dwell further upon this unpleasant subject, nor to attack you under cover of Vedantism. I leave the question of the validity of your creed, to the candid judgment and dispassionate enquiry of your followers. Let me now return to the point, which is especially connected with the subject in debate; I mean, the conformity of your conduct to the principles you have so long avowed. You say, that you had no concern in the *Shraddha*, that you had no hand in it; that you had not consecrated the charities on the occasion, and to be short, that you did not delegate the authority of performing the *Shraddha* to your brother.

The respect with which I venerate you, and the rank and position which you hold in society, induce me to think that the style of interrogation is best suited to my humble station; believing, however, that a set of interrogatories on the above important points, would neither disturb the peace of your mind, nor check the zeal with which you have hitherto pursued your course. I beg to ask you, whether or not, you joined the procession to burn the effigy of your father, whether you took your seat at the place where the *Shr addha* was performed, although as we are credibly informed, that you sat at some distance from the household god. I apprehend that charities cannot be given in a Shraddha, unless they are duly consecrated, and, therefore I presume *de facto*, that the charities given on the occasion of your father's *Shraddha*, must have been consecrated, (although for aught I know to the contrary) the formula of consecration may have been changed, and from my own knowledge of the Hindoo *Shasters*, I hope I may be allowed to tell you, that such charities are given to the Koolin Brahmins, persons who convert the sacred vow of marriage into trade and traffic; to learned Brahmins, who are speculatively as refined as you are, and again on the other hand, almost pharasaical in their attachment to the ceremonies and idolatries of this country; to the spiritual guide of the family who generally belongs to a class of men, that have turned out in the lapse of ages, to be the most immoral in their conduct and licentious in their principles. You have yourself elsewhere animadverted upon their character, and you know them better than I do. Did you, Sir, give your charities to these persons? If so, surely they were proper objects of charity. As you are an advocate for those who "conform to the ideas which society entertains, regarding the utility of having established customs, at least those relating to marriage, and the showing of respect to such as have departed from this world," what utility can there possibly be, by your fresh innovations on these customs, and by your well concocted efforts for the ultimate abolition of these ancient usages? You would shew greater respect for your *Vaids*, according to your own principles, if you were to regard the perpetuation of idolatry, and not the abolition of it, as a consummation devoutly to be wished.

You conclude your letter with a triumphant appeal to the Almighty, for the rectitude of your intentions, and by affirming that on the last occasion, you attempted a radical reformation in the religious institutions of your country, according to the genuine spirit of the *Vaids*. I give you, Sir, all credit for piety and devotional habits, but you must permit me at the same time to tell you frankly and boldly, that no reformation can possibly be effected, so long as you walk in obedience to the dictates of the *Vaids*; for then, the religion you profess, countenances obsequial rites and ceremonies, what

---

* We on our part have been unable to find in any part of Woolaston any remark on idolatry. ED. TUTTO. PUTT.

right have you in justice to your creed to abolish them?

Lastly your concession, that the idolatrous rites of this country are not sinful is a capital one, and the compliment you have thus paid to the idolator, must make him extremely thankful to you; the orthodox members of the Hindu community, cannot but exult at the circumstance, that the claims of their popular creed, have been recognized by the head member of the Vedantic Society at Calcutta. Sir, to tell you plainly, you undo by a few unguarded sentences, all that you have hitherto done in the cause of a religion, hallowed and consecrated by the venerable breath of antiquity; your followers must need acquiesce in your opinions; they must succumb to your authority as their head; they must abandon all idea of ridiculing the idolatry of the country, and they must ultimately give up in hopelessness, all their plans and designs about a radical and positive reformation in the institutions of their country. The organization of your society is radically defective, for there is no excommunication, and there is no outward dread, which may keep the members in subjection to the creed they have subscribed. And you must also recollect that the members of your society, are required to give only an *otiose* assent to your principles. Nothing is to be changed or done in consequence of their assent. The very man who has taken an oath not to bow down before an idol, is seen to mingle and take an active share, in the idolatrous festivities of his country. Take care then what you are about; as a friend I cannot but advise you, (although the advice comes but too late) that you should have thought well of the consequences of committing your name to a publication, which in the lapse of time, may pass into a precedent with the members of your *Subha*? and should this happen in the course of a generation, then the very line of demarcation which you have so studiously drawn between your own party, and the orthodox community, shall be wholly effaced; and hardly any trace will be left of the reformation you once effected, or rather attempted; the soil in the temple of Vedentism has been lifted up and the sanctuary will, ere long, be rent in twain.

I remain, dear Sir,
Your most obedient Servant,
JUSTICIA.

3rd November, 1846.

নীতিসার

১ কেবল পূর্ব্বপুরুষের যশঃ প্রকাশে মহৎ ব্যক্তি অনুপ্রকাশিত হয়েন না।
২ কটুকৌতুক বন্ধুতার বিষ।
৩ স্তাবক অতি ভয়ানক শত্রু।
৪ বিপদের ন্যায় সম্পদ্ও অনেককে নষ্ট করে।
৫ সন্তোষ চিত্ত সুখের আকর।
৬ মানের নিমিত্তে প্রিয়তার ভঙ্গ হয়।
৭ জ্ঞানের অভিমান জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রতিবন্ধক।
৮ অপ্রিয় বাক্যের উত্তরে প্রিয় বাক্য বহুমূল্য।
৯ সত্য বন্ধু জীবনের ঔষধ স্বরূপ।
১০ সুচরিত্র ব্যক্তি নিন্দাকে ভয় করেন না।
১১ ক্রোধের শেষ শোচনা।
১২ স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন নহে।
১৩ পাপ চিত্ত অতি বিরুদ্ধ সঙ্গী।
১৪ যত ঐশ্বর্য্য তত দাসত্ব।
১৫ অভিমানের অতি কুৎসিত আকৃতি।
১৬ স্বদেশের হিতের নিমিত্তে বিপদ্কে আলিঙ্গন করা মহৎ ধর্ম্ম।
১৭ অন্যকে যে কর্ম্মের জন্য নিন্দা কর, আপনি তাহা ত্যাগ কর।
১৮ বিপদ্ হইতে বিপদের আশঙ্কা গুরুতর।
১৯ আপনার ব্যবহার আপনার ভাগ্যের প্রতি কারণ হয়।
২০ মূর্খ ভিন্ন বিদ্যার আর শত্রু নাই।
২১ বাক্যের স্রোত জ্ঞানের প্রমাণ নহে।
২২ ক্রোধ বুদ্ধির দুর্ব্বলতা।
২৩ মনুষ্য দৈবাৎ ধনী হইতে পারে, কিন্তু দৈবাৎ সৎ হইতে পারে না।
২৪ সুন্দরের শোভা সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম তাহাকে অলঙ্কৃত করে।
২৫ আমরা অবস্থার অধীন, অবস্থা আমারদিগের অধীন নহে।

গত ৮ কার্ত্তিকের প্রভাকর পত্রে "সন্দিগ্ধস্য" এই স্বাক্ষরবিশিষ্ট যে প্রশ্ন প্রকাশিত হয়, স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্যকার পত্রিকাতে তাহার উত্তর প্রকটিত করিতে পারিলাম না।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থ ভাগ
৪১ সংখ্যা
১ পৌষ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

শক্তি-উপাসকেরা পশুভাব ও বীরভাব ক্রমে পশ্বাচারী ও বীরাচারী এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েন। ১ কুলার্ণবে কৌলাচারকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিবার জন্য সপ্ত প্রকার আচার গণনা করিয়াছেন*, নিত্যা তন্ত্রে তাহার মীমাংসা করেন যে

চত্বারোদেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয়আচারাদিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

বেদ †, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ এই চারি প্রকার আচার পশুভাবাশ্রিত হয়, এবং বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল এই তিন প্রকার আচার বীর ও দিব্য‡ ভাবাশ্রিত হয়।

পশু, বীর, ও দিব্য এই তিন প্রকার ভাবের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ দ্বারা পঞ্চ প্রকার সঙ্কীর্ণ ভাব উৎপন্ন হয়; যথা পশুপশু ভাব, বীরপশু ভাব, দিব্যপশু ভাব, বীরবীর ভাব, এবং দিব্যবীর ভাব। এই পঞ্চ প্রকার ভাবানুসারে সপ্ত প্রকার আচার উৎপন্ন হয়, যথা পশুপশু ভাবে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, ও শৈবাচার; বীরপশু ভাবে দক্ষিণাচার; দিব্যপশু ভাবে বামাচার; বীরবীর ভাবে সিদ্ধান্তাচার; এবং দিব্যবীর ভাবে কৌলাচার। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা

মাতস্তে পাশবস্ত্রিবিধ ইহ পশুর্দ্দেবি পশ্বাদি[illegible]
বীরাদিঃস্যাদ্দ্বিতীয়স্ত্রিরনমহিলে তত্র দিব্যাদির[illegible]॥

* সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমাবেদাবেদেভ্যোবৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥
কুলার্ণবে পঞ্চমখণ্ডে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারের পর আর নাই।

† বেদাচার শব্দে এস্থলে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, তন্ত্রে আচার বিশেষকে বেদাচার শব্দে উক্ত করিয়া তাহার বিশেষ [illegible] যথা

বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাঙ্কলাং ইত্যাদি॥
নিত্যাতন্ত্রে।

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার ব্যক্ত করি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাধক গুরুর নামান্তে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এবং সহস্রার পদ্মেতে ধ্যান করিয়া পঞ্চ[illegible] চার দ্বারা পূজা করিবেক এবং বাগ্ভব বীজ জপ করিয়া পরমকলা শক্তিকে চিন্তা করিবেক।

‡ বীরভাব ও দিব্য ভাবের এই মাত্র প্রভেদ লিখিয়াছেন যথা পিচ্ছিলাতন্ত্রে "দিব্যে বীরে ন ভেদোস্তি ভেদোবীরোমহোদ্ধতঃ।" দিব্য ও বীর ভাবে ভেদ নাই তবে এই মাত্র ভেদ যে বীর অত্যন্ত উদ্ধত হয়।

বেদাদ্যাচারযুক্তঃ প্রথমবিগণিতোদক্ষিণঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ঃ
বামাচারী তৃতীয়োভবতি ভবহরে বীরভাবোদ্বিধৈব॥
তত্রাদ্যোবীরবীরোভগবতি সহি সিদ্ধান্তবত্ম্যবলম্বী
কৌলাচারপ্রবিষ্টঃ ক্ষিতিধরতনয়ে দিব্যবীরোদ্বিতীয়ঃ॥
দিব্যস্ত্বেকোদ্বিতীয়ঃ সহি ভবতি শিবে দিব্যদিব্যঃস্বয়ম্ভূঃ
সাক্ষাৎ সঙ্কীর্ণবর্ণান্ কথয়িতুমপরান্ কে সমর্থাভবন্তি॥

হে মাতঃ! হে দেবি!! তোমার পশুভাব স্থিত সাধক তিন প্রকার। হে ত্রিনয়নমহিলে! প্রথম পশু পশু, দ্বিতীয় বীর পশু, তৃতীয় দিব্য পশু। প্রথম যে পশুপশু ভাব তাহাতে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, ও শৈবাচারী; দ্বিতীয় বীরপশু ভাবে দক্ষিণাচারী; তৃতীয় দিব্যপশু ভাবে বামাচারী। হে ভবহরে! বীরভাব দুই প্রকার, প্রথম বীরবীরভাব, তদ্ভাবস্থিত সাধক সিদ্ধান্তাচারী; এবং দ্বিতীয় দিব্যবীরভাব, তদ্ভাবযুক্ত সাধক কৌলাচারী। হে শিবে! দিব্যভাব এক প্রকার তাহার দ্বিতীয় নাই, তাহার নাম দিব্যদিব্য; এই দিব্যদিব্য ভাবস্থ সাধক সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ হয়েন। অপর সঙ্কীর্ণভাব যে কত প্রকার তাহা কে বলিতে পারে? *

এই সকল আচারের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ করিয়াছেন যথা বৈষ্ণবাচার।

বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনং।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

বেদাচার নিয়মানুসারি অনুষ্ঠান করিতে তৎপর হইবেক, মৈথুন এবং তাহার প্রসঙ্গ কদাচিৎ করিবেক না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংসভোজন, এবং রাত্রিতে মালা ও যন্ত্র স্পর্শ এই সমুদয় হইতে বর্জ্জিত থাকিবেক।

শৈবাচারের এই বিশেষ করিয়াছেন যথা

বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতং।
তদ্বিশেষং মহাদেবি কেবলং পশুঘাতনং॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

বেদাচার ক্রমে শৈব শাক্তের ব্যবস্থা হইয়াছে, হে মহাদেবি! শাক্তের বিশেষ এই যে তাহাতে পশু হত্যা আছে।

দক্ষিণাচারও বেদাচারের তুল্য, তাহার এই লক্ষণ করিয়াছেন যথা

বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

বেদাচার ক্রমে শক্তির পূজা করিবেক, রাত্রিতে বিজয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্গত চিত্ত হইয়া জপ করিবেক।

বামাচারের লক্ষণ যথা

পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতং।
বামাচারোভবেত্তত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাং॥
আচারভেদতন্ত্রে।

মদ্য মাংসাদি পঞ্চ তত্ত্ব ও খপুষ্পের ব্যবহার করিবেক এবং কুলস্ত্রীর পূজা করিবেক, তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে বামাস্বরূপা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবেক।

সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ যথা

শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎশুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণং॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

হে পার্ব্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ দ্রব্য সমুদয় শোধন দ্বারা শুদ্ধ হয়, হে মহেশানি! এই সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ।

দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরোদিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমং।
বিধিবৎক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥
সময়াচারতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে।

নিত্য দেব পূজারত হইয়া এবং দিবাতে বিষ্ণুপর থাকিয়া যে রাত্রিতে সাধনমত মদ্যাদি দান সেবন করে, সেই সিদ্ধান্তাচারী সকল ফল প্রাপ্ত হয়।

কৌলাচারের কোন নিয়ম নাই। স্থানাস্থান, কালাকাল, কর্ম্মাকর্ম্মের কোন বিচার নাই। কৌলের এই লক্ষণ করিয়াছেন যথা

দিক্কালনিয়মোনাস্তি তিথ্যাদিনিয়মোন চ।
নিয়মোনাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিৎভ্রষ্টঃ ক্বচিৎভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদোযস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নিত্যাতন্ত্রে তৃতীয়পটলে।

মহামন্ত্র সাধনে দিক্ কালের নিয়ম ও তিথিনক্ষত্রাদির নিয়ম প্রভৃতি কোন নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কুত্রাপি ভ্রষ্ট, কুত্রাপি ভূতপিশাচ তুল্য এই প্রকার নানা বেশধারি কৌল সকল পৃথিবীতে বিচরণ করেন। হে প্রিয়ে! কর্দ্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শত্রুতে যাহার ভেদ জ্ঞান নাই, হে দেবি! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার ভেদ জ্ঞান নাই সেই কৌল জানিবে।

দিব্যভাব ও বীর ভাবের সহিত পশুভাবের বিশেষ প্রভেদ এই যে তাহাতে মদ্য মাংসাদি সেবনের বিধি নাই; কিন্তু বীরপশু নিমিত্ত দক্ষিণাচারে পশুবলিকে ‡ উপাসনার এক প্রধান অঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন। পশুর নিদান তামসিক শাক্ত ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ, তাহাতে গো, ব্যাঘ্র, মনুষ্য প্রভৃতি কাহাকেও বলির অযোগ্য বলেন নাই।

পক্ষিণঃ কচ্ছপাগ্রাহামৎস্যানববিধামৃগাঃ।
মহিষোগোধিকাগাবশ্ছাগোবভ্রুশ্চ শূকরঃ॥
খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকাসরভোহরিঃ।
শার্দ্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরন্তথা॥
চণ্ডিকাভৈরবাদীনাং বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবং॥
কালিকাপুরাণং।

পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, বভ্রু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, সরভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য এবং স্বীয় শরীরের রক্ত এই সমুদয় চণ্ডিকা ভৈরবাদির বলি। বলি দ্বারা মুক্তি সাধন হয়, এবং বলি দ্বারা স্বর্গ সাধন হয়।

যদিও কালিকাদি পুরাণে ও ভূরি তন্ত্রে দেবাদির উদ্দেশে জীব হত্যার বিশেষ বিধি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অন্যত্র ইহার সম্পূর্ণ বিরোধে তাহাকে অত্যন্ত দুরদৃষ্টের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসাজীবঘাতনং।
আকল্পকোটিনিরয়ে তেষাং বাসোন সংশয়ঃ॥
পদ্মপুরাণং।

পার্ব্বতী কহিতেছেন যে হে শিব! যে সকল তামস গুণাবলম্বি ব্যক্তি আমার নিমিত্তে জীব হত্যা করে, কোটিকল্প পর্য্যন্ত তাহারদিগের নরক বাস হয়, তাহার সংশয় নাই।

উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥
পদ্মপুরাণং।

পশু বলির উপদেষ্টা, হন্তা, কর্ত্তা, ধারণ কর্ত্তা, পশু বিক্রয় কারী, এবং উৎসর্গ কর্ত্তা এই সকলের নরক হয়।

কিন্তু মদ্যাদি দান সেবন বীরদিগেরই বিশেষ সাধন, তদ্ব্যতীত কোন প্রকারে তাঁহারদিগের সিদ্ধি লাভ হয় না।

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনং॥
শ্যামারহস্য।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ¶, মৈথুন এই পঞ্চ মকার মহাপাতক নাশের কারণ।

[illegible] দিবসে এ[illegible]করিলে অকল্য উপহাসের কারণ [illegible] রাত্রিযোগে তাহার অনুষ্ঠান ক[illegible] করিয়াছেন, এবং তাহা গোপন র[illegible]নী কৌলদিগের প্রতি ছদ্ম ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন।

রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কুর্য্যাৎদিবা কুর্য্যাচ্চ বৈদিকীং।
দিবারাত্রৌ যজেৎদেবীং যোগী যোগপ্রভেদতঃ॥
নিরুত্তরতন্ত্রে প্রথমপটলে।

রাত্রিতে কুলক্রিয়া করিবেক, এবং দিবাতে বৈদিক ক্রিয়া করিবেক। এই রূপ যোগী ব্যক্তি যোগ ভেদে দিবা রাত্রি দেবীর অর্চ্চনা করিবেক।

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলাবিচরন্তি মহীতলে॥
শ্যামারহস্য।

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভা মধ্যে বৈষ্ণব এইরূপ নানাবেশধারি কৌল সকল পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

পূজা দুই প্রকার যথা; বাহ্য পূজা এবং অন্তর্যাগ। গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি দ্বারা যে পূজা সেই বাহ্য পূজা, এবং চিত্ত রূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজ রূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কাশত উপচারাদি দ্বারা যে আন্তরিক সাধন তাহার নাম অন্তর্যাগ §। ষট্‌চক্র ভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ।

---

* অন্য অন্য তন্ত্রে, যদিও সপ্ত প্রকার আচার ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে দিব্যদিব্য নামে অন্য এক প্রকার আচার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তদ্ব্যতীত অনেক সঙ্কীর্ণ ভাব প্রতীত হইতেছে।

‡ বলি দুই প্রকার রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। মাংস রক্তাদি বিশিষ্ট যে বলি সেই রাজসিক, এবং তদ্ভিন্ন দুগ্ধ তণ্ডুলাদিযুক্ত যে বলি সেই সাত্ত্বিক বলি।

সাত্ত্বিকোবলিরাখ্যাতোমাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ।
সময়াচারতন্ত্রং।

রক্তমাংসাদি বর্জ্জিত যে বলি তাহাকে সাত্ত্বিক বলি বলিয়াছেন।

* অগ্রে মন্ত্র দ্বারা পশুকে উৎসর্গ করিয়া পরে ছেদন করিবেক, কিন্তু এইক্ষণে কালীঘাটাদিতে অনেক বলি উৎসর্গ হয় না।

¶ মদ্যের সহিত যে উপকরণ ভক্ষিত হয়, তাহার নাম মুদ্রা।

† বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন, যথা অব্যক্ত গৃহস্থাবধূত এবং ব্যক্ত গৃহস্থাবধূত। তন্মধ্যে অব্যক্ত গৃহস্থাবধূতের ছদ্ম ব্যবহার শ্যামারহস্যের বচনানুযায়ি লিখিয়াছেন। আর ব্যক্ত গৃহস্থাবধূতের লক্ষণ লেখেন যথা

ব্যক্তোঽব্যক্তোদ্বিধাদ্যোভুবি চরতিমুদা রক্তবস্ত্রাবৃতাঙ্গঃ
সিন্দূরোদ্যল্ললাটঃ শিবইব মহসারক্তমাল্যানুলেপঃ॥

ব্যক্ত আর অব্যক্ত এই দুই প্রকার গৃহস্থাবধূত, তন্মধ্যে ব্যক্ত অবধূত হর্ষযুক্ত, রক্ত বস্ত্রে আবৃত, ললাটে সিন্দূরযুক্ত, তেজ দ্বারা শিব তুল্য, রক্তমালা বিশিষ্ট এবং রক্তচন্দনাদি সংযুক্ত হইবেক।

§ ধ্যায়েৎতু পূজয়েদ্দেবং মনসা বচসা[illegible]
তদৈব সাধকোলোকে,অন্তর্যাগপ[illegible]
মুণ্ডমালাতন্ত্র।

সাধক যখন মন বাক্য হৃদয় দ্ব[illegible], বৌদ্ধা প্রভৃতি তাতে [illegible] নিরুত্তরতন্ত্রে পে র[illegible] পূজা করেন, তখনই তাঁহাকে [illegible] গ্য বর্ণ বা [illegible] যায়। [illegible] হবেক না,

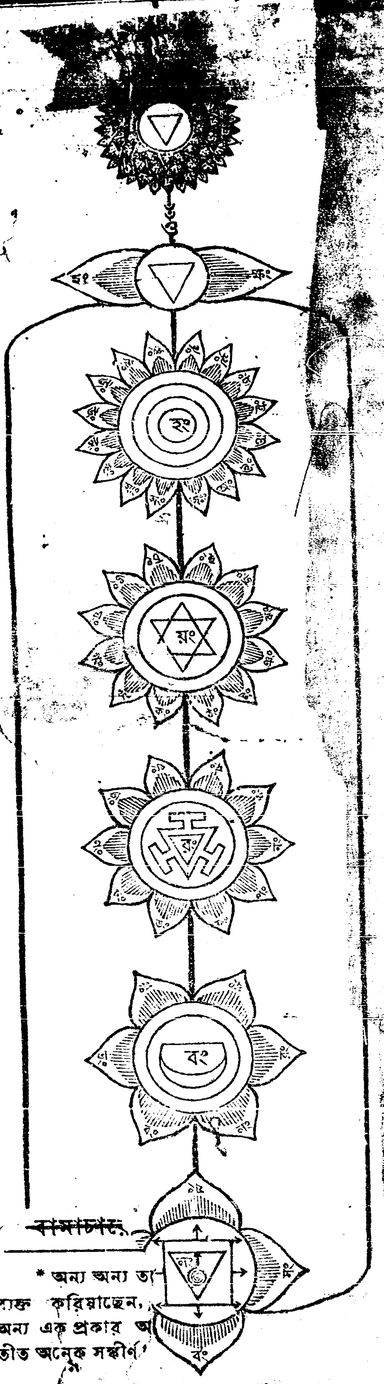

মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে ইড়া পিঙ্গলা দুই নাড়ী উক্ত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে ইড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বাম ভাগে সুষুম্না নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী এবং তদন্তরে চিত্রিণী নাড়ী উক্ত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত সপ্ত পদ্ম কল্পনা করিয়াছেন। পায়ুদেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে সুষুম্না নাড়ীতে সংলগ্ন আধার নামে এক [illegible] পদ্ম, তাহার চারি দলে বং শং ষং সং এই চারি বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে এক চতুষ্কোণ চক্র, তাহার অষ্টদিকে অষ্ট শূল, এবং [illegible] পৃথিবী বীজ লং বর্ণ এবং তাহার কর্ণিকা মধ্যে এক ত্রিকোণ যন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই পদ্ম মধ্যে লিঙ্গাকৃতি শিব স্থিতি করেন, এবং তাঁহার অমৃত নির্গম স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া সর্প রূপা কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল পদ্ম, তাহার ছয় দলে বং ভং মং যং রং লং এই ছয় বর্ণ, তাহার মধ্য স্থলে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল, [illegible] অর্দ্ধচন্দ্র; তাহাতে বং এই বর্ণ উক্ত হইয়াছে। এই পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি স্থিতি করেন। নাভিমূলে মণিপূর নামক [illegible] পদ্ম, তাহার দশ দলে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং দশ বর্ণ, তাহার মধ্য স্থলে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল, সেই ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিন ভূপুর, এবং [illegible] মধ্যে রং বর্ণ আছে। এই পদ্ম [illegible] সাকিনী শক্তি স্থিতি করেন। হৃদয়ে [illegible]ত নামক দ্বাদশ দল পদ্ম, তাহার দ্বাদশ [illegible] কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং [illegible] এই দ্বাদশ বর্ণ, ইহার মধ্যে ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল, এবং তাহাতে যং বীজ। এই পদ্মে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন। কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ দল পদ্ম, তাহার ষোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ, এই পদ্মের মধ্যে গোলাকার চন্দ্র মণ্ডল, এবং তদন্তরে গোলাকার নভো-

বামাচার

* অন্য অন্য তা[illegible] সাক্ত করিয়াছেন, অন্য এক প্রকার অ[illegible] তীত অনেক সস্কীর্ণ[illegible]

মণ্ডল; এই মণ্ডলে হংবীজ ও শাকিনী শক্তির [illegible]। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম, তাহার দুই দলে হুং ক্ষং দুই বর্ণ, তাহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি, তন্মধ্যে শিব স্থিতি করেন। এই পদ্মের মধ্যে হাকিনী শক্তি বাস করেন। এই পদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা আছেন, তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু, তদূর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ী, এবং তদূর্দ্ধে সহস্রদল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশৎদলে অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্র মণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, এবং সর্ব্বমধ্যে শিবস্থানে পরম শিব অবস্থিতি করেন।

সাধক গুরু উপদেশ অনুসারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বিগ্না করিবেক, হং এই বীজ দ্বারা তাহাকে চেতন করিয়া চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দ্বারা মূলাধার অবধি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ষট্‌ পদ্মকে, এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা পদ্মত্রয়ে স্থিত শিব ত্রয়কে ভেদ করিবেক, এবং কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল পদ্মে স্থাপন করিয়া তত্রস্থ পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিবেক, পরে, উভয়ের সংযোগের দ্বারা গলিত পরমামৃত পানান্তে পুনর্ব্বার সেই কুলপথ দ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেক।

এই প্রকার অন্তর্যাগ সাধনে নিষ্ঠ যে সকল বীরভাব সাধক মদ্য মাংসাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়াছেন।

তথান্তর্যাগনিষ্ঠা যে তে প্রিয়াদেবি নাপরে।
সমর্পয়ন্তি যে ভক্ত্যা করাভ্যাং পিশিতাসবং।
কুলার্ণবে।

এই অন্তর্যাগনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক স্বহস্ত দ্বারা মদ্য মাংস সমর্পণ করেন, তাঁহারাই প্রিয়, হে দেবি! তদ্ভিন্ন কেহ প্রিয় নহে। ‡

† শরীর ছেদ করিয়া এই সমুদয় পদ্মাদি দৃষ্টি না করাতে এইক্ষণে অনেক বিদ্বান্‌ ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য করেন না।

‡ আশ্চর্য্য যে বৈষ্ণবাদিকেও মদ্য মাংসাদি দ্বারা [illegible] বিবার আদেশ করিয়াছেন।

পারে, [illegible] চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গতদর্শনে।
পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কলামুখে তথা॥

সুরা শক্তিঃ শিবে[illegible] ভক্তো ভৈরবঃ স্বয়ং।
তয়োরৈক্যং সমু[illegible]নন্দো মোক্ষ এব চ॥
কুলার্ণবে।

সুরা শক্তি স্বরূপ, [illegible] স্বরূপ, এবং ঐ শিব শক্তির ভক্ত যিনি তিনি স্বয়ং ভৈরব স্বরূপ, এই তিনের ঐক্য হইলে আনন্দ স্বরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হয়।

মধ্যে মধ্যে বীরদিগের চক্রের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে তাঁহারা যে প্রকার কুৎসিত ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ চিত্তকে এ প্রকার বিকৃত করিবার বাহুল্য আদেশ তাঁহারদিগের প্রতি আছে, ইহা এই শ্রীচক্রের সম্যক্‌ বৃত্তান্তে স্পষ্ট প্রতীত হইবেক। চক্রাকারে বা শ্রেণীক্রমে আপন আপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ করিয়া যুগ্ম যুগ্ম ক্রমে ভৈরব ভৈরবীভাবে উপবেশন করিবেক, এবং মধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কালী বোধ করিয়া তাহাকে মদ্য মাংসাদি দ্বারা পূজা করিবেক। এই পূজনীয় কালী রূপা কুলস্ত্রীদিগের বিশেষ বিবরণ করিয়াছেন যথা।

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশেষবৈদগ্ধযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং ‡॥
গুপ্তসাধনতন্ত্রে প্রথমপটলে।

মদক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিষু পার্ব্বতি।
বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং বিফলং ভবেৎ॥
কুলার্ণবে।

শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, দর্শনসমূহ, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য, কলামুখব্রত, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং বেদাচারাদি সকল মতে মদ্য মাংস ব্যতীত পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

¶ মনুষ্যের মনের ভাব সর্ব্বত্রই সমান, এই বিধি অনুসারে শাক্তেরা যেরূপ মাংসকে শিব এবং মদ্যকে শক্তি মনে করিয়া আহার পান করেন, প্রায় তদ্রূপ কেথোলিক খ্রীষ্টীয়েরা পিষ্টককে খ্রীষ্টের মাংস এবং মদ্যকে তাঁহার রক্ত মনে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

‡ রেবতীতন্ত্রে চাণ্ডালী, যবনী, বৌদ্ধা প্রভৃতি কুলস্ত্রীর [illegible]। নিরুত্তরতন্ত্রে রূপে কুলস্ত্রীকে কেবল বিশেষ বিশেষ বর্ণ বা শক্তাত কন্যা না [illegible]জিয়া কার্য্য [illegible] হবেক না,

নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিত ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপিনী, মালাকার কন্যা এই নয় কুলকন্যা।* বিশেষতঃ পরপুরুষ গামিনী বিদগ্ধা স্ত্রী হইলে সকল স্ত্রীই কুলস্ত্রী হয়। রূপবতী, যুবতী, সুশীলা ভাগ্যবতী স্ত্রীকে যত্ন পূর্ব্বক পূজা করিবেক, তাহাতে সিদ্ধি লাভ হইবেক।

এই সকল কুল শক্তিদিগের ব্যবহার স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা।

পূজাকালং বিনা নান্যং পুরুষং মনসা স্পৃশেৎ।
পূজাকালে চ দেবেশি বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ॥
উত্তরতন্ত্র।

পূজাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পরপুরুষকে মনেতেও স্পর্শ করিবেক না। হে দেবেশি! পূজা কালে বেশ্যার ন্যায় সকলকে পরিতোষ করিবেক।

এই প্রকার চক্রগত পরপুরুষকে যথার্থ স্বামি রূপে গ্রহণ করিতে কুলস্ত্রীদিগকে অনুমতি করিয়াছেন; কুল ধর্ম্মে বিবাহিত পতি পতি নহে।

আগমোক্তপতিঃ শম্ভুরাগমোক্তপতির্গুরুঃ।
সপতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ॥
বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে।
বিবাহিতং পতিংনৈব ত্যজেদ্বেদোক্তকর্ম্মণি॥
নিরুত্তরতন্ত্র।

কুলসাধনে উক্ত এব আগমোক্ত পতি তিনি শিব স্বরূপ, তিনিই গুরু। কুলস্ত্রীদিগের সেই পতি, বিবাহিত পতি তাহারদিগের পতি নহে। কুলপূজা জন্য বিবাহিত পতি ত্যাগ করিলে দোষ নাই, কেবল বেদোক্ত কর্ম্মে বিবাহিত পতি ত্যাগ করিবেক না।

এই সাক্ষাৎ কালীরূপা কুলনারীকে পূজা করিয়া মদ্য শোধনাদি পূর্ব্বক পান করিবেক।

সিন্দূরতিলকং ভালে পাণৌ চ মদিরাসবং।
কৃত্বা পিবেদ্গুরুং ধ্যায়ংস্তথা দেবীঞ্চ চিন্ময়ীং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং।

ললাটে সিন্দুর চিহ্ন এবং হস্তেতে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক পান করিবেক।

হস্তেতে সুরা পাত্র ধারণ করিয়া তদ্গত ভাবে তাহার এইরূপ বন্দনা করেন।

শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতং।
ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীসুরগণৈঃ সিদ্ধৈঃসমারাধিতং॥
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাত্ত্রিখণ্ডামৃতং।
বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদং॥
শ্যামারহস্য।

শিব শিরঃস্থিত চন্দ্রের অমৃত দ্বারা প্লাবিত, এবং ক্ষেত্রপাল, যোগিনীগণ, দেবগণ, ও সিদ্ধগণ দ্বারা আরাধিত, এবং মহাত্ম স্বরূপ, আনন্দ সাগর, সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃত ও শুদ্ধি প্রদায়ক যে এই হস্ত পদ্ম স্থিত প্রথম পাত্র তাহাকে বন্দনা করি।

এই প্রকার মন্ত্র বিশেষ দ্বারা পঞ্চবার পাত্র বন্দনা করিয়া পঞ্চ পাত্র গ্রহণ করেন, পরে যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল না হয়, তাবৎ পান করিয়া থাকেন।

যাবন্ন চলতে দৃষ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকর্ত্তব্যং পশুপানমতঃপরং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং।

দৃষ্টি যাবৎ চঞ্চল না হয়, এবং মন যাবৎ বিচলিত না হয়, তাবৎ পান করিবেক, তৎপরে পশু পান জানিবে।

অনন্তর চক্রিদিগের মঙ্গল জন্য এবং তাহার বিপক্ষদিগের বিনাশ নিমিত্ত শান্তি স্তোত্র পাঠ করিবেক, এবং তদনন্তর আনন্দ স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক অন্য অন্য কুলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক।

পাত্রা মদ্যং পঠেৎ স্তোত্রং সাধকঃকুলভৈরবঃ।
কুলস্ত্রীসঙ্গনিরতঃ কুলকার্য্যং সমাচরেৎ॥
কুলার্ণবঃ।

কুলভৈরব স্বরূপ যে সাধক তিনি মদ্য পান করিয়া স্তব পাঠ করিবেক, এবং কুলস্ত্রী সংসর্গে রত হইয়া কুল কার্য্যের আচরণ করিবেক।

তৎপরে আনন্দোল্লাস আরম্ভ হয়। এ সাধনার পৃথক্ বর্ণনা করিতে লজ্জা উপস্থিত হয়, তবে তন্ত্র শাস্ত্রে ইহার যে বিবরণ আছে, তাহারই কতক অংশ প্রকাশ করা যাইতেছে।

তদারূঢ়েষু বীরেষু কার্য্যাকার্য্যং ন বিদ্যতে।
ইচ্ছৈব শাস্ত্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি॥
তত্র যদ্যৎ কৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভং।
তৎসর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ জায়তে সুরসুন্দরি।
...গালাকি... কার নভো-

* কন্যাকেই রজকী গোপিনী প্রভৃতি সংজ্ঞাতে উক্ত করিয়াছেন। "পূজাদুবাং সমালোক্য রজোবস্থাং প্রকাশয়েৎ। সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্ত্তিতা॥" "আত্মানং গোপয়েদ্‌যা চ সর্ব্বদা পশুসঙ্কটে। সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥" পূজা করিয়া যে কোন বর্ণোদ্ভবা কন্যা রজোবস্থা ব্যক্ত করে, তাহাকে রজকী শব্দে কহা যায়। যে অন্য এক বর্ণোদ্ভবা রমণী পশ্বাচারির নিকটে আপনাকে গোপন করে তাহাকে গোপিনী শব্দে বলা যায়।

জল্পোজপফলং তন্দ্রা সমাধিরভিধীয়তে।
বিক্রিয়া পূজনং দেবি ছর্দ্দনং ভৈরবোবলিঃ॥
মুক্তিঃস্যাৎ শক্তিসংযোগাৎস্তোত্রং তৎকালভাষণং।
ন্যাসোঽবয়বসংস্পর্শঃ কণ্ডূতিরীহনক্রিয়া॥
বীক্ষণংধ্যানমীশানি শয়নং বন্দনংভবেৎ।
তত্তন্যাসে বৃতানানা যা চেষ্টা সা চ তৎক্রিয়া॥
রোদনং ভাষসংপাতঃ সমুত্থানং বিজৃম্ভনং।
গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগইত্যভিধীয়তে॥
চক্রেস্মিন্ যোগিনীবীরযোগিন্যোমদমন্থরাঃ।
সমাচরন্তি দেবেশি যথোল্লাসং মনোগতং॥
শনৈঃপৃচ্ছন্তি পার্শ্বস্থানাবিস্মৃত্যাত্মবীক্ষিতং।
নিধায় বদনে পাত্রং নির্ব্বাণানিবসন্তি চ॥
মত্তা স্বপুরুষং মত্ত্বা কান্তান্যমবলম্বতে।
তথৈব পুরুষশ্চাপিপ্রৌঢ়োঽস্তোল্লাসসংযুতঃ॥
পুরুষঃ পুরুষং মোহাদালিঙ্গত্যঙ্গনাঙ্গনাং।
পৃচ্ছন্তি স্বপতিং মুগ্ধাকস্ত্বং কা ত্বমিহাগতা॥
উদ্যানং কিমিদংহন্ত গৃহং কিম্বাগতং কিমু।
মুখেসং পূর্য্যমদিরাং পায়য়ন্তি স্ত্রিয়ঃ পুমান্॥
উপদংশং মুখে ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপন্তি প্রিয়াননে।
গৃহন্ত্যন্যস্য পাত্রাণি ব্যঞ্জনানি চ শাম্ভবি॥
ধৃত্বা শিরসি নৃত্যন্তি মদ্যভাণ্ডানি যোগিনঃ।
অজ্ঞানাৎ করতালাঢ্যমস্পষ্টাক্ষরগীতকং॥
প্রস্খলৎ পদবিন্যাসং তৃপ্যন্তি কুলশক্তয়ঃ।
যোগিনোমদমত্তাশ্চ পতন্তি প্রমদোরসি॥
মদাকুলাশ্চ যোগিন্যঃ পতন্তি পুরুষোপরি।
মনোরথসুখংপূর্ণং কুর্ব্বন্তি চ পরস্পরং॥
কুলার্ণবে পঞ্চমখণ্ডে।

মনুষ্যের যত দুরাচার হউক, তথাপি চেতনাবস্থাতে এ সকল কার্য্যে লজ্জা বোধ হয়, অতএব তন্ত্র কর্ত্তারা ইহার গোপন জন্য অত্যন্ত সাবধান করিয়াছেন।

ন নিন্দেন্নহসেদ্বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ॥
তেভ্যোভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥
প্রাণতোষিণী।

চক্রমধ্যে মদাকুল ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া নিন্দা বা হাস্য করিবেক না, এবং এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবেক না। তাহারদিগের নিকটে ভোজন করিবেক, অহিত আচরণ হইতে বর্জিত থাকিবেক, ভক্তি পূর্ব্বক তাহারদিগকে রক্ষা করিবেক, এবং যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিবেক।

ইহার অপেক্ষাও যে প্রকার অপবিত্র শব্দ দ্বারা ঘৃণিত ব্যবহার সকল বর্ণনা আছে, তাহা আর এপত্রিকাতে উদ্ধৃত করা যায় না। সঙ্ক্ষেপে কহি যে মদ্যপান ব্যভিচারাদি দ্বারা মনুষ্য স্বভাবের যত বিকৃতি হইতে পারে, তন্ত্রের বিধিতে তাহার কিছু অবশিষ্ট নাই। কুলার্ণব[illegible], নিরুত্তর তন্ত্র, শ্যামারহস্য [illegible] প্রভৃতিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করাইবার জন্যই কি তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যদ্রূপ পরদার গমন প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারকে যে রূপ ঈশ্বরের উপাসনা রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি মনুষ্য হত্যা ও পরপীড়াকে বিহিত ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণং পরমেশানি ষট্কর্ম্মেদং প্রকীর্ত্তিতং*॥
যোগিনীতন্ত্রে পূর্ব্বখণ্ডে।

হে পরমেশানি! শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ এই ছয় কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে*।

নানা প্রকার সাধনের মধ্যে শব সাধন বীরদিগের প্রধান সাধন। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে শূন্য গৃহে, নদী তীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন স্থানে, বিল্ববৃক্ষ মূলে, বা শ্মশান ভূমিতে অথবা তন্নিকটবর্ত্তি বনস্থলে সাধনা করিবেক।

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জনেঽথবা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং॥
ভাবচূড়ামণী।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মদ্যাদি উপচার লইয়া সাধনার স্থানে যাত্রা করিবেক, এবং তথায় গুরু, গণেশ, যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া ও বলিদানাদির পরে শবাহরণ

* বস্তুতঃ কল্পিত মন্ত্র পাঠ দ্বারা কদাপি মনোগত ফল লাভ হয় না। জগদীশ্বর দুর্ভাগ্য মনুষ্যের হস্তে যদি এমত বিষম শক্তি অর্পণ করিতেন, তবে তন্ত্রকর্ত্তাদিগের কৌশলে ধর্ম্মের বিনাশ এবং লোক যাত্রা উচ্ছেদ হইবার অসম্ভব ছিল না।

লোকেরা কুকর্ম করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কৌলদিগের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন যথা।

প্রায়শ্চিত্তং ভৃগোঃপাতং সন্ন্যাসং ব্রতধা
তীর্থযাত্রাভিগমনং কৌলঃ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ॥
প্রাণতোষিণী।

প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রত ধারণ, তীর্থ যাত্রা এই পাঁচ কর্ম্ম কুলাচারী ... ধন রূপে র... ব্যয় হইবেক না,

করিবেক। অপরাপর বিশেষ বিশেষ শবের প্রাশস্ত্য লিখিয়াছেন।

উর্দ্ধং দ্বিবর্ষাদ্যদি বা পঞ্চ বা তরুণং যদি।
ক্রমাদ্যমর্ষীয়ং গর্ভজং যদি বা শবং॥
চাণ্ডালগ্রস্তভূতঞ্চ শীঘ্রসিদ্ধিপ্রদায়কং।
নীলতন্ত্রে।

দুইবর্ষ বয়ঃক্রমের উর্দ্ধ, তরুণ, পঞ্চবর্ষীয়, দশম ও প্রথম বর্ষীয়, অথবা গর্ভজ সন্তানের শব, এবং চাণ্ডালের শব দ্বারা শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়।

শব আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে পূজা করিবেক, এবং তাহার পৃষ্ঠদেশে চন্দন লেপন করিয়া তদুপরি হরিণ চর্ম্ম এবং তদুপরি কম্বল স্থাপন করিবেক। ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া এবং কিঞ্চিৎ দূরে স্বরক্ষণার্থে উত্তরসাধককে রক্ষা করিয়া পূজার সামগ্রী সহিত শবারোহণ করিবেক, এবং দেবীর অর্চ্চনাদি করিয়া জপ করিবেক।

এই শব সাধনের নানা প্রকার ভয়ঙ্কর বিধান করিয়াছেন যথা।

করকাঞ্চীং সমাদায় মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ।
তেনৈব তিলকং দত্বা তত্তদ্ভস্মবিভূষিতঃ॥
শ্মশানে চাসকৃজ্জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ।
শ্যামারহস্যে।

করকাঞ্চী গ্রহণ করিয়া, মুণ্ডমালাতে ভূষিত হইয়া, তাহার রক্তে তিলক ধারণ করিয়া, এবং অঙ্গেতে তাহার ভস্ম লেপন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক।

ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক অন্য প্রকার সাধন লিখিয়াছেন যথা।

মহাষ্টমীনবম্যোস্তু সংযোগে পুরতঃস্থিতঃ।
ছাগমহিষমেষাণাং চতুর্দ্দিক্ষু শবান্ক্ষিপেৎ॥
কবন্ধাম্মুণ্ডপুঞ্জাংশ্চ দীপাদিভিরলঙ্কৃতান্।
মধ্যে কবন্ধমাস্তীর্য্য তত্র গন্ধর্ব্বরূপধৃক্॥
তাম্বূলপূরিতমুখোঽঞ্জনাঞ্চিতলোচনঃ।
কৃত্বা তাবন্মনুং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ *॥
শ্যামারহস্যে।

মহাষ্টমী এবং নবমীর সন্ধিকালে পুরোবর্ত্তিস্থানে ছাগ, মহিষ ও মেষের শব, এবং দীপান্বিত কবন্ধ ও মুণ্ড সমূহ চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ করিবেক। মধ্যস্থলে এক কবন্ধ স্থাপন করিবেক এবং তদুপরি গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া মুখেতে তাম্বূলপূর্ণ করিয়া এবং চক্ষুতে অঞ্জন লিপ্ত করিয়া মন্ত্র জপ পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক।

---

*লী " মনসা কল্পিতামূর্ত্তিঃ " হইলেও এই সাক্ষাৎ হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ শক্তি ভক্তের দৃঢ় প্রত্যয় আছে। এই বৃত্ত হইয়া অনেক ব্যক্তি ভয়াতুর

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম

১৭৬৮ শক

১ বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবেন।

২ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৩ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক।

৪ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৫ মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৬ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৭ কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেক।

৮ অধ্যক্ষদিগের মতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেক।

৯ সম্পাদক স্বীয় সহকারি নিযুক্তার্থে অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহার নামোল্লেখ করিবেন।

১০ অধ্যক্ষদিগের দ্বারা আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের নূতন কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের অনুমতি হইলে অথবা উক্ত বেতন ভোগি কোন কর্ম্মচারির পদ শূন্য হইলে তাহার পদে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১১ অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষদিগের মত ভিন্ন কর্ম্মচ্যুত হইবেক না।

১২ বেতনভুক্ কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৩ তিন মাস সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হইলে এবং তাঁহার তিন মাসের মাসিক দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহার মত গ্রাহ্য হইবেক না, কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্যের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৫ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইবেক।

১৬ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন, তবে পরের বিশেষ সভার প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হইবেক।

১৭ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

১৮ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগরস্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক। উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবে।

১৯ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

২০ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২১ পাঁচ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন।

২২ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

২৩ প্রতি বৎসরে এক জন অধ্যক্ষ পরিবর্ত্ত হইবেক।

২৪ সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য না হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন না।

২৫ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

২৬ সম্পাদক স্বয়ং অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন এক জন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে তিনি অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিবেন।

২৭ মূল নিয়মানুযায়ি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদুপযোগি নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

২৮ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

২৯ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৩০ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন, এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না। কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুনর্ব্বার সভ্য যোগ্য হইবেন।

৩১ যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার এক খান মাসিক দাতব্যের অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার অনাদায়ি সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৩২ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদয় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৩৩ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে ধন এই সভাতে প্রেরিত হইবে তাহা মূল ধন রূপে রক্ষিত হইবে, সে ধন ব্যয় হইবেক না,

কিন্তু তাহার বৃদ্ধি হইতে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
THE WORDS OF THEOLOGISTS.

CHAP. I.

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি॥ কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদোব্যবস্থাং॥ ১॥

1. *Say*, knowers of God, who is the Cause Supreme? From whom have we proceeded? Through whom do we live? In whom are we placed? And by whom directed do we follow the law of happiness and misery?

কালঃস্বভাবোনিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষইতিচিন্ত্যা। সংযোগএষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ ২॥

2. Time, Nature, Fate, Chance, Elements, Finite Intelligence—each is thought to be the Cause Supreme. But neither by their united agencies—*leaving their individual ones out of consideration*—nor by the operation *only* of Finite Intelligence *had this universe been made*, since Finite Intelligence is in itself dependant, as it is subject to *the law of* happiness and misery.

তে ধ্যানযোগানুগতাঅপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩॥

3. Given to contemplation, they have seen the power of THE Splendid which is all-enfolded by its own qualities. All those causes—Time, Nature, Fate, Chance, Elements and Finite Intelligence—are regulated by the One *alone*.

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ। অষ্টকৈঃ ষড্ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহং॥ ৪॥

4. *That Power is* the noose to which *this* Whole is bound. *It is* the only axle *of the Universal Wheel. This wheel has* a triple *nave*, possessing sixteen ears, fifty separate rods, twenty *intervenient rods*, and forty-eight *intersecant rods. This wheel has* three paths to roll upon *and* Emotion dualistic* *is its propelling force.*

পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং। পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥ ৫॥

5. The Universe is a mighty stream of which the five senses are its five branches, the five active causes its crooked turnings, the five vital airs its waves, and the mind, the primal to the five perceptive powers, its fountain-head. The five genera of perceptible objects are its five ports and the five kinds of misery its five currents. It has fifty sections and five points of confluence. So are we being taught.

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে। পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥ ৬॥

6. On this life-giving, all-containing and vast universe, creatures roam until they know God, the apart *from all things*, and the transmitter *of all things*, and being beloved thereat, obtain immortality.

উদ্গীথমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ। অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদোবিদিত্বা লীনাব্রহ্মণি তৎপরাযোনিমুক্তাঃ॥ ৭॥

7. The Chaunted God is He who is Undecaying and Super-Eminent, and in whom the three *divisions of the Universe* are wholly lodged. Believing Him as present in all things, the versed in the Vaids who are devoted to the Supreme, are absorbed into Him—*becomes* free from transmigration.

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ৮॥

8. This universe compounded of the decaying and the undecaying—of the apparent and the unapparent, God maintains. The soul dependant becomes bound by worldly enjoyment *but* when it knows THE Splendid, it gets itself free from all bonds.

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা। অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ ৯॥

The Energy of God is unintelligent *while He Himself is* intelligent. Both *are* unborn. *The latter is the* Regulator; *the former* not so. *The former is* connected with things enjoying and enjoyed, while the latter, the Infinite and the Uninfluencing Pervader, fills the Universe. When *one* knows this Supreme as present in the three *divisions of the Universe, he becomes immortal.*

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবএকঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ ১০॥

10. Matter abstract † *is* reducible; God All-Splendid only *is* immortal and irreducible. He alone regulates both matter and mind. After frequent contemplation of Him, commingling with Him. and the knowing of Him *thereby*, Fascination Universal at last ceases.‡

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলআপ্তকামঃ॥ ১১॥

11. All bonds dissolved, misery *made* effete, *one*, after knowledge of the Splendid, eludes both birth and death. Through contemplation of Him, *he*, after the dissolution of the body, *gains* all-satisfied the third *state of existence* in which *he has* the whole universe *for his* wealth.

* *Dualistic* because the two characteristic features of Emotion are Desire and Aversion.

† That is, "the *modus existendi* of all things in the state of quiescence and abstraction from all phenomenal being."

‡ The Fascination of the world which makes us lose sight of God.

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ ১২॥

12. God *is the only Being* worthy of being known, existing in Himself through all eternity. Nothing *remains* knowable after the knowledge of Him.§ Knowing *Him who* is the Transmitter of *all things* enjoying and enjoyed, and who fills all the three sorts of *things* abovementioned,—*Transmitter*, || *enjoyer and enjoyed,—one becomes immortal.*

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ। সভূয়এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩॥

13. As fire within the two slips of sacred wood, does not display itself *before attrition*, nor are its essential particles destroyed *when extinguished, so is it with respect to God*, for as fire shows itself after such attrition, *so does HE* after that of both Om and Mind.

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১৪॥

14. Having made his own mind one of those slips, and Om the other, *man* should, through frequent contemplation *which is* their mutual attrition, see the All-Profound Resplendence.

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি॥ ১৫॥

15. As oil in sesamum, butter in curds, water beneath arid channels, and fire in the slips of sacred wood, so is God perceived by those who see Him through contemplation and truth.

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং। আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরং॥ ১৬॥

16. *Man should consider* the All-Pervading God as butter contained in milk. Contemplation is the root of divine knowledge, and God is the theme of the Oopunishud—of the Oopunishad is He the theme.

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ঃ।

CHAP. II.

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনঃ তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥ ১॥

1. After reflecting upon His resplendence, one should for the sake of divine knowledge apply the mind and the understanding to *God* by withdrawing *them within himself* from the objects of the earth.

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা॥ ২॥

2. By concentration of mind upon, and through the sufferance of, the Splendid Producer, let us exert ourselves to the utmost of our respective powers for the attainment of Heaven.

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতোধিয়া দিবং।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥ ৩॥

3. God knows the senses when they, united with the mind, go towards the Felicity Supreme and through observation complete, evince Him, the Glory, Great and All-Resplendent.

যুঞ্জতে মনউত যুঞ্জতে ধিয়োবিপ্রাবিপ্রস্য বৃহতোবিপশ্চিতঃ। বিহোত্রা দধে বয়ুনাবিদেকইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥ ৪॥

4. The Knowing apply their mind and apply their understanding to that Great, All-Pervading and All-Intelligent One who has ordained all our actions and who knows all our intellectual operations. This is the worship greatest *that can be offered* to the Splendid Producer.

যুজে বাং ব্রহ্মপূর্ব্ব্যং নমোভির্ব্বিশ্লোকএতু পথ্যেব সূরেঃ। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥৫॥

5. With grateful thanks do I devote myself to our Eternal God. Hear all ye children of the sun's Immortal Inhabitant, who in such splendid mansions* reside, that fame would meet me only in virtue's path.

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমোযত্রাতিরিচ্যতে তত্র সংজায়তে মনঃ॥ ৬॥

6. By Him is the mind produced through whose agency fire is evolved, wind is confined *within its limits*, and the moon does wander *in heaven.*

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ॥ ৭॥

7. Serve God Eternal who has brought forth this world. Immerse yourself in Him yet not forsake actions liberal.

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮॥

8. Making the three upper parts† of the body quite erect and withdrawing the mind and the senses within the heart, the knower *of God*, sitting upon the canoe of Divine Nature, should cross all torrents‡ flowing terrific.

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত। দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনোধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ৯॥

9. Curbing the senses and the appetites, and respiring gently through the nostrils when engaged with communion, the knower of God uninfatuated should, like a charioteer that has viscious horses to guide, concentrate here his mind *upon the Supreme.*

সমে শুচৌ শর্কররাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥ ১০॥

10. On a clean and smooth ground, devoid of pebble or gravel or burning sand, *at a place* where mind delights, with sound, and water, and shelter for the head, and with nothing *before* to offend the eyes, one should, with the aid of a solitary retreat, apply himself *to God.*

§ That is, after the complete knowledge of Him in the state of Mooktee.

|| *Transmitter*, that is Himself.

* Earth and Heavenly bodies.

† The head, neck, and breast.

‡ *Torrents*, that is, miseries and afflictions. The whole sentence inculcates a devotional reliance on, and resignation to, God.

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাং। এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥

11. In the first stages of devotional contemplation, God is displayed as frost and smoke, as wind and light, and fire, as glow-warm and lightning, as crystal and moon.

পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং ॥ ১২ ॥

12. *The mind habitually* rising out of material objects and becoming engaged with Communion, *one thereby* obtains a body made of fervour devotional, *after which he has* neither disease nor decripitude, nor death.

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ। গন্ধঃ শুভোমূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

13. On the first application *to true devotion*§ *a man, they say, becomes* light and healthy and devoid of greedy desires; his body smells sweet; his colour *becomes* glowing; his voice melodious, and his excretory discharges little.

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তং। তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থোভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

14. As a soiled metallic object when polished, shines all-luminous, even so the soul, seeing the Divine Nature, becomes unique, and all-satisfied and destitute of sorrow.

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্ব্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৫ ॥

15. When the devoted sees the lamp of the soul with God and knows Him, the All-Resplendent, the Unborn, the Immutable, and the *Resider* pure in all objects, he becomes free from all bonds.

এষহ দেবঃ প্রদিশোনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহ জাতঃ সউ গর্ভেঅন্তঃ। সএব জাতঃ সজনিষ্যমাণঃপ্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৬ ॥

16. The Being Resplendent is in all points cardinal and ordinal. He was in beings that had been born before; he is in beings that are now in the womb. He was in things that HAD BEEN produced; he is in things that are BEING produced. He dwells in every existence and his face extends everywhere.

যোদেবোঽগ্নৌযোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ ১৭ ॥

17. To that Splendid Being *who dwells* in fire and in water, and in plants, and in trees, and in the whole universe, be salutations—be repeated salutations.

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

§ It should be remembered that temperance, sobriety, moderation, government of the passions, in short, a faithful observance of all the organic and moral laws that regulate the human system, is inculcated as one of the greatest of religious duties by our Holy Vedant.

CHAP. III.

যএকোজালবানীশতঈশনীভিঃ সর্ব্বাল্লোঁকানীশতঈশনীভিঃ। যএবৈকউদ্ভবে সম্ভবে চ যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১ ॥

1. The contriving one, who regulates with his regulating power—regulates ALL worlds, is the *Sole Cause* of being and enjoyment. They who know Him become immortal.

একোহি রুদ্রোন দ্বিতীয়ায তস্থু র্যইমাল্লোঁকান্ ঈশতঈশনীভিঃ। প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বাভুবনানি গোপা ॥ ২ ॥

2. The destroying One, *besides whom the pious* does not lodge in a second, who dwells in every one, and who regulates these worlds with his regulating power, after creating all worlds and being *their* supporter, destroys *them* at the end.

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ ॥ ৩ ॥

3. He is the eye of all, the face of all, the hand of all, and the foot of all. *He* furnishes *man* with arms; *He furnishes* bird with wings. ONE God has created the heavens and the earth.

যোদেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপোরুদ্রোমহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

4. Let Him, the All-Knowing Sovereign and Destroyer of the universe who has produced and illustrated the gods and formerly created the soul, make us apply ourselves to salutary thoughts.

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥

5. O Destroyer who sittest in the hearts *of all*, see us with thy body of holiness and goodness, felicity and light.

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬ ॥

6. O Thou, who sittest in the hearts of all, make lenient thy rod. Destroy not the world and its habitants.

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি ॥ ৭ ॥

7 God is above all. He is Great and All-Excellent and pervading the body of each, dwells deep in all existences. He alone encompasses and regulates the universe. Knowing Him, *they* become immortal.

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ ॥

8. I have known Him *who is* above all darkness, Perfect, Splendid and Great. Knowing Him, *they* obtain immortality. *There is* no other path for gaining the station supreme.

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নানীয়োন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ॥ ৯ ॥

9. To Him no high, no low, no great, no small. *Motionless and silent* as a tree, The One resides in heaven. This whole is full of the All-Perfect.

ততোয়দুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১০ ॥

10. They who know Him, the higher than all highest, the formless, and without disease, become immortal. Others, *who do not*, obtain misery.

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপীসভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

11. His face, his head, his neck *is* everywhere. He resides in the hearts of all. *He is* All-Pervading, All-Inhabiting, All-Good, and All-Endowed.

মহান্‌প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিং ঈশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥

12. *He is* Lord Great, All-Perfect, and the Inducer of Good for the sake of stainless peace. *He is* All-Governing, All-Luminous, and Irreducible.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তোযএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

13. The All-Pervading lodges ever in the heart of every being *which is of* the size of a thumb. *He is* exhibited to that mind *which is* free from doubts. Knowing Him they become immortal.

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং ॥ ১৪ ॥

14. The Being with countless heads, countless eyes, and countless feet resides beyond, though pervading, the illimitable universe.

পুরুষএবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানোযদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫ ॥

15. The Being All-Perfect *is* in times past, present, and future. He *is* the Regulator of Immortality which *man* at last does obtain.

সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

16. His hand, feet, eye, head, face and ear are everywhere; and *He Himself* dwells overspreading all.

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং।
সর্ব্বস্যপ্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ১৭ ॥

17. *He who is* elicited by all the powers of the senses of which He Himself is devoid, *is* the Lord and the Governor of all—the Friend and the Protector of all.

নবদ্বারেপুরেদেহী হংসো লেলায়তেবহিঃ।
বশীসর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮ ॥

18. *It seems that* within this mansion of nine portals, the All-Pervading God does revel. *He is* the Governor of all things, motive as well as immotive.

অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং ॥ ১৯ ॥

19. *He has* neither feet nor hands *yet* runs and handles; *has* no eyes *yet* sees; *has* no ears *yet* hears. He knows all but none knows HIM. *He* is said to be the First *of all*, Perfect and Great.

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকোধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমীশং ॥ ২০ ॥

20. God is the subtlest of the subtle and the greatest of the great. *He is* seated in the hearts of all creatures. He who sees the Glory of the Regulator, devoid of physical enjoyment, through the benignity of the mind, becomes destitute of sorrow.

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ। জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোহি প্রবদন্তি নিত্যং ॥ ২১ ॥

21. I have known Him *who is* without disease, Ancient, All-Pervading, and All-Inhabiting because Omnipresent. Him theologists assert to be Unborn; Him theologists assert to be Eternal.

ইতিশ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

(To be continued.)

এইক্ষণে চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা যে প্রকার প্রবল হইতেছে, তাহাতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কৃষ্ণনগর, সুখসাগর, পাণিহাটী, মেদিনীপুর প্রভৃতি অনেক গ্রামে বিশিষ্ট রূপে ব্রাহ্মসমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নিয়মিত রূপে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। সম্প্রতি ঢাকানগরে এই সত্য ধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং তত্রস্থ কতিপয় ব্যক্তি ইহার প্রচার জন্য সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা বিশেষ উৎসাহি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্রের এইপ্রেরিত পত্র পাঠ করিলে বিদিত হইবে।

যথাসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ।

ইতি পূর্ব্বে এদেশস্থ লোকের অন্তঃকরণে যেরূপ মলিনত্ব ছিল, তাহাতে আমারদিগের সনাতন ধর্ম্ম এস্থলে প্রচার হওয়া বড় সুকঠিন বোধ ছিল, সম্প্রতি আমারদিগের বহু ক্লেশে ও যত্নে বিশেষতঃ জগদীশ্বরের অতুল মহিমাতে এরূপ বোধ হইতেছে যে অবিলম্বেই আমারদিগের যত্ন সফল হও-

রার সম্ভব বটে। গত কল্য অর্থাৎ রবিবাসরে কতিপয় বন্ধু একস্থলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহারদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সত্য ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করত এবিষয়ে বাস্তবিক যত্নবান্ ও ইচ্ছুক থাকা প্রকাশ করিয়াছেন,এবং ক্রমশঃ আমারদিগের বন্ধুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব আছে, কিন্তু কাল্পনিক ধর্ম্মানুযায়ী শত্রু সমূহের দ্বারা আমরা যেরূপ আবৃত আছি তাহা লিপি বাহুল্য। মহাশয়েরাও এদেশস্থ লোকেরদিগের ভাব ও স্বভাব ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন, তাহারা আমারদিগের যত্ন বিফল করিবার জন্য কায় মনো বাক্যে যত্নবান্,বিশেষতঃ কখন আমারদিগের প্রতি কিরূপ অনিষ্টাচরণ করে তাহা কহিতে পারি না। কিন্তু যৎ কালীন বহু শত্রু দ্বারা আবৃত থাকিয়াও এই সত্য মত গ্রহণ করিয়া তাহা প্রচার করণে যত্নবান্ হইয়াছি, এবং ইহাও জ্ঞাত আছি যে সত্য পথাবলম্বিদিগকে কৃপাময় জগদীশ্বর অবশ্যই কৃপা করিয়া সাহায্য করিবেন, তখন মহাশয়েরা কখনই বিবেচনা করিবেন না যে আমারদিগের শত্রু গণের বাহুল্য দেখিয়া আমারদিগের সত্য বিষয়ক যত্ন ভঙ্গ হইবেক।

ঢাকা ২৩ অগ্রহায়ণ } শ্রীচন্দ্রকিশোর মজুমদার। শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

বুদ্ধ্যাভয়ং প্রণুদতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া জ্ঞানং শান্তিং যোগেন বিন্দতি॥
স্বধীতস্য সুযুদ্ধস্য সুকৃতস্য চ কর্ম্মণঃ।
তপসশ্চ সুতপ্তস্য তস্যান্তে সুখমেধতে॥
সহায়বন্ধনাহ্যর্থাঃ সহায়াশ্চার্থবন্ধনাঃ।
অন্যোন্যবন্ধনাবেতৌবিদ্যান্যোন্যংন সিধ্যতঃ॥
হিতং যৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চ সুখাবহং।
তৎ কুর্য্যাদীশ্বরেছেতন্মূলং সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥
বুদ্ধিঃ প্রভাবস্তেজশ্চ লক্ষ্মুত্থানমেবচ।
ব্যবসায়শ্চ যস্য স্যাৎ তস্যাযুক্তিভয়ং কুতঃ॥
অর্থে সিদ্ধিং পরামিচ্ছন্ ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
নহি ধর্ম্মাদপৈত্যর্থঃ স্বর্গলোকাদিবামৃতং॥
যস্যাত্মাবিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা॥
যোধর্ম্মমর্থং কামঞ্চ যথাকালং নিষেবতে।
ধর্ম্মার্থকামসংযোগং সোমুত্রেহ চ বিন্দতি॥
সন্নিয়চ্ছতি যোবেগমুত্থিতং ক্রোধহর্ষয়োঃ।
সশ্রিয়োভাজনং রাজন্ যশ্চাপৎসু ন মুহ্যতি॥
বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুরুষাণাং নিবোধ মে।
যত্তুবাহুবলং নাম কনিষ্ঠং বলমুচ্যতে॥
অমাত্যলাভোভদ্রন্তে দ্বিতীয়ং বলমুচ্যতে।
তৃতীয়ং ধনলাভন্তু বলমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
যত্তুস্য সহজং রাজন্ পিতৃপৈতামহং বলং।
অভিজাতবলং নাম তচ্চতুর্থং বলং স্মৃতং॥
যেন ত্বেতানি সর্ব্বাণি সংগৃহীতানি ভারত।
যদ্বলানাং বলং শ্রেষ্ঠং তৎ প্রজ্ঞাবলমুচ্যতে॥
অপ্রশস্তানি কার্য্যাণি যোমোহাদনুতিষ্ঠতি।
সতেষাং বিপরিভ্রংশাদ্ভ্রশ্যতে জীবিতাদপি॥
কর্ম্মণান্তু প্রশস্তানামনুষ্ঠানং সুখাবহং।
তেষামেবাননুষ্ঠানং পশ্চাত্তাপকরং মতং॥
নিরর্থকলহং প্রাজ্ঞোবর্জ্জয়েন্মূঢ়সেবিতং।
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে নচানর্থেন যুজ্যতে॥
প্রসাদোনিষ্ফলোযস্য ক্রোধশ্চাপি নিরর্থকঃ॥
ন তং ভর্ত্তারমিচ্ছন্তি ষণ্ডং পতিমিব স্ত্রিয়ঃ॥
অনার্য্যবৃত্তমপ্রাজ্ঞমসূয়কমধার্ম্মিকং।
অনর্থঃক্ষিপ্রমায়ান্তি বাগ্দুষ্টং ক্রোধনং তথা॥
অবিসম্বাদনং দানং সময়স্যাব্যতিক্রমঃ।
আবর্ত্তয়ন্তি ভূতানি সম্যক্ প্রণিহিতাচ বাক্॥
অবিসংবাদকোদক্ষঃ কৃতজ্ঞোমতিমানৃজুঃ।
অপি সংক্ষীণকোষোপি লভতে পরিবারণং॥
ধৃতিঃ শমোদমঃ শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা।
মিত্রাণাঞ্চানভিদ্রোহঃ সপ্তৈতাঃ সমিধঃশ্রিয়ঃ॥
অসম্বিভাগী দুষ্টাত্মা কৃতঘ্নোনিরপত্রপঃ।
তাদৃঙ্নরাধমোলোকে বর্জ্জনীয়োনরাধিপ॥
প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ।
মন্ত্রমূলবলেনান্যো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়এব সঃ॥
দ্বেষ্যোন সাধুর্ভবতি ন মেধাবী ন পণ্ডিতঃ।
প্রিয়ে শুভানি কার্য্যাণি দ্বেষ্যে পাপানিচৈবহি॥
সমৃদ্ধাগুণতঃ কেচিৎ ভবন্তি ধনতোঽপরে।
ধনবৃদ্ধান্ গুণৈর্হীনান্ ধৃতরাষ্ট্র বিবর্জ্জয়॥
পরাপবাদনিরতাঃ পরদুঃখোদয়েষু চ।

পরস্পরবিরোধেচ যতস্তে সততোত্থিতাঃ॥
অর্থাদানে মহাদোষঃ প্রদানে চ মহদ্ভয়ং।
সদোষং দর্শনং যেষাং সংবাসে সুমহদ্ভয়ং॥
যে বৈ ভেদনশীলাস্তু সকামানিস্ত্রপাঃ শঠাঃ।
তে পাপাইতিবিখ্যাতাঃ সবাসে পরিগর্হিতাঃ॥
যততে চাপবাদায় যত্নমারভতে ক্ষয়ে।
অল্পেপ্যপকৃতে মোহান্নশান্তিমধিগচ্ছতি॥
তাদৃশৈঃ সংগতং নীচৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ।
নিশম্য নিপুণং বুদ্ধ্যা বিদ্বান্ দূরাদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥
মত্যা পরীক্ষ্য মেধাবী বুদ্ধ্যা সংপাদ্য চাসকৃৎ।
শ্রুত্বাদৃষ্ট্বাথবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞৈর্মৈত্রীংসমাচরেৎ।
দুর্ব্বুদ্ধিমকৃতপ্রজ্ঞং ছন্নং কূপং তৃণৈরিব।
বিবর্জয়ীত মেধাবী তস্মিন্ মৈত্রী প্রণশ্যতি॥
অবলিপ্তেষু মূর্খেষু রৌদ্রসাহসিকেষু চ।
তথৈবাপেতধর্ম্মেষু ন মৈত্রীমাচরেদ্বুধঃ॥
কৃতজ্ঞং ধার্ম্মিকং সত্যমক্ষুদ্রং দৃঢ়ভক্তিকং।
জিতেন্দ্রিয়ংস্থিতংস্থিত্যামিত্রমত্যাগিচেষ্যতে॥
ন বৈ শ্রুতমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য বা।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি॥
অকীর্ত্তিং বিনয়োহন্তি হন্ত্যনর্থং পরাক্রমঃ।
হন্তি নিত্যং ক্ষমাক্রোধমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥
দুষ্কুলীনঃ কুলীনোবা মর্য্যাদাংযোন লঙ্ঘয়েৎ।
ধর্ম্মাপেক্ষী মৃদুর্হ্রীমান্ সকুলীনশতাদ্বরঃ॥
মার্দ্দবং সর্ব্বভূতানামনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ।
আয়ুষ্যাণি বুধাঃ প্রাহুর্ম্মিত্রাণাঞ্চাপি মাননা॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদভীক্ষ্ণং নিষেবতে।
তদেবাপহরত্যেনং তস্মাৎ কল্যাণমাচরেৎ॥
মঙ্গলালম্ভনং যোগঃ শ্রুতমুত্থানমার্জ্জবং।
ভূতিমেতানি কুর্ব্বন্তি সতাঞ্চাভীক্ষ্ণদর্শনং॥
অনির্ব্বেদঃ শ্রিয়োমূলং লাভস্য চ শুভস্য চ।
মহান্ ভবত্যনির্ব্বিন্নঃ সুখং চানন্ত্যমশ্নুতে॥
নাতঃ শ্রীমত্তরং কিঞ্চিদন্যৎ পথ্যতমং তথা।
প্রভবিষ্ণোর্যথা তাত ক্ষমা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
যৎ সুখং সেবমানোপি ধর্ম্মার্থাভ্যাংন হীয়তে।
কামং তদুপসেবেত ন মূঢ়ব্রতমাচরেৎ॥

উদ্যোগপর্ব্বণি।

মোহমুদ্গরশ্লোকাঃ

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং।
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং॥
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং।
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং॥
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।
সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ॥
কস্য ত্বং বা কুতআয়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ।
তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ॥
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে।
বার্ত্তাং কোপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং।
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোহং॥
আত্মজ্ঞানবিহীনামূঢ়াঃ।
তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ।
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ॥
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ।
পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ॥

নূতন গ্রহ প্রকাশ

সম্প্রতি এক নূতন গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ফরাশীশ দেশীয় শ্রীযুক্ত লে, বেরিয়র সাহেব গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্ব্ব প্রকাশিত দ্বাদশ গ্রহের অপেক্ষা অন্য এক গ্রহ সৌর জগতে ভ্রমণ করে। গত ৮ আশ্বিন বুধবার রাত্রি যোগে জর্ম্মান রাজ্যের অন্তঃপাতি বর্লিন নগরে শ্রীযুক্ত ম, গালি সাহেব সেই গ্রহ দৃষ্টি করিয়াছেন। লে, বেরিয়র সাহেব অগ্রে গণনা দ্বারা এই গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন, এনিমিত্তে ইহার নাম লে, বেরিয়র

গ্রহ হইয়াছে। পূর্ব্বে যত গ্রহ দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, তৎ সমুদয় অপেক্ষা এই গ্রহ সূর্য্য অপেক্ষা অধিক দূরে আছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত

ললিত রাগিণী

সংসার সার ভেবে কি ঘোরে পড়েছ। অনিত্য সুখের লাগি কি দুঃখ পেতেছ। শ্বেতকেশ হলো তবু, শেষ না ভাবহ কভু, বিষয় মদিরা পানে প্রমত্ত রয়েছ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথমাবধি তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১২৲
কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	৲
রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থের চূর্ণক	॥৹
বস্তুবিচার	।৹
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা	।৹
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।৹
বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ	॥৹
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵৹
ভূগোল	॥৹
পদার্থ বিদ্যা	॥৹
বর্ণমালা	৶৹
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥৹
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতক অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	॥৹
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্ সবিণ্ডিকেটেড্	।৵৹
গীতপুস্তক	।৹

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামি ৭ পৌষ সোমবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইবেক, ব্রাহ্মেরা তৎ কালে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা
উপাচার্য্য

বিজ্ঞাপন

পৌত্তলিক প্রবোধ নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য ছয় আনা। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে বিনা মূল্যে তাহার এক খান প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এক জন অবেতনভুক্ ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামি ১১ পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

অশুদ্ধ শোধন

৩৯সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩৫৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয়চ্ছেদে সাত পঙ্‌ক্তিতে যে "পারে না" এই শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে পারিবেক" হইবেক।

১৭৬৭ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যে সপ্তোপনিষৎ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কঠোপনিষৎ অথর্ব্ববেদীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু মুখ্য কল্পে তাহা যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ; অথর্ব্ববেদে কঠ প্রভৃতি সমুদয় ৫২ উপনিষদ্ই আছে। আর ঐতরেয়োপনিষৎ যজুর্ব্বেদীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হই তে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থভাগ
৪২ সংখ্যা
১ মাঘ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামি ১১ মাঘ শনিবার সূর্য্যাস্ত পরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক ইতি।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা
উপাচার্য্যঃ

শৈব ধর্ম্ম প্রচারের যে প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হয় তাহাতে বোধ হয় যে কেবল নির্ম্মল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলনের পরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি উপাসনার প্রারম্ভেই শিবোপাসনার আরম্ভ হইয়াছে। রাজা শূদ্রক যিনি স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকা খণ্ড অনুসারে কলিযুগের ৩২৯০ বৎসরে অর্থাৎ ১৬৫৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করেন তাঁহার কৃত মৃচ্ছকটি গ্রন্থে, এবং কবি কালিদাস যিনি ন্যূনাধিক ১৯০০ বৎসর* পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার কৃত শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি সকলে শৈব ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন প্রাপ্ত হয়। এই সকল নাটকে প্রথমেই শিব সম্বোধন পূর্ব্বক আরম্ভ হয়†, এবং তন্মধ্যে অনেক স্থানে তৎকালে বাহুল্য রূপে শিবোপাসনা প্রচারের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়।

পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥
মৃচ্ছকটিগ্রন্থে নান্দীউক্তিঃ।

গৌরীর বিদ্যুৎসদৃশ ভুজলতাযুক্ত যে মহাদেবের শ্যাম বর্ণ জলদ তুল্য কণ্ঠদেশ তাহা তোমারদিগকে রক্ষা করুক।

এশাশি বাশূ শিরশিগ্গহীদা।
কেশেশু বালেশু শিলোলুহেশু॥
অক্কোশ বিক্কোশ লবাহিচণ্ডং।
শম্ভুং শিবং শঙ্কলমীশলং বা ‡॥
মৃচ্ছকটিপ্রথমাঙ্ক।

---

* বিক্রমাদিত্যের শক এইক্ষণে ১৯০৩ বৎসর, যাহা সম্বৎ নামে খ্যাত আছে, তাঁহার সভাসদ কালিদাস সুতরাং তাঁহার কালে বিরাজিত ছিলেন।

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটক-
র্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতোবরাহমিহিরোনৃপতেঃ
সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃতনবরত্নবচনং।

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, এবং বররুচি এই নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের সভাতে ছিলেন।

স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডে ভবিষ্যৎ বাণী চ্ছলে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল উক্ত করিয়াছেন যথা "স্তত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যাধিকেষু হি। ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্যরাজ্যং সোথ প্রণশ্যতে॥" "তদনন্তর কলিযুগের তিন সহস্র বিংশতি বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য হইবেক, পরন্তু তিনিও নষ্ট হইবেন।" এইক্ষণে কলিযুগাব্দাঃ ৪৯৪৫, তদনুসারে এই বচন দ্বারা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ১৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে হয়, তাহাতে সম্বতের সহিত ২২বৎসর প্রভেদ থাকে। ইহা এই পুরাণোক্ত রাজ্য কালের সহিত তাঁহার শক স্থাপন কালের প্রভেদ মাত্র বোধ হয়।

† ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে গ্রন্থ কর্ত্তারা স্বীয় পূজনীয় দেবতাকে নমস্কার পূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করেন।

‡ এই প্রাকৃত শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদ যথা
এষাসি বালা শিরসি গৃহীতা। কেশেষু বালেষু শিরোরুহেষু॥
আক্রোশবিক্রোশপাধিচণ্ডং। শম্ভুং শিবং শঙ্করমীশ্বরম্বা॥

তুমিই সেই বালিকা যে কেশারূঢ় হইয়া ধৃত হইয়াছিল এইক্ষণে আক্রোশ বিক্রোশ পূর্ব্বক উগ্র রূপে শম্ভু, শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর বলিয়া চীৎকার কর।

যা সৃষ্টিঃ সুষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণায়া স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং। যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়াপ্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলে।

জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, এবং বায়ু এই প্রত্যক্ষ অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট যে মহাদেব, তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমারদিগকে রক্ষা করুন।

বিশেষতঃ কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব গ্রন্থে শিবদুর্গার বিশেষ বর্ণনা আছে, অতএব তাঁহার কালে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শৈব ধর্ম্ম প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। তাহারও অনেক পূর্ব্বে ইহার প্রচারের প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে। কাশ্মীর দেশীয় ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী অনুসারে অশোক রাজা যিনি প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি বিজয়েশ নামক শিবের মন্দির প্রতাকার করেন, এবং তাঁহার পুত্র জলোক রাজা অত্যন্ত শিব ভক্ত ছিলেন।

বিজয়েশ্বরনন্দীশক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশপূজনে।
তস্য সত্যাগিরোরাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাভবৎ॥
রাজতরঙ্গিণী ১ তরঙ্গে।

বিজয়েশ্বর নন্দীশ [illegible] জ্যেষ্ঠেশ পূজায় সেই [illegible] অশোক রাজা সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞাযুক্ত ছিলেন।

শৈবধর্ম্ম যে রূপ মূর্ত্তি উপাসনার আরম্ভেই বহুকালাবধি প্রকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ ভারতবর্ষের সীমা অতীত বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্ব ভারত সমুদ্র স্থিত বালি দ্বীপে অদ্যাপি শিবোপাসনা প্রচার আছে। ফলতঃ পূর্ব্ব কালে আমারদিগের ধর্ম্ম, বসতি, এবং গমনাগমন এইক্ষণকার ন্যায় কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ ছিল না, স্মৃতি পুরাণ এবং অন্য অন্য ইতিহাসাদিতে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালে যখন কেবল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার ছিল, তখন হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত ও তাতার প্রভৃতি দেশ যেখানে এইক্ষণে বৌদ্ধ ও মোসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সেখানেও আমারদিগের নিবাস ছিল, ইহা পুরাণে এই প্রকার স্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে যে ইক্ষাকু রাজার বংশ মেরুগিরির উত্তর ও দক্ষিণ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইক্ষাকুবংশমন্বক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ।
ইক্ষাকোঃপুত্রতামাপ বিকুক্ষির্নাম দেবরাট্॥
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্যাসীদ্দশপঞ্চ চ তৎসুতাঃ।
মেরোরুত্তরতস্তেতু জাতাঃ পার্থিবসত্তমাঃ॥
চতুর্দ্দশোত্তরং চান্যচ্ছতমস্য তথাভবৎ।
মেরোর্দ্দক্ষিণতোয়ে বৈ রাজানঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥
মৎস্যপুরাণে ১২ অধ্যায়ে॥

হে ঋষিবর সকল! ইক্ষাকুবংশের বৃত্তান্ত বলি,শ্রবণ কর। ইক্ষাকুর যে শত পুত্র তম্মধ্যে ইন্দ্রতুল্য বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁহার অন্য পঞ্চদশ পুত্র, ইঁহারা সকলে মেরুর উত্তর ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এক শত চতুর্দ্দশ পুত্র মেরুর দক্ষিণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে রাজা হইয়াছিলেন *।

পুরাণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী এমত চিহ্নও প্রাপ্ত হইয়াছে যে অতি প্রাচীন কালে মেরু হইতে কিয়ৎ উত্তর রুষ দেশের মধ্যে বিদ্যাবান্ কোন বিশিষ্ট জাতির নিবাস ছিল। উক্ত দেশের অন্তঃপাতি জেনিসী নদীর তীরস্থ কৃষ্ণজর্স্ক নগরের নিকট বহুবিধ ধাতুর খনি দৃষ্ট হইয়াছে,তাহা এমত প্রাচীন কালে খনন হইয়াছিল যে সেই খনির মধ্যস্থ মৃৎস্তম্ভ সকল পাষাণ হইয়াছে। এই সকল খনি খনন করিবার উপযোগি পরশু মুদ্গার প্রভৃতি তাম্র পাষাণ নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রাদি

* বিষ্ণুপুরাণানুসারে ভারতবর্ষের উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত হইতে অনেক উত্তরে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতের চারি দিকে চারি নদী নিঃসৃত হইয়াছে যথা দক্ষিণে অলকনন্দা ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়াছে, চক্ষুস্ নদী পশ্চিম বাহিনী হইয়া সমুদ্র বিশেষে অস্ত হইয়াছে, উত্তরে ভদ্রা উত্তরকুরু দেশ ব্যাপিয়া উত্তর সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে,এবং সীতা নদী পূর্ব্বদিকে নির্গত হইয়াছে। অলকনন্দা নদী দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গার এক অংশ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, পশ্চিম বাহিনী চক্ষুস্ নদী এইক্ষণে ওক্সস নামে খ্যাত আছে, উত্তর দিকে ওবী নামক নদী রুষ তাতার দেশ ব্যাপ্ত হইয়া উত্তর সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বদিকে হরমরণ নদী চীন দেশে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে; অতএব সম্ভবতঃ এই চারি নদীর মধ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র বোখারা নামক দেশাদি ব্যাপ্ত পর্ব্বত সমূহের নাম মেরু। এই মেরুর দক্ষিণে তিব্বত দেশ, পূর্ব্ব পশ্চিমে তাতার দেশ,এবং উত্তরে তাতার দেশ ও উত্তরকুরুবর্ষ অর্থাৎ রুষ তাতার। পুরাণে লিখিয়াছেন যে মেরু হইতে কিয়ৎ উত্তরে এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে উত্তরকুরুবর্ষ,এই দেশ এইক্ষণে রুষতাতার নামে খ্যাত আছে।

প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত স্থানের পশ্চিমে ইর্ত্তিষ নদীর নিকট পর্ব্বত ও ক্ষেত্র সকলে ছুরিকা, দাত্র, ও তাম্র রচিত ভগ্ন বাণ প্রভৃতি অস্ত্র, এবং কৃষ্ণজর্স্ক নগরের নিকটে স্বর্ণ ও তাম্র রচিত এবং হরিণাদি নানা পশ্বাকৃতি মুদ্রিত বহুবিধ অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে *। এ প্রকার শিল্পজ্ঞ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ লোকদিগের বাসস্থান অবশ্য কোন পাষাণাদি নির্ম্মিত অট্টালিকা শোভিত নগর ছিল,কিন্তু আশ্চর্য্য যে সেই অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন জগতে প্রকাশ নাই, এবং তাহার জন শ্রুতিও কোন দেশে শ্রুত হয় নাই। এই প্রাচীন নগর যে ইক্ষাকুর সন্তানদিগের রাজধানী ছিল ইহা অসম্ভব নহে।

পরেও উক্ত স্থান সকলে গমনাগমন সাধারণ ছিল, বরঞ্চ মেরুগিরি তপস্যার স্থান রূপে গণ্য ছিল।

ন্যস্তশস্ত্রস্তপস্তপ্তং গতোহং মেরুপর্ব্বতং।
তত্র সংন্যস্তশস্ত্রোপি তপস্যাভিরতোপ্যহং॥
শ্রুত্বৈব ধনুষোভঙ্গং দ্রষ্টুং ত্বাং সমুপাগতঃ।
রামায়ণে আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমসর্গে।

পরশুরাম রামচন্দ্রকে কহিতেছেন যে আমি অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক মেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্যাতে নিযুক্ত ছিলাম, তথাপি ধনুর্ভঙ্গের বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিবার জন্যে আগমন করিলাম।

পুরাণ পুরী সন্ন্যাসী যিনি পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মরাজ্য অবধি পশ্চিমে ইউরোপস্থ রুষদেশীয় মস্কোনগর পর্য্যন্ত বহুদেশ ভ্রমণ করেন, তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে তুর্কদেশীয় বসোরা নগরে গোবিন্দরাও এবং কল্যাণরাও নামে দুই বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তিনি ইহাও কহিয়াছেন যে তুর্ক দেশীয় মস্কট নগরে,তাতার দেশীয় বাখ নগরে,এবং খরক উপদ্বীপে তিনি অনেক হিন্দুলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, আর কহেন যে আসিয়া খণ্ডস্থ রুষদেশীয় অস্ত্রাকান নগরস্থিত হিন্দুদিগের নিকটে তিনি অত্যন্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন †। পারসীকের অন্তঃপাতি হিঙ্গলাজ নগরে অদ্যাপি [illegible] সকল স্থাপিত আছে †।

মহাভারত অনুসারে অর্জ্জুন তি[illegible]শীয় মানস সরোবরে গমন করিয়া এবং তদুত্তরে হরিবর্ষ পর্য্যন্ত ভ্রমণ [illegible] ছিলেন।

সরোমানসমাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ
[illegible]ক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ॥
সভাপর্ব্ব ২৫ অধ্যায়ে

মানস সরোবরে উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডব প্রভু [illegible] ব্যাপ্ত গন্ধর্ব্ব রক্ষিত দেশকে জয় করিলেন।

উত্তরং হরিবর্ষন্তু সমাসাদ্য সপাণ্ডবঃ।
ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাকশাসননন্দ[illegible]
সভাপর্ব্ব ২৭ অধ্যা[illegible]

সেই ইন্দ্র পুত্র পাণ্ডব উত্তর হরিবর্ষে উ[illegible] সেই দেশ জয় করিতে অভিলাষী হইলেন।

নকুল পশ্চিম দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত [illegible] ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম নানা ম্লেচ্ছ [illegible] গমন করিয়াছিলেন।

রত্নানি ভূরীণ্যাদায় সম্প্রতস্থে যুধাম্পতি[illegible]
ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারু[illegible]
পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্[illegible]
ততোরত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থি[illegible]
ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ।
সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়ে

যুদ্ধপতি নকুল বহুরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক প্র[illegible]লেন, তদনন্তর সাগর নিকটস্থ অতি দারুণ [illegible]লকে জয় করিলেন। এবং পহ্লব, বর্ব্বর, [illegible] যবন এবং শক এই সকল জাতিকে বশ করি[illegible]দিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নান[illegible] কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল নিবৃত্ত হইলেন।

রাজতরঙ্গিণী অনুসারে কাশ্মীর[illegible] রাজা ললিতাদিত্য যিনি প্রায় ১১০[illegible] পূর্ব্বে রাজত্ব করেন, তিনি বোখ[illegible]ভৃতি মোসলমান দেশে গমন [illegible] ছিলেন।

* Titler's universal History. Vol. 6. P. 41.

† Asiatic Researches. Vol. 5.

† শৈব সন্ন্যাসিরা অনেকে হিঙ্গলাজ [illegible] করেন, তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ ইহার অ[illegible] জ্ঞাত হওয়া যায়। তন্ত্রচূড়ামণিতে হিঙ্গুলা এক[illegible]ঠস্থান বলিয়া ধৃত হইয়াছে যথা " ব্রহ্মরন্ধ্রং [illegible] ভৈরবোভীমলোচনঃ। কোট্টরী সা মহামায়[illegible] দিগম্বরী॥" "সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলাতে প[illegible]খানে ভীম লোচন ভৈরব এবং কোট্টরী না[illegible] ত্রিগুণা মহামায়া আছেন।"

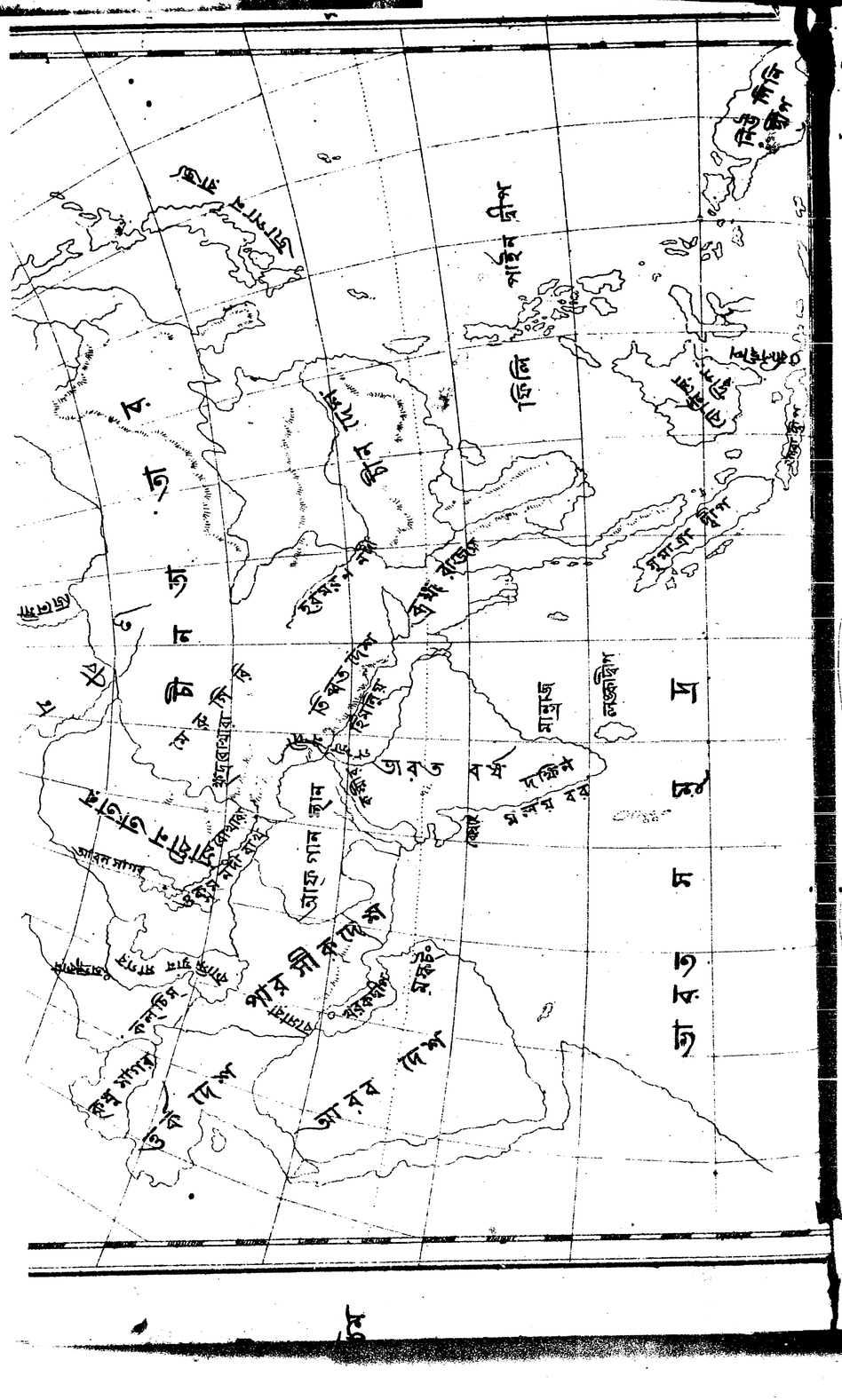

ভূঃখারাঃশিখরশ্রেণীর্যাস্তঃ সন্ত্যজ্য বাজিনঃ।
রাজতরঙ্গিণী চতুর্থতরঙ্গে।

ভূঃখারা অর্থাৎ বোখারাদেশীয় লোকেরা ললিতাদিত্যের ভয়ে অশ্ব সকল ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গমন করিলেক।

উত্তরে তিনি উত্তরকুরু অর্থাৎ রুষ তাতার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

উত্তরাকুরবোবিক্ষৎ স্তদ্ভয়াজ্জন্মপাদপান্।
উরগান্তকনিত্রাসাদ্বিলানীব মহোরগাঃ ॥
রাজতরঙ্গিণী চতুর্থতরঙ্গে।

যেরূপ গরুড়ের ভয়ে সর্প সকল বিবর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তর কুরুর লোকেরা ললিতাদিত্যের ভয় প্রযুক্ত জন্ম স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

উত্তর কুরুর পশ্চিম দক্ষিণ কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব্ব কল্‌চিস নামক স্থানে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বসতি আছে*।

ভূমি পথের ন্যায় সমুদ্র পথে গমনাগমনও পুর্ব্বকালে সাধারণ ছিল। মনু সংহিতা¶ ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিতে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

কান্তারগাশ্চ দশকং সামুদ্রাবিংশকং শতং।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা দ্বিতীয়াধ্যায়ে।

ব্যবসায় জন্য যাহারা বনে গমন করিবেক তাহারা প্রতি শত টাকাতে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি প্রদান করিবেক, আর সমুদ্রগামিরা বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবেক।

বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার কৃত মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারাধ্যায়ের ঋণাদানে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন।

যে সমুদ্রগাঃ বৃদ্ধ্যা ধনং গৃহীত্বা অধিলাভার্থং
প্রাণধনবিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি তে বিংশকং শতং মাসি মাসি দদ্যুঃ।

যে সকল সমুদ্রগামি ব্যক্তি বৃদ্ধি দ্বারা ধন গ্রহণ পূর্ব্বক লাভের জন্য প্রাণধন বিনাশের শঙ্কা স্থান সমুদ্রে গমন করে, তাহারা মাসে মাসে প্রতি শত টাকাতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ দান করিবেক।

রামায়ণে রামচন্দ্রাদির লঙ্কায় গমন প্রসিদ্ধই আছে। পালি ভাষায় লিখিত মহাবংশ গ্রন্থে এদেশীয় লোকের সমুদ্র গমনাগমনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভারতবর্ষস্থ সীহবাহু§ রাজা তাঁহার পুত্র বিজয় প্রভৃতিকে সমুদ্রে প্রেরণ করিলে কেহ সিংহল কেহ অন্য অন্য দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন।

লঙ্কায়ং বিজয়সনামকোকুমারো ওতিণ্ণোতিথিনমতি তম্বপম্নিদীপে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে।

অনেক দর্শী বিজয় নামক কুমার লঙ্কাদ্বীপের* মধ্যে তম্বপণ্ণিতে উত্তীর্ণ হইলেন।

নগ্গদীপোতিঞয়িণ্থ কুমারোক্ষকন্তদীপকোভরিয়োক্‌কন্তদীপো তু মহিন্দদীপকো ইতি।
সপ্তপরিচ্ছেদে।

কুমারেরা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম নগ্গদ্বীপ, আর তাঁহারদিগের ভার্য্যারা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম মহিন্দদ্বীপ জানিবে।

বিজয় রাজা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা সুমিত্রকে আহ্বান করেন, তাঁহাতে সুমিত্রের পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব লঙ্কায় উপ[illegible] হইলে বিজয় রাজার মৃত্যু প্রযুক্ত তত্রস্থ মন্ত্রিরা তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

তং পণ্ডুবাসদেবং তে লঙ্কারজ্জেন অপায়ুং।
অষ্টমপরিচ্ছেদে।

তাঁহারা পাণ্ডুবাসদেবকে লঙ্কার রাজত্ব পদে অভিষিক্ত করিলেন।

ভারতসমুদ্র স্থিত জাবাদ্বীপে যেখানে ইদানীং মোসলমান ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্বে যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অখণ্ড চিহ্ন অদ্যাপি স্পষ্ট রহিয়াছে†। তথায় প্রম্বনন নামে এক স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে একত্র দুই শত অপেক্ষা অধিক মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিব, দর্গা, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি পাষাণ পিত্তলাদি রচিত নানা দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মোসলমান হইয়াও অনেকে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিকে অদ্যাপি

* A. R. Vol. 10. P. 107.

¶ ৩৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২৮৪ পৃষ্ঠে দেখিবে।

§ সিংহবাহু।

* সিংহলদ্বীপেরই অন্য এক নাম লঙ্কা, তাহার কারণও মহাবংশে লিখিয়াছেন

সীহবাহু নরিন্দোসোয়েন সীহংসমাগ্গহী। তেন তস্মত্রজানন্তা সীহলাতিপবুচ্চরে ॥ সীহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা। তেনেব সীহলন্ নাম সম্মিতং সীহলন্তু তা।
সপ্তমপরিচ্ছেদে।

সীহবাহু রাজা সিংহ নষ্ট করিয়াছিলেন এই হেতু তাঁহার পুত্রেরা সীহল নামে উক্ত হয়েন। সেই সীহল এই লঙ্কাকে অধিকার করেন এবং তাহাতে বসতি করেন, এই নিমিত্তে তাহার নাম সীহল হইল।

† A. R. Vol. 13.

অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন¶। বালি দ্বীপে অদ্যাপি যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ণ আমারদিগেরই ধর্ম্ম। সেখানে প্রধান চারি বর্ণ আছে যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশিয়, শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বিশিয়, এবং পদ হইতে শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। চাণ্ডালও¶ [illegible] আছে; তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে এবং চর্ম্ম ও মদ্য ব্যবসায় প্রভৃতি হীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। ব্রাহ্মণেরা [illegible] কেবল যব তণ্ডুল ও ফল মূলাদি আহার করেন। তথায় শব দাহ হয়, এবং পতির সহমরণের নিয়মও প্রচলিত আছে*। স্ত্রী যদি স্বামির চিতারোহণ করে, তবে তত্রস্থ ভাষাতে তাহাকে 'সত্য' শব্দে বলে, এবং উপপত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহাকে 'বেল' শব্দে উক্ত করে। উৎকৃষ্ট বর্ণ অধম বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অধম বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নহে। শিবোপাসনাই তথাকার প্রচলিত ধর্ম্ম, তথাচ ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তির পূজা করেন না। এখানকার ন্যায় চারিযুগের গণনা তথায় প্রচলিত আছে যথা 'কর্ত্তযোগ' 'ত্রেতযোগ' 'দ্বপরযোগ' এবং 'কলিযোগ'‡। এদেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তত্রস্থ কবি নামক ভাষা অতিমান্য, তাহাতেই সমুদয় গ্রন্থাদি লিখিত হয়। 'ব্রতযুদ' নামক এক গ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধ সকল বর্ণিত আছে, তদ্ব্যতীত রামায়ণ, নীতিশাস্ত্র, অর্জুন বিজয়, এবং আগম, দেবগম, সঙ্গম, তত্ত্ব প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। অধিক প্রমাণ আর কি লিখিব, কবিতার ছন্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত যথা শার্দ্দুলবিকুণ্ডিত, বসন্ততিলক, বংশপত্র, অক্ষর, চম্পকমাল্য, দণ্ড, প্রাবিরলতিত*। এই বালিদ্বীপ ও জাবা প্রভৃতি দ্বীপস্থ লোকের এই প্রচলিত জনশ্রুতি আছে এবং তাঁহারদিগের গ্রন্থেও লিখিত আছে যে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন¶।

ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমেরিকাখণ্ড যাহা ৩৫৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ইউরোপীয় লোকের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তাহার অন্তঃপাতি পিরুবিয়া দেশীয় রাজারা সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া আপনারদিগকে গণ্য করিতেন, এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান মহোৎসবকে 'রামসিতোয়া' নামে উক্ত করিতেন‡। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে রামসীতার উপাসক ভারতবর্ষীয় লোকের বংশ উত্তর সমুদ্র পারে আমেরিকা খণ্ডে 'রামসিতোয়া' উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই প্রকার বৈদিক (অর্থাৎ হিন্দু) বংশোদ্ভব মনুষ্য সকল প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানা খণ্ডে ভূমিপথ এবং জলপথ দ্বারা

¶ এক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করা অজ্ঞানির পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। এই দেশস্থ কত ব্যক্তি শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া মোসলমানের দেবতাকে সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়া মান্য করেন, এবং রোগ-শান্তি, ধন প্রাপ্তি বা অন্য শুভ লাভের জন্য উপঢৌকন প্রদান করেন। ইহাও [illegible] ভূমিষ্ঠ হইয়া পরক্ষণে পীরের দরগায় তদ্বিধি ক্রমে নমস্কার করেন। শুনিয়াছি যে মিরট প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে এবং মুর্শিদাবাদ ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তি কোন কোন গ্রামে অনেক ব্যক্তি মহরমের সময়ে 'ফকির' করে, এবং তাহার চিহ্ন ধারণ করে।

† ক্ষত্রিয়।

‖ বৈশ্য।

¶ চাণ্ডাল নামেই তাহারা সেখানে খ্যাত আছে।

* ২৬ বৎসর পূর্ব্বে এই সমুদয় প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি থাকিতে পারে।

‡ কৃতযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, কলিযুগ॥

* ইহারদিগের সংস্কৃত নাম যথা শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, বংশপত্র, সুন্দর, চম্পকমালা, দণ্ডক, প্রবরললিতকা।

¶ ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে ত্রিভুমি নামক এক জন ব্রাহ্মণ অনেকের সমভিব্যাহারে জাবা দ্বীপে বসতি করিয়াছিলেন এবং তিনি শক স্থাপনা করাতে অজিশক নামে খ্যাত হইলেন। আশ্চর্য্য যে শালিবাহনের শক এইক্ষণে ১৭৬৮।

‡ A. R. Vol 1. 426.

গমনাগমন করিতেন, এবং নানা দ্বীপে ও নানা দেশে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এদেশীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি অত্যন্ত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ বেদানুযায়ি ব্রহ্মোপাসনা এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার ছিল*, তদনন্তর প্রত্যক্ষ নানা অবয়বের উপাসনা আরম্ভ হয়, সেই অবয়বের উপাসনা সময় বিশেষে নানা প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়। শঙ্করাচার্য্যের কালে যে প্রকার বিচিত্র ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল¶, তাহা এইক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্য হইতে কি শৈব কি বৈষ্ণব এদেশীয় সমুদয় ধর্ম্ম এক নূতন আকারে পরিণত হইয়াছে। শঙ্কর জয়, শঙ্করদিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়, এই সকল গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্‌ভ্রমণ এবং তৎকালীন নানা উপাসকের মত খণ্ডনেরই বিশেষ বিস্তার আছে। ইহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি এবং বিজয়নগরের রাজমন্ত্রি সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য কৃত গ্রন্থ দ্বয়ে অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হয়, আর তেলুগু ভাষাতে কেরল উৎপত্তি নামক এক গ্রন্থ আছে তাহাতে তাঁহার বাল্যকালের কতক বৃত্তান্ত লিখিত আছে, এবং কাবেলি বেঙ্কটরাম স্বামি কর্ত্তৃক যে দক্ষিণদেশীয় কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ হয় তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যের বিষয়ে কতক বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের বর্ত্তমানকাল যদিও নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাপি প্রমাণ্য অনুমান দ্বারা তাহার সম্ভব পরিমাণ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা সায়নাচার্য্য সঙ্গম রাজার মন্ত্রি ছিলেন॥। মাধবাচার্য্যও তাঁহার কৃত গ্রন্থ সকলে এই সঙ্গম রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় ৩০ বৎসর হইল চিত্রদুর্গে এক পিত্তল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে*, তাহাতে দেব নাগর অক্ষরে সঙ্গম রাজা ও তাঁহার পুত্র হরিহর, বুক্ক প্রভৃতির নাম মুদ্রিত আছে, এবং তাঁহারদিগের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

অব্ধদস্য-কুলে শ্রীমান্ ভূমৌ গুরুগুণোদয়ঃ।
অপাস্তদুরিতাসঙ্গসঙ্গমোনাম ভূপতিঃ॥
[illegible] হরিহরঃ কম্পাবুক্করায়মহীপতিঃ।
মারপোমুদ্দাপশ্চেতি কুমারাস্তস্য ভূপতেঃ॥
ষষ্ঠ এবং সপ্তমশ্লোক।

তাঁহার বংশে পাপবর্জিত এবং উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত শ্রীমান সঙ্গম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল যথা হরিহর, কম্প, বুক্করায়, মারপ এবং মুদ্দা।

৪ হরিহর রাজা যে ভূমিদান করেন, তাহার সময় উক্ত পিত্তল পত্রে অঙ্কিত আছে যথা

ঋষিভূবহ্নিচন্দ্রে তু গণিতে ধাতৃবৎসরে।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং মহাতিথৌ॥
নক্ষত্রে পিতৃদৈবত্যে ভানুবারেণ সংযুতে।
বিংশতিশ্লোক ও একবিংশতিশ্লোকার্দ্ধ।

১৩১৭ শকে ধাতৃবর্ষে মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ পৌর্ণমাসী তিথি মঘা নক্ষত্র রবিবারে।

বেলিগোল পর্ব্বতে এক অঙ্কিতাক্ষর পাষাণ প্রাপ্ত হয় তাহাতে লিখিত আছে যে ১২৯০ শকে বুক্ক রাজা জৈন এবং বৈষ্ণবদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন॥। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭শকে রাজত্ব করিয়াছেন, এবং বুক্ক রাজা ১২৯০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তৎপিতা সঙ্গম রাজার মন্ত্রী সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য অন্যূন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সেই মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত শঙ্কর জয় গ্রন্থের আরম্ভে ব্যক্ত করেন যে

* ৩৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩২৫ পৃষ্ঠে দেখিবে।

¶ ৩৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩২৮ পৃষ্ঠ অবধি ৩৩১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখিবে।

॥ সায়নাচার্য্য ধাতুবৃত্তি নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে এই রূপ আছে যে "ইতিপূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমসমুদ্রাধীশ্বরকম্পরাজসুতসঙ্গমরাজমহামন্ত্রিণা মায়ণপুত্রেণ মাধবসহোদরেণ সায়নাচার্য্যেণ বিরচিতা মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ।" "পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রের অধিপতি অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগের অধিপতি কম্প রাজার, পুত্র সঙ্গম রাজার মন্ত্রী এবং মায়ণের পুত্র ও মাধবের সহোদর যে সায়নাচার্য্য তিনি মাধবীয় ধাতু বৃত্তি রচনা করেন।"

* A. R. Vol. 9. 419.

॥ A. R. Vol. 9. 270.

"প্রাচীন শঙ্কর জয় [illegible]ঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটং।" প্রাচীন শঙ্কর বিজয় গ্রন্থের [illegible] সারভাগ আছে তাহা গৃহীত হইয়াছে" এবং "[illegible]তোপি [illegible]ক কবিভিঃ পুরাণৈঃ ॥" "অন্য অন্য পুরাতন কবি [illegible] শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন।" [illegible] ন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বকার গ্রন্থ কর্ত্তা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে প্রাচীন শব্দে উক্ত করেন না, অতএব শঙ্করাচার্য্যের কাল ৮০০ বৎসরের ন্যূন নহে। অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারাও ইহা দৃঢ়রূপে সম্ভব হইতেছে। যে রামানুজ আচার্য্য যিনি শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতি বিতর্ক করিয়া তাঁহার স্বীয় নামে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পশ্চাৎ যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দশ শত শকের কিঞ্চিৎ পরে বর্ত্তমান ছিলেন*। [illegible] শঙ্করাচার্য্যের জন্ম ভূমি মলয়বর দেশীয় লোকের [illegible] এই প্রবল মত যে তিনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এবং তেলুগু ভাষায় কেরল উৎপত্তি নামক এক গ্রন্থ [illegible] তদনুসারে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে [illegible]রাও যখন মলয়বর দেশের শাসনকর্ত্তা শিওরামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েন, তখন শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ এবং শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিস্থ লোকের প্রচলিত মত প্রভৃতি যথা প্রাপ্য প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হইতেছে যে তিনি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরাজিত ছিলেন। শঙ্কর বিজয়ে লিখিয়াছে [illegible] শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া সরস্বতী পীঠে স্থিতি করেন, রাজতরঙ্গিণীতেও তদনুযায়ী এক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়, যে ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষ কালে কতক গুলীন তীর্থযাত্রি ব্যক্তি কাশ্মীরস্থ লোক ও তত্রস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শনের নিমিত্তে আগমন করিয়াছিল, তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ অত্যন্ত সংগ্রাম হয়।

> গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্ত্বমত্যদ্ভুতং তদা।
> জহুর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্যপ্রভোঃকৃতে ॥
> সারদাদর্শনমিষাৎ কাশ্মীরান্ সংপ্রবেশ্যতে।
> মধ্যস্থদেবাবসথং সংহত্যাঃ সমবেষ্টয়ন্ ॥
>
> রাজতরঙ্গিণীচতুর্থতরঙ্গে।

ললিতাদিত্যের কালে গৌড় দেশীয় [illegible] ব্যক্তিদিগের অতি অদ্ভুত কার্য্য [illegible] তার [illegible] পণ্ডিতেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সরস্বতী দর্শন ছলে কাশ্মীর [illegible] প্রবেশ পূর্ব্বক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবালয়কে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর দেশ, ও তন্মধ্যে বিশেষ স্থান সরস্বতী পীঠ, উভয় দলের উৎকট বিসম্বাদ, সেই বিবাদের কারণ কেবল ধর্ম্মের অনৈক্য ইত্যাদি এই ঘটনার অনেক বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী এবং শঙ্কর দিগ্বিজয় উভয় গ্রন্থে অবিকল ঐক্য হইতেছে, অতএব ইহা অত্যন্ত সম্ভব যে শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি শিষ্য সকল এই বিবাদের এক পক্ষ। যদিও সেই সকল ব্যক্তি গৌড়োপজীবি বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় যে শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গৌড় দেশস্থিত শিষ্য ছিল, অথবা অন্য কোন কারণে নাম পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রন্থ কর্ত্তার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকিবেক। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে ১০৯৫ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল শেষ হয়, অতএব অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যে সময় সম্ভব হয়, এই কাল তাহা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে, অতএব অত্যন্ত সম্ভবতঃ সপ্তশত শকের কিয়ৎবৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে নম্বুরি ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন হয়েন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলে তিনি বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অত্যল্প কালে তাঁহার জ্ঞানের অসম্ভব্য উন্নতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। যখন দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হইলেও তিনি [illegible]রূপে জ্ঞানচর্চ্চাতে নিযুক্ত ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাঁহার মাতার অমত প্রযুক্ত কিয়ৎকাল নিবারিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে এক প্রচলিত ইতিহাস লিখিত আছে। কোন দিবস তিনি আপন মাতার সহিত কিঞ্চিৎ দূরে কোন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে গমন কালীন যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টি দ্বারা জল বৃদ্ধি হইয়া তখন পূর্ণ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ শমতানন্তর তাঁহারা নদীতে প্রবেশ করিলে আকণ্ঠ জল মগ্ন হইলেন, তখন শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মাতাকে কহিলেন যে তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান না করিলে জলমগ্ন হইয়া উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইবে, আর যদি তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দেন, তবে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তিনি উভয়ের জীবন রক্ষা করিবেন। এমত বিষম বিপদ্‌কালে শঙ্করাচার্য্যের মাতা সুতরাং সম্মত হইলেন, তখন তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে গ্রহণ পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য সন্তরণ দ্বারা তীরস্থ হইলেন, এবং তাঁহার মাতাকে যথা বিধি প্রণাম প্রদক্ষিণাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের দিগ্‌ভ্রমণ এবং তৎকালীন প্রচলিত মত সকল খণ্ডন পূর্ব্বক স্বীয় মত সংস্থাপন সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে, এবং তাঁহার চরিত্র বিষয়ক সকল গ্রন্থ ও সকল জনশ্রুতি [illegible] ইহা স্বীকার করে। বেদান্তের চর্চ্চা জন্য স্থানে স্থানে তিনি মঠ স্থাপনা করিয়াছিলেন, দক্ষিণে শৃঙ্গগিরিতে অদ্যাপি এক মঠ বিদ্যমান আছে।

> শৃঙ্গপুরসমীপে তুঙ্গভদ্রাতীরে চক্রং নির্ম্মায় তদগ্রে সরস্বাণীং নিধায় এবমাকল্পং স্থিরা ভব মদাশ্রমেইত্যাজ্ঞাপ্য নিজমঠং কৃত্বা তত্র দেব্যাঃ পীঠনির্ম্মাণং কৃত্বা ভারতীসম্প্রদায়ং নিজশিষ্যঞ্চকার।
>
> আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়।

তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গপুরের নিকটে চক্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে সুরস্বতীকে স্থাপনা করিলেন, এবং বলিলেন, "কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমার আশ্রমে স্থিতি কর"। তদনন্তর নিজ মঠ স্থাপন পূর্ব্বক সে স্থানে দেবীর পীঠ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ শিষ্য ভারতী সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন।

যদিও অদ্বৈত মত স্থাপনই শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল, তথাপি তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে শিবাদির উপাসনা প্রচারেরও অনুমতি দিয়াছিলেন।

> নানাপাপধ্বস্তজ্ঞানাঙ্কুরেষু মর্ত্ত্যেষু শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যায়ামনধিকারিষু তেষাংবৃত্তিঃ পুনরপি যথেপ্সিতা ভবতীতি বিচার্য্য লোকরক্ষার্থং বর্ণাশ্রমপালনার্থঞ্চ পরমতত্ত্বকল্পনাং জীবেশভেদাস্পদাঞ্চ রচয়িতুমুপক্রম্য নিজশিষ্যং পরমতকালানলং দৃষ্ট্বেদমাহ।
>
> আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়।

নানা পাপ দ্বারা জ্ঞানাঙ্কুর নষ্ট প্রযুক্ত যাহারা নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারি হইয়াছে, তাহারা যথেষ্টাচারি হইবেক এই বিচার পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম রক্ষার জন্য পরমতত্ত্ব কল্পনা জীবেশ্বর ভেদ [illegible] সূচক ধর্ম্ম রচনার নিমিত্তে উপক্রম করিয়া নিজ শিষ্য পরমতকালানলকে দৃষ্টি পূর্ব্বক তজ্জন্য কহিলেন।

শিষ্য সকল গুরু আদেশানুসারে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সম্বলিত শৈব বৈষ্ণবাদি মত স্থাপন করিলেন।

> এবমশেষদিগ্বিজয়ং কৃত্বা তত্তদ্দেশস্থান্ কাংশ্চিৎ পঞ্চাক্ষরিমহামন্ত্ররাজোপদেশাদিনা তন্মতাবলম্বিনঃ কারয়তি পরমতকালানলঃ শঙ্করাচার্য্যশিষ্যঃ ॥
>
> আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়ে।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পরমতকালানল অশেষ দিগ্বিজয় পূর্ব্বক তত্তৎ দেশীয় অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈব মতাবলম্বি করিলেন।

> পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মণাচার্য্যঃ কিল দিগ্বিজয়ং কৃত্বা কাংশ্চিদ্ব্রাহ্মণাদীন্ছিদ্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণশঙ্খচক্রাঙ্কুরভাসুরভুজযুগলান্কৃত্বা বহুশিষ্যসমেতঃ পুনরাবর্ত্ত্য পরমগুরুচরণং নত্বা তদনুজ্ঞাবশাৎ মতবিজৃম্ভনহেতুকং ভাষ্যাদিগ্রন্থচয়মকরোৎ। হস্তামলকস্তু ভূমধ্যাৎ পশ্চিমখণ্ডদিগ্বিজয়ং কৃত্বা ভগবদষ্টাক্ষরমন্ত্রজপাসক্তান্ কৃত্বা স্বয়ং বিজ্ঞাপিতুং পরমগুরুং প্রাপ।
>
> আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়ে।

লক্ষণাচার্য্য পূর্ব্ব ভাগে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদিকে ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারি এবং শঙ্খচক্রাদি চিহ্নযুক্ত ভুজ বিশিষ্ট বৈষ্ণব মতাবলম্বি করিয়া বহু শিষ্য সহিত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমগুরু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে মত প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ রচনা করিলেন। হস্তামলক পশ্চিম খণ্ডে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক লোকদিগকে বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর মন্ত্রে উপদিষ্ট করিয়া পরমগুরুকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।

এই প্রকার দিবাকর আচার্য্য দ্বারা সৌরমত, ত্রিপুরকুমার দ্বারা শাক্তমত, গিরিজাপুত্র দ্বারা গাণপত্য মত, এবং বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব উপাসনা প্রচার হয়। ইহাঁরা সকলেই পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য।

* বেঙ্কটরাম স্বামি কৃত দক্ষিণ দেশীয় কবিদিগের জীবন বৃত্তান্তে ইহা লিখিত আছে।

† Buchanan's Mysore Vol. 2. 424.

শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন, এবং [illegible] বিপক্ষকে জয় করিয়া সরস্বতী পীঠে [illegible] করেন। তৎপরে বদরিকাশ্রমে [illegible] রেন, এবং অবশেষে কেদারনাথে ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

এবম্প্রকারৈঃ কিল কল্মষঘ্নৈঃ শিবাবতারস্য
শুভৈশ্চরিত্রৈঃ। দ্বাত্রিংশদস্যোজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশেঃ
সমাব্যতীয়ুঃ কিল শঙ্করস্য॥
মাধবাচার্য্যকৃতশঙ্করজয়।

উজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশি এবং শিবাবতার স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের এই প্রকার পাপনাশক শুভ চরিত্র দ্বারা ৩২ বৎসর পরমায়ুগত হইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্য যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থ, শারীরিক ভাষ্য*, দশোপনিষৎ ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ভাষ্য, এবং ভগবদ্গীতা ভাষ্য, ভক্তমালে গ্রন্থে মোহমুদ্গারও তাঁহারই রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কলিকালে দণ্ড গ্রহণের নিষেধ ছিল, শঙ্করাচার্য্য তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করেন। তাঁহার প্রধান চারি শিষ্য; যথা, পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন, এবং তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ এবং আশ্রম। হস্তামলকের দুই শিষ্য, বন এবং অরণ্য। মণ্ডনের তিন শিষ্য, গিরি, পর্ব্বত, এবং সাগর। তোটকের তিন শিষ্য সরস্বতী, ভারতী, এবং পুরী। বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যের তীর্থাদি দশ নাম হইয়াছে, এবং ইহাদিগের হইতে দশনামী দণ্ডির পদাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য স্বামি ইহাদিগের লক্ষণ ধৃত করিয়াছেন যথা

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা সউচ্যতে॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ়আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্তএতদাশ্রমলক্ষণং॥
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তোবননামা সউচ্যতে॥
অরণ্যে সংস্থিতোনিত্যমানন্দনন্দনেবনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদংবিশ্বং অরণ্যলক্ষণং কিল॥
বাসোগিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা সউচ্যতে॥
বসেৎপর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়োয়োধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারংবিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বসেৎসাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘ্যেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্বরজ্ঞানবশোনিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞোয়োহি সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতোনিত্যং পুরীনামা সউচ্যতে॥
প্রাণতোষিণীধৃতবিদ্যারণ্যস্বামিশ্লোকাঃ॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্থে যিনি স্নান করেন, তাঁহার নাম তীর্থ। আশ্রম গ্রহণে প্রৌঢ়দর্শী এবং কামনা বর্জ্জিত হইয়া জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়, এই আশ্রমের লক্ষণ। সুরম্য নির্ঝর দেশে এবং বনেতে যিনি বাস করেন, এবং কামনা হইতে মুক্ত হয়েন, তিনি বন নামে উক্ত হয়েন। যিনি আনন্দের সহিত সমুদয় বিশ্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে স্থিতি করেন, তিনিই অরণ্য লক্ষণযুক্ত হয়েন। গিরি-বাসী এবং গীতাভ্যাসে তৎপর, এবং গম্ভীর ও অচল বুদ্ধি বিশিষ্ট, যিনি তিনি গিরি নামে উক্ত হয়েন। পর্ব্বত মূলে যিনি বাস করেন, এবং ধ্যান ধারণা দ্বারা [illegible] হয়েন, এবং সারাৎসার ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি পর্ব্বত নামে খ্যাত হয়েন। সাগরের ন্যায় গম্ভীর এবং বনরত্ন যে ফল মূলাদি তাহা যিনি পরিগ্রহ করেন, এবং যিনি স্বীয় মর্য্যাদাকে উল্লঙ্ঘন না করেন, তাঁহার নাম সাগর। যিনি স্বরজ্ঞানযুক্ত এবং স্বরবাদী, ও কবীশ্বর, এবং সংসার সাগর মধ্যে সার জ্ঞানী, তিনিই সরস্বতী। বিদ্যাভারে যিনি পূর্ণ হইয়া সর্ব্বভার পরিত্যাগ করেন, এবং যিনি দুঃখ-ভারকে জানেন না, তিনিই ভারতী। জ্ঞানতত্ত্বে সম্পূর্ণ, এবং পূর্ণ তত্ত্ব পদে স্থিত, এবং নিত্য পরব্রহ্ম রত যিনি তিনি পুরী নামে উক্ত হয়েন।

এই দশ শ্রেণি দণ্ডির মধ্যে কোন ব্যক্তি যে শ্রেণীতে ভুক্ত হয়েন, তিনি সেই শ্রেণির নাম প্রাপ্ত হয়েন। যথা অমরকোষের এক জন টীকাকারের নাম রামাশ্রম, মাধবাচার্য্য

* শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাস কৃত যে, বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য করেন, তাহা নানা প্রকার নামে উক্ত হয়, যথা শারীরিক ভাষ্য, শারীরিক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, বা বেদান্তদর্শন। যদিও ইহাকে বেদান্ত নামে খ্যাত করিয়াছেন, কিন্তু ফলিতার্থ ইহা সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদের অন্তর্গত বেদান্ত নহে। জৈমিনি কর্ম্ম মীমাংসা করেন, গৌতম ন্যায় দর্শন করেন, তদ্রূপ বেদব্যাস বেদান্ত দর্শন নামে এক দর্শন করেন। যথার্থতঃ বেদের শিরোভাগ যে ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষৎ তাহাকেই স্বয়ং বেদে বেদান্ত নামে উক্ত করিয়াছেন, এবং কেবল তাহাই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে বিদ্যারণ্য স্বামি নামে খ্যাত হয়েন। এবং ব্রাহ্ম সমাজের পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার হরিহরানন্দ তীর্থস্বামি নামে খ্যাত হয়েন। শৃঙ্গগিরিতে শঙ্করাচার্য্য যে মঠ স্থাপনা করেন তাহার ইদানীন্তন গুরু সকল ভারতী নামে খ্যাত হয়েন, যথা নৃসিংহ ভারতী আচার্য্য, শঙ্কর ভারতী আচার্য্য, পুরুষোত্তম ভারতী আচার্য্য, রামচন্দ্র ভারতী আচার্য্য, অভিনবনৃসিংহ ভারতী আচার্য্য, সচ্চিদা[illegible] ভারতী আচার্য্য ইত্যাদি*।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ি বেদান্তচর্চা এবং সেই ধর্ম্মের অনুশীলনই দণ্ডিদিগের মুখ্য ধর্ম্ম। এই সকল দণ্ডিরা শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতার রূপে গণ্য করেন, এবং তদনুসারে শিবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, বিভূতি ধারণ করেন এবং অন্য অন্য শৈব চিহ্ন সকল গ্রহণ করেন। ইহারদিগের বিশ্বাস এই যে, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শিব, শিবগীতাতে শিবের নিরাকার সাকার উভয়ের [illegible] বর্ণনাতে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে

অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনন্তমমৃতংশিবং।
আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তংব্রহ্ম কারণং।
একংবিভুংচিদানন্দমরূপমজমদ্ভুতং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমুমাদেহার্দ্ধধারিণং॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠংত্রিলোচনং।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনং॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরণ্যমভয়প্রদং।
পরাভ্যামূর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভ্রাণং পরশুং মৃগং॥
কোটিমধ্যাহ্নসূর্য্যাভং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রসরোরুহং॥
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতং।
এবমাত্মারণিংকৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎপশ্যতি মাংজনঃ॥
[illegible] গীতা।

[illegible]

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।
১ পৌষ ১৭৬৮ শক।

[illegible]

আমারদিগের স্রষ্টাকে আমরা কি প্রকারে উপাসনা করিব? অনেকে এই রূপ স্থির করিয়াছেন যে কেবল তাঁহার [illegible] [illegible] তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই তাঁহার উপাসনা হয়, কারণ তাঁহারা [illegible] [illegible] বিশ্বকে [illegible] খণ্ড ও [illegible] নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমে কিছু মাত্র ছিল না, [illegible] বস্তু একেবারে নিয়ম [illegible] দিয়াছেন। সেই সকল নিয়মানুসারে [illegible] ক তাবৎ কর্ম্ম অদ্যাপি সম্পন্ন

* হালকানের ভাষায় লিখিত [illegible] গ্রন্থে এই সকল নাম লিখিত আছে।

† তস্যাহি দুঃখশান্ত্যর্থং শিববিষ্ণূ চ ভূতলে।
আচার্য্যোপাধিগোষ্ঠ্যান্তু কুত্রাপ্যবতরিষ্যতঃ॥
বিষ্ণোরাচার্য্যরূপস্য সা চ ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
আচার্য্যঃ শঙ্করাখ্যোপি কৃত্বা সন্ন্যাসমাশ্রমং॥
উভয়ো বৌদ্ধসঙ্ঘস্য নৈয়ায়িকমতেন হি।
নিবারয়িষ্যতোবলাত্তে মরিষ্যন্তি দাহিতাঃ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে।

সরস্বতীর দুঃখ শান্তির জন্য শিব এবং বিষ্ণু কোন আচার্য্য কুলে অবতীর্ণ হইবেন। সরস্বতী আচার্য্যরূপ বিষ্ণুর ভার্য্যা হইবেন, এবং শঙ্কর আচার্য্য নাম ধারণ করিয়া, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়ে নৈয়ায়িক মত দ্বারা বৌদ্ধদিগকে নিবারণ করিবেন, এবং বল প্রয়োগ প্রযুক্ত তাহারা দগ্ধ হইয়া মরিবেক।

যখন শঙ্করাচার্য্যের নাম ইহাতে উক্ত হইয়াছে, তখন এই পুরাণ রচনার আধুনিক কাল স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

Repaired

হইয়া আসিতেছে—অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বিশ্বাধিপ বিশ্বকে অদ্যাপি শাসন করিতেছেন। এতদ্রূপে যখন কেবল নিয়ম দ্বারা বিশ্ব সংসার ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যখন সমস্ত বিশ্বের তাবৎ ঘটনা কেবল কার্য্যকারণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটনা হইলে তাহার কার্য্য স্বরূপ আর এক ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে অবশ্যই ঘটিবে, তখন আমার প্রার্থনাতে যে তিনি বাধিত হইবেন এমত আশ্বাস কি সাহসে করিতে পারি? তাঁহার অখণ্ড বিশ্বব্যাপি নিয়ম সকল কি কেবল আমার নিমিত্তে—কি কেবল এই এক ক্ষুদ্র কীটের নিমিত্তে—তিনি ভঙ্গ করিবেন? আমি যদ্যপি অপরিমিত ভোজন করি, আর তন্নিমিত্তে আমার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার নিয়মানুযায়ি ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন? ঘোরতর ঝটিকাতে তরঙ্গ সকল যখন শৃঙ্গযুক্ত হইয়া কোলাহল শব্দ করত উল্লম্ফন করিতে থাকে, এমত সময়ে নৌকারূঢ় থাকিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে আত্ম রক্ষার প্রতি চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন? যে কারণের যেমত কার্য্য তাহা অবশ্য ঘটিবে। যদ্যপি জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নিমিত্তে আমারদিগকে কোন দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়, যদ্যপি প্রিয় রাজার নিমিত্তে কোন দুঃখ সহ্য না করিলে রাজকর্ম্ম উত্তম রূপে নিষ্পন্ন না হয়, তখন তাঁহার কুশল অভিপ্রায়কে হেলন করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে অভিযোগ করা কি আমারদিগের উচিত? আর কি হইলে আমারদিগের পক্ষে মন্দ হয়, আর কি হইলে আমারদিগের পক্ষে ভাল হয়, তাহা আমরা সম্যক্ জানিতে অক্ষম; কারণ আমারদিগের যে জ্ঞান সে তমসাবৃত। অনেক স্থলে যাহা আমারদিগের পক্ষে আমরা মন্দ বোধ করি, তাহাই আমারদিগের মঙ্গলের প্র[illegible], আর অনেক স্থলে যাহা আমারদিগের পক্ষে আমরা ভাল বোধ করি, তাহাই ভবিষ্যতে আমারদিগের অমঙ্গলের প্রতি কারণ হয়। অতএব পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না যিনি প্রার্থনা করিবার পুর্ব্বাবধি তাবৎ বস্তু আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রেরণ করিতেছেন, বিশেষত আমরা যখন ইহাও জানিনা যে তাঁহার নিকটে কি প্রার্থনা করিব আর কি প্রকারে প্রার্থনা করিব। যদিও আত্ম প্রবোধের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা এতদ্রূপে করা কর্ত্তব্য যে হে পরমাত্মন্ শুভকে অশুভ জ্ঞান করিয়া তোমার নিকট তাহা যদি প্রার্থনা না করি, তথাপি তাহা আমারদিগকে প্রদান কর, শুভ জ্ঞানে অশুভকে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিরস্ত থাক—হে পরমাত্মন্ আমারদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত কর।

অকাম হইয়া সত্য ও তপস্যার দ্বারা এবং তাঁহাতে মনের অভিনিবেশ দ্বারা যে উপাসনা সেই তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা।

উপাসতে পুরুষং যেহ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যে ধীর ব্যক্তিরা কামনা রহিত হইয়া সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা সংসার বীজ হইতে মুক্ত হয়েন।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণনিত্যং। শ্রুতিঃ।

সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান, এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই আত্মা নিত্য লব্ধ হয়েন।

এবমাত্মনি গৃহ্যতেসৌ সত্যেনৈনং
তপসা যোনুপশ্যতি॥

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি সত্য ও তপস্যা দ্বারা পরমেশ্বরকে দেখেন তাঁহার নিকট তিনি এই প্রকারে গৃহীত হয়েন।

যুঞ্জতে মনউতযুঞ্জতে ধিয়োবিপ্রাবিপ্রস্য বৃহতোবিপশ্চিতঃ। বিহোত্রাদধে বয়ুনাবিদেকইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহারদিগের মনকে এবং বুদ্ধিকে সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপি চৈতন্যেতে সন্নিবেশ করেন যিনি আমারদিগের কর্ম্ম সকলকে বিধান করিয়াছেন ও যিনি আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি জানিতেছেন। সেই পরম দেবতা সবিতার এইরূপ উপাসনা মুখ্যোপাসনা হইয়াছে।

অতএব অসকৃৎ পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ দ্বারা অথবা বিনতি স্তুতি দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই যে তাঁহার উপাসনা হয় এমত নহে; তাঁহার তপস্যা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ চিন্তা এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে।

যাঁহা হইতে আমরা তাবৎ আনন্দ লাভ করিতেছি, আর যিনি তাবৎ পৃথিবীকে আমারদিগের নিমিত্তে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণা করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষণেকের নিমিত্তে স্মরণ করা আমারদিগের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত ভার বোধ করেন। যথার্থ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বরের উপাসনা কোন ভার নহে। যখন সুগন্ধি রূপ লাবন্য বিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প নিজ হস্তে রাখিয়া তাহার স্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য রক্তিমবর্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আহ্লাদ জনক কিরণ সকলকে শিশির সিক্ত দূর্ব্বাময় ক্ষেত্রোপরি বিস্তীর্ণ করিতে থাকেন, তখন যদ্যপি মনের সহিত কহি যে হা! ঈশ্বরের কি বিচিত্র শক্তি! তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। যাহার তুষারাবৃত শৃঙ্গ গগণ স্পর্শ করিয়াছে এমত কোন বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত দর্শন করিয়া মন তাহার ন্যায় উচ্চ হইয়া যখন জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রখর ক্ষুধার পর আহার কালীন প্রত্যেক গ্রাসে শরীর যখন তৃপ্ত হইতে থাকে সেই সময়ে পরমেশ্বরের নিকটে স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই তাঁহার উপাসনা হয়।

পরমেশ্বরের উপাসনায় যে কি সুখ তাহা যিনি যথার্থ রূপে উপাসনা করিয়াছেন তিনিই জানেন। ঈশ্বরের শক্তি ও করুণার চিহ্ন চতুর্দ্দিকে দেখিয়া যাঁহার চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কৃতজ্ঞতা রসে মগ্ন হয়, তিনিই জানেন যে ব্রহ্মোপাসনার কি সুখ। এতদ্রূপ উপাসকের চিত্ত হইতে আনন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকে, সে আনন্দ কোন প্রকারে ক্ষীণ হয় না। যদিও কোন ধন গর্ব্বিত ব্যক্তি তাঁহাকে অনাদর করেন তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না। যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট্, যাঁহার পদতলে পৃথ্বীস্থ প্রতাপান্বিত ভূপতিদিগের এবং স্বর্গস্থ মহিমান্বিত দেবতাদিগের শোভনতম মুকুট নত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহার বন্ধু, অতএব তিনি ক্ষুদ্র ধনির ক্ষুদ্র দর্পের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কেন করিবেন? সমূহ দুঃখ দ্বারা আবৃত হইলেও যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তাঁহার প্রিয়তমের সহবাসে সন্তোষ থাকেন।

কেবল অনুপম সুখের নিমিত্তে যে পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত তাহা নহে। পরমেশ্বরের উপাসনা অত্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। যিনি এতদ্রূপ নিয়ম সকলের মধ্যে আমারদিগকে স্থাপিত করিয়াছেন যাহা প্রতিপালন করিলে সুখের আর সীমা থাকে না, আর যিনি পৃথিবীস্থ তাবৎ সুখ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, যিনি আমারদিগের মনে এমত আশা গাঢ় রূপে স্থাপিত করিয়াছেন যে এলোক অপেক্ষা অন্য অন্য লোকে অধিক আনন্দ লব্ধ করিতে পারিব, হা! তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল না, আর যিনি ইহ লোকে অল্প উপকার করেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। বন্ধুর প্রতি যদি প্রীতি প্রকাশ না করা উচিত হয় না, পিতার প্রতি যদি ভক্তি না করা উচিত হয় না, এবং পাতার প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা না করা উচিত হয় না, তবে যিনি আমারদিগের এককালে পিতা, পাতা, ও বন্ধু হয়েন, তাঁহাকে দিন দিন বিস্মৃত হইয়া থাকা কি উচিত হইল?

ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ তপস্যা হইয়াছে, আর এক অঙ্গ নিয়ম প্রতিপালন। প্রথম অঙ্গ যথার্থ রূপ সম্পন্ন হইলে অপরাঙ্গ আপনা হইতে উত্তম রূপে সম্পান্ন হয়। যাঁহার পরমাত্মাতে নিষ্ঠা আছে—যিনি জানেন যে পৃথিবীর আমোদ স্থায়ী নহে, যিনি সংসারকে অনিত্য জানিয়া কেবল পরমে-

ঈশ্বরকে নিত্য জ্ঞান করেন, এবং যিনি আপনার সন্নিকট ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা দেখেন, তিনি কখন পাপ কর্ম্মে মুগ্ধ হয়েন না, তিনি কখন পাপের বিষ পূরিত মধুরাবৃত কোমল স্বরে প্রবঞ্চিত হয়েন না—তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য ও মনন প্রত্যেক ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। অলীক সুখাসক্ত যুবকেরা কহেন যে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে, আর যৌবনাবস্থা রসোল্লাসের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ইন্দ্রিয় সকল যখন নিস্তেজ হয়, ও মনের বৃত্তি সকল যখন দুর্ব্বল হয়, এবং মৃত্যু মুখে পতিত হইবার আর বড় অপেক্ষা থাকে না, তখন পাপের অনুষ্ঠান হইতে সহজেই লোকেরা নিবৃত্ত থাকিতে পারে। হে পরমাত্মন্! যে বিষম কালে রিপু সকল সম্পূর্ণ প্রবল ও তেজস্বি হয়, যে কালে সকল রিপুর প্রধান হইয়া কামরিপু প্রচণ্ড জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে, সেই কালে যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ও মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালন করে, সেই সাধু যুবা, সেই ব্যক্তিই ধন্য। হা! এমত ব্যক্তি কোথায় যিনি যৌবনের প্রারম্ভে কহিতে পারেন

যুঞ্জে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভির্ব্বিশ্লোকএতু পথ্যেব সূরেঃ। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

নমস্কারের সহিত আমি আপনাকে আমারদিগের নিত্য ব্রহ্মেতে অর্পণ করিতেছি। হে সূর্য্যস্থিত অমৃত পুরুষের পুত্রেরা যাহারা এমত দিব্যধাম সকলেতে বাস করিতেছ শ্রবণ কর, যে আমার খ্যাতি কেবল ধর্ম্ম পথে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

আর এমত ব্যক্তি কোথায় যে এই বাক্য চিরকাল পালন করিতে পারে? যদ্যপি এমত ব্যক্তি কেহ থাকে সেই ব্যক্তিই সাধু আর সেই ব্যক্তিই ধন্য। অলীক সুখাসক্ত যুবকেরা ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বোধ করে, কারণ তাহারদিগের ন্যায় কুৎসিত আমোদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এতদ্রূপ যুবকেরা জ্ঞাত নহেন যে যে আনন্দ অনেক ব্যয়ে ও নানাকষ্টে তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির বদনে সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহারা জ্ঞাত নহেন যে স্নেহ হীনা চপলা কুলটা সঙ্গে অভিনব রহস্য ও কৌতুক বাক্য শ্রবণে এবং বহুমূল্য ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্য সেবনে যৎ কিঞ্চিৎ যে অস্থায়ি আমোদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার পরিবর্ত্তে স্থায়ী ও অনায়াস লভ্য আমোদ সামান্য বস্তু মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের সামান্য সৃষ্টি দেখিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ যে পুণ্যেতে সুখ সঞ্চয় হয় কি না? পরীক্ষা করাতে কোন হানি নাই; পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে যে পুণ্যের কি মনোহর স্বরূপ—হে পুণ্য! তোমার লাবণ্য যে স্পষ্ট রূপে দেখিয়াছে সে তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই এমত কখনই হইতে পারে না। প্রবল পবন প্রহার দ্বারা কুপিত জলধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া কোন ব্যক্তি ভূমি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়েন, তদ্রূপ পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎ পরে পুণ্যের সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর যত সহবাস হইতে থাকে, তত তাঁহার যেরূপ সুখের বৃদ্ধি হয় তাহা বর্ণনার অতীত। যাঁহার মন ঈশ্বরে বিশ্রাম করে, পরোপকারে রত থাকে, ও সত্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্, সেই ব্যক্তির নিকটে এই পৃথিবীই স্বর্গ তুল্য হয়।

যিনি এই রূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখেন, ও তাঁহার করুণা রচিত সুচারু নিয়ম সকলকে সুচারু রূপে প্রতিপালন করেন, তিনি কালে মুক্তি লাভ করেন, কালে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য হয়, তিনিই কালে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বাস করেন।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

প্রেরিত প্রশ্ন

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আগামি মাসের পত্রিকায় নিম্নস্থ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হইবেক।

প্রশ্ন।

অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন কালীন যে সন্ধ্যার উপাসনা করেন তাহা বেদের অন্তর্গত কি না? যদ্যপি বেদ প্রণীত হয় তবে তন্মধ্যে ঘট পটাদি জন্য পদার্থের সমীপে নিষ্পাপ হওনের প্রার্থনা কি জন্য উল্লেখিত হইয়াছে?

সন্দিগ্ধস্য।

উত্তর।

সকল বেদাবলম্বি কর্ম্মিদিগের সন্ধ্যোপাসনা প্রসিদ্ধ আছে যথা

সন্ধ্যোপাসনা সর্ব্ববেদিসিদ্ধা।

আহ্নিকতত্ত্বং।

যাঁহারা কেবল গায়ত্রীর আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরমেশ্বরের স্বরূপ চিন্তা পূর্ব্বক সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারদিগের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, জলাদির উপাসনার বিধান বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র মধ্যে সন্ধ্যা প্রকরণে এবং অন্যত্র নানাবিধ রূপে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঘট পটের সমীপে উপাসনা সন্ধ্যাতে নাই।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়েষু।

যথাসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং।

জগদীশ্বরের অনুকম্পা পুরঃসর এতদ্ভারতবর্ষ মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম জ্ঞান ক্রমশঃ প্রভাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া আসাতে তত্ত্ব জ্ঞানের পরম বিরুদ্ধ কারি যে কুজ্ঝটিকা স্বরূপ পৌত্তলিকদিগের উপাসনা তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতেছে, ইহাতে সর্ব্ব নিয়ন্তা জগৎপাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আমারদিগের প্রতি কি প্রকার নির্ম্মল রূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা অব্যক্ত।

আমারদিগের পরম হিতৈষিণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রচার করাতে কত দূর পর্য্যন্ত আমারদিগের মনোরঞ্জন করিতেছেন তাহা কি কহিব? পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব বিষয়ের বাষ্পও আমারদিগের মনে কখন উদয় হইত না, ও হইবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না, এইক্ষণে সেই সকল বিষয় উক্ত পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা আমারদিগের মনে স্বভাবত অহোরাত্র দীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের নিকট অস্মদাদির কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে যে তাঁহার কৃপাতে ঐ পত্রিকা যেন চিরস্থায়িনী হয়েন। হা! আমারদিগের সেই দিন কবে আগমন করিবেক, যখন অস্মদাদির পরিজন ও বান্ধবগণ নির্ম্মলানন্দে মগ্ন হওত প্রফুল্ল আননে জগদীশ্বরের এবম্প্রকার করুণা প্রচারার্থে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে সমর্থ ও যত্নশীল হইবেন।

আগামি মাসের পত্রিকায় অত্র পত্র এবং পশ্চাল্লিখিত কতিপয় প্রশ্ন উত্তরের সহিত কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করত পরমাপ্যায়িত করিতে অনুমতি হইবেক।

১ প্রশ্ন—জীবাত্মা কাহাকে কহা যায়?

২ প্রশ্ন—জীবাত্মার নাশ আছে কি না?

শ্রীবটকৃষ্ণসেনস্য।

আহিরিটোলা

২১ পৌষ।

১ প্রশ্নের উত্তর।

যে বস্তু অন্য বস্তুকে প্রাপ্ত হয় তাহাকে আত্মা শব্দে বেদে বলেন। এক জড় বস্তু অন্য জড় বস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান যে পদার্থ সে অন্য জড় কিম্বা জ্ঞান পদার্থকে প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাতে কেবল জ্ঞানকেই আত্মা শব্দে কহা যায়। পরমেশ্বর এই জগতের মধ্যে জ্ঞান ও জড় উভয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তাহার মধ্যে সৃষ্ট যে জ্ঞান তাহাকে জড় রূপ পঞ্চভূত নির্ম্মিত শরীর বিশেষেতে নিয়োজিত করিয়া দর্শন, মনন, কথনাদি জ্ঞান সাধ্য কার্য্য সকলের শক্তি প্রদান করেন। সেই সৃষ্ট জ্ঞানই জীবাত্মা শব্দে উক্ত হয়েন, যিনি পরমেশ্বরের নিয়মা-

ধীন জীবিত থাকিয়া সাংসারিক কার্য্য নিষ্পন্ন করেন এবং তদনুসারে ইহামুত্র সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

২ প্রশ্নের উত্তর।

যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে সে অনিত্য সুতরাং নাশ যোগ্য, জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ সুতরাং অনিত্য এবং নাশ যোগ্য। যদিও জীবাত্মা নাশ যোগ্য তথাপি শরীর হইতে বহির্গত হইলেইযে তাহার নাশ হয় এমত সিদ্ধান্ত নহে, কারণ বেদে প্রাপ্ত হইতেছে যে শরীর হইতে নির্গত হইয়া নিজ পাপ পুণ্য অনুসারে জন্ম জন্ম নানা লোক ভ্রমণ করে,পরে নিষ্পাপ পুরুষ হইলে এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করিলে কালে অমৃত প্রাপ্ত হয়। অতএব যদিও জীবাত্মা নাশযোগ্য, তথাপি তাহার সাধনা জন্য ফলের দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় সে অমৃত হইতে পারে। বেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এই যে কেবল এক পরমাত্মাই নিত্য এবং অবিনাশী, অন্য তাবৎ বস্তু অনিত্য, সুতরাং জীবাত্মার যে স্থিতি সে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন।

গত মাসের জগদ্বন্ধু পত্রিকাতে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের অসম্ভাবনার প্রতি যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন, সে সকলের তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের সম্ভাবনা মানিতে হইলে ঈশ্বরের শরীর এবং তাঁহার অবতার মানিতে হয় যাহা অসম্ভব।

উত্তর।

পরমেশ্বরের শরীর থাকা অথবা অবতার হওয়া এবং তাঁহার বাক্য কওয়া যে অসম্ভব সে যেমন যুক্তিতে বোধ হইতেছে তদ্রূপ শ্রুতিতেও আছে। "ন তস্য প্রতিমাঅস্তি" "অকায়মব্রণমস্নাবিরং" "ন বভূব কশ্চিৎ।" অতএব তিনি বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া যে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এমত হইতে পারে না। তিনি আদিকালে প্রয়োজন মতে কোন বিশেষ তপস্বি ঋষির মনে সত্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম যে প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা আমারদিগের বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যিনি এই সচেতন অচেতন অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যে ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান নির্ম্মল চিত্তে প্রেরণ করিয়াছেন ইহার প্রতি আশ্চর্য্য কি?

OF THE EXISTENCE OF THE DEITY.

THE universe exhibits indisputable marks of design, and is therefore not self-existing, but the work of a designing mind. There exists, then, a great designing mind. Such is the first truth with respect to the indication of divinity in the universe, to which I would direct your attention.

If the world had been without any of its present adaptation of parts to parts, only a mass of matter, irregular in form, and quiescent,—and if we could conceive ourselves, with all our faculties as vigorous as now, contemplating such an irregular and quiescent mass, without any thought of the order displayed in our own mental frame, I am far from contending that, in such circumstances, with nothing before us that could be considered as indicative of a particular design, we should have been led to the conception of a Creator. On the contrary, I conceive the abstract arguments which have been adduced to show that it is impossible for matter to have existed from eternity, by reasonings on what has been termed necessary existence, and the incompatibility of this necessary existence with the qualities of matter to be relics of the mere verbal logic of the schools, as little capable of producing conviction as any of the wildest and most absurd of the technical scholastic reasonings on the properties or supposed properties of entity and nonentity. Eternal existence, the existence of that which never had a beginning, must always be beyond our distinct comprehension, whatever the eternal object may be, material or mental; and as much beyond our comprehension in the one case as in the other, though it is impossible for us to doubt that some being, material or mental, must have been eternal, if any thing exists.

> Had there e'er been nought, nought still had been;
> Eternal these must be.*

In the circumstances supposed, however, it is very probable that if we formed any thought at all upon the subject, we should have conceived the rude quiescent mass to have been itself eternal, as, indeed, seems to have been the universal opinion of the ancient philosophers, with respect to the matter of the universe, even though they admitted the existence of divine beings as authors of that beautiful regularity which we perceive. The mass alone would have been visible,—creation, as a fact, unknown to our experience,—and in the mass itself, nothing which could be regarded as exhibiting traces of an operating mind.

But though matter, as an unformed mass, existing without relation of parts, would not, I conceive, of itself have suggested the notion of a Creator,—since in every hypothesis, something material or mental must have existed uncaused, and mere existence, therefore is not necessarily a mark of previous causation unless we take for granted an infinite series of causes,—it is very different when the mass of matter is considered as possessing proportions and obvious relations of parts to each other, relations which do not exist merely in separate pairs, but many of which concur in one more general relation, and many of those again, in relations more general still. In short, when the whole universe seems to present to us, on whatever part of it we may look, exactly the same appearances as it would have presented if its parts had been arranged intentionally, for the purpose of producing the results which are now perceived,—when these appearances of adaptation are not in a few objects out of many, but in every thing that meets our view, and innumerable, therefore, as the innumerable objects that constitute to us the universe, we feel an absolute impossibility of supposing that so many appearances of design exist without design; an impossibility against which it may not be difficult to adduce words in the form of argument, but which it would be as difficult to endeavour not to feel, as to divest ourselves of that very capacity of reasoning to which the negative argument must be addressed. It would be absurd to attempt to state how many proportions may coexist, and yet be imagined by us not to imply necessarily any design in the production of them. A few types, for example, may be thrown loosely together, and some of them may form a word. This we can believe, without any suspicion of contrivance. If many such words, however, were to be thrown together, we should suspect contrivance, and would believe contrivance, with the most undoubting conviction, if a multitude of types were to be found, thus forming one regular and continued poem. This instance, I may remark by the way, is one which is used by Cicero; though it is one which we should little have expected to find in an ancient writer, in ages when the blessing of the art of printing was unknown. In speaking of the opinion of those who contend that the universe was formed by a fortuitous concourse of atoms, he says, "Hoc qui existimat fieri potuisse, non intelligo, cur non idem putet, si innumerabiles unius et viginti formae literarum, vel aureao vel qualeslibet, aliquò conjiciantur, posse ex his in terram excussis, annales Ennii ut deinceps legi possent effici; quod nescio, an, ne in uno quidem versu, possit tantum valere fortuna."†

Such is our nature, then, that it would seem as truly impossible that a number of types thrown together, should form the Iliad or Odyssey, as that they should form Homer himself. We might assert indeed, that it was by chance that each type had found its way into its proper place; but, in asserting this, our understanding would belie our sceptical assertion. A certain continued series of relations is believed by us to imply contrivance, as truly as the sensations produced in us are conceived to imply the existence of corresponding sensible qualities in the object without; or as any conclusion in reasoning itself is felt to be virtually contained in the premises which evolve it. The great question is, whether, in the universe, there be any such continued series of relations?

Strange as it may seem, that, by knowing more and more fully all the uses which the different parts of the universe fulfil, we should be less disposed to think of the contrivance which those concurring uses indicate, the fact is certain. As often as we do think of them, indeed, in relation to their origin, and say within ourselves, is this admirable seeming arrangement fortuitous or the work of design? we feel more profoundly, that there must have been contrivance, in proportion as we have discovered more traces of harmony in the disposition of the parts subservient to certain uses. But still we think of these less frequently, merely because they have often been before us. We have all some particular objects on which we are intent, of pleasure, or business, or what at least we take to be business. It requires some astonishment, therefore, to make us pause and supend our thoughts, which we have already given to some other object; and astonishment requires, that the object which excites it should be new. If it had been possible for the generations of mankind to have existed in society in a world of darkness, and that splendid luminary, by the regular appearances of which we now date our existence, had suddenly arisen on the earth, how immediately would it have suspended every project and passion, all those projects, and passions, and frivolities, which fill our hearts at present with their own petty objects, so as scarcely to leave room for a single better thought. The gayest trifler would, for an instant, have ceased to be a trifler. The most ambitious courtly sycophant, who had been creeping for years round the throne, labouring to supplant rivals whom he never had seen, with the same assiduity as that with which competitors for royal favour, in a world of sunshine, labour to supplant rivals whom they have seen, would have thought of something more than of himself and them at such a moment. The very atheists of such a world, whose chief amusement, in their blindness, had been the ingenuity of proving that the world must have existed for ever, as it existed then, would almost have felt, on such an appearance, that there is a Power which can create, and would have been believers in that power, for some moments at least, though they might have hastened, as soon as their superstitious fear permitted them, to accommodate the new phenomenon to their system. The sudden appearance, then, of the sun, as it rose in all its magnificence, on beings who had never before enjoyed a single ray of its profusion of splendour, would have led every heart to think of some mighty Power that had formed it. It would have produced that great effect, which Lucretius and Petronius, taking a casual concomitant for the cause, very falsely ascribe to fear, but which is, in truth, the effect of that admiration of the great and new, which may be combined with fear, though not necessarily, as it may be combined with feelings of a very different kind.

> Primus in orbe Deos fecit timor; ardua coelo.
> Fulmina quum caderent, discussaque moenia flammis,
> Atque ictus flagraret Athos.

Fear of supernatural power, in such a case, it is very evident, must be the effect of previous belief of the existence of that Power which is feared, for no one can fear that which he does not conceive to exist. It was not the fear, therefore, but the previous admiration of the new phenomenon, which, in Petronius's sense, "made the Gods;" and but for this admiration of what was new and great the fear of the thunderbolt could as little have produced fear of a Divine Being, before unknown and unsuspected, as

* Night Thoughts, Night ix.

† De Natura Deorum, lib. ii. p. 509. Ernest. Lond. 1819.

the fear of being burnt to death when our house was on fire, could, of itself, have suggested the notion of a Divinity.

The sudden appearance of the sun, then, in a case like that which I have supposed, would have led every mind to some thought as to its origin. It would have indicated power of some sort. But the sun would have gone down; and, though there might be some little hope that what had once appeared might reappear, it could have been only a slight hope. The night once passed, however, it would return in its former magnificence; and, after a few successions of days and nights, its regularity would add to the previous conception of power, some conception of corresponding order, in the power whatever it might be which sent it forth with so much regularity. Such would have been our feelings, if we had not known the sun ever since we remember existence. Its rising and setting are now, as it were, a part of our own life. We arrange the labours of the day, so as to bring them to a conclusion before the darkness with which evening is to close; and we lie down at night full of projects for the morning, with perfect reliance that the light which guided us during the past day, will guide us equally in that which is soon to shine upon us. Yet this very circumstance, the regularity with which the sun has appeared to distribute to us its innumerable blessings, a regularity which gives to the splendid phenomenon itself more indubitable marks of the power which is its source, is the circumstance that prevents us from thinking of this divine source. "Sed assiduitate quotidiana," says Cicero, "et consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum, quas semper vident; proinde quasi novitas nos magis quam magnitudo rerum, debeat ad exquirendas causas excitare."*

Even if, when we first beheld the wonderful appearances of nature, our faculties had been such as they are when matured in afterlife though the phenomenon must, of course, have become equally familiar to us, we should still have retained some impression of those feelings which the aspect of the universe must have excited in us when we first entered into this world of glory. "The miracles of nature," says Diderot, "are exposed to our eyes, long before we have reason enough to derive any light from them. If we entered the world with the same reason which we carry with us to an opera, the first time that we enter a theatre,—and if the curtain of the universe, if I may so term it, were to be rapidly drawn up, struck with the grandeur of every thing which we saw, and all the obvious contrivances exhibited, we should not be capable of refusing our homage to the Eternal power which had prepared for us such a spectacle. But who thinks of marvelling at what he has seen for fifty years? What multitudes are there, who wholly occupied with the care of obtaining subsistence, have no time for speculation: the rise of the sun is only that which calls them to toil, and the finest night in all its softness, is mute to them, or tells them only that it is the hour of repose."†

When we read, for the first time, the account which Adam gives to the angel of his feelings, when, with faculties such as we have supposed, and every thing new before him, he found himself in existence in that happy scene of Paradise which Milton has described, we are apt to think that the poet has represented him as beginning too soon to reason with respect to the power to which he must have owed his existence; and yet, if we deduct the influence of long familiarity, and suppose even a mind less vigorous than that of Adam, but with faculties such as exist now only in mature life, to be placed in the first of existence in such a scene, we shall find, the more we reflect on the situation, that the individual scarcely could fail to philosophize in the same manner.

As new wak'd from soundest sleep,
Soft on the flow'ry herb I found me laid,
In balmy sweat, which, with his beams the sun
Soon dry'd, and on the reeking moisture fed.
Strait toward heaven my wond'ring eyes I turn'd,
And gaz'd awhile the ample sky, till rais'd
By quick instinctive motion, up I sprung,
As thitherward endeavouring, and upright
Stood on my feet. About me round I saw
Hill, dale, and shady woods, and sunny plains,
And liquid lapse of murmuring streams; by these
Creatures that liv'd, and moved or walk'd or flew,
Birds on the branches warbling: all things smil'd;
With fragrance, and with joy my heart o'erflow'd.
Myself I then perus'd, and limb by limb
Survey'd, and sometimes went, and sometimes ran,
With supple joints, as lively vigour led:
But who I was, or whence, or from what cause,
Knew not; to speak I tried, and forthwith spake.
My tongue obey'd, and readily could name
What'er I saw. Thou sun, said I, fair light!
And thou, enlighten'd earth, so fresh and gay,
Ye hills and dales, ye rivers, woods, and plains,
And ye that live and move, fair creatures, tell,
Tell, if ye saw, how came I thus, how here;
Not of myself; by some great Maker then,
In goodness and in power pre-eminent;
Tell me how may I know him, how adore,
From whom I have, that thus I move and live,
And feel that I am happier than I know.*

Refined as this reasoning may seem in such circumstances of new existence, it seems to us refined only because, on imagining the situation of our first Parent, it is difficult for us to divest ourselves of long-accustomed feelings, and to suppose in his vigorous mind the full influence of that primary vivid admiration which we have never felt, because our minds had become accustomed to the sublime magnificence of the world before they were capable of feeling the delightful wonder which, if it had been felt by us as he who is so poetically described must have felt it, would led us too to reason in the same manner, and to feel perhaps that instant gratitude to which his tongue was so ready to give utterance.

All the impression then, which the wonders of nature would produce upon us, as new, is of course lost to us now. What would have forced itself upon us, without reflection, requires now an effort of reflection. But when we make the reflection, the contrivance does not appear to us less irresistibly marked. We have indeed, many more proofs of such contrivance, than we could possibly have had, but for that experience which has been adding to them every day.

If a multitude of parts, all manifestly relating to each other, and producing a result which itself has as manifest a relation to the results of other proportions, cannot be observed by us without an irresistible impression of design; if it is impossible for us to conceive that nine millions of alphabetic characters could fall of themselves into a treatise or a poem; that all the pictures, I will not say in the whole world, but even the few which are to be found in a single gallery, were the product of a number of colours thrown at random from a brush upon canvass; that a city, with all its distinct houses, and all the distinct apartments in those houses, and all the implements of domestic use which those apartments contain, could not have existed without some designing mind, and some hands that fashioned the stone and the wood, and performed all the other operations necessary for erecting and adorning the different edifices; if it be easier for us to believe that our senses deceived us in exhibiting to us such a city,—and that there was truly nothing seen by us,—than to believe that the houses existed of themselves without any contrivance; the only question, as I have already said, is, whether the universe itself exhibits such combinations of parts relating to each other, as the poem, the picture, the city, or any other object for which we find it necessary to have recourse to designing skill. It is quite evident that, in such a case as this, all abstract reasoning is superfluous. We have not to investigate the relation which harmony of parts bears to design, or to enter into nice disquisitions on the theory of probabilities. We are addressing men, and we address therefore beings to whom doubt of such a relation is impossible, who require no abstract reasoning to be convinced that the Iliad of Homer, or Euclid's Elements of Geometry, could not be formed by any loose and casual apposition of alphabetic characters after characters, and who, for the same reason, must believe that any similar order implies similar design. If this connexion of a regular series of relations with some regulating mind, is not felt, there is at least as much reason to suspect that any abstract reasoning on probabilities will be as little felt, since every reasoning must assume a principle itself unproved, and as little universal as such belief in such circumstances. Still more superfluous must be all those reasonings with respect to the existence of the Deity, from the nature of certain conceptions of our mind, independent of the phenomena of design, which are commonly termed reasonings a priori,—reasonings that, if strictly analyzed, are found to proceed on some assumption of the very truth for which they contend, and that, instead of throwing additional light on the argument for a Creator of the universe, have served only to throw on it a sort of darkness, by leading us to conceive that there must be some obscurity in truths which could give occasion to reasoning so obscure. God, and the world which he has formed—these are our great objects. Every thing which we strive to place between these is nothing. We see the universe, and, seeing it, we believe in its Maker. It is the universe, therefore, which is our argument, and our only argument; and, as it is powerful to convince us, God is, or is not, an object of our belief.

If proportion, order, subserviency to certain uses that are themselves subservient to other uses and these to others in a regular series be then what it is impossible for us to consider, without the belief of design, what is the universe but a spectacle of such relations in every part? From the great masses that roll through space, to the slightest atom that forms one of their imperceptible elements, every thing is conspiring for some purpose. I shall not speak of the relations of the planetary motions to each other; of the mutual relations of the various parts of our globe; of the different animals of the different elements, in the conformity of their structure to the qualities of the elements which they inhabit; of man himself, in all the nice adaptations of his organs, for purposes which the anatomist and physiologist may explain to us in more learned language, but which even the vulgar, who know only the thousandth part, or far less than the thousandth part, of the wonders of their own frame, yet see sufficiently, to be convinced of an arrangement which the physiologist sees more fully, but does not believe more undoubtingly. To these splendid proofs, it is scarcely necessary to do more than to allude. But, when we think of the feeblest and most insignificant of living things—the minutest insect, which it requires a microscope to discover; when we think of it, as a creature, having limps that move it from place to place, nourished by little vessels, that bear to every fibre of its frame some portion of the food which other organs have rendered fit for serving the purposes of nutrition,—having senses, as quick to discern the objects that bear to it any relative magnitude, as ours, and not merely existing as a living piece of most beatiful mechanism, but having the power which no mere mechanism, however beautiful, ever had, of multiplying its own existence, by the production of living machines exactly resembling itself, in all the beautiful organic relations that are clustered as it were in its little frame; when we think of all the proofs of contrivance which are thus to be found in what seems to us a single atom, or less than a single atom, and when we think of the myriads of myriads of such atoms which inhabit even the smallest portion of that earth which is itself but an almost invisible atom, compared with the great system of the heavens, what a combination of simplicity and grandeur do we perceive! It is one universal design, or an infinity of designs: nothing seems to us little, because nothing is so little as not to proclaim that omnipotence which made it; and, I may say too, that nothing seems to us great in itself, because its very grandeur speaks to us of that immensity before which all created greatness is scarcely to be perceived.

On particular arguments of this kind, that are as innumerable as the things which exist, I feel that it is quite idle to dwell. Those whom a single organized being, or even a single organ, such as the eye, the ear, the hand, does not convince of the being of a God,—who do not see him, not more in the social order of human society, than in a single instinct of animals, producing unconsciously a result that is necessary for their continued existence, and yet a result which they cannot have foreknown,—will not see him in all the innumerable instances that might be crowded together by philosophers and theologians. If, then, such be our nature that regularity of parts subservient to certain uses, impresses us necessarily with a feeling of previous contrivance, we speak against the conviction of our own heart as often as we affect to shelter ourselves in the use of a frivolous word, and say of all the contrivance of the universe, that it is only the result of chance,—of chance to which it would seem to us absurd to ascribe the far humbler traces of intellect that are to be found in a poem, or a treaties of philosophy. What should we think of any one who should ascribe to chance the combinations of letters that form the Principia of Newton! and is the world which Newton described less gloriously indicative of wisdom than the mere description? The word chance, in such a case, may be regarded as expressive only of unwilling assent. It is a word easily pronounced, but it is nothing more.

"How long," says Tillotson, in one of his Sermons, "might twenty thousand blind men, which should be sent out from the several remote parts of England, wander up and down before they would all meet upon Salisbury Plains, and fall into rank and file in the exact order of an army? And yet

* De Natura Deorum, lib. ii. p. 510.

† Œuvres de Diderot, tome i. p. 100. Amst. 1772, 12mo.

* Paradise Lost, book viii. v. 253—282.

this is much more easy to be imagined, than how the innumerable blind parts of matter should rendezvous themselves into a world. A man that sees Henry the Seventh's chapel at Westminister, might, with as good reason, maintain, (yea, with much better, considering the vast difference betwixt that little structure and the huge fabric of the world,) that it was never contrived or built by any man, but that the stones did by chance grow into those curious figures into which they seem to have been cut and graven; and that upon a time (as tales usually begin) the materials of that building, the stone, mortar, timber, iron, lead and glass, happily met together, and very fortunately ranged themselves into that delicate order in which we see them now so close compacted, that it must be a very great chance that parts them again. What would the world think of a man that should advance such an opinion as this, and write a book for it? If they would do him right, they ought to look upon him as mad; but yet with a little more reason than any man can have to say that the world was made by chance."*

The world, then, was made: there is a designing Power which formed it,—a Power whose own admirable nature explains whatever is admirable on earth, and leaves to us, instead of the wonder of ignorance, that wonder of knowledge and veneration which is not astonishment, but love and awe.

"The impious," says an eloquent French writer, "are struck with the glory of princes and conquerors that found the little empires of this earth; and they do not feel the omnipotence of that hand which laid the foundations of the universe. They admire the skill and the industry of workmen who erect those palaces which a storm may throw down; and they will not acknowledge wisdom, in the arrangements of that infinitely more superb work which the revolutions of ages have respected and must continue to respect till he who made it shall will it to pass away. In vain, however, do they boast that they do not see God; it is because they seek him, who is perfect holiness, in a heart that is depraved by its passions. But they have only to look out of themselves, and they will find him everywhere: the whole earth will announce to them its maker; and if they refuse still their assent, their own corrupted heart will be the only thing in the universe which does not proclaim the author of its being."†

So completely do we feel this universal assent of nature, in acknowledging the existence of its author that we enter readily into those poetic personifications which animate every object, and call on them to mingle as it were in worship with mankind.

To Him, ye vocal gales
Breathe soft, whose spirit in your freshness breathes!
O talk of Him in solitary glooms,
Where, o'er the rock, the scarcely waving pine
Fills the brown shade with a religious awe.
And ye, whose bolder note is heard afar,
Who shake the astonish'd world, lift high to heaven
The impetuous song, and say, from whom you rage.
His praise, ye brooks, attune, ye trembling rills,
And let me catch it, as I muse along.
Ye headlong torrents, rapid and profound;
Ye softer floods, that lead the humid maze
Along the vale;—and thou, majestic main,
A secret world of wonders in thyself,
Sound His stupendous praise, whose greater voice
Or bids you roar, or bids your roarings fall.‡

* Tillotson's Works, vol. i. sermon i. p. 12. Lond. 1752, folio.
† Massillon. ‡ Thomson, Hymn on the seasons.

To that power which we thus call on them to attest, they all truly bear witness. We assign to them feelings which they have not, indeed, as much as we assign to them a voice which they have not; but so strong is the evidence of mind which they bear, that it seems as if we merely give them a voice expressing, in our language, what they mutely feel.—BROWN.

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমতি দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি বিশেষ সভায় এই প্রস্তাব বিচারিত হয় যে "শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবেতনভুক্ সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল পত্রিকার কর্ম্ম ও অন্য অন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে নিযুক্ত থাকেন।"

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৪ মাঘ সন্ধ্যা ৬ ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে এই প্রস্তাব বিচারিত হইবেক যে "শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে মহাশয়কে অবেতন ভুক্ ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা যায়।" এবং তাহাতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বিষয়েও বিবেচনা হইবেক।

উক্ত সভাতে গত মাসের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বর্ত্তমান শকের নিয়ম পত্রের ১ এবং ৩৩ সংখ্যক নিয়ম, এবং সভা হইতে ব্রাহ্মসমাজে মাসিক ধন দানের বিষয় বিচারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

স্থান সঙ্কীর্ণ জন্য ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রশস্ত করা যাইতেছে, এ নিমিত্তে আগামি ৫ মাঘ রবিবার এবং ৮ মাঘ বুধবার তাহার নিম্ন গৃহে সমাজ হইবেক।

তাহা প্রস্তুত হইয়া আগামি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস ১১ মাঘ শনিবার অবধি উপরিস্থ গৃহে সমাজ হইতে থাকিবেক।

ব্রাহ্মসমাজ
২৯পৌষ ১৭৬৮ } শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

এইক্ষণে মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যাকালে যে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইয়া থাকে, তাহা আগামি ফাল্গুণ মাসাবধি প্রাতে সূর্য্যোদয় কালে হইবেক।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

অশুদ্ধসংশোধন

এই পত্রিকার ৪০৩ পৃষ্ঠার প্রথমচ্ছেদের ৩২ পংক্তিতে যে "তুর্ক" শব্দ আছে তাহার পরিবর্ত্তে "আরব" হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

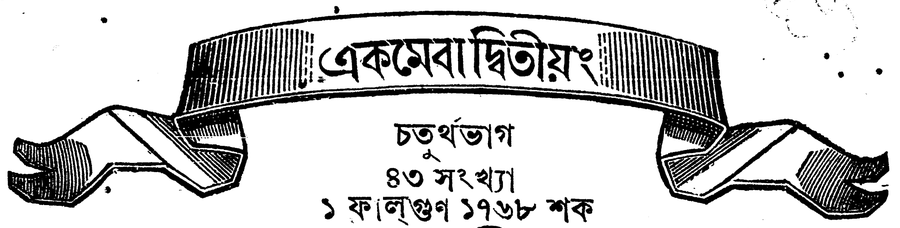

চতুর্থভাগ
৪৩ সংখ্যা
১ ফাল্গুণ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

আত্মেত্যেবোপাসীত।
শ্রুতিঃ।
কেবল পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ।
মুণ্ডকোপনিষৎ।
সেই এক পরমাত্মাকেই কেবল জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, ইহাই অমৃতের সেতু হইয়াছে।

ততোযদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
নিরাকার, নিরাময়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরমেশ্বরকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন সকলে কেবল দুঃখ ভোগই করে।

সমুদয় বেদের এই পরম তাৎপর্য্যের অনুষ্ঠানে যাহারা অসমর্থ, তাহারদিগের উপায় কি? অতএব শ্রুতি করুণা প্রকাশ করিয়া অনুমতি করিতেছেন যে

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥
বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ।
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, যেহেতু ইহা অপেক্ষা আর অন্য প্রকার নাই, যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

কর্ম্ম দুই প্রকার; যথা নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সকাম কর্ম্ম, তন্মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ কামনা রহিত হইয়া কেবল ঈশ্বরের প্রীতি জন্য কৃত যে কর্ম্ম তাহাই জ্ঞানের সোপান করিয়া কহিয়াছেন, আর স্বীয় লাভ উদ্দেশে যে সকাম কর্ম্ম তাহাকে বিষম দুরদৃষ্টের বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োয়েভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।
এই সকল যজ্ঞ রূপ কর্ম্ম যাহা ঋত্বিক্ প্রভৃতি অষ্টাদশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে সমুদয় অপকৃষ্ট, অস্থির এবং বিনাশি। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় জানিয়া আনন্দ বোধ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাবয়ং কৃতার্থাইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণোন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।
অজ্ঞানি সকল অবিদ্যার মধ্যে বহু প্রকারে স্থিতি করিয়া আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধে অভিমান করে, যেহেতু সেই কাম্য সকল কর্ম্মেতে আসক্তি প্রযুক্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং দুঃখেতে পীড়িত হইয়া এবং কর্ম্ম ফল ক্ষীণ হইয়া প্রচ্যুত হয়।

এই প্রকার বৈদিক উপদেশ অনুসারে ধীর ব্যক্তিরা জ্ঞানাবলম্বনের পরে সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মকেও অনাবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনং।
ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা॥

বাশিষ্ঠে।

মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয়, সে পরমেশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক।

তথাপি প্রাচীন কালে কোন কোন জ্ঞানি এই অনাবশ্যক কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেন, যেহেতু ব্রহ্মোপাসনার অবিরোধি যে পূর্ব্ব প্রচলিত নির্ম্মল বৈদিক ক্রিয়া তদ্দ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, আর কোন কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতেন। পূর্ব্বকালে বেদ সন্ন্যাসি গৃহস্থেরা এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের ন্যায় শ্রৌত কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া কেবল ব্রহ্মোপাসনাতে নিরত থাকিতেন।

এতেঽনন্তেঽমৃতে আহুতী জাগ্রৎ স্বপংশ্চ সততং জুহোতি। অথ বৈ অন্যা আহুতয়ঃ অনন্তরন্যাস্তাঃ কর্ম্মময্যোহি ভবন্ত্যেবংহি তস্যৈতৎ পূর্ব্বং বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহুবাঞ্চক্রুরিতি॥

কৌষীতকিরহস্যব্রাহ্মণং।

মনুষ্য জাগ্রৎ কালে এবং স্বপ্ন কালে শ্বাস নিশ্বাস রূপ এই সকল অনন্ত এবং অমৃত আহুতি সর্ব্বদা প্রদান করেন, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মময়ী আহুতি সকল জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির এই প্রকার হয়। এই জ্ঞানসাধন রূপ অগ্নিহোত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিদ্বানেরা অনুষ্ঠান করিতেন।

এই শ্রুতি অনুসারে মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥

যজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ অনেক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বাহ্যেতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ইন্দ্রিয়েতেই হবন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা তাঁহারদিগের যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়॥

এবং তাহার চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।

অন্য অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা কেবল জ্ঞান দ্বারা সকল যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহারা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কুল্লূক ভট্ট লেখেন যে

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।

এই শ্লোক ত্রয় দ্বারা বৈদিক কর্ম্মত্যাগি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের প্রতি এই সকল বিধি উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকের আবশ্যক অনুষ্ঠান যাহা তাহা উপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যথা

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকোধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমাত্মনঃ॥

কঠোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী।

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন, ইনি আমারদিগের হৃদয়ে স্থিতি করেন, যজ্ঞ হীন ব্যক্তি মনের প্রসন্নতা দ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

তন্দুর্দ্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বাধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥

কঠোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী।

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতি যত্নে তাঁহার বোধ হয়, এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, জীবাত্মাতে তিনি আছেন, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন, আর পুরাতন হয়েন। ধীর ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের * দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইন্দ্রিয় শাসন, ও দানাদি হিতকার্য্য এই উপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ॥

মাধ্যন্দিনশাখীয়বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের শাসন, দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের শাসন, উপরতি অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা এই সকল সাধন বিশিষ্ট হইয়া এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া হৃদয় মধ্যে পরমাত্মাকে দৃষ্টি করিবেক।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নেতরাণি॥

শিক্ষোপনিষৎ॥

যে সকল হিত কর্ম্ম তাহাই করিবেক, ইতর কর্ম্ম করিবেক না।

---

* ব্রহ্মোপাসকের অনুষ্ঠেয় যে অধ্যাত্মযোগ তাহার এই অর্থ শঙ্করাচার্য্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতসআত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগঃ।" "বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মাতে যে সমাধান তাহার নাম অধ্যাত্ম যোগ।"

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্ব্যং তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী।

সর্ব্ব কারণ সনাতন পরমাত্মার সেবা কর, তাঁহাতেই মগ্ন হও, আর পূর্ত্ত অর্থাৎ পরের হিতজনক কর্ম্ম যেন তোমাকে ত্যাগ না করে।

শ্রদ্ধয়া দেয়ং।

শ্রুতিঃ।

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করিবেক।

সত্যম্বদ ধর্ম্মঞ্চর।

শিক্ষোপনিষৎ।

সত্য বল এবং ধর্ম্মাচরণ কর।

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব অতিথিদেবোভব॥

শিক্ষোপনিষৎ॥

মাতাকে পিতাকে আচার্য্যকে এবং অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা কর।

এই প্রকার কর্ম্মাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া জ্ঞান অভ্যাস ও হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যিনি পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই সংসার বীজ হইতে অতীত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অকাম হইয়া যাঁহারা পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা সংসার বীজ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমর হয়েন।

সংস্কৃত বৃত্তি, বঙ্গ ভাষাতে অর্থ, এবং তাৎপর্য্য সহিত কঠোপনিষৎ যাহা প্রায় দুই বৎসরের পত্রিকাতে বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহা একত্র করিয়া এই পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইতেছে। এই অবসরে তাহার সংস্কৃত বৃত্তি এবং বঙ্গ ভাষাতে অর্থ ও তাৎপর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বোধের সুলভ করা গিয়াছে।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাবল্লী

ব্রহ্মবিদ্যা অতিসূক্ষ্মতম, সুন্দররূপে তাহা বোধগম্য করিবার নিমিত্তে এই উপনিষদে এই আখ্যায়িকা সূচনা হইয়াছে এবং গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ঘটিত আখ্যায়িকা চ্ছলে শ্রুতি ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার নিমিত্তে গুরুর উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে, অতএব গুরু বেদান্ত বাক্যকে যুক্তি দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করা অতি কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতানাম পুত্রআস ॥ ১ ॥

বাজমন্নং তদ্দাননিমিত্তং শ্রবোয়শোয়স্য সবাজশ্রবাস্তস্যাপত্যং 'বাজশ্রবসঃ' বিশ্বজিতা ঈজে 'উশন্' তৎফলং কাময়মানঃ 'হ বৈ' ইতিবৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ সচ তস্মিন্ ক্রতৌ 'সর্ব্ববেদসং' সর্ব্বধনং 'দদৌ' দত্তবান্। 'তস্য' যজমানস্য 'নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ' 'হ' কিল 'আস' বভূব ॥ ১ ॥

ফল কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

'তং' নচিকেতসং 'হ' 'কুমারং' প্রথমবয়সং 'সন্তং' 'শ্রদ্ধা' পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবতী। কস্মিন্ কালে ইত্যাহ। ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ 'দক্ষিণাসু' দক্ষিণার্থাসু গোষু নীয়মানাসু বিভাগেনোপনীয়মানাসু। 'সঃ' আবিষ্টশ্রদ্ধোনচিকেতাঃ 'অমন্যত' আলোচিতবান্ ॥ ২ ॥

যে কালে ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত বাজশ্রবস কর্ত্তৃক দক্ষিণার গো সকল আনীত হইতেছিল, সেইকালে ঐ বালক নচিকেতাতে পিতার হিতের নিমিত্তে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। ইহাতে নচিকেতা মনে করিলেন ॥ ২ ॥

পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ ॥৩॥

কথমিত্যুচ্যতে। পীতমুদকং যাভিস্তাঃ 'পীতোদকাঃ' জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিস্তাঃ 'জগ্ধতৃণাঃ' দুগ্ধোদোহঃ ক্ষীরাখ্যোয়াসাস্তাঃ 'দুগ্ধদোহাঃ' 'নিরি-

ত্রিয়াঃ' অপ্রজননসমর্থাঃ জীর্ণানিষ্কসাগাবইত্যর্থঃ। 'তাঃ' এবম্ভূতাগাঃ 'দদৎ' প্রযচ্ছন 'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ 'নাম' 'তে লোকাঃ' 'তান্' 'সঃ' যজমানঃ 'গচ্ছতি'॥ ৩ ॥

যে সকল গোকে পিতা দক্ষিণার নিমিত্তে উপস্থিত করিতেছেন, তাহারা এমত বৃদ্ধ, যে পূর্ব্বে জল পান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে, সেই মাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারা জল পান এবং তৃণ আহার করে এমত শক্তি নাই; আর পূর্ব্বে তাহারদিগের যে দুগ্ধ দোহন হইয়াছে, সেই মাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারদিগের দুগ্ধ দোহন হয়, এমত সম্ভাবনা নাই; এবং তাহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলেরও অবসান হইয়াছে। এমত গো সকল যে ব্যক্তি দান করে, সে আনন্দ শূন্য যে লোক সকল, তাহাতে যায় ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

ঐ দরিদ্র যজমানের কেবল কতক গুলীন কৃশা দুগ্ধহীনা নিষ্ফলা গাভি ছিল, তাহা তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণার স্বরূপ বিভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্র নচিকেতা মনে করিলেন, যে এতদ্রূপ নিষ্ফলা গাভি সকলকে দক্ষিণা দিলে আমার পিতার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবেক। যদিও আমার পিতার দান যোগ্য অন্য ধন নাই, তথাপি আমি আছি সমর্থ আর উপকারী, ইহাতে নিষ্ফলা গাভি সকলের পরিবর্ত্তে পিতা যদি আমাকে দান করেন, তবে সম্যক্ মঙ্গলের সম্ভাবনা। এই স্থলে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণা স্বরূপে বা অন্য রূপে দান করিতে শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন, এবং আরও জানাইতেছেন, যে পিতার হিতের নিমিত্তে সৎপুত্রের সর্ব্বথা যত্ন করা উচিত ॥ ৩ ॥

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাংদাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ংতৃতীয়ং তংহোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টফলময়া পুত্রেণ সতা নিবারণীয়মাত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিঃ কৃত্বা, এবমত্বা পিতরমুপগম্য 'সঃ হ উবাচ পিতরং' হে 'তত' তাত 'কস্মৈ' ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং 'মাং' 'দাস্যসি' 'ইতি' এতৎ। এবমুক্তেনাপি পিত্রোপেক্ষ্যমাণোঽপি 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং' অপ্যুবাচ কস্মৈ মান্দাস্যসীতি। নায়ঙ্কুমারস্বভাবইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা 'তং' 'পুত্রং' 'হ' কিল 'উবাচ' 'মৃত্যবে' বৈবস্বতায় 'ত্বা' ত্বাং 'দদামি ইতি'॥ ৪ ॥

নচিকেতা এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে কহিতেছেন, হে পিতা, কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই রূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পিতাকে কহিলেন। বালক পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে কহিলেন, যে তোমাকে যমেরে দিলাম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য

পিতা আমাকে যদি কোন ঋত্বিক্‌কে দান করেন, তবে উত্তম হয়, ইহা নচিকেতা ভাবিয়া মনে করিলেন, যে আমি যে বালক পুত্র, বিনা আজ্ঞাতে আমার পিতাকে বলা উচিত হয় না, যে আমাকে এক জন ঋত্বিক্‌কে দান কর। এজন্য পিতা তাঁহাকে দান করিবার মনঃস্থ করিয়াছেন, ইহা পিতার মুখভঙ্গি দ্বারা যেন উপলব্ধি করিয়া নচিকেতা বলিতেছেন, যে কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই প্রকার তিনি বারম্বার কহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে তোমাকে মৃত্যুরে দিলাম ॥ ৪ ॥

বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

সএবমুক্তঃ পুত্রএকান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। 'বহূনাং' পুত্রাণাং 'এমি' গচ্ছামি 'প্রথমঃ' সন্ মুখ্যয়া বৃত্ত্যেত্যর্থঃ। অথবা 'বহূনাং' 'মধ্যমঃ' মধ্যমযৈব বৃত্ত্যা 'এমি' নাধময়া কদাচিদপি। তমেবম্বিশিষ্টগুণমপি পুত্রংমাংমৃত্যবে ত্বা দদামীতি উক্তবান্‌পিতা। সঃ 'কিংস্বিৎ যমস্য' 'কর্ত্তব্যং' প্রয়োজনং 'যৎ' কর্ত্তব্যং 'ময়া' প্রদত্তেন 'করিষ্যতি' 'অদ্য'॥ ৫ ॥

তখন নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেক পুত্রের মধ্যে আমি প্রথম গণিত হই, অথবা অনেক পুত্রের মধ্যে আমি মধ্যম গণিত হই; তবে কি আমার দানের দ্বারা যমেরকোন কার্য্য পিতা করিবেন? ॥৫॥

তাৎপর্য্য

আপনার সদাচার এবং কদাচারের প্রতি মন স্পষ্ট রূপে সাক্ষ্য দেয়, অতএব আপনার স্বভাব আলোচনা কালীন নচিকেতা স্পষ্ট জানিতেছেন, যে তিনি অনেক পুত্রের মধ্যে

প্রধান হয়েন। কিন্তু নচিকেতা পরে বিবেচনা করিতেছেন, যে আপনাকে অতি সাধু রূপে যে জ্ঞান হইতেছে, ইহার কারণ আপনার প্রতি অধিক প্রীতি এবং স্নেহ হইলেও হইতে পারে, যদ্দ্বারা আপনার দোষকে সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং আপনার গুণকে অতি উৎকর্ষ রূপে দেখা যায়; একারণ অনেক পুত্রের মধ্যে প্রধান আমি যথার্থতঃ যদিও না হই, তথাপি যে তাহারদিগের মধ্যে মধ্যম গণিত হই, অধম কদাপি নহি, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমি যদি অধম পুত্র নহি, তবে আমাকে এমত মন্দ স্থানযে যমের বাটী, তাহাতে যাইতে পিতা কেন অনুমতি করিলেন, ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দ্বারা যমের কোন কার্য্য উদ্ধার হইবে, অথবা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা জন্য অপরাধের শাস্তি হেতু আমাকে সেখানে পাঠাইতেছেন। যে জন্য হউক যখন পিতা অনুমতি করিয়াছেন তখন আমার যম ভবনে গমনই কর্ত্তব্য। নচিকেতার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য তাহার সৎপুত্রতা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬ ॥

প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা তথাপি তৎপিতুর্ব্বচোমৃষা মাভূদিত্যেবং মত্বা পরিদেবনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং কিং ময়োক্তমিতি। 'অনুপশ্য' আলোচয় 'যথা' যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ 'পূর্ব্বে' অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাম্বৃত্তমাস্থাতুমর্হসি। বর্ত্তমানাশ্চ 'পরে' সাধবোযথা বর্ত্তন্তে তাংশ্চ 'প্রতিপশ্য' আলোচয় 'তথা'। ন চ তেষু মৃষাকরণম্বৃত্তমস্তি তদ্বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণং। ন চ মৃষা কৃত্বা কশ্চিদজরামরোভবতি যতঃ 'সস্যং ইব' ওষধিরিব সস্যশব্দেনাত্র লক্ষণয়া ওষধিরুচ্যতে 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'পচ্যতে' জীর্ণোম্রিয়তে মৃত্বা চ 'সস্যং ইব' 'আজায়তে' আবির্ভবতি 'পুনঃ'। এবমনিত্যে জীবলোকে কিম্মৃষাকরণেন। পালয়াত্মনঃ সত্যং প্রেষয় মাং যমায়েত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬ ॥

পুত্রকে এমত নিষ্ঠুর বাক্য কেন কহিলাম এইরূপ শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতেছেন। আপনকার পিতৃ পিতামহাদি যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর, আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যেরূপে সত্যাচরণ করিতেছেন, তাহাকেও দেখ। মনুষ্য সস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আর সস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে? এনিমিত্তে আমাকে যমেরে দিয়া আত্ম সত্য প্রতিপালন কর ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

ক্রোধে আচ্ছন্ন জন্য পুত্রের স্নেহের প্রতি দৃষ্টি না হওয়াতে নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে বাজশ্রবস কহিয়াছিলেন। এইক্ষণে সেই ক্রোধের শমতা প্রযুক্ত এমত স্থানে যাইতে পুত্রকে কেন অনুমতি দিলাম এতদ্রূপে তিনি শোকাকুল হইয়াছেন। যদি এই শোকেতে আচ্ছন্ন হইয়া পুনর্ব্বার নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে নিষেধ করেন এবং এক জনকে এক বস্তু দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে না দিবার জন্য কথার অন্যথা হয়, এই ভয়ে নচিকেতা অত্যন্ত ভীত হইয়া পিতাকে কহিলেন, যে আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় এবং এইক্ষণকার সাধুদিগের ন্যায় সত্যের অনুষ্ঠান কর, সত্যের অন্যথা আচরণ পরলোকে মহাদুর্গতির হেতু হয়। পরলোকে যাইতে অনেক বিলম্ব আছে, সম্প্রতি যদি মিথ্যা আচরণ দ্বারা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বা কোন সুখ লব্ধ হয়, তবে মিথ্যা আচরণ না করা যায় কেন? এমত বিবেচনা করা উচিত হয় না, কারণ বিচারতঃ পরলোকে গমনের পরিমাণ কাল অতি সঙ্ক্ষেপ। যেমত সস্য অর্থাৎ সস্যাধার ওষধি * আমারদিগের নিকটে অতি অল্পকাল যে সম্বৎসর, তাহার মধ্যেই নষ্ট হয়, তদ্রূপ দীর্ঘায়ুঃ ব্যক্তির শত বৎসরও অল্প কাল অর্থাৎ শত বৎসরও বড় দীর্ঘ কাল নহে, এবং তৎকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এবং মৃত্যুর পরকালে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণেও তাহার বিলম্ব হয় না, সস্যকে অবলম্বন করিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে যেমন অঙ্কুর হয়;

* এস্থানে আধারাধেয় লক্ষণা দ্বারা আধার ওষধিতে আধেয় সস্যের উপচার হইয়াছে।

তদ্রূপ মনুষ্যও মৃত্যুর পরে অতি অল্প কাল মধ্যে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং অবিলম্বেই মিথ্যা আচরণাদি পাপ জন্য পরলোকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কথা কহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, বরঞ্চ মিথ্যা কথা ইহ সংসারে সকল অনর্থের মূল হইয়াছে। এই মিথ্যা কথাকে অবলম্বন করিয়া দস্যুক্রিয়া, চৌর্য্য, ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি সমুদয় কুকর্ম্ম রহিয়াছে, যাহার প্রবলতায় ইহ সংসারে প্রগাঢ় দুঃখ ব্যতীত সুখলেশও থাকে না। অতএব নিত্য সংসার হইলেও মিথ্যা বাক্যে কদাপি ইষ্ট সিদ্ধ হইত না। সেই কেবল এক সত্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাবৎ কুকর্ম্মের প্রবৃত্তিই একেবারে নষ্ট হয়। এস্থলে শ্রুতি দেখাইতেছেন, যে মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণোগৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং॥৭॥

সএবমুক্তঃ পিতাত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। সচ যমভবনং গত্বা তিস্রোরাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে। যম-স্প্রোষ্যাগতমমাত্যাভার্য্যাবোচুর্ব্বোধয়ন্তঃ। 'বৈশ্বানরঃ' অগ্নিরেব সাক্ষাৎ 'প্রবিশতি অতিথিঃ' সন্ 'ব্রাহ্মণঃ গৃহান্' দহন্নিব। 'তস্য' দাহং শময়ন্তইবাগ্নেঃ 'এতাং' পাদ্যাদিদানলক্ষণাং" শান্তিং কুর্ব্বন্তি 'সন্তঃ অতঃ 'হর' আহর হে 'বৈবস্বত উদকং'॥ ৭ ॥

পিতাকে এইরূপ কহিলে পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন। নচিকেতা যম লোকে যাইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলেন, যেহেতু তৎকালে যম প্রবাসে ছিলেন, যম স্ববাসে আগমন করিলে তাঁহার পরিজন সকল তাঁহাকে কহিতেছেন। অতিথি ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন। অতএব হে যম! তুমি এই অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মার নানা অবস্থার মধ্যে দেহ গ্রহণ করা অর্থাৎ জন্ম যেমত প্রধান এক অবস্থা, দেহ পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মৃত্যু তদ্রূপ তাহার আর এক প্রধান অবস্থা মাত্র; ইহাতে জীবাত্মা যেমন পদার্থ সেরূপ তাহার অবস্থা কিছু পদার্থ নহে। এস্থলে আখ্যায়িকাতে পুরুষ রূপে মৃত্যু কল্পিত হইয়াছে যাহার অধিকার এই যে দেহকে নিয়ত ভঙ্গ করে। বাস্তবিক যে মৃত্যু নামে কোন পুরুষ আছেন, তাঁহার থাকিবার বিশেষ স্থান আছে, তাঁহার পরিবার আছে, এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে জীবাত্মার মৃত্যু হইতেছে, ইহা শ্রুতির বলিবার তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু আখ্যায়িকা দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য হইয়াছে। মৃত্যু হইতে সংসার সুনিয়মে রহিয়াছে এ নিমিত্তে মৃত্যুর এক নাম যম হইয়াছে ॥ ৭ ॥

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোযস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে ॥ ৮ ॥

যতশ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে। অনির্জ্ঞাতার্থ প্রার্থনা আশা নির্জ্ঞাতার্থপ্রাপ্তিপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষা তে 'আশাপ্রতীক্ষে' 'সঙ্গতং' সৎসংযোগজমফলং 'সূনৃতাং চ' সূনৃতা প্রিয়া বাক্ তন্নিমিত্তঞ্চ " ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টং যাগজমফলং পূর্ত্তমারামাদিক্রিয়াজমফলং 'পুত্রপশূন্ চ' পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ 'সর্ব্বান্'। 'এতৎ' সর্ব্বং যথোক্তং 'বৃংক্তে' আবর্জয়তি নাশয়তীত্যেতৎ 'পুরুষস্য' 'অল্পমেধসঃ' অল্পপ্রজ্ঞস্য 'যস্য' 'গৃহে' 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'ব্রাহ্মণঃ' অতিথিঃ 'বসতি'। তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপ্যতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে অতিথি ব্রাহ্মণ অভুক্ত হইয়া বাস করেন, তাহার আশা, প্রতীক্ষা, সৎসঙ্গাধীন ফল, প্রিয় বাক্য জন্য ফল, যাগাদি জন্য ফল, পরোপকারার্থ কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ জন্য ফল আর পুত্র ও পশু সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য

অতিথির ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি যথা সাধ্য যে গৃহস্থ না করেন তাঁহার সমূহ সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়; ইহার দ্বারা শ্রুতি বিধি দিতেছেন, যে অতিথি সেবা গৃহস্থের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতিথির লক্ষণ মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে প্রাপ্ত হইতেছে। "একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যং হি স্থিতোযস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥" অর্থাৎ এক দিবা রাত্রি মধ্যে ভোজনাদি করত যিনি গৃহস্থের বাটীতে বসতি করেন তাঁহাকে

অতিথি শব্দে কহা যায়। একগ্রামবাসী ব্যক্তি অতিথি শব্দে বাচ্য হয়েন না, অর্থাৎ পথিক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে অতিথি বলা যায় না। "নৈকগ্রামীণমতিথিং*।" যে কোন ব্যক্তি আতিথ্য লোভ বশতঃ গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তিনিও যথার্থ অতিথি নহেন, যেহেতু এ প্রকার ব্যক্তির নিন্দা মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে। "উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ। তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাং†॥" অতএব যে পথিক অন্নাদি অভাব প্রযুক্ত তৎকালের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শান্তি জন্য কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকেই অতিথি শব্দে বলা যায়। বিশেষ রূপে অতিথি সেবা করিবেক, ইহাতে অন্য ব্যক্তিকে যথা সাধ্য ভোজনাদি করাইতে নিষেধ নাই, বরঞ্চ শাস্ত্রে আদেশই আছে। "ইতরানপি সখ্যাদীন্ সম্পূজ্যৈত্য গৃহমাগতান্। সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎসহভার্য্যয়া ‡॥ ৮ ॥

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

এবমুক্তোমৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপূরঃসরং। 'তিস্রঃ রাত্রীঃ' যৎ' যস্মাৎ 'অবাৎসীঃ' উষিতবানসি 'গৃহে' 'মে' মম 'অনশ্নন্' হে 'ব্রহ্মন্' 'অতিথিঃ' সন্ 'নমস্যঃ' নমস্কারার্হঃ। তস্মাৎ 'নমঃ' 'তে' তুভ্যং 'অস্তু' ভবতু হে 'ব্রহ্মন্' স্বস্তি ভদ্রং 'মে অস্তু' 'তস্মাৎ' ভবতোঽনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাদ্দোষাৎ। যদ্যপি তব তাবদনুগ্রহেণ সর্ব্বং মম স্বস্তি স্যাৎ তথাপি অদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতাস্তিস্রোরাত্রীঃ 'প্রতি' 'ত্রীন্' 'বরান্' অভিপ্রেতার্থবিশেষান্ 'বৃণীষ্ব' প্রার্থয়স্ব ॥ ৯ ॥

যম পরে নচিকেতার নিকটে যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ! অতিথি নমস্য হইয়া তিন রাত্রি যে আমার গৃহেতে অনাহারে বাস করিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি! আর প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ আমার হইয়াছে তাহার নিবৃত্তি দ্বারা মঙ্গল হউক, আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এনিমিত্তে কহিতেছি, যে যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে, তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

নচিকেতা অনাহারে ত্রিরাত্রি কাল যাপন জন্য যম কর্ত্তৃক অতিথি রূপে গ্রাহ্য হইয়াছেন। যদি প্রথম রাত্রেই যম তাঁহাকে অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিতে পারিতেন, তবে আর দ্বিতীয় রাত্রিতে তাঁহার প্রতি অতিথি শব্দ প্রয়োগ করিতেন না ॥ ৯ ॥

শান্তসংকল্পঃ সুমনাযথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমোমাভি মৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরংবৃণে ॥ ১০ ॥

নচিকেতাস্ত্বাহ। যদি দিৎসুর্ব্বরান্। উপশান্তঃ সংকল্পোযস্য মাস্প্রতি যমং প্রাপ্য কিমু করিষ্যতি মম পুত্রইতি সঃ 'শান্তসংকল্পঃ' 'সুমনাঃ' প্রসন্নমনাশ্চ 'যথাস্যাৎ' 'বীতমন্যুঃ' বিগতরোষশ্চ 'গৌতমঃ' মম পিতা 'মা অভি' মাস্প্রতি হে 'মৃত্যো'। কিঞ্চ 'ত্বৎপ্রসৃষ্টং' ত্বয়া বিনিমুক্তং প্রেষিতং গৃহম্প্রতি 'মা অভিবদেৎ' মামভিবদেৎ 'প্রতীতঃ' লব্ধস্মৃতিঃ সত্রবায়ম্পুত্রোমমাগতইত্যেবং প্রত্যভিজ্ঞানাত্তিষ্ঠত্যর্থঃ। 'এতৎ' প্রয়োজনং 'ত্রয়াণাং' বরাণাং 'প্রথমং' আদ্যং 'বরং' 'বৃণে' প্রার্থয়েঽহং যৎ যৎ পিতুঃ পরিতোষণং ॥ ১০ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! তিন বরের প্রথম বর এই প্রার্থনা করি, যে তোমার নিকটে আসিয়া আমি কি করিতেছি, এইরূপ যে আমার পিতা গৌতম চিন্তা করিতেছেন, তাহা নিবৃত্তি হউক, আর তাঁহার মন প্রসন্ন হউক, আর আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক, আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে তাঁহার যেন এইরূপ প্রতীতি হয়, যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইলেন ॥১০॥

তাৎপর্য্য

তিন বরের মধ্যে যাহাতে পুত্রের যমের বাটী গমন জন্য পিতার শোকের শান্তি হয়, এমত বর নচিকেতা প্রথমেই প্রার্থনা করাতে তাঁহার পিতৃ ভক্তি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাৎ ভবিতা প্রতীতঔদ্দালকিরারুণির্ম্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ॥ ১১ ॥

---

* মনু ৩ অধ্যায়। ১০৩ শ্লোক ॥
† মনু ৩ অধ্যায়। ১০৪ শ্লোক ॥
‡ মনু ৩ অধ্যায়। ১১৩ শ্লোক ॥

মৃত্যুরুবাচ। 'যথা' অপি 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসমন্বিতঃ পিতা তব সঃ তথৈব প্রীতিসমন্বিতঃ 'ভবিতা' 'প্রতীতঃ' প্রতীতবান্ সন্। উদ্দালকএব 'ঔদ্দালকিঃ' অরুণস্যাপত্যং 'আরুণিঃ' 'মৎপ্রসৃষ্টঃ' ময়ানুজ্ঞাতঃ 'রাত্রীঃ' 'সুখং' প্রসন্নমনাঃ 'শয়িতা' 'বীতমন্যুঃ' বিগতমন্যুশ্চ 'ত্বাং' 'পুত্রং' 'দদৃশিবান্' দৃষ্টবান্ সন্ 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুক্তং' সন্তং॥ ১১ ॥

যম কহিতেছেন তোমার পিতা যাহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি, তাঁহার তোমার প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ পুত্র রূপে প্রতীতি ছিল আমার অনুগ্রহে তদ্রূপ হইবে, আর মৃত্যু মুখ হইতে তোমাকে মুক্ত দেখিয়া তিনি সুখে রাত্রিতে শয়ন করিবেন, আর তোমার প্রতি অক্রোধ হইবেন ॥ ১১ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২ ॥

নচিকেতাউবাচ। 'স্বর্গে লোকে' 'ভয়ং' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি 'ন' 'অস্তি' 'ন' চ 'তত্র' 'ত্বং' হে মৃত্যো সহসা প্রভবস্যতইহলোকবৎ অতঃ 'ন জরয়া বিভেতি'। কিঞ্চ 'উভে' 'অশনায়াপিপাসে' 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি 'শোকাতিগঃ' সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জিতঃ 'মোদতে' হৃষ্যতি 'স্বর্গলোকে' দিব্যে॥ ১২ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, আর তুমিও সেখানে সহসা প্রভুত্ব করিতে পার না, আর রোগ দ্বারা সেখানে কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য

আনন্দ স্থানকে স্বর্গলোক কহা যায় যেখানে জীবাত্মা ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং রোগ শোকের অভাব হেতু তাহা হইতে নির্ভয় হয়। আনন্দের তারতম্য রূপে বিবিধ প্রকার স্বর্গলোক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, সকলের উৎকৃষ্ট স্বর্গ লোকের নাম ব্রহ্মলোক। জ্ঞান এবং পুণ্য কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জীবাত্মার যে স্বর্গলোকে গতি হয়, সেখান হইতে তাহার ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের যত স্ফূর্ত্তি হয় তত উৎকৃষ্ট লোকে গতি হইয়া চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সেই ব্রহ্মলোক হইতে পরব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া সমুদয় সংসার বন্ধন হইতে জীবাত্মা প্রমুক্ত হয় এবং অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হয়, সুতরাং এসকল স্বর্গ লোকে যমের কিছু মাত্র প্রভুত্ব নাই। জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মার যে সকল স্বর্গলোকে গতি হয় সেখানে যদিও কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, সেও বহু কাল গতে; এনিমিত্তে শ্রুতি কহিতেছেন, যম স্বর্গলোকে সহসা প্রভুত্ব করিতে পারেন না ॥ ১২ ॥

সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকাঅমৃতত্বং ভজন্তএতৎ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩ ॥

এবঙ্গুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতং 'স্বর্গ্যং' 'অগ্নিং' 'সঃ ত্বং' মৃত্যুঃ 'অধ্যেষি' স্মরসি হে 'মৃত্যো' 'প্রব্রূহি' কথয় 'তং' 'শ্রদ্দধানায়' শ্রদ্ধাবতে 'মহ্যং' স্বর্গার্থিনে। যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গোলোকোয়েষাস্তে 'স্বর্গলোকাঃ' যজমানাঃ 'অমৃতত্বং' অমরতান্দেবত্বং 'ভজন্তে' প্রাপ্নুবন্তি তৎ 'এতৎ' অগ্নিবিজ্ঞানং 'দ্বিতীয়েন' 'বরেণ' 'বৃণে'॥১৩॥

এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয়, হে যম! সে অগ্নি তুমি জ্ঞাত আছ, শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপ কহ, যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমানেরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই দ্বিতীয় বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তদুমে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিন্নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াং॥ ১৪ ॥

'তে' তুভ্যং 'প্র' 'ব্রবীমি' 'তৎ' প্রার্থিতং 'উ' 'মে' মম বচসঃ 'নিবোধ' বুধ্যস্বৈকাগ্রমনাঃ সন্ 'স্বর্গ্যং' স্বর্গসাধনং 'অগ্নিং' হে 'নচিকেতঃ' 'প্রজানন্' বিজ্ঞাতবান্ অহং। অধুনাগ্নিং স্তৌতি। 'অনন্তলোকাপ্তিং' অনন্তস্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ। 'অথো' অপি 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং জগতঃ 'এনং' অগ্নিং ময়োচ্যমানং 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' বিদুষাম্বুদ্ধৌ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন। হে নচিকেতা! স্বর্গের প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর রূপে জানি, তাহা তোমাকে কহিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক বোধ কর। এই অগ্নি অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ, আর সকল জগতের আশ্রয় হয়েন, আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিতে ইঁনি স্থিতি করেন ইহা তুমি জান ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

স্বর্গলোক দুই প্রকার, ধূমময় এবং রশ্মিময়। যাঁহারা কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ধূমময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন, যাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা রশ্মিময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। এই ধূমময় স্বর্গলোক অনন্ত এবং রশ্মিময় স্বর্গ লোকও অনন্ত; এখানে অনন্ত শব্দ বহু বাচক। এই অনন্ত ধূমময় স্বর্গলোক প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হয়েন। আর এই অগ্নি জগতের আশ্রয় হয়েন, এই অগ্নি ব্যতীত জগতের লৌকিক কি বৈদিক কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই অগ্নির গুণ জ্ঞাত আছেন, এবং বেদার্থ অবগত হইয়া অগ্নিকে কি প্রকারে চয়ন করিতে হয় তাহাও তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে স্থির আছে ॥ ১৪ ॥

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ য়াইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা। সচাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫ ॥

'লোকাদিং' লোকানামাদিং 'অগ্নিং' 'তং' প্রকৃতন্নচিকেতসা প্রার্থিতং 'উবাচ' উক্তবান্ মৃত্যুঃ 'তস্মৈ' নচিকেতসে। কিঞ্চ 'য়াঃ ইষ্টকাঃ' চেতব্যাঃ স্বরূপেণ 'যাবতীঃ বা' সংখ্যয়া 'যথা বা' চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। 'সঃ চ অপি' নচিকেতাঃ 'তৎ' মৃত্যুনা 'উক্তং' 'যথা' যথাবৎ 'প্রত্যবদৎ' প্রত্যুচ্চারিতবান্। 'অথ' অনন্তরং 'অস্য' প্রত্যুচ্চারণেন 'তুষ্টঃ' সন্ 'মৃত্যুঃ' 'পুনঃ এব আহ' বরত্রয়ব্যতিরেকেণান্যম্বরং দিৎসুঃ॥ ১৫ ॥

সকল লোকের আদি যে অগ্নি, তাহার স্বরূপ যম সেই নচিকেতাকে কহিলেন। আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা সকল কহিলেন। যমের কথিত বাক্য নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন, যমের এমত প্রতীতি জন্মাইবার জন্য নচিকেতা ঐ সকল বাক্য যমকে পুনর্ব্বার কহিলেন। নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা তুষ্ট হইয়া যম কহিতেছেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

পঞ্চভূত প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়া পরে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি লোক সকল তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অতএব লোক সকলের আদি পঞ্চভূত, সুতরাং সেই পঞ্চভূতের মধ্যে যে অগ্নি তিনিও লোকের আদি হয়েন। এবং বিধি পূর্ব্বক অগ্নিচয়ন দ্বারা যথোপযুক্ত পরলোকের প্রাপ্তি হয়, এ নিমিত্তেও লোকের আদি অগ্নি হয়েন ॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎপ্রীয়মাণোমহাত্মা বরন্তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬ ॥

'তং' নচিকেতসং 'অব্রবীৎ' শিষ্যযোগ্যতাম্পশ্যন্ 'প্রীয়মাণঃ' প্রীতিমনুভবন্ 'মহাত্মা' অক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ 'বরং তব' চতুর্থং 'ইহ' প্রীতিনিমিত্তং 'অদ্য' ইদানীং 'দদামি' প্রয়চ্ছামি 'ভূয়ঃ' পুনঃ। 'তব এব' নচিকেতসঃ 'নাম্না' অভিধানেন প্রসিদ্ধঃ 'ভবিতা' ময়োচ্যমানঃ 'অয়ং অগ্নিঃ'। কিঞ্চ 'সৃঙ্কাং চ' রত্নময়ীং মালাঞ্চ 'ইমাং' 'অনেকরূপাং' বিচিত্রাং 'গৃহাণ' স্বীকুরু॥ ১৬ ॥

যোগ্য শিষ্য দেখিয়া মহাত্মা যম তুষ্ট হইয়া নচিকেতাকে কহিতেছেন, তোমাকে এখন আর এক বর দিতেছি। এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আর বিচিত্র এই রত্নময়ী মালা তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৬ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যাম্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭ ॥

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমাহ। ত্রিঃকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতোয়েন সঃ 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রিভিঃ' মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ 'এত্য' প্রাপ্য 'সন্ধিং' সান্ধানং সম্বন্ধং মাত্রাদ্যনুশাসনং 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্ত্তা 'তরতি' অতিক্রামতি জন্ম চ মৃত্যুশ্চ 'জন্মমৃত্যূ'। কিঞ্চ ব্রহ্মণোজাতোব্রহ্মজঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ কর্ম্মজ্ঞোঽসৌ তং 'ব্রহ্মজজ্ঞং' 'দেবং' 'ঈড্যং' স্তুত্যং 'বিদিত্বা' শাস্ত্রতঃ 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা 'ইমাং' 'শান্তিং' 'অত্যন্তং এতি' অতিশয়েনৈতি॥ ১৭ ॥

মাতা পিতা আচার্য্য তিনের অনুশাসনে যে ব্যক্তি তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, আর যিনি যাগ, বেদাধ্যয়ন, এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন; আর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং কর্ম্মজ্ঞ, দীপ্তি বিশিষ্ট, এবং স্তুতি যোগ্য যে অগ্নি তাহাকে সেই

ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ জানিয়া এবং তদ্রূপ দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য

বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত বিধি পূর্ব্বক তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিলে জীবাত্মা জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ রশ্মিময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক জড় স্বরূপ অগ্নিতে এস্থলে জ্ঞানের উপচার হইয়াছে, যেন অগ্নি যজমানের কর্ম্ম সকল জানিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। বাস্তবিক তাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী এবং তদনুরূপ ফল প্রদাতা কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর হয়েন। অশুভ কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত এবং শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্য অগ্নিচয়ন কনিষ্ঠাধিকারিদিগের এক অবলম্বন মাত্র হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা যএবম্বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। সমৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞানচয়নফলমুপসংহরতি। 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রয়ং' যথোক্তং যাইষ্টকাযাবতীর্ব্বাযথাবা ইতি 'এতৎ' 'বিদিত্বা' অবগম্য 'যঃ এবং বিদ্বান্' 'চিনুতে' নির্ব্বর্ত্তয়তি 'নাচিকেতং' অগ্নিং। 'সঃ' 'মৃত্যুপাশান্' অধর্ম্মাজ্ঞানরাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ 'পুরতঃ' অগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ 'প্রণোদ্য' অপহায় 'শোকাতিগঃ' মানসৈর্দুঃখৈর্ব্বির্জিতইত্যেতৎ 'মোদতে' 'স্বর্গলোকে' ॥ ১৮ ॥

যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এই তিনকে বিশেষ রূপে জানিয়া যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করেন, তিনি মরণের পূর্ব্বে রাগ দ্বেষাদি রূপ মৃত্যু পাশ সকলকে ত্যাগ করিয়া এবং শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন ॥ ১৮ ॥

এষতেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোযমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥

'এষঃ' 'তে' তুভ্যং 'অগ্নিঃ' বরঃ হে 'নচিকেতঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গসাধনঃ 'যং' অগ্নিম্বরং 'অবৃণীথাঃ' প্রার্থিতবানসি 'দ্বিতীয়েন বরেণ' সোঽগ্নির্ব্বরোদত্তইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চ 'এতং অগ্নিং' 'তব এব' নাম্না 'প্রবক্ষ্যন্তি' 'জনাসঃ' জনাঃ ইত্যেযবরোদত্তোময়া চতুর্থস্তুষ্টেন। 'তৃতীয়ং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ্ব' তস্মিন্ হ্যদত্তে ঋণবানেবাহমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে নচিকেতা! তুমি দ্বিতীয় বর দ্বারা যে স্বর্গের সাধন অগ্নির বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই দিলাম। আর লোক সকল এই অগ্নিকে তোমার নামে বিখ্যাত করিবে। হে নচিকেতা! এখন তৃতীয় বর তুমি প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

পরব্রহ্মবিজ্ঞানং আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যং ইত্যুত্তরোগ্রন্থআরভ্যতে। দ্বিতীয়বরপ্রাপ্ত্যাপ্যাকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি। নচিকেতাউবাচ তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব ইত্যুক্তঃ সন্। 'যা ইয়ং' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ 'প্রেতে' মৃতে 'মনুষ্যে' 'অস্তিইতি একে' 'ন অয়ং অস্তিইতি চ একে' নায়মেবম্বিধোঽস্তীতি চৈকে। 'এতৎ' 'বিদ্যাং' বিজানীয়াং 'অহং' 'অনুশিষ্টঃ' জ্ঞাপিতঃ 'ত্বয়া' 'বরাণাং এষঃ বরঃ' 'তৃতীয়ঃ' অবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, কেহ কহেন অবিনাশী অন্তরাত্মা আছেন, কেহ কহেন অবিনাশী অন্তরাত্মা নাই, মনুষ্য মরিলে এই যে সংশয়, তাহার নির্ণয় আমি তোমার উপদেশ দ্বারা জানিতে চাহি। বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর প্রার্থনীয় ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য

কেবল জ্ঞানকে আত্মা শব্দে বেদে বলেন। পরমেশ্বর জ্ঞান স্বরূপ অতএব পরমেশ্বর আত্মা। এই জ্ঞান স্বরূপ যে আত্মা তিনি জ্ঞান বিশিষ্ট জীবকে সৃষ্টি করেন এবং সেই জীবের অন্তরে স্থিতি করেন, অতএব যে সকল জীবের জ্ঞান আছে তাহাকে জীবাত্মা শব্দে বলা যায়। সৃষ্ট জীবাত্মা হইতে স্রষ্টা আত্মার পরমত্ব জানাইবার নিমিত্তে স্রষ্টা আত্মাকে পরমাত্মা বলা যায়, এবং তিনি জীবের অন্তরে স্থিতি করেন এজন্য তাঁহাকে অন্তরাত্মা বলা যায়। এই সৃষ্ট জীবাত্মা অনিত্য এবং পরমাত্মার ইচ্ছাতে বিনাশ যোগ্য। পরমাত্মা যিনি তিনি নিত্য স্বতন্ত্র এবং অবিনাশি। যাহারদিগের মৃত্যু দেখিয়া ইহা ভ্রম হয় যে যেমন দেহ ভঙ্গ হইল সেই রূপ জীবাত্মারও নাশ হইল, তাহারদিগের মধ্যে অনেকের এই সংশয় হয় যে জীবাত্মা সক-

লের এক মাত্র অন্তরাত্মা কেহ আছেন কি না? যাঁহার দ্বারা জীবাত্মা সকল সৃষ্ট হইয়াছে যাঁহার স্থিতিতে তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে জীবাত্মা সকল নাশ হইলেও তিনি নিত্য অবিনাশি অবিকৃত থাকেন। এই বৃহৎ সংশয় হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্তে অবিনাশি অন্তরাত্মার অস্তিত্বের নির্ণয় জ্ঞান যমের নিকট নচিকেতা প্রার্থনা করিতেছেন। বিনাশ করিবার অধিকার মৃত্যুরই আছে অতএব এমত আত্মা আছেন কি না যাঁহার বিনাশ হয় না ইহা মৃত্যু অবশ্য নিশ্চিত জানেন, এ নিমিত্তে নচিকেতার মৃত্যুর নিকট জিজ্ঞাসা কল্পনা হইয়াছে। দ্বিতীয় বরে অগ্নিচয়ন কর্ম্ম কাণ্ড উপস্থিত করিয়া তৃতীয় বরে আত্ম জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন যে অগ্নিচয়ন অপেক্ষা আত্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ কল্প। এই উপনিষদের আরম্ভ অবধি প্রথম বর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর প্রতি শ্রুতি স্পষ্ট রূপে দেখাইতেছেন যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ সত্যবাদী পিতৃভক্ত হয়, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তম আধার ॥ ২০ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষধর্ম্মঃ। অন্যম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব মামোপরোৎসীরতিমামৃজৈনং ॥ ২১ ॥

কিময়ং একান্ততোনিঃশ্রেয়সসাধনায় আত্মজ্ঞানার্হঃ ন বা এতৎ পরীক্ষণার্থমাহ। 'দেবৈঃ' 'অপি' 'অত্র' অস্মিন্ বস্তুনি 'বিচিকিৎসিতং' সংশয়িতং 'পুরা' পূর্ব্বং 'ন হি সুবিজ্ঞেয়ং' শ্রুতমপিপ্রাকৃতৈর্জনৈর্যতঃ 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ 'এষঃ' আত্মাখ্যঃ 'ধর্ম্মঃ' অতঃ 'অন্যং' অসন্দিগ্ধফলং 'বরং' 'নচিকেতঃ বৃণীষ্ব' 'মা' মাং 'মা উপরোৎসীঃ' উপরোধং মাকার্ষীঃ অধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ 'অতি' 'সৃজ' বিমুঞ্চ 'এনং' বরং 'মা' মাম্প্রতি ॥ ২১ ॥

যম কহিতেছেন, দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন। এ ধর্ম্ম সুন্দর রূপে বোধগম্য হয় না, যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়। অতএব হে নচিকেতা! তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। এমন কঠিন বরের প্রার্থনা দ্বারা আমাকে উপরোধ করিবে না। আমার নিকটে এ বরের প্রার্থনা ত্যাগ কর ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞান অতি সূক্ষ্মতম, যাহার ইহা লাভের জন্য অতিশয় ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই ইহা লাভ করিতে পারে। যাহার আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশেষ ইচ্ছা এবং যত্ন নাই, তাহাকে উপদেশ করা পাষাণে দাত্রাঘাত প্রায় ব্যর্থ হয়। এ নিমিত্তে নচিকেতার নিকটে যম ব্রহ্মজ্ঞানের কঠিনতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার এ বিষয়ে যত্ন পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতেছেন ॥ ২১ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যোন লভ্যোনান্যোবরস্তুল্যএতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

এবমুক্তোনচিকেতাআহ। 'দেবৈঃ অত্র অপি বিচিকিৎসিতং কিল' ইতি ভবতএব নঃ শ্রুতং 'ত্বং চ মৃত্যো' 'যৎ' যস্মাৎ 'ন সুবিজ্ঞেয়ং' আত্মতত্ত্বং 'আত্থ' কথয়সি। অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ 'বক্তা চ' 'অস্য' ধর্ম্মস্য 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'অন্যঃ ন লভ্যঃ' অন্বিষ্যমাণোঽপি। অয়ন্তু বরোনিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ 'ন অন্যঃ বরঃ তুল্যঃ' অস্তি 'এতস্য কশ্চিৎ' অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। দেবতারাও এই আত্ম বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর হে যম! তুমিও যে আত্ম তত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ। এ ধর্ম্মের বক্তা তোমার ন্যায়ও কাহাকে পাওয়া যাইবে না। আর এবরের তুল্য অন্য বরও নহে ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য

তত্ত্ব জ্ঞান উপার্জ্জন করা অতি কঠিন, ইহা জানিয়াও তাহা হইতে নচিকেতা বিরত হইলেন না, বরঞ্চ তাহাতে অধিক যত্নবান্ হইলেন ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদোযাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তোঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ। যতোঽনিত্যাদ্বিরক্তস্যাত্মজ্ঞানেঽধিকারইতিপুত্রাদ্যপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। শতং বর্ষাণ্যায়ূংষি যেষাং তান্ 'শতায়ুষঃ' 'পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব' কিঞ্চ গবাদিলক্ষণান্ 'বহূন্ পশূন্' হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ 'হস্তিহিরণ্যং' 'অশ্বান্' চ। কিঞ্চ 'ভূমেঃ' পৃথিব্যাঃ 'মহৎ' বিস্তীর্ণং 'আয়তনং' আশ্রয়ং মণ্ডলং রাজ্যং 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ সর্ব্বমপ্যেতদনর্থকং স্বয়ঞ্চেদল্পায়ুরিত্যতআহ 'স্বয়ং চ' ত্বঞ্চ 'জীব' ধারয় শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং 'শরদঃ' বর্ষাণি 'যাবৎ ইচ্ছসি' জীবিতুমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যম কহিতেছেন, শত বর্ষ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র সকলকে প্রার্থনা কর, আর অনেক পশু, আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর, আর বহু আয়তন বিশিষ্ট ভূমির প্রার্থনা কর, আর তুমি স্বয়ং যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তত বৎসর বাঁচিবে, এমত বর প্রার্থনা কর॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাস্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪ ॥

'এতত্তুল্যং' এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশমন্যমপি 'যদি মন্যসে' 'বরং' তমপি 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ 'বিত্তং' প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি 'চিরজীবিকাংচ' বৃণীষ্ব। কিম্বহুনা 'মহা' মহত্যাং 'ভূমৌ' রাজা 'নচিকেতঃত্বং' 'এধি' ভব। কিঞ্চান্যৎ 'কামানাং' দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ 'ত্বা' ত্বাং 'কামভাজং' কামভাগিনং কামার্হং 'করোমি' ॥ ২৪ ॥

এই বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান, তবে তাহার প্রার্থনা কর, আর বিত্তকে এবং চিরজীবিকাকে প্রার্থনা কর, আর বিস্তৃত রাজ্যেতে, হে নচিকেতা! তুমি রাজা হও, আর সকল প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে যাহার কামনা করিবে, তাহারই ভাজন তোমাকে করিব ॥ ২৪ ॥

যে যে কামাদুর্লভামর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমারামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যান হীদৃশালম্ভনীয়ামনুষ্যৈঃ। আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতোমরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫ ॥

'যে যে' 'কামাঃ' প্রার্থনীয়াঃ 'দুর্লভাঃ মর্ত্ত্যলোকে' 'সর্ব্বান্' তান্ 'কামান্' 'ছন্দতঃ' ইচ্ছাতোমত্তঃ 'প্রার্থয়স্ব'। কিঞ্চ 'ইমাঃ' দিব্যাঃ 'রামাঃ' সহ রথৈর্ব্বর্ত্তন্তইতি 'সরথাঃ' 'সতূর্য্যাঃ' সবাদিত্রাঃ 'ন হি' 'লম্ভনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ 'ঈদৃশাঃ' 'মনুষ্যৈঃ'। 'আভিঃ' 'মৎপ্রত্তাভিঃ' ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিণীভিঃ 'পরিচারয়স্ব' শুশ্রূষাং কারয়াত্মনইত্যর্থঃ। হে 'নচিকেতঃ' 'মরণং' মরণসম্বন্ধং প্রশ্নং প্রেত্যাস্তি নাস্তীতি 'মা অনুপ্রাক্ষীঃ' মৈবং প্রষ্টুমর্হসি॥ ২৫ ॥

মর্ত্ত্যলোকে যে যে বস্তু দুর্লভ, আপনার ইচ্ছামত সে সমুদয়কে প্রার্থনা কর। বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে প্রার্থনা কর, মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ, হে নচিকেতা! মরণোত্তর আত্ম সম্বন্ধি প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য

বিষয় ভোগে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিরা আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে উত্তম রূপে সমর্থ হয় না। বিষয় ভোগে নচিকেতার চিত্ত বিশেষ আসক্ত কি না, এবং একান্ততঃ আত্মাকে জানিবার তাহার ইচ্ছা আছে কি না, ইহা পরীক্ষার নিমিত্তে পুত্র, পশু, ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী অপ্সরা প্রভৃতির লোভ যম তাহাকে দেখাইতেছেন ॥ ২৫ ॥

শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬ ॥

এবম্প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতামহাহ্রদবদক্ষোভ্য আহ। শ্বোভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতিসন্দিহ্যমানএব যেষাম্ভাবোভবনন্ত্বয়োপন্যস্তানাং ভোগানাস্তে 'শ্বোভাবাঃ' কিঞ্চ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য 'অন্তক' হে মৃত্যো 'যৎ' 'এতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং' 'তেজঃ' তৎ 'জরয়ন্তি' অপক্ষয়ন্তি অপ্সরঃপ্রভৃতয়োভোগাঅনর্থায়ৈবৈতে ধর্ম্মবীর্য্যপ্রজ্ঞায়শঃপ্রভৃতীনাং ক্ষপয়িতৃত্বাৎ। যাঞ্চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি তত্রাপি শৃণু 'সর্ব্বং' যৎ ব্রহ্মণঃ 'অপি' 'জীবিতং' আয়ুঃ তৎ 'স্বল্পং এব'। কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকাঃ। অতঃ 'তবএব' তিষ্ঠন্তু 'বাহাঃ' রথাদয়ঃ তথা 'তব নৃত্যগীতে' চ॥ ২৬ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! পর দিনে লভ্য হইবেক, এমত যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ তাহারা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজকে জীর্ণ করে। এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডের যে জীবন তাহাও অতি অল্প, অতএব বাহন এবং নৃত্য গীত তোমারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা। জীবিষ্যামোযাবদীশিষ্যসি ত্বম্বরস্তু মে বরণীয়ঃ সএব॥ ২৭ ॥

'নবিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ' ন হি বিত্তলাভোলোকে কস্যচিৎ তৃপ্তিকরোদৃষ্টঃ। যদি নামাস্মাকং বিত্ততৃষ্ণা স্যাৎ 'লপ্স্যামহে' প্রাপ্স্যামঃ 'বিত্তং' 'অদ্রাক্ষ্ম' দৃষ্টবন্তোবয়ং 'চেৎ' 'ত্বা' ত্বাং। জীবিতেঽপি তথৈব 'জীবিষ্যামঃ' 'যাবৎ' যাবন্তং কালং 'ত্বং' 'ঈশিষ্যসি' ঈশিষ্যসে প্রভুঃ স্যাঃ। কথন্তর্হি মর্ত্ত্যস্ত্বয়া সমেত্যাল্পধনায়ুর্ভবেৎ। 'বরঃ তু মে বরণীয়ঃ সঃ এব' যদাত্মবিজ্ঞানং॥ ২৭ ॥

বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না। যদিও আমার ধনে ইচ্ছা হয় তাহা পাইব, যেহেতু তোমাকে দেখিলাম, আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে বাঁচিব, যে পর্য্যন্ত

তুমি যম রূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে। অতএব সেই আত্ম বিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত॥ ২৮ ॥

যতশ্চ 'অজীর্য্যতাং' বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতাং 'অমৃতানাং' সকাশং 'উপেত্য' উপগম্য আত্মনউৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যং ইতি 'প্রজানন্' উপলভমানঃ স্বয়ন্তু 'জীর্য্যন্,' 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মবান্ কুঃ পৃথিবী অধশ্চান্তরীক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া তস্যান্তিষ্ঠতীতি 'ক্বধঃস্থঃ' সন্ অপ্সরঃপ্রমুখান্ 'বর্ণরতিপ্রমোদান্' অনবস্থিররূপতয়া 'অভিধ্যায়ন্' নিরূপয়ন্ 'অতিদীর্ঘে জীবিতে কঃ রমেত'॥ ২৮ ॥

জরা মরণ শূন্য দেবতাদিগের নিকট আসিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়, ইহা জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবী স্থিত মনুষ্য জানিয়া কেন ইতর ফলকে প্রার্থনা করিবেক? আর বর্ণ রতি প্রমোদের কারণ অপ্সরাদিগের দোষ গুণ বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিবেকি ব্যক্তি অতি দীর্ঘ পরমায়ুর্ব্বিশিষ্ট হইলেও সেই অপ্সরাগণেতে আসক্ত হইবেক? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোয়ম্বরোগূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মাৎ নচিকেতাবৃণীতে॥ ২৯ ॥

অতোবিহায়ানিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং যন্ময়া প্রার্থিতং 'যস্মিন্' 'ইদং' 'বিচিকিৎসন্তি' অস্তিনাস্তীত্যেবং প্রকারং হে 'মৃত্যো' 'সাম্পরায়ে' পরলোকবিষয়ে 'মহতি' মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে 'যৎ' আত্মনোনির্ণয়বিজ্ঞানং 'তৎ' 'ব্রূহি' কথয় 'নঃ' অস্মভ্যং। 'যঃ অয়ং' প্রকৃতআত্মবিষয়ো 'বরঃ' 'গূঢ়ং' গহনং দুর্ব্বিবেচনং 'অনুপ্রবিষ্টঃ' প্রাপ্তঃ, 'তস্মাৎ' বরাৎ 'অন্যং' অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়মনিত্যবিষয়ম্বরং 'নচিকেতা' 'ন' 'বৃণীতে'॥ ২৯ ॥

হে যম! আত্মা নিত্য থাকেন কি না থাকেন, এই যে সন্দেহ লোকে করেন তাহার নির্ণয় জ্ঞান পরকালে মহৎ উপকারের নিমিত্তে হয়, অতএব তাহা তুমি কহ। এই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় বর, ইহা হইতে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করিলেন না ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞানার্থী পুরুষ অক্ষুব্ধ নচিকেতার ন্যায় কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতির প্রবৃত্তি হইতে মনকে শান্ত রাখিলে এবং আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সকল ধৈর্য্য দ্বারা মোচন করিলে আশু কৃতার্থ হইতে পারেন, নতুবা কাম ক্রোধ লোভ মোহ তরঙ্গে যদি পতিত হয়েন, এবং আত্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ভয়ে যদি পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে আর তাঁহার বাসনা কি প্রকারে সফলা হইতে পারে, এবং দুর্গতি হইতে তিনি কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, এবং পরব্রহ্মকেই বা কি প্রকারে লাভ করিতে পারেন? ॥ ২৯ ॥

ইতিপ্রথমাবল্লী

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়োবৃণীতে॥ ১ ॥

পরীক্ষ্য শিষ্যন্বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চাবগম্যাহ। 'অন্যৎ' পৃথগেব 'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সং তথা 'অন্যৎ উত এব' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'তে' শ্রেয়ঃ প্রেয়সী 'উভে' 'নানার্থে' ভিন্নপ্রয়োজনে সতী 'পুরুষং' 'সিনীতঃ' বধ্নীতঃ। তাভ্যামাত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। 'তয়োঃ' হিত্বাঽবিদ্যারূপম্প্রেয়ঃ 'শ্রেয়ঃ' এব কেবলং 'আদদানস্য' উপাদানঙ্কুর্ব্বতঃ 'সাধু' শোভনং শিবং 'ভবতি'। অদূরদর্শী বিমূঢ়ঃ 'হীয়তে' বিযুজ্যতে 'অর্থাৎ' পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ। কোঽসৌ 'যঃ উ প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' উপাদত্তইত্যেতৎ॥ ১ ॥

শ্রেয় যে, সে পৃথক্ হয়, আর প্রেয় যে, সেও পৃথক্ হয়। এই শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক্ পৃথক্ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়কে স্বীকার করেন তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে স্বীকার করেন তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের উপাসনা শ্রেয় শব্দে বাচ্য হয়, ইন্দ্রিয় সুখ সাধন কর্ম্ম প্রেয় শব্দে লক্ষিত হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জানিবার চেষ্টা, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনের যত্নকে তাঁহার উপাসনা শ্রেয় সাধনা কহা যায় ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২ ॥

'শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ' 'মনুষ্যং' পুরুষং 'এতঃ' প্রাপ্নুতঃ 'তৌ' শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ 'সম্পরীত্য' সম্যক্ পরিগম্য সম্যঙ্মনসালোচ্য গুরুলাঘবং 'বিবিনক্তি' পৃথক্ করোতি 'ধীরঃ' ধীমান্। বিবিচ্য চ 'শ্রেয়ঃ হি' শ্রেয়এব 'অভি' 'বৃণীতে' 'প্রেয়সঃ' অভ্যর্হিতত্বাৎ। ক্বোঽসৌ 'ধীরঃ'। যস্তু 'মন্দঃ' অল্পবুদ্ধিঃ সবিবেকাসামর্থ্যাৎ 'যোগক্ষেমাৎ' যোগক্ষেমনিমিত্তং কেবলং শরীরাদ্যুপচয়রক্ষণনিমিত্তং কেবলমিন্দ্রিয়সুখনিমিত্তমিত্যর্থঃ 'প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' ॥ ২ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥ ২ ॥

সত্বম্প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাম্বিত্তময়ীমবাপ্তোযস্যাম্মজ্জন্তি বহবোমনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

'সঃ ত্বং' পুনঃ পুনর্ম্ময়া প্রলোভ্যমানোপি 'প্রিয়ান্' পুত্রাদীন্ 'প্রিয়রূপান্ চ' অপ্সরঃপ্রভৃতিলক্ষণান্ 'কামান্' 'অভিধ্যায়ন্' চিন্তয়ন্ তেষামনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্ হে 'নচিকেতঃ' 'অত্যস্রাক্ষীঃ' অতিসৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি। অহোবুদ্ধিমত্তা তব। 'ন এতাং' 'অবাপ্তঃ' 'অবাপ্তবানসি 'সৃঙ্কাং' সৃতিং কুৎসিতাম্মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং 'বিত্তময়ীং' ধনপ্রায়াং 'যস্যাং' সৃতৌ 'মজ্জন্তি' সীদন্তি 'বহবঃ' অনেকে মূঢ়াঃ 'মনুষ্যাঃ' ॥ ৩ ॥

হে নচিকেতা! তুমি বিবেচনা করিয়া প্রিয় এবং প্রিয়রূপ অপ্সরা প্রভৃতির প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে, আর বিত্তময় পথেতে লুব্ধ হইলে না, যে পথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয় ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসম্মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥

যতঃ 'দূরং' দূরেণ মহতান্তরেণ 'এতে' 'বিপরীতে' অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃপ্রকাশাবিব। 'বিষূচী' বিষূচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসারমোক্ষযোর্হেতুত্বেনৈতৎ। কে তে ইত্যুচ্যতে। 'যা চ' 'অবিদ্যা' প্রেয়োবিষয়া 'বিদ্যা' শ্রেয়োবিষয়া 'ইতি' 'জ্ঞাতা' নির্জ্ঞাতাবগতা পণ্ডিতৈঃ। 'বিদ্যাভীপ্সিনং' বিদ্যার্থিনং 'নচিকেতসং' ত্বামহং 'মন্যে'। কস্মাদ্যস্মাদবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ 'কামাঃ' অপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ 'বহবঃ' অপি 'ত্বা' ত্বাং 'ন' 'অলোলুপন্ত' বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতোবিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং ত্বাং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়, এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন ইহা পণ্ডিত সকলে জানেন। নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জানিলাম। অপ্সরা প্রভৃতি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঅন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ ॥ ৫ ॥

'অবিদ্যায়াং' 'অন্তরে' মধ্যে ঘনীভূতইব তমসি 'বর্ত্তমানাঃ' বেষ্টমানাঃ 'স্বয়ং' 'ধীরাঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'পণ্ডিতং মন্যমানাঃ' পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতিমন্যমানাঃ। তে 'দন্দ্রম্যমানাঃ' অত্যর্থঙ্কুটিলামনেকরূপাঙ্গতিঙ্গচ্ছন্তোবিবিধদুঃখৈঃ 'পরিয়ন্তি' পরিগচ্ছন্তি 'মূঢ়াঃ' অবিবেকিনঃ 'অন্ধেন এব' দৃষ্টিবিহীনেনৈব 'নীয়মানাঃ' বিষমে পথি 'যথা' বহবঃ 'অন্ধাঃ' মহান্তমনর্থমৃচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া আর আপনারদিগকে ধীর এবং পণ্ডিত রূপে জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা নানা প্রকার কুটিল পথেতে ভ্রমণ দ্বারা নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ পায় ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য

এই অজ্ঞানময় অন্ধকার সংসারে যে ব্যক্তি আপনাকে পণ্ডিত এবং অভ্রান্ত রূপে জানে, সে আপনার ভ্রান্ত বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া নানা বিধ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধের প্রতি নির্ভর করিলে অন্ধ পথিকেরা বিষম শঙ্কট স্থানে পতিত হয়। অতএব কেবল আপনার বুদ্ধিতে নির্ভর না করিয়া পিতা মাতা হইতে সহস্র গুণে উপকারী যে বেদান্ত বাক্য তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া পরম সুখ লাভের যোগ্য হও ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তম্বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ংলোকোনাস্তি পর-ইতি মানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

সম্পরায়ঃ পরলোকঃ তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ 'সাম্পরায়ঃ' সচ 'বালং' অবিবেকিনং প্রতি 'ন' 'প্রতিভাতি' প্রকাশতে উপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ 'প্রমাদ্যন্তং' প্রমাদঙ্কুর্ব্বন্তং তথা 'বিত্তমোহেন' বিত্তনিমিত্তেনাবিবেকেন 'মূঢ়ং' তমসাচ্ছন্নং সন্তং। 'অয়ং' এব 'লোকঃ' যোঽয়ন্দৃশ্যমানঃ স্ত্র্যন্নপানাদিবিশিষ্টঃ। 'নঅস্তি' 'পরঃ' অদৃষ্টলোকঃ 'ইতিমানী' এবম্মননশীলঃ 'পুনঃপুনঃ' জনিত্বা 'বশং' অধীনতাং 'আপদ্যতে' 'মে' মৃত্যোর্ম্মম। জননমরণদুঃখপ্রবন্ধারূঢ়এবভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে ব্যক্তি তাহার নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশিত হয় না। 'এই দৃশ্যমান যে লোক সেই সত্য, ইহা ভিন্ন যে পরলোক তাহা নাই, এই প্রকার যে সকল লোক জ্ঞান করে, তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

শাস্ত্রীয় বুদ্ধির অভাব প্রযুক্ত যে ব্যক্তির নিকটে পরলোক প্রকাশ না পায়, সে পরকালে যাহাতে মঙ্গল হয় এমত সাধনাকে দেখে না, সুতরাং সে নানা পাপে বিদ্ধ হয়, এবং সেই সকল পাপ ক্ষয় পর্য্যন্ত অধম লোকে সে ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির বেদ বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহার বিশ্বাস নাই যে ইহ কালের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পরকালে সুখ দুঃখের ভোগ হয়, নিপুণ রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে? স্বীয় দেহ রক্ষণ ও ইন্দ্রিয় সুখ তাহার সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়; কেবল লোক লজ্জা রাজভয় প্রভৃতি জন্য বিশেষ অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকে। অতএব পরকালের বিশ্বাসের হানি দ্বারা নীচ কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়, এবং তজ্জন্য সুতরাং অধোগতি হয় ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

'শ্রবণায় অপি' শ্রবণার্থং 'যঃ' 'ন লভ্যঃ' আত্মা 'বহুভিঃ' অনেকৈঃ। 'শৃণ্বন্তঃ অপি' 'বহবঃ' অনেকেন্যে 'যং' আত্মানং 'ন বিদ্যুঃ' নবিদন্তি অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানোন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ অস্য 'বক্তা' আচার্য্যঃ 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবদেবানেকেষু কশ্চিদেব ভবতি তথা শ্রুত্বাপি 'অস্য' আত্মনঃ 'কুশলঃ' নিপুণএবানেকেষু 'লব্ধা' কশ্চিদেব ভবতি। 'আশ্চর্য্যঃ জ্ঞাতা' কশ্চিদেব 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সংশিক্ষিতঃ সন্ ॥ ৭ ॥

শুনিবার উপায়াভাবে অনেকের দ্বারা যিনি লব্ধ হয়েন না এবং শুনিয়াও অনেকে যাঁহাকে জানিতে পারে না, ইহাঁর বক্তা অতি দুর্লভ, আর এই বক্তার মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিও অতি দুর্লভ, আর নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত উত্তম জ্ঞাতা পাওয়াও দুর্লভ ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্তএষসুবিজ্ঞেয়োবহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

'ন' 'নরেণ' মনুষ্যেণ 'অবরেণ' হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা 'প্রোক্তঃ' 'এষঃ' আত্মা যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি 'সুবিজ্ঞেয়ঃ'। যস্মাৎ 'বহুধা' অস্তি নাস্তি কর্ত্তাঽকর্ত্তাশুদ্ধোঽশুদ্ধইত্যাদ্যনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' বাদিভিঃ। কথং পুনঃ সুবিজ্ঞেয়ইত্যুচ্যতে। 'অনন্যপ্রোক্তে' অনন্যেনাপৃথগদর্শিনাচার্য্যেণ প্রোক্তে উক্তে আত্মনি 'গতিঃ' অনেকধা অস্তিনাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা 'অত্র' অস্মিন্নাত্মনি 'ন অস্তি' ন বিদ্যতে। 'অণীয়ান্ হি' অণুতরঃ 'অণুপ্রমাণাৎ' অপিসম্পাদ্যতআত্মা 'অতর্ক্যং' অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণেঽণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোণুতরমন্যোভ্যূহতি ততোপ্যন্যোণুতমমিতি। ন হি তর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিদ্বিদ্যতে ॥ ৮ ॥

অল্প বুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্ম বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদি অপৃথক্দর্শী ব্রহ্ম জ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণু প্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন। এই হেতু কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য

বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে পরব্রহ্ম এক মাত্র নিত্য সৎপদার্থ, তাঁহা হইতেই এই অনিত্য জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং এই জগতের প্রতিষ্ঠা কেবল এক মাত্র তিনিই হইয়াছেন, এবং তিনি সকলেরই অন্তরাত্মা। এই রূপে যে মহাত্মা ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে, যিনি তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানেন নাই তাঁহার উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে? অপৃথক্দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী কোন আচার্য্য, যিনি সকলের অন্তরাত্মাকে

অপৃথক্ রূপে এক মাত্র করিয়া জানেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম বিদ্যা গ্রহণ করিতে সযত্ন হও, কেবল আপনার বুদ্ধির প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস করিবে না, কারণ মনুষ্যের বুদ্ধির স্থিরতা ও দৃঢ়তা নাই। বেদের ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের আশ্রয় ভিন্ন কেবল তর্ক দ্বারা পরব্রহ্মের স্বরূপ স্থির রূপে কদাপি নির্ণীত হয় না॥ ৮॥

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যে-
নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতি-
র্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯॥

অতোঽনন্যপ্রোক্তআত্মন্যুৎপন্না যেয়মাগম প্রতিপাদ্যাত্মনি 'মতিঃ' 'ন এষা' 'তর্কেণ' স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ 'আপনেয়া' প্রাপণীয়েত্যর্থঃ। তার্কিকোঽনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অতএব যেয়মাগমপ্রভূতা মতিঃ 'অন্যেন এব' আগমাভিজ্ঞেনাচার্য্যেণৈব 'প্রোক্তা' সতী 'সুজ্ঞানায়' ভবতি হে 'প্রেষ্ঠ' প্রিয়তম। 'যাং' মতিমমদ্বরপ্রদানেন 'ত্বং আপঃ' প্রাপ্তবানসি। সত্যাঽবিতথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব সত্বং 'সত্যধৃতিঃ' 'বতাসি' ইত্যনুকম্পয়ন্নাহ। 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'ভূয়াৎ' ভবত্বাৎ অন্যঃ পুত্রঃ শিষ্যোবা 'প্রষ্টা' হে 'নচিকেতঃ'॥ ৯॥

এই যে আত্ম জ্ঞান সে কেবল তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানি আচার্য্যের উপদেশ হইলে, হে প্রিয়তম নচিকেতা! সুন্দর রূপে আত্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, যে আত্ম জ্ঞানকে সত্যসংকল্প যে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, হে নচিকেতা! তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমারদিগের হউক॥ ৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রা-
প্যতে হি ধ্রুবন্তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতো-
গ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং॥ ১০॥

পুনরপিতুষ্টআহ। 'শেবধিঃ' নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণোনিধিরিবপ্রার্থ্যতইতি। অসৌ 'অনিত্যং' অনিত্যঃ 'ইতি' 'জানামি অহং'। 'ন' 'হি' যস্মাৎ অনিত্যৈঃ 'অধ্রুবৈঃ' নিত্যং 'ধ্রুবং' 'তৎ' 'প্রাপ্যতে' 'হি'। 'ততঃ' তস্মাৎ 'ময়া' জানতাপি নিত্যমনিত্যসাধনৈর্ন 'প্রাপ্যতে' 'নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ' পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নির্নির্ব্বর্ত্তিতইত্যর্থঃ। তেনাহমধিকারাপন্নঃ 'নিত্যং' যাম্যং স্থানং নিত্যমাপেক্ষিকং 'প্রাপ্তবান্ অস্মি'॥ ১০॥

কর্ম্ম ফল অনিত্য এবং অনিত্য কর্ম্মাদি হইতে নিত্য পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না তাহা আমি জানি; এমত জানিয়াও অনিত্য বস্তু যে নাচিকেত অগ্নি তাহা চয়ন করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে যাম্য পদ তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ১০॥

কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যম-
ভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥

ত্বন্ত 'কামস্য' 'আপ্তিং' সমাপ্তিং অত্র হি সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ 'জগতঃ' সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ 'ক্রতোঃ' ফলং ব্রহ্মলোকঃ 'অনন্ত্যং' আনন্ত্যং 'অভয়স্য' 'পারং' পরাং নিষ্ঠাং। স্তোমং স্তুত্যং স্তোমঞ্চ তৎ মহচ্চেতি 'স্তোমমহৎ' 'উরুগায়ং' বিস্তীর্ণগতিং 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিং 'দৃষ্ট্বা' 'ধৃত্যা' ধৈর্য্যেণ 'ধীরঃ' ধীমান্ সন্ হে 'নচিকেতঃ' 'অত্যস্রাক্ষীঃ' পরমেবাকাংক্ষন্নতিসৃষ্টবানসি। অহোবতানুত্তমগুণোঽসি ত্বং॥ ১১॥

আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা! কামনার পরিসমাপ্তি আর জগতের আশ্রয়, আর অনন্ত ফল, আর অভয়ের পার, আর স্তুতি যোগ্য, আর মহৎ, আর বিস্তীর্ণ গতি বিশিষ্ট, আর যাবৎ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে ব্রহ্মলোক, তাহাকে হস্ত গত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা পরিত্যাগ করিলে॥ ১১॥

তাৎপর্য্য

সম্যক্ জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। জীবাত্মা ব্রহ্মলোক হইতে বিশ্ব সংসারের গতি ও নিয়ম তাবৎ অবলীলা ক্রমে জানিতে পারেন এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম সুখে ব্রহ্মলোকে বাস করেন। কালে তথা হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না॥ ১১॥

তন্দুর্দ্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টঙ্গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পু-
রাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্মত্বা
ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২॥

যং জ্ঞাতুমিচ্ছস্যাত্মানং 'তং' 'দুর্দ্দর্শং' দুঃখেন দর্শনমস্যেতি অতিসূক্ষ্মত্বাৎ যতঃ 'গূঢ়ং' গহনং 'অনুপ্রবিষ্টং' প্রাকৃতবিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। 'গুহাহিতং' গুহায়াং জীবাত্মনিবাহিতং স্থিতস্তত্রোপলভ্যত্বাৎ। গহ্বরে স্থানে বিষমেঽনেকার্থশঙ্কটে তিষ্ঠতীতি 'গহ্বরেষ্ঠং' 'পুরাণং' পুরাতনং। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য মনসআত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগস্তেন 'মত্বা' 'দেবং' আত্মানং 'ধীরঃ' 'হর্ষশোকৌ' 'জহাতি'॥ ১২॥

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতি যত্নে তাঁহার বোধ হয়, আর এই

সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, জীবাত্মাতে তিনি আছেন, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন আর পুরাতন হয়েন। ধীর ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন॥ ১২॥

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ দুর্দ্দর্শ—অতি দুর্জ্ঞেয় হয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রযুক্ত যদি মূঢ় ব্যক্তিরা বোধ করে যে ঈশ্বর নাই, এজন্য শ্রুতি দয়া প্রকাশ করিয়া পরে লিখিতেছেন, যে এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি যেমন বাহ্য বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন তদ্রূপ জীবাত্মাতেও অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যাহা আমরা জানিতে পারি তাহার মধ্যে জীবাত্মার মত সূক্ষ্ম বস্তু আর নাই, কারণ তাহার আকার নাই; এমত সকল সূক্ষ্ম বস্তুতেও তিনি স্থিতি করেন, এই নিমিত্তে শ্রুতি এখানে লিখিতেছেন যে দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন। তিনি অনাদি, যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার আর আদি সম্ভব হয় না। এমন যে পরমাত্মা যিনি সংসারে আচ্ছন্ন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যায়, তাহা পরে লিখিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি জানিতে পারেন। মনের বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তিকে নিরোধ করিলে যে এক অহং বৃত্তি মাত্র থাকে, সেই অহং বৃত্তির অভ্যন্তরে জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা আছেন, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, এইরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ যে যোগের দ্বারা জানা যায় তাহাকে অধ্যাত্ম যোগ বলা যায়। এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানিয়া সাংসারিক হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন॥ ১২॥

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণু-
মেতমাপ্য। সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে॥ ১৩॥

কিঞ্চ 'এতৎ' আত্মতত্ত্বং যদহম্বক্ষ্যামি তৎ 'শ্রুত্বা' আচার্য্যসকাশাৎ 'সম্পরিগৃহ্য' সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্যোপাদায় 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা 'ধর্ম্ম্যং' ধর্ম্মাদনপেতং 'প্রবৃহ্য' উদ্যম্য পৃথক্কৃত্য সর্ব্বস্মাৎ 'অণুং' সূক্ষ্মং 'এতং' আত্মানং 'আপ্য' প্রাপ্য 'সঃ' মর্ত্ত্যোবিদ্বান্ 'মোদতে' - 'মোদনীয়ং হি' হর্ষণীয়ং হি আত্মানং 'লব্ধ্বা' তদেতদেবম্বিধম্ব্রহ্ম 'সদ্ম' ভবনং 'নচিকেতসং' ত্বাম্প্রত্যপাবৃতদ্বারং 'বিবৃতং' অভিমুখীভূতং 'মন্যে' মোক্ষার্হন্ত্বামন্যইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৩॥

এই আত্ম জ্ঞান শুনিয়া সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরূপ ধর্ম্মস্বরূপ পরিশুদ্ধ আত্মাকে তাবৎ বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া যে ব্যক্তি জানেন, তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন। আমার এই রূপ বোধ হইতেছে যে হে নচিকেতা! সেই ব্রহ্ম তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন॥ ১৩॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪॥

এতচ্ছ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরুবাচ। যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্ মাম্প্রতি 'অন্যত্র ধর্ম্মাৎ' ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পৃথগ্ভূতমিত্যেতৎ। তথা 'অন্যত্র অধর্ম্মাৎ'। তথা 'অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ' কৃতং কার্য্যমকৃতং কারণং তস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ 'অন্যত্র ভূতাৎ চ' অতিক্রান্তাৎ কালাৎ 'ভব্যাৎ চ' ভবিষ্যতশ্চ তথা বর্ত্তমানাৎ কালত্রয়েণ যন্নপরিচ্ছিন্নমিত্যেতৎ। 'যৎ' ঈদৃশম্বস্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরাতীতং 'তৎ' 'পশ্যসি' জানাসি 'তৎ বদ' মহ্যং॥ ১৪॥

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর এই কার্য্য কারণ রূপ জগৎ হইতে ভিন্ন, আর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, অতএব কহ॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য

যে নিয়মের অধীন সেই ধর্ম্মের অধীন; পরমেশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি কোন নিয়মের অধীন নহেন, কিন্তু নিয়মই তাঁহার অধীন, এপ্রযুক্ত তৎকর্ত্তৃক কোন লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, অতএব তিনি ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। যে হেতুতে তিনি ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন হইলেন সেই হেতুতে তিনি অধর্ম্ম হইতেও ভিন্ন; বিশেষতঃ যে কার্য্যের দ্বারা সৃষ্টির অপকার হয় তাহাকে অধর্ম্ম শব্দে কহা যায়, মঙ্গল স্বরূপ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টির অপকার অসম্ভব, অতএব তিনি অধর্ম্ম

হইতে ভিন্ন। সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে জগৎ কহা যায়, এই সৃষ্ট তাবৎ বস্তু প্রত্যেকে কার্য্য হইয়াও স্থল বিশেষে কারণও হয়, যেমন বীজ কার্য্য হইয়াও বৃক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই কার্য্য কারণ রূপ জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, তিনি অসৎ হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অনিত্য জগতের যে স্বরূপ তাহা নিত্য পরমেশ্বরের স্বরূপ নহে, অতএব তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। যে অবধি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে সে অবধি কালের পরিমাণ হইতেছে; যিনি এই চন্দ্র সূর্য্যকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আর কাল দ্বারা পরিমেয় নহেন, অতএব তিনি কাল হইতে ভিন্ন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি
চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে
পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যেবম্পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ পৃষ্টম্বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্। 'সর্ব্বে বেদাঃ' 'যৎ পদং' পদনীয়মবিভাগেন 'আমনন্তি' প্রতিপাদয়ন্তি। 'তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি' যৎ প্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। 'যৎ ইচ্ছন্তঃ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' গুরুকুলবাসনিমিত্তমন্যদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং 'চরন্তি' 'তৎ' 'তে' তুভ্যং 'পদং' যৎজ্ঞাতুমিচ্ছসি 'সংগ্রহেণ' সংক্ষেপতঃ 'ব্রবীমি' 'ওঁ ইতি এতৎ' তদেতৎ পদং যদ্বুভুৎসিতং ত্বয়া যদেতৎ ওঁ ইতি ওঁ শব্দবাচ্যমোংশব্দপ্রতীকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

যম কহিতেছেন, সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার হয়েন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

বেদেতে ওঁকারের দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য হয়েন, এনিমিত্তে এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে, যে ব্রহ্ম ওঁকার হয়েন ॥ ১৫ ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১৬॥

'এতৎ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম' অপরং 'এতৎ হি এব অক্ষরং পরং' চ। তয়োর্হি প্রতীকমেতদক্ষরং। 'এতৎ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা' উপাস্য 'যঃ' 'যৎ' পরস্যাপরস্য বা ব্রহ্মণঃ সাধনাফলং 'ইচ্ছতি' 'তস্য তৎ' ভবতি ॥ ১৬ ॥

এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম, এই ওঁকারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যে উপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য

যে কোন নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মলোকে গতির ইচ্ছা করিয়া অপর ব্রহ্ম রূপে ওঁকারের অর্থকে ধ্যান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আর যে নিষ্পাপ পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি পরব্রহ্ম, আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি অপর ব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞান মাত্র রূপে সাধকদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন তখন অপর ব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যখন ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পরব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হয়েন। এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ হইলে পরে অনায়াসে জগতের সম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে তাঁহাকে উপলব্ধি হয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ করা তাঁহার পরোক্ষ বোধ, এ নিমিত্তে এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপর ব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন, এবং নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ, এনিমিত্তে এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা রূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ পুরুষ হইলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তথা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। যিনি শান্ত হইয়া সংসার অতীত জ্ঞান স্বরূপ

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে অহরহ চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনি এই পৃথিবী হইতেই মুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অর্থ যিনি তিনি অপর ব্রহ্ম। অকার উকার মকার এই তিন অক্ষরের সংযোগে ওঁকার হয়। অকার বর্ণের অর্থ পালন কর্ত্তা, উকার বর্ণের অর্থ সংহার কর্ত্তা, মকার বর্ণের অর্থ সৃষ্টি কর্ত্তা, অতএব ওঁ স্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা অপরব্রহ্ম; এবং পরব্রহ্ম যিনি, তিনিও এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য। যখন পরব্রহ্মের প্রতিপাদক এই ওঁকার হয়েন, তখন এই প্রণব তিন বর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া এক বর্ণ মাত্র হয়েন, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥

'এতৎ' ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং 'আলম্বনং শ্রেষ্ঠং' 'এতৎ আলম্বনং পরং'। অতঃ 'এতৎ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীযতে' ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ঙ্কুতশ্চিন্ন
বভূব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃশাশ্বতোয়ম্পু-
রাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥

অথেদানীন্তস্যোংকারালম্বনস্যাত্মনঃ সাক্ষাৎ স্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়েদমুচ্যতে। 'ন জায়তে' নোৎপদ্যতে 'ম্রিয়তে বা' ন ম্রিয়তে। উৎপত্তিমতোবস্তুনোঽনিত্যস্যানেকবিক্রিয়াস্তাসামাদ্যন্তে জন্মবিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহ আত্মনি প্রতিষিধ্যেতে সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি। 'বিপশ্চিৎ' মেধাবী অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ 'ন' 'অয়ং' আত্মা 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ বভূব। অয়ং 'ন বভূব কশ্চিৎ' অর্থান্তরভূতঃ। অতঃ 'অয়ং' আত্মা 'অজঃ নিত্যঃ' 'শাশ্বতঃ' অপক্ষয়বিবর্জিতঃ। যোহ্যশাশ্বতঃ সোপক্ষীয়তে অয়ন্তু শাশ্বতোতএব 'পুরাণঃ' অতঃ 'ন হন্যতে' নহিংস্যতে 'হন্যমানে' শস্ত্রাদিভিঃ 'শরীরে' ॥ ১৮ ॥

আত্মার জন্ম নাই, এবং মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই। এই জন্ম হীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি যে আত্মা তিনি শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য

জন্ম মৃত্যু শূন্য নিত্য বস্তু যে আত্মা তাঁহার উৎপত্তিই নাই, অতএব তাঁহার উৎপত্তির প্রতি কারণ আর কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই আত্মা যে বিকার বিহীন, তাহাও এই শ্রুতিতে স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে "আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই" অর্থাৎ পরমাত্মা অন্য কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন না। ইনি তাবৎ শরীর এবং জীবাত্মার অন্তরাত্মা, শরীর ও জীবাত্মা কালে নষ্ট হইলেও এই অবিনাশী অন্তরাত্মা নষ্ট হয়েন না। নচিকেতার তৃতীয় বর ঘটিত প্রশ্ন যে অবিনাশী অন্তরাত্মা আছেন কি না, তাহার উত্তর এই শ্রুতিতে প্রদত্ত হইল ॥ ১৮ ॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

এবম্ভূতমপ্যাত্মানং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টিঃ 'হন্তা' 'চেৎ' যদি 'মন্যতে' চিন্তয়তি 'হন্তুং' হনিষ্যাম্যেনমিতি। যোপ্যন্যঃ 'হতঃ' সোপি 'চেৎ মন্যতে হতং' আত্মানং। 'উভৌ' অপি 'তৌ ন বিজানীতঃ' আত্মানং যতঃ 'অয়ং' হন্তা 'ন' 'হন্তি' আত্মানং অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনস্তথা আত্মা 'ন হন্যতে' ॥ ১৯ ॥

আত্মাকে বধ করিতে পারে এমত যে ব্যক্তি মনে করে, আর আত্মা হত হইতে পারেন এমত যে ব্যক্তি জ্ঞান করে, সে উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানে না, যেহেতু আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না, আর আত্মা নষ্ট হয়েন না ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য

এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে নিত্য পরমাত্মা ছিলেন, এবং ইদানীং যিনি সকলের অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগতের ধ্বংস হইলেও তিনি অবশিষ্ট থাকিবেন। পুনর্ব্বার নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট রূপে প্রদত্ত হইল ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানাত্মাস্য জন্তো-
র্নিহিতোগুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীত-
শোকোধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

কথম্পুনরাত্মানঞ্জানাতীত্যুচ্যতে। 'অণোঃ' সূক্ষ্মাৎ 'অণীয়ান্' অণুতরঃ। 'মহতঃ' মহৎপরিমাণাৎ 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ। সচ 'আত্মা অস্য' 'জন্তোঃ' প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদয়ে 'নিহিতঃ' স্থিতইত্যর্থঃ। 'তং' আত্মানং 'অক্রতুঃ' যাগযজ্ঞাদুপরতবুদ্ধিঃ মন-

আদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরস্য ধারণাৎ প্রসীদন্তী-ত্যেষাঙ্কাতূনাম্প্রসাদাৎ ধাতুপ্রসাদাৎ ‘ধাতুঃ প্রসাদাৎ’ বিসর্গস্তু ছান্দসঃ ‘আত্মনঃ’ ‘মহিমানং’ ‘পশ্যতি’ ততঃ ‘বীতশোকঃ’ ভবতি ॥ ২০ ॥

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন, ইনি আমারদিগের হৃদয়েতে স্থিতি করেন। যজ্ঞ হীন ব্যক্তি মনের প্রসন্নতা দ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোক হইতে মুক্ত হয়েন ।। ২০ ।।

তাৎপর্য্য

বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অনায়াসে স্পষ্ট রূপে যে বস্তুর বোধ হয়, তাহাকে স্থূল বলা যায়, আর তদ্দ্বারা অস্পষ্ট রূপে অতি যত্নে যে বস্তুর বোধ হয় তাহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়। সুতরাং যে বস্তু স্বভাবতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তাহাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিতে হইবেক। জাত পদার্থের মধ্যে জীবাত্মার মত আর সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যেহেতু জীবাত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এমত যে সূক্ষ্মতম জীবাত্মা তাহার অভ্যন্তরে যিনি আছেন, তিনি অবশ্য সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড কহা যায়, সুতরাং এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইতে আর স্থূলতর বস্তুর সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা যে পরমাত্মা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; সৃষ্ট বস্তু কখন তাহার স্রষ্টাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব তিনি স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন। সেই পরমাত্মা আমারদিগের হৃদয়াকাশে জীবাত্মাতে স্থিতি করেন; যখন মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়, যজ্ঞহীন নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানি ব্যক্তি এই স্থূল সূক্ষ্ম মহিমা বিশিষ্ট আত্মাকে জীবাত্মাতে দেখিতে পায়েন। কিন্তু যেমন চঞ্চল জলে আপনার স্বরূপকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আত্মাকে দেখিবার যাঁহারদিগের বাসনা, তাঁহারদিগের মনকে অগ্রে শান্ত করা উচিত হয়। আত্মাকে জানিলে আর শোক থাকে না ।। ২০ ।।

আসীনোদূরম্ব্রজতি শয়ানোযাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদন্দেবম্মদন্যোজ্ঞাতুমর্হতি ॥২১॥

‘আসীনঃ’ অবস্থিতোঽচলএব সন্ ‘দূরং ব্রজতি’ ‘শয়ানঃ যাতি সর্ব্বতঃ’। এবমসাবাত্মা দেবোমদামদঃ মদঃ আনন্দস্বরূপঃ অমদঃ বিষয়জনিতলৌকিকসুখ-রহিতঃ ‘তং মদামদং দেবং মদন্যঃ’ ‘কঃ’ ‘জ্ঞাতুং অর্হতি’। অস্মদাদেরেব সূক্ষ্মবুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্য সুজ্ঞেয়োয়মাত্মা ॥ ২১ ॥

এই আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন, আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, আমারদিগের ন্যায় জ্ঞানী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারে ।। ২১ ।।

তাৎপর্য্য

নিরাকার পরমাত্মা বিচিত্র আকৃতি বিশিষ্ট জগৎকে অসৎ পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া আপনি তাহার আধার রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। পরিপূর্ণ রূপে তিনি এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই। সুতরাং এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে তাঁহার যাওয়া সম্ভব হয় না। অতএব শ্রুতি বলিতেছেন যে “আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন।” সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্থির থাকে পরমাত্মা তদ্রূপ স্থির থাকিয়াও সাক্ষী রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। অণু মাত্র যাহার আকৃতি, তৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপী সে অবশ্য হয়, কিন্তু যাঁহার একেবারে আকারই নাই তিনি আর বিন্দু মাত্র স্থানও আপনার শরীর দ্বারা ব্যাপী হইতে পারেন না। অতএব যেমন আকৃতিমান্ বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় পরিমিত আকৃতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের আকার নাই, সুতরাং তিনি তদ্রূপ আকার দ্বারা জগতে ব্যাপ্ত নহেন; কিন্তু জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা জগতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত আছেন। এমত বিন্দু মাত্র স্থান নাই যাহা তিনি জানিতেছেন না এবং যাহার উপরে আপনার শক্তি প্রকাশ না করিয়াছেন এবং না করিতে পারেন। যদিও শরীর বিষয়ে জীবাত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই এবং শরীরের উপর তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই, তথাপি কেবল জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা নিরাকার জীবাত্মা

শরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। শরীর হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হয় নাই এবং জীবাত্মা হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু শরীর এবং জীবাত্মা উভয় ভিন্ন পদার্থ, পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৌশল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে; এই মর্ত্ত্য লোকে শরীর সম্বন্ধে জীবাত্মা আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং জীবাত্মা সম্বন্ধে শরীর আপনার শক্তি লাভ করিতেছে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরাকার পরমেশ্বর বিন্দু মাত্র স্থানকেও অবলম্বন করিয়া নাই, কিন্তু জগদন্তর্গত সমুদয় স্থানই সেই নিরবলম্ব পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। যাঁহাতে স্থান নাই তিনি স্থানের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং আধার হইয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান লাভ ব্যতীত সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? ।। ২১ ।।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানম্মত্বা ধীরোন শোচতি ॥২২॥

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয়ইত্যভিদর্শয়তি। ‘অশরীরং’ স্বেন রূপেণাকাশকল্পআত্মা তং ‘শরীরেষু’ মনুষ্যাদি-শরীরেষু ‘অনবস্থেষু’ অবস্থিতিরহিতেষু ‘অবস্থিতং’ নিত্যমবিকৃতমিত্যেতৎ। ‘মহান্তং’ ‘বিভুং’ ব্যাপিনং ‘আত্মানং’ ‘মত্বা’ ‘ধীরঃ’ ধীমান্ ‘ন শোচতি’। নহ্যেবম্বিধস্যাত্মবিদঃ শোকোৎপত্তিঃ ॥ ২২ ॥

শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে স্থিতি করেন, আর তিনি মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন, এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করেন না ।। ২২ ।।

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা যিনি তিনি অশরীরী সকলের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বত্রব্যাপী ।। ২২ ।।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোনমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ-আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ২৩ ॥

‘ন অয়ং আত্মা’ ‘প্রবচনেন’ অনেক বেদস্বীকরণেন ‘লভ্যঃ’ জ্ঞেয়ঃ। ‘ন’ অপি ‘মেধয়া’ গ্রন্থার্থধারণ-শক্ত্যা। ‘ন বহুনা শ্রুতেন’ কেবলেন। কেন তর্হি লভ্যইত্যুচ্যতে। ‘যং এব’ আত্মানং ‘এষঃ’ সাধকঃ ‘বৃণুতে’ প্রার্থয়তে ‘তেন’ সাধকেন ‘লভ্যঃ’। কথং লভ্যইত্যুচ্যতে। ‘তস্য’ আত্মকামস্য ‘এষঃ আত্মা’ ‘বৃণুতে’ প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং ‘স্বাং’ স্বকীয়াং ‘তনুং’ স্বরূপং ॥ ২৩ ॥

এই আত্মা কেবল বেদ বাক্য দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধার দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, অনেক শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে পায়; সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি আপনার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন ।। ২৩ ।।

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে যত্ন করে, এবং সেই যত্নশীল ব্যক্তি বেদ বাক্য দ্বারা শ্রবণের দ্বারা মেধার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে। যে বিষয়ে যত্নের অভাব, সে বিষয় কর্ণ শুনে না এবং চক্ষুও দেখে না, সুতরাং সহজ কর্ম্মও যত্ন বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব এমত সুকঠিন যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা যত্ন হীন ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ পাইবার কি সম্ভাবনা? ।। ২৩ ।।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

‘ন’ ‘দুশ্চরিতাৎ’ পাপকর্ম্মণঃ ‘অবিরতঃ’ অনুপরতঃ ‘ন’ অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ ‘অশান্তঃ’ ‘ন’ অপি ‘অসমাহিতঃ’ অনেকাগ্রমনাবিক্ষিপ্তচিত্তঃ ‘ন’ ‘অপি’ ‘অশান্তমানসঃ’ ব্যাকুলচিত্তঃ কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ ‘বা’ কেবলং ‘প্রজ্ঞানেন’ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন ‘এনং’ প্রকৃতমাত্মানং ‘আপ্নুয়াৎ’। যস্তু দুশ্চরিতাদ্বিরত-ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন যথোক্তমাত্মনং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ।। ২৪ ।।

তাৎপর্য্য

কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন সর্ব্বদা অশান্ত, অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রযুক্ত যাহার মন অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি জন্য যাহার মন চঞ্চল, এবং দুষ্কর্ম্মেতে রতি নিমিত্ত যাহার মন অশুচি, সে ব্যক্তির ব্রহ্ম জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্তিই হয় না, তবে তাহার

জ্ঞান লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং তাহার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার দুর্গতিই হয় ॥ ২৪ ॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনঙ্কইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

'যস্য' আত্মনঃ 'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ' ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকেপি 'উভে' 'ওদনং' অশনং 'ভবতঃ' স্যাতাং। সর্ব্বহরোপি 'মৃত্যুঃ' 'যস্য উপসেচনং' এব। তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ 'কঃ' 'ইত্থা' ইত্থং এবং যথোক্তসাধনবানিব 'বেদ' বিজানাতি 'যত্র' 'সঃ' আত্মেতি ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে আত্মার অন্ন হয়েন, আর মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন হয়েন, যে প্রকার সে আত্মা, সে প্রকারে তাঁহাকে কে জানিতে পারে? ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য

ব্রহ্মের ইচ্ছা দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সহিত এই সমুদয় বিচিত্র জগতের নাশ হয় এনিমিত্তে শ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আত্মার অন্ন হয়েন। আমারদিগের ইন্দ্রিয় গোচর সৃষ্টির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রধান, এ স্থলে প্রধানের উপলক্ষণ দ্বারা সমুদয় সৃষ্টির নাশ শ্রুতি জানাইতেছেন। এই প্রকার সমুদয় জগতের নাশ হইলে আর কে অবশিষ্ট থাকিবে যে তাহার মৃত্যু হইবেক? সুতরাং জগতের প্রলয়ে তৎ সঙ্গে মৃত্যুরও বিনাশ হয়, এ নিমিত্তে শ্রুতি কহিয়াছেন, যে মৃত্যু আত্মার উপসেচন হয়েন। যেমন ভোজন কালে অন্নের উপসেচন ঘৃতাদি হয়, তদ্রূপ জগদ্রূপ অন্নের উপসেচন মৃত্যু হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ইতিদ্বিতীয়া বল্লী

তৃতীয়া বল্লী

ঋতম্পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ
পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

অধুনা প্রাপ্তৃপ্রাপ্তব্যগন্তৃগন্তব্যবিবেকার্থং দ্বাবাত্মানাবুপন্যস্যেতে। 'ঋতং' সত্যমবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং 'পিবন্তৌ' একস্তত্র কর্ম্মফলম্পিবতি ভুংক্তে নেতরঃতথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতে। 'সুকৃতস্য' স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতং ইতিপূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'লোকে' শরীরে 'গুহাং' গুহায়াং বুদ্ধৌ 'প্রবিষ্টৌ'। 'পরমে' বাহ্যপুরুষাপেক্ষয়া পরমং 'পরার্দ্ধে' পরস্য চ ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। তস্মিন্ হি পরব্রহ্মোপলক্ষ্যতে। তৌ চ 'ছায়াতপৌ' ইব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণএব বদন্তি 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ 'যে চ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিকৃত্বোনাচিকেতোগ্নিশ্চিতোযৈস্তে ॥ ১ ॥

আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে জীবাত্মা ভোগ করেন, আর পরমাত্মা সেই ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন, এই পরমাত্মা এবং জীবাত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, এই জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্ম জ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা এবং ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মা যিনি তিনি আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করেন। যদি তিনি কোন কুৎসিত কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল দুঃখ ভোগ করেন, এবং যদি শুভ কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল সুখ ভোগ করেন; কিন্তু সুখ দুঃখ ফল ভোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহা সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে জীবাত্মা করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। জীবাত্মা যেমন হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, তাহার অন্তরাত্মা এবং অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা যিনি তিনিও সেই হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, যেহেতু হৃদয়াকাশ সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হইয়াছে। ছায়া এবং প্রকাশ যত ভিন্ন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তত ভিন্ন হইয়াছেন ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং।
অভয়ন্তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

'যঃ' অগ্নিঃ 'সেতুঃ' 'ঈজানানাং' যজমানাং কর্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থত্বাৎ তং 'নাচিকেতং' নাচিকেতোগ্নিঃতং বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ 'শকেমহি' শক্তবন্তঃ। কিঞ্চ 'অভয়ং' ভয়শূন্যং সংসারস্য 'পারং' 'তিতীর্ষতাং' তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং 'যৎ' 'পরং' আশ্রয়ং 'অক্ষরং' আত্মাখ্যং 'ব্রহ্ম' তঞ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি। পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মিব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যেইতি বাক্যার্থঃ ॥ ২ ॥

যে অগ্নি সেতুর ন্যায় যজমানদিগের সহায় হইয়াছেন, সেই অগ্নিকে আমরা

স্থাপন করিতে পারি; আর যাঁহারা ভয় শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি ॥ ২ ॥

আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

তত্র যউপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো মোক্ষগমনায সংসারগমনায চ তস্য তদুভয়গমনে সাধনোরথঃ কল্প্যতে। তত্র 'আত্মানং' ঋতপং সংসারিণং 'রথিনং' রথস্বামিনং 'বিদ্ধি' বিজানীহি। 'শরীরং রথং এব তু' রথবদ্ধহযস্থানীযৈরিন্দ্রিযৈরাকৃষ্যমানত্বাচ্ছরীরস্য। 'বুদ্ধিং তু' অধ্যবসায়লক্ষণাং 'সারথিং বিদ্ধি' বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাচ্ছরীরস্য সারথিনেতৃপ্রধানইব রথঃ। 'মনঃ প্রগ্রহং এব চ' রশনামেব বিদ্ধি। মনসা হি গৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্ত্তন্তে রশনয়েবাশ্বাঃ ॥ ৩ ॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে, শরীরকে রথ রূপে, এবং বুদ্ধিকে সারথি রূপে, আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥৪॥

'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'হয়ান্ আহুঃ' পণ্ডিতাঃ শরীররথাকর্ষণসামান্যাৎ। 'তেষু' ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু 'গোচরান্' মার্গান্ রূপাদীন্ 'বিষয়ান্' বিদ্ধি। 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং' শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং 'ভোক্তা' সংসারী 'ইতি আহুঃ' 'মনীষিণঃ' বিবেকিনঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, এবং শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহিয়াছেন। শরীর ইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট যে জীবাত্মা তাহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ তু' বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ 'অবিজ্ঞানবান্' অনিপুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ চ 'ভবতি' যথেতরো রথচর্য্যায়াং। 'অযুক্তেন' অপ্রগৃহীতেনাসমাহিতেন 'মনসা' প্রগ্রহস্থানীয়েন 'সদা' যুক্তোভবতি। 'তস্য' অকুশলস্য বুদ্ধিসারথেঃ 'ইন্দ্রিয়াণি' হয়স্থানীয়ানি 'অবশ্যানি' অশক্যনিবারণানি 'দুষ্টাশ্বাঃ' অদান্তাশ্বাঃ 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ' ভবন্তি ॥ ৫ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না; যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব দুষ্টতা করে ॥ ৫ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

'যঃ তু' পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতসারথিঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান্' নিপুণোবিবেকবান্। 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ 'সদা'। 'তস্য' অশ্বস্থানীয়ানি 'ইন্দ্রিয়াণি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুম্বা শক্যানি 'বশ্যানি' দান্তাঃ 'সদশ্বাঃ' 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ' ॥ ৬ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে; যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে ॥ ৬ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তস্যাবিজ্ঞানবতোবুদ্ধিসারথেরিদম্ফলমাহ। 'যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্রগৃহীতমনস্কঃ সততএব 'সদা অশুচিঃ' এব। 'সঃ' রথী 'ন' 'তৎ' ব্রহ্ম যৎ পরং 'পদং' 'আপ্নোতি' তেন সারথিনা। ন কেবলং তন্নাপ্নোতি 'সংসারং চ' জন্মমরণলক্ষণং 'অধিগচ্ছতি' ॥ ৭ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহাতে সর্ব্বদা অশুচি থাকে, সে সারথি দ্বারা জীবাত্মা রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূযোন জাযতে ॥৮॥

'যঃ তু' দ্বিতীয়ঃ 'বিজ্ঞানবান্' বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতোরথিবিদ্বান্ 'ভবতি' যুক্তমানাঃ 'সমনস্কঃ' সততএব 'সদা শুচিঃ'। 'সঃতু তৎ পদং আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে ॥ ৮ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি নিপুণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে সর্ব্বদা শুচি থাকে, সেই সারথির দ্বারা জীবাত্মা রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। যে পদ পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥৯॥

'বিজ্ঞানসারথিঃ যঃ তু' যোবিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ 'মনঃ প্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচিঃ 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' পরমেবাধিগন্তব্যমিত্যেতৎ 'আপ্নোতি' 'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানং তত্ত্বমাপ্নোতি বিদ্বানিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে, সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ, তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

অতএব প্রবীণ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীকরণ পূর্ব্বক কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া ঈশ্বরের নিয়মিত কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যত্নশীল থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

অধুনা যৎ পদং গন্তব্যং তস্য অধিগমঃ কর্ত্তব্যইত্যেবমর্থমিদমারভতে। 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারেভ্যঃ 'পরাঃ হি অর্থাঃ' মহান্তঃ রসাদিবিষয়াঃ। 'অর্থেভ্যঃ চ' 'পরং' সূক্ষ্মতরং মহচ্চ 'মনঃ'। 'মনসঃ তু' অপি 'পরা' সূক্ষ্মতরা মহত্তরা চ 'বুদ্ধিঃ'। 'বুদ্ধেঃ' 'পরঃ' 'আত্মা মহান্' সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যাকৃতাদ্যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং জীবসমষ্টিরূপং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পরইত্যুচ্যতে ॥ ১০ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয়, আর বিষয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, আর মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, আর বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

সমুদয় বিষয়ের তুলনায় এই শরীর অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা মন গ্রহণ করে, এবং তৎপরে বিষয় অভাবেও তাহাকে মনন করিতে সমর্থ হয়; এজন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্যের প্রতি নিশ্চয় হয়, এ জন্য মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি মনের তাবৎ বৃত্তির আধার স্বরূপ জীবাত্মা হইয়াছেন, অতএব বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥

'মহতঃ' অপি 'পরং' সূক্ষ্মতরং সর্ব্বমহত্তরঞ্চ 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতোবীজভূতমব্যাকৃতনামরূপসতত্ত্বং পরমাত্মন্যোতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাৎ 'অব্যক্তাৎ' 'পরঃ' সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চ 'পুরুষঃ' সর্ব্বপূরণাৎ। ততোন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ। 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ' ইতি। যস্মান্নাস্তি পুরুষাচ্চিন্মাত্রঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্তুন্তরং তস্মাৎ সূক্ষ্মত্বমহত্ত্বপ্রত্যগাত্মত্বানাং 'সা' 'কাষ্ঠা' নিষ্ঠা পর্য্যবসানং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং 'সা' 'পরা' প্রকৃষ্টা 'গতিঃ' ॥ ১১ ॥

জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, আর মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই পরমাত্মা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি কাষ্ঠা আর তিনি সকলেরই প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া শব্দে বলা যায়; পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন। বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন। পরমাত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সকলের পরম আশ্রয় এবং প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥

দর্শযতি প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য। 'এষঃ' পুরুষঃ 'সর্ব্বেষু' ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু 'ভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' সম্বৃতঃ প্রচ্ছন্নোতএব সঃ 'আত্মা ন প্রকাশতে' অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বান্ন প্রকাশতে। 'দৃশ্যতে তু' সংস্কৃতয়া 'বুদ্ধ্যা' 'অগ্র্যয়া' অগ্রমিবাগ্র্যা তযৈকাগ্রতযোপেতয়েত্যেতৎ। 'সূক্ষ্ময়া' সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া। কৈঃ 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ তৈঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ ॥ ১২ ॥

এই পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকটে অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিত সকল সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞানআত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি ॥ ১৩ ॥

'যচ্ছেৎ' নিযচ্ছেদুপসংহরেৎ 'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী। কিং 'বাক্' বাচং। বাগত্র উপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং। ক্ক 'মনসী' মনসি ছান্দসং দৈর্ঘ্যং। 'তৎ' চ মনঃ 'যচ্ছেৎ' 'জ্ঞানে' প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধৌ 'আত্মনি'। 'জ্ঞানং' বুদ্ধিং 'আত্মনি মহতি' প্রথমজে 'নিযচ্ছেৎ'। 'তৎ' তঞ্চ মহান্তমাত্মানং 'যচ্ছেৎ' 'শান্তে' অবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যক্সাক্ষিণি মুখ্যে 'আত্মনি' ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেন, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন, আর জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা, অতএব তাঁহার উপাসনা কালীন কি উপায় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা যায় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন, যে বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেক। ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপাসনা কালীন একান্তে তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ নিমিত্তে সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিরস্ত রাখিবেন। মনন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে এবং মনন হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া কেবল এই বুদ্ধি মাত্রকে অবলম্বন করিবেন যে জ্ঞান স্বরূপ এক মাত্র পরব্রহ্ম নিশ্চিত আছেন। পরে সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন। জীবাত্মা হইতে যে সমুদয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমুদয় বৃত্তি সমষ্টিকে মন শব্দে ব্যক্ত করা যায়, এবং সেই প্রত্যেক বৃত্তি মনের বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। মনের তাবৎ বৃত্তিকে দুই প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়, বহির্ব্বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে বহির্ব্বৃত্তি বলা যায়, এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে অন্তর্ব্বৃত্তি বলা যায়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, শীত, গ্রীষ্ম, পিপাসা, কথন, গ্রহণ, গমন এই সকল মনের বাহ্য বৃত্তি; এবং মনন, তুলনা, বিবেচনা, কল্পনা, সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি অন্তর্ব্বৃত্তি। কেবল সমুদয় বৃত্তির সমষ্টি যে মন শব্দে উক্ত হয় এমত নহে, অন্তরিন্দ্রিয়কেও মন শব্দে বলা যায়, এবং কখন কখন অন্তর্ব্বৃত্তির মধ্যে কেবল মনন বৃত্তিকেও মন বলা যায়। এই শরীরে জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা; জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, এবং সুষুপ্তি অবস্থা। যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন জীবাত্মার জাগ্রদবস্থা, যখন জীবাত্মাতে কেবল অন্তর্ব্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা, এবং যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তিরই উপরম হয়, তখন তাহার সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তি কালে জীবাত্মার যে অবস্থা সেই তাহার স্বরূপ অবস্থা। এক মাত্র ঈশ্বর নিশ্চিত আছেন এই রূপ বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মাতে লয় করিবেন, অর্থাৎ তাবৎ বৃত্তি শূন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা অন্তরাত্মা রূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন, এবং পরে সেই জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন ॥ ১৩ ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ-
কবযোবদন্তি ॥ ১৪ ॥

তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তাঃ 'উত্তিষ্ঠত' হেজন্তব আত্মজ্ঞানাভিমুখাভবত 'জাগ্রত' অজ্ঞাননিদ্রাযাঘোররূপায়াঃসর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং 'প্রাপ্য' উপগম্য 'বরান্' প্রকৃষ্টানাচার্য্যাংস্তদ্বিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বান্তরমাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। নহ্যুপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ মাতৃবৎ। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষযত্বাদ্বিজ্ঞেয়স্য। কিমিব সূক্ষ্মবুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং 'নিশিতা' তীক্ষ্ণীভূতা 'দুরত্যয়া' দুঃখেনাত্যয়োযস্যা সা যথা পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া তথা 'দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ 'পথঃ' পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'তৎ' 'বদন্তি'। জ্ঞেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হে মনুষ্য সকল! অজ্ঞান রূপ নিদ্রা হইতে উঠ, জাগ্রৎ হও, আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্ম জ্ঞানকে জান। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান পথকে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যম-
গন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃপরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তৎ কথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেত্যুচ্যতে। 'অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানং আদিকারণং অস্যেতি তদিদং 'অনাদি' তথা অবিদ্যমানোঽন্তো যস্য তৎ 'অনন্তং'। 'মহতঃ' মহত্তত্ত্বাৎ 'পরং' বিলক্ষণং নিত্যং বিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ। 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বং' 'নিচায্য' অবগম্য 'তং' এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং 'মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুচ্যতে' বিযুজ্যতে॥ ১৫ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হীন হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য অনাদি অনন্ত নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

তাবৎ বৃত্তি শূন্য সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন যে জীবাত্মা তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলা যায় ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং।
উক্ত্বা শ্রুত্বাচ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ। 'নাচিকেতং' নাচিকেতসা প্রাপ্তং মৃত্যুনা প্রোক্তং 'মৃত্যুপ্রোক্তং' 'উপাখ্যানং' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'উক্ত্বা' ব্রাহ্মেভ্যঃ 'শ্রুত্বা চ' আচার্য্যেভ্যঃ 'মেধাবী' 'ব্রহ্মলোকে' 'মহীয়তে'॥ ১৬ ॥

মৃত্যু কথিত এই সনাতন নাচিকেত উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

যইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতইতি॥ ১৭ ॥

'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' গ্রন্থং 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'গুহ্যং' গোপ্যং 'শ্রাবয়েৎ' গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ব্রাহ্মণাং সংসদি 'ব্রহ্মসংসদি' 'প্রযতঃ' সংযতোভূত্বা 'শ্রাদ্ধকালে বা' 'তৎ' শ্রবণং 'আনন্ত্যায়' অনন্তফলায় 'কল্পতে' সমর্থতে 'তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে' 'ইতি'। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থং॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্ম সমাজে অথবা শ্রাদ্ধ কালে সংযত হইয়া এই পরম আখ্যানকে শ্রবণ করাইলে তাহা অনন্ত ফলের কারণ হয় ॥ ১৭ ॥

ইতিতৃতীয়া বল্লী প্রথমাধ্যায়ঃ

চতুর্থী বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১ ॥

বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকারণে তদপনয়নায় যত্নআরব্ধুং শক্যতে নান্যথেত্যাহ। 'পরাঞ্চি' পরাগঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি খোপলক্ষিতানীন্দ্রিয়াণি 'খানি' ইত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষয়প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবংস্বভাবকানি তানি 'ব্যতৃণৎ' হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ 'স্বয়ম্ভূঃ' যঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বতন্ত্রোভবতি সর্ব্বদা নপরতন্ত্রইতি। 'তস্মাৎ' 'পরাঙ্' পরাগুপাদনাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ 'পশ্যতি' উপলভতে 'ন' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মানমিত্যর্থঃ। এবং স্বভাবে সতি লোকস্য 'কশ্চিৎ' নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব 'ধীরঃ' ধীমান্ বিবেকী 'প্রত্যগাত্মানং' প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা তৎ 'ঐক্ষৎ' অপশ্যৎ পশ্যতীত্যর্থঃ ছন্দসি কালানিয়মাৎ। কথম্পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'আবৃত্তচক্ষুঃ' আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতমশেষবিষয়াৎযস্য সঃ। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থমহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বং নিত্যত্বভাবতাং 'ইচ্ছন্'॥১॥

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না। কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, কিন্তু বিষয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এই হেতু জ্ঞানি ব্যক্তি উপাসনা সময়ে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরাঅমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২ ॥

প্রতিবদ্ধাত্মদর্শনাঃ 'পরাচঃ' বহির্গতানেব 'কামান্' কাম্যান্ বিষয়ান্ 'অনুযন্তি' অনুগচ্ছন্তি 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'তে' তেন কারণেন 'মৃত্যোঃ' অবিদ্যাকামকর্ম্মসমুদায়স্য 'যন্তি' গচ্ছন্তি 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতোব্যাপ্তস্য 'পাশং' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তৎ দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগবিযোগলক্ষণমনবরতজন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্তইত্যর্থঃ। যতএবং 'অথ' তস্মাৎ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং 'অমৃতত্বং' 'ধ্রুবং' 'বিদিত্বা' 'অধ্রুবেষু' সর্ব্বপদার্থেষুনিত্যেষু 'ইহ' সংসারেনর্থপ্রায়ে 'ন প্রার্থয়ন্তে' কিঞ্চিদপি॥ ২ ॥

মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি সকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়। পণ্ডিত সকল এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৩ ॥

যদ্বিজ্ঞানান্ন কিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণঃ কথং তদধিগমইত্যুচ্যতে। 'যেন' 'এতেন এব' দেহাদিব্যতিরিক্তেন আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ' 'মৈথুনান্' মৈথুনজন্যসুখবিশেষান্ 'বিজানাতি' বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বোলোকঃ। যথা যেন লৌহোদহন্ দহতি সোঽগ্নিরিতি তদ্বৎ। তস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং 'কিং' 'অত্র' অস্মিন্ লোকে 'পরিশিষ্যতে' ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে। সর্ব্বমেবত্মনা বিজ্ঞেয়ং। যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে সআত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। 'এতৎ বৈ তৎ' কিন্তুৎ যন্নচিকেতসা পৃষ্টং দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং ধর্ম্মাদিভ্যোন্যৎ বিজ্ঞেঃ পরমং পদং যস্মাৎ পরং নাস্তি ॥ ৩ ॥

যে এই আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে লোক সকল অনুভব করে, সে আত্মার নিকটে কি অবিজ্ঞেয় থাকে। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সত্তাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরোন শোচতি ॥৪॥

'স্বপ্নান্তং' স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'জাগরিতান্তং চ' জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'উভৌ' স্বপ্নজাগরিতান্তৌ 'যেন' আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'অনুপশ্যতি' অনুভবতি লোকঃ তৎ 'মহান্তং' 'বিভুং আত্মানং' 'মত্বা' অবগম্য 'ধীরঃ ন শোচতি'॥ ৪ ॥

স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থাতে যাঁহার অধিষ্ঠানে লোক সকল সুখ দুঃখ অনুভব করে, সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৪ ॥

যইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ 'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' 'মধ্বদং' কর্ম্মফলভুজং 'জীবং' জীবাত্মানং প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারং 'অন্তিকাৎ' অন্তিকে সমীপে 'আত্মানং' 'ঈশানং' ঈশিতারং 'বেদ' বিজানাতি 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য। 'ততঃ' তদ্বিজ্ঞানাদুর্হমাত্মানং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। 'এতৎ বৈ তৎ' যন্নচিকেতসা পৃষ্টং॥ ৫ ॥

এই কর্ম্ম ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ম কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটস্থ জানেন, কাহারও নিকটে তিনি আর পরমাত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ জানিয়া যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য ব্যক্তিদিগকে সেই আনন্দ বিতরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হয় ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৬ ॥

'যঃ' জীবাত্মা 'অদ্ভ্যঃ' অস্থহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ 'পূর্ব্বং' 'অজায়ত' উৎপন্নঃ তৎ 'পূর্ব্বং' ব্রহ্মণঃ 'তপসঃ' 'জাতং' উৎপন্নং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'গুহাং' হৃদয়াকাশং 'প্রবিশ্য' 'তিষ্ঠন্তং' শব্দাদীনুপলভমানং 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সহ 'ব্যপশ্যত' পশ্যতি 'এতৎ বৈ তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম॥ ৬ ॥

যে জীবাত্মা জলাদির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মের তপস্যা হইতে প্রথম জাত এবং সকল প্রাণির হৃদয়স্থিত সেই জীবাত্মাকে সকল ভূতের সহিত যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মাকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন, পরে ভূতময় শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিয়াছেন, এবং সেই জীবাত্মার জ্ঞান ধর্ম্ম দেখিয়া তদ্রূপ ফলাফল পরব্রহ্ম চিরন্তন বিধান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ 'যা' 'দেবতাময়ী' সর্ব্বদেবতাত্মিকা 'প্রাণেন' সহ পরস্মাৎব্রহ্মণঃ 'সম্ভবতি' শাব্দাদীনামদনাৎ 'অদিতিঃ' 'যা ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সমন্বিতা 'ব্যজায়ত' উৎপন্নেত্যেতৎ। তাং 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং' অদিতিং যঃ পশ্যতি 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৭॥

সকল ভূতের সহিত এবং প্রাণের সহিত যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, সকল ভূতের অন্তরস্থিত সেই অদিতিকে যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে অদিতি কহা যায় এনিমিত্তে অদিতিকে দেবতাময়ী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময়ী করিয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন। শরীর ও প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না এ নিমিত্তে প্রাণ ও শরীরের আধার যে ভূত সকল তাহার সহিত পরমেশ্বর জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিলেন ইহা এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে। জীবাত্মা সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানিতেছেন, তাহা তিনিও জানিতেছেন ॥ ৭ ॥

অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাগর্ভইব সুভৃতো-
গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিবঈড্যোজাগৃবদ্ভির্হবি-
ষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

অধিযজ্ঞমুত্তরাধরয়োঃ 'অরণ্যোঃ' 'নিহিতঃ' স্থিতঃ 'জাতবেদাঃ' 'অগ্নিঃ' অধ্বরে 'হবিষ্মদ্ভিঃ' 'মনুষ্যেভিঃ' মনুষ্যৈঃ সুভৃতইব 'গর্ভিণীভিঃ' অন্তর্ব্বত্নীভিঃ অগর্হিতান্নভোজনাদিনা 'গর্ভঃ' 'সুভৃতঃ' 'ইব' চ 'ঈড্যঃ' পরমেশ্বরঃ 'জাগৃবদ্ভিঃ' জাগরণশীলৈরপ্রমত্তৈর্ধ্যানভাবনাবদ্ভিঃ 'দিবে দিবে' অহন্যহনি সুভৃতঃ। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৮ ॥

অরণিস্থিত অগ্নি কর্ম্মি দ্বারা যে প্রকারে রক্ষিত হয় এবং গর্ভিণী দ্বারা গর্ভ যে প্রকার সুন্দর রূপে ধৃত হয়, সকলের স্তবনীয় যে পরমেশ্বর তিনি প্রতি দিন ধ্যান দ্বারা প্রমাদ শূন্য জ্ঞানিদিগের হৃদয়ে তদ্রূপ রক্ষিত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বেঅর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯ ॥

'যতঃ চ' যস্মাৎ চ 'উদেতি' উত্তিষ্ঠতি 'সূর্য্যঃ' 'অস্তং' নিম্লোচনঞ্চ 'যত্র' যস্মিন্নিত্যং 'চ গচ্ছতি'। 'তং' আত্মানং 'দেবাঃ' স্বর্গস্থাঃ 'সর্ব্বে' বিশ্বে 'অর্পিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন অত্যেতি' ন অতিক্রামতি 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৯ ॥

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন, আর যাঁহার নিয়মে পুনর্ব্বার অস্ত হয়েন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ দেবতারা স্থিতি করেন, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি ॥১০॥

'যৎএব' 'ইহ' লোকে ব্রহ্ম 'তৎ' এব 'অমুত্র' লোকে নিত্যবিজ্ঞানস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং ব্রহ্ম। 'যৎ' চ 'অমুত্র' ব্রহ্ম 'তৎ' 'অনু' এব 'ইহ' লোকে। 'যঃ' 'ইহ' ব্রহ্মণি অনানাভূতে 'নানা ইব' ভিন্নমিব 'পশ্যতি' উপলভতে 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' মরণাৎ 'মৃত্যুং' মরণং পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণভাবং "আপ্নোতি" প্রতিপদ্যতে ॥ ১০ ॥

যিনি ইহলোক ব্যাপী তিনিই পরলোক ব্যাপী, যিনি পরলোক ব্যাপী তিনিই ইহলোক ব্যাপী। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তির এই রূপ ভ্রান্তি যে এই জগতের সৃষ্টির প্রতি কারণ অনেক ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শরীরী তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুঙ্গচ্ছতি যইহ নানেব পশ্যতি ॥১১॥

আচার্য্যাগমসংস্কৃতেন 'মনসা এব' 'ইদং' ব্রহ্মৈকরসং 'আপ্তব্যং'। 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা' 'ন' 'অস্তি' 'কিঞ্চন' অণুমাত্রমপি। 'যঃ' পুনরজ্ঞানতিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা ইব পশ্যতি' 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' 'মৃত্যুং গচ্ছতি' ॥ ১১ ॥

ব্রহ্ম নানা হয়েন না, ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানা যায়। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যআত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১২ ॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকং তচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রবংশপর্ব্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ 'পুরুষঃ' পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি 'আত্মনি' শরীরে 'মধ্যে' 'তিষ্ঠতি'। 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' তমাত্মানং বিদিত্বা 'ততঃ' তদনন্তরং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১২ ॥

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে থাকিয়া শরীর মধ্যে স্থিতি করেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা হয়েন। এই ব্রহ্মকে জানিলে আর তাঁহাকে কেহ গোপন করিতে চাহে না ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১৩ ॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিঃ ইব অধূমকঃ' যস্ত্বেবং লক্ষিতোহৃদয়ে যোগিভিঃ। 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্ততে 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উ' অপি বর্ত্তিষ্যতে 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে স্থিত যে সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্ম, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা। তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন পরেও বর্ত্তমান থাকিবেন ॥ ১৩ ॥

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবন্ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪॥

'যথা উদকং' 'দুর্গে' দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে 'বৃষ্টং' সিক্তং 'পর্ব্বতেষু' পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু 'বিধাবতি' বিকীর্ণং ভবতি। 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্' 'তান্ এব' শরীরভেদানুবর্ত্তিনোধর্ম্মান্ 'অনুবিধাবতি' শরীরভেদমেব পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যতে অনানন্দলোকেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যেমন উচ্চ স্থানে জল পতিত হইলে নিম্ন স্থানে ধাবিত হয়, সেই রূপ সকল গুণকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জানিলে পুনঃ পুনঃ নীচ লোকে ভ্রমণ করে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

এরূপ কোন গুণ নাই, সুতরাং গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, অর্থাৎ এমত কোন বস্তু নাই যাহা পরমেশ্বরের নিতান্ত অধীন নহে, যেহেতু সমুদয় বস্তুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা স্থিতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানতআত্মা ভবতি গৌতম ॥১৫॥

'যথা উদকং' 'শুদ্ধে' প্রসন্নে 'শুদ্ধং' প্রসন্নং 'আসিক্তং' প্রক্ষিপ্তং 'তাদৃক্ এব ভবতি'। একত্বং 'বিজানতঃ' 'মুনেঃ' মননশীলস্য 'আত্মা' 'এবং' 'ভবতি' হে 'গৌতম'। তস্মাৎ মাতৃপিতৃসহস্রেভ্যোপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টম্ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীযং ॥ ১৫ ॥

যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে সমান ভাবে থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় রূপে যে জ্ঞানী দেখেন, তাঁহার আত্মা সম ভাবে থাকে ॥ ১৫ ॥

ইতি চতুর্থী বল্লী

পঞ্চমী বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥

'পুরং' দ্বারদ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণদর্শনাচ্ছরীরং। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরং 'একাদশদ্বারং' একাদশ দ্বারাণ্যস্য সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহ অর্ব্বাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈঃ একাদশদ্বারং পুরং। কস্য 'অজস্য' জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতস্যাত্মনোরাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য 'অবক্রচেতসঃ' অবক্রমকুটিলং নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপঞ্চেতোবিজ্ঞানমস্যেত্যবক্রচেতাস্তস্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং তং পরমেশ্বরং 'অনুষ্ঠায' ধ্যাত্বা সম্যগ্বিজ্ঞানপূর্ব্বকং 'ন শোচতি' তদ্বিজ্ঞানাদভযপ্রাপ্তেঃ। অবিদ্যাকৃতকামকর্ম্মবন্ধনৈর্ব্বিমুক্তোভবতি 'বিমুক্তঃ চ' সন্ 'বিমুচ্যতে' পুনঃ শরীরং ন গৃহ্ণাতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১ ॥

জন্ম রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হইয়াছে; ইহাঁকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি শোক করেন না, এবং অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদ-
তিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা
গোজাঋতজাঅদ্রিজাঋতম্বৃহৎ ॥ ২ ॥

সতু নৈকশরীরপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা কিন্তর্হি ইত্যুচ্যতে। 'হংসঃ' হন্তি গচ্ছতীতি। 'শুচিষৎ' শুচৌ দিবি সীদতি গচ্ছতীতি। 'বসুঃ' বাসয়তি সর্ব্বানিতি। 'অন্তরিক্ষসৎ' বায্বাত্মনা অন্তরিক্ষে সীদতীতি। 'হোতা' অগ্নিঃ অগ্নির্ব্বৈ হোতা ইতি শ্রুতেঃ। 'বেদিষৎ' বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি। 'অতিথিঃ' সোমঃ। দ্রোণে যজ্ঞকলসে সীদতীতি 'দুরোণসৎ'। 'নৃষৎ' নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি। 'বরসৎ' বরেষু দেবেষু সীদতীতি। 'ঋতসৎ' ঋতং সত্যং তস্মিন্ সীদতীতি। 'ব্যোমসৎ' ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি। 'অব্জাঃ' অপ্সু জাযতইতি। 'গোজাঃ' গবি পৃথিব্যাং জাযতইতি। ঋতে সত্যে জাযতইতি 'ঋতজাঃ' প্রণবঃ। 'অদ্রিজাঃ' পর্ব্বতেভ্যোজাযতইতি। সর্ব্বাত্মাপি সন্ 'ঋতং' অবিতথস্বভাবএব। 'বৃহৎ' মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ ॥ ২ ॥

এই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেনঃ তিনি স্বর্গেতে গমন করেন, তিনি সকল বস্তুকে আপনাতে বাস করান, তিনি বায়ুতে গমন করেন, তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি পৃথিবীতে গমন করেন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি যজ্ঞ কলসে গমন করেন, তিনি মনুষ্যেতে গমন করেন, তিনি দেবতাতে গমন করেন, তিনি সত্যেতে গমন করেন, তিনি আকাশে গমন করেন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি প্রণব হয়েন, তিনি অদ্রিজ হয়েন, তিনি বিকার বিহীন এবং বৃহৎ হয়েন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য

আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হয়েন। এই শ্রুতি সামান্যতঃ পরমাত্মাকে সর্ব্ব জগৎব্যাপি বলিয়া সেই জগদন্তর্গত প্রতি বস্তুতে যে বিশেষ রূপে ব্যাপ্ত আছেন তাহাও পরে বলিয়াছেন। স্বর্গেতে, পৃথিবীতে, বায়ুতে, আকাশে, দেবতাতে, মনুষ্যেতে, যজ্ঞেতে, সত্যেতে তিনি সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি অদ্রিজ হয়েন, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি জানাইতেছেন যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা কেবল সকলের বাহিরে ব্যাপ্ত নহেন, অন্তরাত্মা রূপে সকলের অন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। যদি কোন অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির এই ভ্রম হয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া অগ্নি, জলজ, ভূমিজ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ রূপে স্থিতি করিতেছেন, এনিমিত্তে শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন যে তিনি বিকারবিহীন এবং বৃহৎ হয়েন। বিকার বিহীন এবং বৃহৎ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তিনি পরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু বা কোন অল্পজ্ঞ বস্তু রূপে পরিণত হইতে পারেন না, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তাবৎ বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করেন। যে তাৎপর্য্যে বেদেতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন, সে তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে অতি নিকট করিয়া জানা যাইতে পারে। ইক্ষু দণ্ডের মধ্যে শর্করা আছে ইহা জানাইবার জন্য কেহ যদি সেই ইক্ষু দণ্ডকেই শর্করা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে মূল পত্রাদি সহিত সমুদয় ইক্ষু দণ্ডই যথার্থতঃ শর্করা বলিবার যে তাহার তাৎপর্য্য ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করেন না, কিন্তু সেই ইক্ষু দণ্ড ভিন্ন তাহার সার অংশ শর্করা যে তাহাতে আছে ইহাই সেই বক্তার তাৎপর্য্য বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রহণ করেন। তদ্রূপ যখন অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু রূপে বেদে বলেন তখন বেদের স্বরূপ অর্থগ্রাহি ব্রহ্মবাদিরা সেই পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া জানেন না, কিন্তু সেই অসার পরিচ্ছিন্ন বস্তু ভিন্ন সকলের সার পরব্রহ্মকে তাহার অন্তঃস্থিত করিয়া উপলব্ধি করেন। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম, যাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইবার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে পদার্থ বিশেষের স্বরূপ করিয়া বলিবার কেবল এই তাৎপর্য্য যে সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ সমুদয় পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বোধ হইতে পারে। বদ্ধ যানারোহি ব্যক্তিকে জানাইবার জন্য যদি সেই যানের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে সেই যান বাহকাদি সমুদয়কে কেহ সেই যানারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় করে না, কিন্তু সে এই বিশ্বাস করে যে সেই যানের মধ্যে সেই ব্যক্তি যাইতেছে; তদ্রূপ নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে এই জগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে তাহার এ অর্থ নহে যে অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এই পরিচ্ছিন্ন জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাহার সম্যক্ তাৎপর্য্য যে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্যে অপরিচ্ছিন্ন রূপে স্থিতি করিতেছেন। এনিমিত্তে "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বেদ যে যে স্থানে পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন তাহারও এ তাৎপর্য্য নহে যে "আমি" ও "তুমি" শব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানগোচর যে জীব তিনিই স্বরূপতঃ জ্ঞানের অগোচর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্ম যে সেই জীবের অন্তরাত্মা ইহাই সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নযত্যপানম্প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনম্বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥৩॥

'ঊর্দ্ধং' হৃদয়াৎ 'প্রাণং' প্রাণবৃত্তিং বায়ুং 'উন্নয়তি' গময়তি 'অপানং' 'প্রত্যক্' অধঃ 'অস্যতি' ক্ষিপতি। 'মধ্যে' হৃদয়ে 'আসীনং' 'বামনং' সম্ভজনীয়ং সর্ব্বৈঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়োরূপাদিবিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তোবিশইব রাজানং 'উপাসতে' তাদর্থ্যেনানুপরতব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যিনি প্রাণ বায়ুকে ঊর্দ্ধেতে চালনা করেন, এবং অপান বায়ুকে অধতে ক্ষেপণ করেন, সেই হৃদয় স্থিত সম্ভজনীয় আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়কে জ্ঞান করত উপাসনা করে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

শ্রুতি এস্থলে জানাইতেছেন যে ঈশ্বরের নিয়মানুগত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় ॥ ৩ ॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪ ॥

'অস্য' 'শরীরস্থস্য' আত্মনঃ 'বিস্রংসমানস্য' ইত্যস্যার্থমাহ। 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য' 'দেহিনঃ' দেহবতঃ 'কিং অত্র পরিশিষ্যতে' অত্র দেহে ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৪ ॥

শরীর রহিত ও শরীরের নিয়ন্তা যে পরমাত্মা, তিনি শরীরকে ত্যাগ করিলে শরীরেতে কি শক্তি অবশিষ্ট থাকে? তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য

পদার্থ মাত্র এখানে শরীর শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে। তাবৎ পদার্থের তিনি অন্তরাত্মা, তিনি যে পদার্থের অন্তরে না থাকেন সে পদার্থই থাকে না, তবে সে পদার্থের কোন শক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে? ॥ ৪ ॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

'ন প্রাণেন ন অপানেন', 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'জীবতি' 'কশ্চন' কোপি। 'ইতরেণ' প্রাণাদিবিলক্ষণেনাত্মনা 'তু' সর্ব্বে 'জীবন্তি' 'যস্মিন্' আত্মনি 'এতৌ' প্রাণাপানৌ 'উপাশ্রিতৌ' ॥ ৫ ॥

প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ু দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে এমত নহে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, যে পরমাত্মাতে প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ু আশ্রিত হইয়া আছে ॥ ৫ ॥

হন্ত তইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণম্প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

'হন্ত' ইদানীং 'তে' তুভ্যং 'ইদং' 'গুহ্যং' গোপ্যং 'ব্রহ্ম' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'প্রবক্ষ্যামি'। 'মরণং প্রাপ্য' 'যথা চ' 'আত্মা ভবতি' আত্মা জীবঃ সংসরতি তথা শৃণু হে 'গৌতম' ॥ ৬ ॥

হে গৌতম! এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি, এবং মৃত্যুর পরে জীবাত্মার কি রূপ গতি হয় তাহাও কহিতেছি ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং ॥ ৭ ॥

'যোনিং' যোনিদ্বারং 'অন্যে' কেচিৎ 'প্রপদ্যন্তে' 'শরীরত্বায়' শরীরগ্রহণার্থং 'দেহিনঃ' দেহবন্তঃ। 'স্থাণুং' স্থাবরভাবং অজ্ঞানাত্মকং 'অন্যে' অত্যন্তাধমাঃ মরণম্প্রাপ্য 'অনুসংযন্তি' অনুগচ্ছন্তি। যৎ যস্য কর্ম্ম তৎ 'যথা কর্ম্ম' যৈর্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদ্বশেন ইত্যেতৎ যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং 'যথা শ্রুতং' তদনুরূপং শরীরম্প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥৭॥

আপনার কর্ম্মানুসারে ও জ্ঞানানুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কেহ কেহ যোনিকে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা স্থাণুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

সৎ কর্ম্ম ও পরব্রহ্মের জ্ঞানালোচনা যত উৎকৃষ্ট রূপে যাহার দ্বারা কৃত হয়, তত উৎকৃষ্ট লোকে সে যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর লোক প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত যে ব্যক্তি কেবল সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্মের ফল ভোগ নিমিত্তে বিশেষ বিশেষ স্বর্গলোকে গতি হইয়া কর্ম্ম ফল ভোগান্তে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞানান্ধ

ব্যক্তি পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন না করে, এবং সর্ব্বদা কুকর্ম্মেতে লিপ্ত থাকে, তাহারা স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এপ্রকার শরীর ধারণ করে যাহাতে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না; কুকর্ম্মের ফল ভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ ধারণ করে ॥ ৭ ॥

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি তদাহ। 'যঃ এষঃ' 'পুরুষঃ' 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি। কথং 'কামং কামং' তন্তমভিপ্রেতং অর্থং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' নান্যৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশি 'উচ্যতে'। কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'তৎ উ' 'ন অত্যেতি কশ্চন' ন কশ্চিদপি অতিক্রামতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৮ ॥

সকলে নিদ্রিত হইলেও যে পরমাত্মা স্বীয় সৃষ্ট জীবদিগের নিমিত্তে বিবিধ কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন, তিনিই নির্ম্মল, তিনি ব্রহ্ম, এবং তিনিই অবিনাশী বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ ॥ ৯ ॥

আত্মৈকত্ববিজ্ঞানমসকৃদুচ্যমানমপি অনৃজুবুদ্ধীনাং চেতসি নাধীযতে ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী শ্রুতিঃ পুনঃ পুনরাহ। 'অগ্নিঃ যথা' 'একঃ' এব প্রকাশাত্মা সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' অনুপ্রবিষ্টঃ 'রূপং রূপং' দার্ব্বাদিদাহ্যভেদম্প্রতি 'প্রতিরূপঃ' 'বভূব'। 'একঃ' এব 'তথা' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তরআত্মা সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' স্বেন অবিকৃতেন রূপেণ ॥ ৯ ॥

যেমন এক অগ্নি এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্ব ভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; অন্তরাত্মা যিনি তিনি অবিকৃত, অতএব তিনি বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়েন না, কিন্তু অবিকৃত হইয়াই প্রকাশ পায়েন। এক অন্তরাত্মা সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর কেবল অন্তরে স্থিতি করিতেছেন না, সকলের বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ ॥ ১০ ॥

তথান্যোদৃষ্টান্তঃ। 'বায়ুঃ যথা' 'একঃ' এব সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব'। 'একঃ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' ॥ ১০ ॥

যেমন এক বায়ু এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

'সূর্য্যঃ যথা' মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশেন তদ্দর্শিনঃ 'সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ' সন্ 'ন লিপ্যতে' 'চাক্ষুষৈঃ' অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ 'বাহ্যদোষৈঃ'। 'একঃ' 'বাহ্যঃ' 'তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন' ॥ ১১ ॥

সর্ব্ব লোকের চক্ষুঃ স্বরূপ যে সূর্য্য, লোকের দ্বারা বাহ্য অপরিষ্কৃত বস্তু দর্শন জন্য তিনি যেমন দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ বহির্ব্যাপী এবং সকল ভূতের এক অন্তরাত্মা লোকের দুঃখে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১১ ॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতন্নেতরেষাং ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ। সহি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ 'একঃ' 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'একং রূপং' 'বহুধা' বহুপ্রকারং 'যঃ করোতি' অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তং আত্মস্থং' স্বশরীরহৃদয়াকাশে মনসি 'যে' নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়ঃ 'অনুপশ্যন্তি' সাক্ষাদনুভবন্তি 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ। 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখং' আনন্দ লক্ষণং ভবতি 'ন ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং ॥ ১২ ॥

সেই এক পরমেশ্বর সকলের নিয়ন্তা সকল ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে নানা প্রকার করেন। যে ধীর সকল তাঁহাকে আপনার হৃদয় স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১২ ॥

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ। 'নিত্যঃ' অবিনাশী 'অনিত্যানাং' বিনাশিনাং 'চেতনঃ চেতনানাং'। কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্ 'বহূনাং' কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি 'তং আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা 'ন' 'ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং ॥ ১৩ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চেতনের যিনি চেতন হয়েন, আর যিনি একাকী অথচ সকলের কামনাকে বিধান করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার হৃদয়স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন; তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখং। কথন্নু তদ্বিজানীয়াঙ্কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥

যত্তদাত্মবিজ্ঞানং 'সুখং' 'অনির্দ্দেশ্যং' নির্দ্দেষ্টুমশক্যং 'পরমং' বাঙ্মনসয়োরগোচরমপি শান্তাবিদ্বাংসঃ 'তৎ এতৎ' প্রত্যক্ষমিব 'ইতি মন্যন্তে'। 'কথং নু' কেন প্রকারেণ 'তৎ' সুখং অহং 'বিজানীয়াং' 'কিং উ' 'ভাতি' দীপ্যতে তৎ প্রকাশাত্মকং 'বিভাতি' বিস্পষ্টং দীপ্যতে 'বা' ॥ ১৪ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, অনির্দ্দেশ্য যে পরব্রহ্মানন্দ, যাঁহাকে জ্ঞানি সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, কি রূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় অনুভব করিব? তিনি কি প্রকাশ পায়েন? তিনি কি স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়েন? ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোযমগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্বিভাতি ॥ ১৫ ॥

তত্রোত্তরমিদং: 'ন তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোপি 'সূর্য্যঃ' 'ভাতি' তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা 'ন চন্দ্রতারকং'। 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি'। 'কুতঃ অয়ং' পৃথিবীস্থিতঃ 'অগ্নিঃ'। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদি ভাতি তৎ 'তং এব' পরমেশ্বরং 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে 'সর্ব্বং'। 'তস্য' এব 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বং ইদং' সূর্য্যাদি 'বিভাতি'। যতঃ এবং অতস্তদ্ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ ॥ ১৫ ॥

তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ সকলে প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সকলে প্রকাশ পায় ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমী বল্লী

ষষ্ঠী বল্লী

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥

অয়ং সংসারবৃক্ষঃ 'ঊর্দ্ধমূলঃ' ঊর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যস্যেতি সঃ। জন্মমরণশোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবঃ 'এষঃ' সংসারবৃক্ষঃ 'অশ্বত্থঃ' অশ্বত্থবৎ চন্দ্রসূর্য্যপৃথিবীলোকাদিভিঃ শাখাভিঃ 'অবাক্শাখঃ' অবাঞ্চ্যঃ শাখাঃ যস্য সঃ 'সনাতনঃ' চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশস্বভাবং 'উচ্যতে' কথ্যতে সত্যত্বাৎ। 'তস্মিন্' পরমার্থ সত্যে ব্রহ্মণি 'লোকাঃ' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'সর্ব্বে' সমস্তাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'ন অত্যেতি' নাতিবর্ত্ততে 'উ' 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১ ॥

অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল যে এই অনাদি সংসার বৃক্ষ, ইহার মূল ঊর্দ্ধে, এবং অসংখ্য লোক যে ইহার শাখা তাহা নিম্নে রহিয়াছে। এই সংসার বৃক্ষের মূল যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ, তিনি বৃহৎ এবং তিনি অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন; তাঁহাতে লোক সকল আশ্রয় করিয়া আছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

যদিদঙ্কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্প্রাণএজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ম্বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতং। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহৎ ভয়ং' মহচ্চ তদ্ভয়ঞ্চ 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিববজ্রং। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষি-

ভূতমেকং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' 'প্রমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে' 'ভবন্তি' ॥ ২ ॥

এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে নিয়ম মত চলিতেছে, উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৩॥

কথং তদ্ভয়াৎ জগদ্বর্ত্ততে ইত্যাহ। 'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ'। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ' ॥ ৩ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম যে যম তাহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছে ॥ ৩ ॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

তচ্চ 'ইহ' জীবন্নেব 'চেৎ' যদি 'অশকৎ' শক্নোতি ব্রহ্ম 'বোদ্ধুং' অবগন্তুং 'প্রাক্' পূর্ব্বং 'শরীরস্য' 'বিস্রসঃ' অবস্রংসনাৎ পতনাৎ তদা সংসারবন্ধনাদ্বিমুচ্যতে। নচেদশকদ্বোদ্ধুং 'ততঃ' অনববোধাৎ 'সর্গেষু' সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিনইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়োলোকাঃ তেষু 'লোকেষু' 'শরীরত্বায়' শরীরভাবায় 'কল্পতে' সমর্থোভবতি শরীরং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরবিস্রংসনাৎ প্রাক্ আত্মবোধায় যত্নআস্থেয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইহলোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে তবে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে সৃষ্ট যে এই লোক সকল তাহাতে শরীর গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

ইহৈবাত্মনোদর্শনমাদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। সচ ব্রহ্মলোকোদুষ্প্রাপ্যঃ। কথমিত্যুচ্যতে। 'যথা আদর্শে' প্রতিবিম্বভূতমাত্মানংপশ্যতি লোকঃ 'তথা' ইহ 'আত্মনি' স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়ামাত্মনোদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। 'যথা স্বপ্নে' 'তথা পিতৃলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'যথা' বা 'অপ্সু' আত্মরূপং 'পরি' 'দদৃশে' পরিদৃশ্যতে 'ইব' 'তথা গন্ধর্ব্বলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে'। তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

যেমন দর্পণেতে আপনার দর্শন হয়, সেইরূপ এলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন জলেতে আপনাকে দর্শন হয় সেই রূপ গন্ধর্ব্বলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্পষ্ট রূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মাকে জানা যায় ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরোন শোচতি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং' শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন 'পৃথক্ উৎপদ্যমানানাং' কেবলচিন্মাত্রাত্মস্বরূপাদ্বিশুদ্ধাৎ 'পৃথক্‌ভাবং' স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং তথা তেষামিন্দ্রিয়াণাং 'উদয়াস্তময়ৌ চ' উৎপত্তি প্রলয়ৌ চ 'যৎ' তৎ 'মত্বা' জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি' ॥ ৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং ॥ ৭ ॥

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' 'মনসঃ' 'সত্ত্বং' বুদ্ধিঃ 'উত্তমং'। 'সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা মহতঃ অব্যক্তং উত্তমং' ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গএবচ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

'অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ' 'ব্যাপকঃ' ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণাৎ 'অলিঙ্গঃ' লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং তদবিদ্যমানমস্যেতি 'এব চ'। 'যৎ জ্ঞাত্বা' আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ 'মুচ্যতে জন্তুঃ' জীবন্নেব পতিতেপি শরীরে "অমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন, যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো-
যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

কথং তর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। 'ন' 'সংদৃশে' দর্শনবিষয়ে 'তিষ্ঠতি' 'অস্য' প্রত্যাগাত্মনঃ 'রূপং' অতঃ 'ন' 'চক্ষুষা' 'পশ্যতি' 'কশ্চন' কশ্চিদপি 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং। কথং তর্হি তৎ পশ্যেদিত্যুচ্যতে। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া 'মনীষা' মনসঃ সংকল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্ তয়া বিকল্পবর্জিতয়াবুদ্ধ্যা 'মনসা' মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিসমর্থিতোভিপ্রকাশিতইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং 'এতৎ' 'যে' 'বিদুঃ' 'অমৃতাঃ তে ভবন্তি' ॥ ৯ ॥

এই পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল সংশয় রহিত হৃদিস্থিত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন ॥ ৯ ॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং ॥১০॥

'যদা' যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যোনিবর্ত্তিতানি আত্মন্যেব 'পঞ্চ' 'জ্ঞানানি' শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'অবতিষ্ঠন্তে' 'মনসা সহ'। 'বুদ্ধিঃ' 'চ' 'ন বিচেষ্টতি' স্বব্যাপারেষু ন বিচেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে। 'তাং আহুঃ পরমাং গতিং' ॥ ১০ ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থির ভাবে থাকে, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারেতে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাহাকে পরমগতি করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১ ॥

'তাং' ঈদৃশীমবস্থাং 'যোগং ইতি মন্যন্তে' 'স্থিরাং' অচলাং 'ইন্দ্রিয়ধারণাং'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং যত্নবান্ 'তদা' তস্মিন্ কালে 'ভবতি' যদৈব প্রবৃত্তযোগঃ। কুতঃ। 'যোগঃ হি প্রভবাপ্যয়ৌ' উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ অতোপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্যইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণা করা তাহাকে পণ্ডিতেরা যোগ করিয়া জানেন; এই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার নিমিত্তে সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক, যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায় ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন' 'চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রাপ্তুং' 'শক্যঃ' শক্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ 'অস্তি' 'ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিবাদিনআগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতোমূলমাত্মা নিরন্বয়মেবেদঙ্কার্য্যং অভাবান্তমিতিমন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং' 'তৎ' ব্রহ্মতত্ত্বং 'উপলভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন? ॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

'অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ' অস্তি ইত্যনেনৈব উপলব্ধব্যআত্মা জগৎকারণ রূপেণ। 'তত্ত্বভাবেন চ' উপলব্ধব্যআত্মা স্বরূপলক্ষণরূপেণ। অস্তিত্বরূপস্য স্বরূপলক্ষণরূপস্যচ 'উভয়োঃ' অস্তিত্বতত্ত্বভাবয়োঃ মধ্যে পূর্ব্বং 'অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য' অস্তিত্ব প্রত্যয়েন জগতোমূলত্বেনোপলব্ধস্য পশ্চাৎ স্বরূপলক্ষণরূপস্য আত্মনঃ 'তত্ত্বভাবঃ' অদ্বয়স্বভাবঃ 'প্রসীদতি' অভিমুখী ভবতি ॥ ১৩ ॥

অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক, আর সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ পশ্চাৎ জানা যায় ॥ ১৩ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

এবম্পরমার্থদর্শিনঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'সর্ব্বে' 'কামাঃ' কাময়িতব্যস্য অন্যস্য অভাবাৎ 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে 'যে' 'অস্য' মর্ত্ত্যস্য 'হৃদি' মনসি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'অথ' তদা প্রবোধোত্তরকালং 'মর্ত্ত্যঃ' কামকর্ম্মলক্ষণস্য বিনাশাৎ 'অমৃতঃ ভবতি' 'অত্র' ইহৈব সর্ব্ববন্ধনোপশমাৎ 'ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ব্রহ্মানন্দভোগং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যখন হৃদয়স্থিত দৃঢ়বদ্ধ কামনা সকল হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়েন, তখনই তিনি অমৃত হয়েন, এবং এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ১৫॥

'যদা সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' তেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি 'হৃদয়স্য' মনসঃ 'ইহ' জীবিতে এব 'গ্রন্থয়ঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঅবিদ্যাপ্রত্যযাইত্যর্থঃ। 'অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি' 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রং 'অনুশাসনং' অনুশিষ্টিরূপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানাং॥ ১৫॥

যখন পুরুষের হৃদয়ের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, তখনই তিনি অমৃত হয়েন; এই মাত্র বেদান্তের আদেশ॥ ১৫॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদযস্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তযোর্দ্ধমাযন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যাউৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬॥

অগ্নিবিদ্যা পৃষ্টা প্রত্যুক্তা চ তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারোবক্তব্যইতি মন্ত্রারম্ভঃ। 'শতং চ' শতসঙ্খ্যকাঃ 'একা চ' সুষুম্না নাম পুরুষস্য' 'হৃদযস্য' হৃদযাদ্বিনিঃসৃতাঃ 'নাড্যঃ' শিরাঃ 'তাসাং' মধ্যে 'মূর্দ্ধানং' ভিত্ত্বা 'অভিনিঃসৃতা' নির্গতা 'একা' সুষুম্না নাম। 'তযা' নাড্যা অন্তকালে 'ঊর্দ্ধং' উপরি 'আযন্' গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকং 'এতি'। 'বিশ্বক্' নানাবিধগতযঃ 'অন্যাঃ' নাড্যঃ 'উৎক্রমণে' উৎক্রমণনিমিত্তং সংসারপ্রতিপত্ত্যর্থাএব 'ভবন্তি'॥ ১৬॥

একশত এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে এক নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া অমৃতত্বকে পায়েন; অন্য অন্য নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইলে অন্য অন্য লোকে জীবের গতি হয়॥ ১৬॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদযে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাংধৈর্য্যেণ। তন্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তন্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' 'তং' আত্মানং 'স্বাৎ' আত্মীয়াৎ 'শরীরাৎ' 'প্রবৃহেৎ' উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেণ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ কিমিব ইত্যুচ্যতে। 'মুঞ্জাৎ ইব' 'ইষীকাং' অন্তঃস্থাং 'ধৈর্য্যেণ' অপ্রমাদেন। 'তং' শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং 'বিদ্যাৎ' বিজানীয়াৎ 'শুক্রং' শুদ্ধং 'অমৃতং' মরণধর্ম্মবর্জিতং ব্রহ্মেতি 'তং বিদ্যাৎ শুক্রং অমৃতং ইতি' দ্বির্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থং॥ ১৭॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পূর্ণ পরমাত্মা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা আছেন, তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ করিবেক, যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম ঈষীকাকে পৃথক্ করা যায়; তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক, তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক॥ ১৭॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তোবিরজোভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যোবিদধ্যাত্মমেব॥ ১৮॥

বিদ্যান্তত্যর্থোযমাখ্যাযিকার্থোপসংহারোধুনোচ্যতে। 'মৃত্যুপ্রোক্তাং' যমোক্তাং 'এতাং' 'বিদ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাং 'যোগবিধিং চ' 'কৃৎস্নং' সমস্তং 'নচিকেতঃ' নচিকেতাঃ 'অথ' বরপ্রদানাত্যোঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ' 'বিরজঃ' বিগতপাপঃ 'বিমৃত্যুঃ' বিমুক্তঃ 'অভূৎ'। ন কেবলং নচিকেতাএব 'অন্যঃ অপি' 'যঃ' 'এবং' নচিকেতোবৎ বিৎ' 'অধ্যাত্মং এব' নিরুপচরিতপ্রত্যক্ত্বরূপন্তত্ত্বমেব সোপি বিরজঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিমৃত্যুর্ভবতীতি বাক্যশেষঃ॥ ১৮॥

যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমস্ত যোগ বিধিকে নচিকেতা পাইয়া সাংসারিক তাবৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্য ব্যক্তিও যিনি এইরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে জানেন তিনিও এই রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন॥ ১৮॥

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ। সম্প্রতি চলিত মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে নিশাপতি বাসরে এখানকার সমাজের সাম্বৎসরীয় সভা হইয়া বিধি পূর্ব্বক উপনিষদাদি পাঠ ও ব্যাখ্যানন্তর এতন্মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিত ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধীয় লিপি পাঠ হয়, তদনন্তর বক্তৃতা হয়, ও পরিশেষে ব্রহ্ম সঙ্গীত হয়। উক্ত বক্তৃতা পাঠাইতেছি, এতৎ পত্র সহিত তাহা আগামি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রাঙ্কিত করিলে যথেষ্ট বাধিত হইব।

সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজ ৩০ মাঘ ১৭৬৮ } শ্রীকাশীশ্বর মিত্র। সম্পাদক।

সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের বক্তৃতা।

এই সমাজ ১৭৬৭ শকাব্দীয় মাঘস্য সপ্তবিংশতি দিবসে স্থাপিত হইয়া অদ্য সম্পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক হইল। উক্ত সমাজ শারদীয় সুধাকরের ন্যায় সাধারণ সভ্যগণের আন্তরিক নিবিড় তিমির চয়াপচয় করণ পূর্ব্বক একান্ত শুভদায়ক হইয়াছে। ইহাতে করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করি যে তিনি এই শুভজনক সমাজকে চিরস্থায়ি করুন।

এ সংসারে অনেক ব্যক্তি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেবল অর্থকরী যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক আপন আপন পাণ্ডিত্যাভিমানভরে পারমার্থিক জ্ঞানোপার্জ্জনে কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল বৃথা কৌতুক ক্রীড়াদিতে সর্ব্ব কাল ক্ষেপণ করেন। বিদ্যার চরম ফল অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন যে ধর্ম্ম জ্ঞান তাহা তাঁহারা বোধ করেন না। মনুষ্য আহার নিদ্রাদি বিষয়ে পশুর তুল্য, কেবল সদসদ্ বিবেচনা ও পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের সামর্থ থাকাতে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হয়েন, সুতরাং তদ্বিহীন হইলে পশুর সহিত তাঁহার কি ভিন্নতা থাকে? অতএব সকলের জানা কর্ত্তব্য যে কেবল অর্থ করী যে বিদ্যা তাহাই বিদ্যা নহে, কিন্তু জ্ঞানকরী যে বিদ্যা সেই যথার্থ বিদ্যা।

সাবিদ্যা তন্মতির্যয়া।

তাহাকেই বিদ্যা কহি যাহার দ্বারা ঈশ্বরেতে মতি হয়।

সকলে নিরালস্য হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিলেই অবশ্য জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। কৃষক যদ্রূপ যত্ন পূর্ব্বক ভূমি কর্ষণ করিয়া উত্তম বীজ বপন করিলে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, নতুবা সে ভূমি কেবল অপকারি তৃণ দ্বারা পরিপূর্ণা হয়, তদ্রূপ মনুষ্য শাস্ত্র রূপ যন্ত্র দ্বারা মনোভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্ঞান বীজ বপন করিলে অনায়াসে সুচারু জ্ঞান ফল প্রাপ্ত হয়েন, নতুবা তাহা অধর্ম্ম রূপ কণ্টক তৃণাদি দ্বারা আবৃত হয় এবং সংসারে বিষম অনিষ্টের কারণ হয়। ঈশ্বর জ্ঞান চর্চ্চা জন্য অনেককে যত্ন করিতে কহিলে তাঁহারা কহেন যে সাবকাশ অভাবে আমারদিগের জ্ঞানালোচনার ব্যাঘাত হয়। কি ক্ষোভের বিষয় যেতাঁহারদিগের ভোজনে ও অন্যান্য সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ সাবকাশ হয়, কেবল এই বিষয়েই কি সাবকাশ হয় না? সমস্ত দিবসে এক দণ্ড কাল কি পরমেশ্বরের জ্ঞানাভ্যাস জন্য প্রাপ্ত হয় না?

সামান্য লৌকিক কর্ম্মচারি বর্গে প্রভুর শাসন ভয়ে নিয়ম মত স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে সদা ব্যস্ত, আর তাঁহারা তাঁহার নিয়ম ভঙ্গে শঙ্কা করেন না, যিনি প্রভুর প্রভু ও ঈশ্বরের ঈশ্বর, এবং যাঁহার শাসনে সকল ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত রহিয়াছে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যং॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্॥

যত ঈশ্বর আছেন তাঁহারদিগের পরম মহেশ্বর সেই পরমাত্মা হয়েন, আর যত দেবতা আছেন তাঁহারদিগের তিনি পরম দেবতা হয়েন, আর যত প্রভু আছেন তাঁহারদিগের তিনি প্রভু আর সকল উত্তমের তিনি উত্তম হয়েন। অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠোপনিষদ্॥

ইঁহার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম যে যম তাহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছে।

অনেক ব্যক্তি স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম লোক নিকটে গোপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, এবং রাজদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেই আপনারদিগকে মুক্ত বোধ করেন, কিন্তু ইহা তাঁহারা জানেন না যে সর্ব্ব সাক্ষী ও সর্ব্ব নিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকটে কোন কর্ম্ম গোপন থাকে না, তিনি তাঁহারদিগের পাপের শাস্তি জন্য ভয়ানক উদ্যত বজ্রের ন্যায় রহিয়াছেন। "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" দূরে বা নিকটে সে শাস্তি পাপাচারিরা অবশ্য প্রাপ্ত হইবে।

অতএব হে সভ্যগণেরা! অস্মদাদির নিয়ত কর্ত্তব্য যে কৃপালু পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানালোচনা ও

তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা করি, যাহাতে অন্তিম কালে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইবেক।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥

নীতিসার

২৬ তত দুর্ভাগ্য নহি যত আমরা মনে করি।
২৭ অনিপুণ কর্ম্মঠ তাহার যন্ত্রকেই দোষি করে।
২৮ পরাধীন ধনী অপেক্ষা স্বাধীন দরিদ্র সুখী।
২৯ অল্প প্রমাদ হইতে মহা অনর্থের সম্ভাবনা।
৩০ আয়াস সাধ্য কর্ম্ম পাপ হইতে নিবৃত্তি রাখিবার উত্তম উপায়।
৩১ সর্পের ন্যায় নিন্দুককে পরিত্যাগ কর।
৩২ বিপদ্ অতি নির্দ্দয় গুরু।
৩৩ বিপদ্ বিনা বিপদ্‌কে অতিক্রম করা যায় না।
৩৪ বন্ধু ব্যতীত পৃথিবী অরণ্য তুল্য।
৩৫ ধিক্ সে উপদেষ্টাকে, যে আপনার উপদেশ গ্রহণ না করে।
৩৬ যে যাহাকে ঈর্ষা করে, সে তাহার প্রাধানত্ব স্বীকার করে।
৩৭ লোভের প্রভুত্বে মনুষ্যত্বের হানি হয়।
৩৮ দুষ্টের উপকারে শিষ্টের অপকার।
৩৯ কামনার হ্রাসতায় সম্পত্তির বৃদ্ধি।
৪০ যখন তোমাকে কেহ মন্দ বলে তখন এমত ব্যবহার করিবে যাহাতে তাহার বাক্য লোকে গ্রাহ্য না করে।
৪১ মৃত্যুর ঔষধ নাই।
৪২ প্রকাশ্যে যাহা করিতে না পার গোপনে তাহা করিবে না।
৪৩ পদ্মেতেও কণ্টক আছে।
৪৪ গুণী ব্যক্তি পর গুণে দ্বেষ করে না।
৪৫ অধিকের নিমিত্তে অনেকে সকল নষ্ট করে।
৪৬ অরণ্যে বাস করিলেই তপস্বী হয় না।
৪৭ ধন উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা করা কঠিন।
৪৮ দোষির প্রতি তত ক্রোধ করা উচিত নহে যত দয়া করা উচিত।
৪৯ অপরাধ বালুকাতে এবং অনুগ্রহ প্রস্তরেতে অঙ্কিত কর।
৫০ দুঃখ বিনা সুখ লব্ধ হয় না।
৫১ আপনার মান্যতা আপনার নিকট।
৫২ অসৎ সঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জন ভাল।
৫৩ অসৎ গ্রন্থ অধর্ম্মের উৎস।
৫৪ তাহাকে সাবধান, যাহার আপনার মান্যতার প্রতি দৃষ্টি নাই।
৫৫ ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষাকে নিতান্ত অবলম্বন করিবে না।
৫৬ সৌন্দর্য্য জীবনের পুষ্প এবং ধর্ম্ম জীবনের ফল।
৫৭ বিপদে ধৈর্য্য এবং সম্পদে ক্ষমা মনুষ্যের অলঙ্কার।
৫৮ কপট মিত্র অপেক্ষা অকপট শত্রুও ভাল।
৫৯ অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করা কাপুরুষের লক্ষণ।
৬০ মিথ্যা ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে না ইহা মিথ্যা বাদির বাক্য।
৬১ সহস্র উপদেশ অপেক্ষা এক মাত্র দৃষ্টান্তের বল অধিক।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা তত্ত্ববোধিনী সভাতে পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থ সকল দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের সংখ্যা
ভরদেব	১
ভাষাপরিচ্ছেদ	৩
সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি	২
সাহিত্যদর্পণ	১
কাব্যপ্রকাশ	১

বিক্রমোর্ব্বশী	১
মালতীমাধব	১
অভিজ্ঞানশকুন্তল	১
মৃচ্ছকটি	১
উত্তর রামচরিত্র	১
রত্নাবলী	১
প্রসন্নরাঘব (অসম্পূর্ণ)	১
কুমার সম্ভব	১
ভট্টি	১
মাঘ (অসম্পূর্ণ)	১
রঘুবংশ	১
রঘুবংশ (অসম্পূর্ণ)	১
পদাঙ্কদূত	১
সুপদ্মব্যাকরণ (অসম্পূর্ণ)	১
কারকোল্লাস	১
কবিকল্পদ্রুমগণ	১
দুর্গাসিংহ বৃত্তি (অসম্পূর্ণ)	১
অমরকোষ	১
শ্রুতবোধ	১
ছন্দোমঞ্জরী (অসম্পূর্ণ)	১
নানাস্তবকবচ প্রভৃতি এবং নৈষধ, ভট্টি, সারমঞ্জরী ও অমরকোষ এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকের কিয়দংশ	১
চৈতন্য চরিতামৃত	২
হিন্দীভাষাতে নজীরের কবিতা	১
শ্রীযুক্ত পিটর বর্টন সাহেব কৃত সংস্কৃত, হিন্দী, পারসীক, আরবী, এবং ইংরাজি ভাষাতে মনুষ্য দেহ সম্বন্ধীয় অভিধান	১
শ্রীযুক্ত হ, প, ফর্সটর সাহেব কৃত ইংরাজি ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক রচনা	১
শ্রীযুক্ত ম, উ, উলস্টন্ সাহেব কৃত ইংরাজি ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ	১
শ্রীযুক্ত বেন্টলি সাহেব কৃত হিন্দুদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যা	১
ইংরাজি ভাষাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন কালিক বিদ্যা বিষয়	১

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সহিত মুল উপনিষৎ	১
ভগবদ্গীতা	১
রামগীতা	১
ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি ষোড়শ ব্যাখ্যান	১
ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠব্যাখ্যান	১
হিতবোধ	১
অবতরণিকা	২
পাষণ্ডপীড়ন	১
পথ্য প্রদান	১
শারীরিক ভাষ্য	১
উপাসনা বিষয়ে ষট সপ্ততি ব্যাখ্যান	১
ঐ উনসপ্ততি ব্যাখ্যান	১
ঐ অষ্টনবতি ব্যাখ্যান	১
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাস	১
ব্রহ্মবিষয়ক গীত পুস্তক	১
রামমোহন রায় কৃত ধর্ম্ম বিষয়ে বাঙ্গালাগ্রন্থ ও পারসীক গ্রন্থ	১
পারসীক ভাষাতে দেওয়ান হাফেজ	১
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত ইংরাজি ভাষাতে কতিপয় উপনিষদাদির অনুবাদ	১
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত ইংরাজি ভাষাতে কতিপয় উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান প্রভৃতির অনুবাদ	১
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের হিতোপদেশ তাৎপর্য্য	১
শ্রীযুক্ত উইলকিন্স সাহেব কৃত ইংরাজি ভাষাতে ভগবদ্গীতার অনুবাদ	১

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১
বিদ্যাদর্শন	১

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

ইংরাজি ভাষাতে ব্রিজওয়াটর ট্রিটিজ নামক গ্রন্থের নবম সংখ্যা	১

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা

গত ১৪ মাঘ দিবসীয় বিশেষ সভার আদেশ অনুসারে গত মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব সকল বিচার জন্য আগামি ১১ ফাল্গুণ সোমবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্তরমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক।

গত মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত প্রস্তাব।

১—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবেতনভুক্ সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল পত্রিকার কর্ম্ম ও অন্য অন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে নিযুক্ত থাকেন।

২—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে মহাশয়কে অবেতনভুক্ ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা যায়।

৩—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বিষয়ে বিবেচনা হয়।

৪—বর্ত্তমান শকের নিয়ম পত্রের ১ এবং ৩৩ সংখ্যক নিয়ম বিচারিত হয়।

৫—সভা হইতে ব্রাহ্মসমাজে মাসিক ধন দানের বিষয় বিচারিত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ সভা
১১ পৌষ ১৭৬৮ শক

শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ন মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি হইলেন।

অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবিত এক জন অবেতনভুক্ ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণ বিষয়ের বিচার অদ্যকার সভায় উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এই প্রস্তাব করিলেন যে সভার কর্ম্ম অত্যন্ত বাহুল্য হওয়াতে সহকারি সম্পাদকের যে সমুদয় কর্ম্ম তাহা এইক্ষণে আমার দ্বারা উপযুক্ত মত সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পত্রিকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্যই সমুদয় সময় ক্ষেপ হয়। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভার সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য আমার পরিবর্ত্তে অন্য এক জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে এই প্রস্তাব করিলেন যে এক জন অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের পোষকতায় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে সভার প্রথম সংখ্যক নিয়ম পুনর্ব্বার বিচারিত হয়।

শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার পাণির পোষকতায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে আশী টাকা পর্য্যন্ত প্রতি মাসে কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্য নিমিত্তে তথাকার উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে সভার ধন হইতে দেওয়া যাইবেক।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পোষকতায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন যে পরলোক বাসী শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনাবধি আপনার জীবিতাবস্থা পর্য্যন্ত তাহার তাবৎ কার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্তে প্রতি মাসে আশী টাকা দান করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার লোকান্তর গমনে সভার পক্ষে বিশেষ হানির বিষয় হইয়াছে। অতএব ঐ মহোপকারি মৃত মহাত্মার এই মহৎ কার্য্যে বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ করা যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করিলেন যে ১৭৬৮ শকের নিয়ম পত্রের ৩৩ সংখ্যক নিয়ম রহিত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীশ্রীধর বিদ্যারত্ন।
সভাপতি।

বিশেষ সভা
১৪ মাঘ ১৭৬৮ শক

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি হইলেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে যে সকল প্রস্তাব গত পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে তাহা নিয়মানুসারে হয় নাই, অতএব আমার প্রস্তাব যে উক্ত প্রস্তাব সকল আগামি ১১ ফাল্গুণ সোমবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভায় বিচারিত হয়।

ইহাতে সভাস্থ সভ্যদিগের সম্মতি হইল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
সভাপতি।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ যাহা সন্ধ্যা কালে হইত এইক্ষণে তাহা প্রাতে সূর্য্যোদয় পরে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং
চতুর্থভাগ
৪৪ সংখ্যা
১ চৈত্র ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

১ পরমেশ্বরের সংহার গুণের কল্পিত অবয়ব শিবের উপাসক যাঁহারা তাঁহারা শৈব নামে খ্যাত হয়েন। শক্তি উপাসকদিগের ন্যায় ইহারাও বিশেষ বিশেষ বীজ মন্ত্রে উপদিষ্ট হয়েন। একাক্ষর মন্ত্র যথা হৌঁ। ত্র্যক্ষর মন্ত্র যথা ওঁ জুঁ সঃ ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয়াত্মক মন্ত্র। ‘উ ফট্’ ইহার নাম চণ্ড মন্ত্র। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যথা ‘নমঃ শিবায়।’ ষষ্ঠাক্ষর মন্ত্র যথা ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ অষ্টাক্ষরমন্ত্র যথা ‘হ্রীঁ ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ।’ এই প্রকার বিংশতি অক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র আছে, এবং মন্ত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ ধ্যানাদি উপাসনার পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে। তাহা কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসারে এবং অন্য অন্য তন্ত্র সংগ্রহে বিস্তারিত আছে। বিভূতি লেপন* এবং রুদ্রাক্ষ ধারণ† শিবোপাসনার বিশেষ অনুষ্ঠান, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে ঈশ্বরের এই প্রকার মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমানসাবেতি জটালমৌলি-
র্ব্যাঘ্রত্বগালম্বিতমধ্যভাগঃ।
বিভূতিসংভূষিতভাস্বদঙ্গো-
রুদ্রাক্ষমালাকলিতোর্দ্ধদেহঃ॥
বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।

জটাযুক্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধায়ি, বিভূতি দ্বারা ভূষিত এবং উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট, এবং শরীরের ঊর্দ্ধভাগে রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত এই শ্রীমান্ পুরুষ আগমন করিতেছেন।

সুরা সেবন যেরূপ বীরাচারি শক্তি উপাসনার অঙ্গ, সম্বিদা* সেবন তদ্রূপ শিব উপাসনার সাধন হইয়াছে। সাধক তাহা মন্ত্র পূত করিয়া উল্লাস চিত্তে ধ্যান ও স্তুতি পূর্ব্বক পান করিবেক।

দণ্ডাধিরূঢ়পরিপূরিতমোক্ষভোগা-
মিন্দুপ্রসন্নবদনাং জয়দানশীলাং।
আরাধয়ামি বহুশত্রুপরাজয়িত্রীং॥
বিশ্বেশ্বরীং ত্রিভুবনে বিজয়েতি দেবীং।
প্রাণতোষিণী।

দণ্ডারূঢ়া, মোক্ষ এবং ভোগ উভয়েতে পরিপূর্ণা, চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন বদনা, জয়দানশীলা, বহু শত্রু পরাজয়কর্ত্রী, বিশ্বের ঈশ্বরী, এবং ত্রিভুবনে বিজয়া নামে বিখ্যাতা যে দেবী তাঁহাকে আরাধনা করি।—

কলয়তি কবিতাং মহতী কুরুতে স্বার্থ-
দর্শনং পুংসাং। অপহরতি দুরিতনিলয়ং
কিং কিং ন করোতি সম্বিদুল্লাসঃ॥
প্রাণতোষিণী।

* ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে মাইশোর দেশের মধ্যে মহেশ্বর বেট্ট নামক পর্ব্বতে এক প্রকার শ্বেত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হয় যাহা তত্রস্থ শৈবেরা বিভূতির পরিবর্ত্তে ধারণ করেন।—Buch, Mysore. Vol 2. P. 43.

† শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যোনরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥
যোগসারে।

শিখাতে, হস্তদ্বয়ে, কণ্ঠে এবং কর্ণদ্বয়ে যে মনুষ্য ভক্তি পূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হয়েন।

* প্রচলিত বাঙ্গলা ভাষাতে ইহাকে সিদ্ধি বলে, ইহার অন্য এক নাম বিজয়া।

সম্বিদুল্লাস দ্বারা মহতী কবিতা রচনা হয়, পুরুষদিগের স্বার্থ দর্শন হয়, পাপ সমুহ ক্ষয় হয়, অতএব তদ্দ্বারা কি না হইয়া থাকে ?

জল-মিশ্রিত বিজয়ার ন্যায় বিজয়াধূম* পানও শৈবদিগের এক প্রধান অনুষ্ঠান।

অনেন মনুনানেন বিজয়াধূমশোধনং।
শোধয়িত্বা পিবেদ্ধূমং ন দোষোবিদ্যতে
হর। মন্ত্রস্তু ক্ষ্রোঁ ক্ষ্রোঁ ক্ষ্রোঁ॥
প্রাণতোষিণী।

ক্ষ্রোঁ, ক্ষ্রোঁ, ক্ষ্রোঁ এই মন্ত্র দ্বারা বিজয়া ধূম শোধন পূর্ব্বক পান করিবেক, হে হর! তাহাতে দোষ নাই।

এদেশে বিশেষতঃ গৃহস্থের মধ্যে শিবোপাসক প্রায় প্রাপ্ত হয় না। দক্ষিণে দ্রাবিড় আদি দেশে এবং পশ্চিমে রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যেতে এই ধর্ম্মাবলম্বি অনেক গৃহস্থ আছেন। রাজস্থানের অন্তঃপাতি মেওয়ার অ-দেশীয় বৃত্তান্ত অনুসারে বহুকাল পূর্ব্বেও শিবোপাসনাই তত্রস্থ রাজপরিবারের ধর্ম্ম ছিল। ইহার স্থানে স্থানে অতি আশ্চর্য্য শিব মন্দির ও শিবলিঙ্গ সকল স্থাপিত আছে। একলিঙ্গ নামক শিবের এক মহান্ মন্দির বিদ্যমান আছে, তাহা শ্বেত প্রস্তরে রচিত, এবং যে প্রকার চিত্র বিচিত্র কার্য্য তাহাতে আছে তাহা ব্যক্ত করা যায় না†। মেওয়ারের পশ্চিম ভাগে শিরোহি প্রদেশস্থ অর্ব্বুদ পর্ব্বত বহুল শিব মন্দির দ্বারা খচিত রহিয়াছে, তাহা হইতে কতক গুলি খোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্বৎ ৭২৭ অবধি ১৮৭৭ পর্য্যন্ত ১১৫০ বৎসরের অনেক লিপিতে শৈব রাজা প্রভৃতির বিবরণ আছে। যাঁহারা শিবভক্ত ছিলেন ও শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং শিব মন্দির সকল নির্ম্মাণ ও প্রতীকার করিয়াছেন‡। অতএব এ প্রমাণ অনুসারে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বাবধি সেখানে শৈবধর্ম্ম প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশীয় গৃহস্থের মধ্যে পৃথক শিবোপাসক প্রায় নাই, তবে শক্তি উপাসকেরা ভূতপতি শিবের অর্চ্চনা ও শিবব্রত সকল পালন করিয়া থাকেন।

আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃপরং।
নতুবা মুত্রবৎ সর্ব্বং গঙ্গাতোয়ং ভবেদ্যদি॥
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।
প্রাণতোষিণীধৃততোড়লতন্ত্রবচনং॥

অগ্রে শিবপূজা পরে শক্তি পূজা করিবেক, নতুবা গঙ্গা জল হইলেও সমুদয় পূজার সামগ্রী মুত্রবৎ হয়। অতএব হে মহেশানি! অগ্রে লিঙ্গ পূজা করিবেক।

ফলতঃ শৈবের মধ্যে সন্ন্যাসিই অনেক; তন্মধ্যে শৈবযোগি এক প্রধান সম্প্রদায়। এইক্ষণকার শৈব কণফট যোগিরা বিশেষতঃ পশ্চিম প্রদেশে বহু সংখ্যাতে দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা কর্ণদেশে ছিদ্র করিয়া তাহাতে চক্রাকার প্রস্তর খণ্ড ধারণ করেন, এবং তাহা শিবের কুণ্ডল বলিয়া ব্যক্ত করেন। হিন্দী ভাষাতে কাণ্ শব্দে কর্ণ এবং ফট্ শব্দে ছিদ্র, এই হেতু হিন্দী ভাষা অনুসারে ইহাঁরা কণফট্ যোগি নামে খ্যাত হয়েন। গোরক্ষপুরে এই সম্প্রদায়িদিগের এক মন্দির নির্ম্মাণ হয়, আলাউদ্দীন নামক মোসলমান যিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তিনি তাহা ভ্রষ্ট করিয়া মসীদ করেন। কিয়ৎ কাল পরে গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়িরা ঐক্য পূর্ব্বক তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য স্থানে পুনর্ব্বার এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু অরঙ্গজেব যিনি ১৮৯ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর রাজত্ব পদে অভিষিক্ত হয়েন, তিনি তাহাও মোসলমান উপাসনার স্থান করিলেন। তদনন্তর বুদ্ধনাথ পুনর্ব্বার অন্য স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহার সান্নিধ্য দক্ষিণ পার্শ্বে পশুপতিনাথ, মহাদেব, এবং হনুমানের মন্দির স্থাপিত আছে*।

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয় সংহিতা, এবং গোরক্ষ সংহিতাতে ইহাঁরদিগের সাধ্য হঠযোগের বিবরণ করিয়াছেন, এই সকল গ্রন্থে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গের বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থ সহজানন্দচিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের কৃত, তাহায় চারি উপদেশ। প্রথম উপদেশে প্রথমতঃ প্রধান প্রধান হঠযোগির নাম, ব্যক্ত

* অর্থাৎ গাঞ্জা।
† Todd's Rajasthan Vol. I.
‡ A. R. Vol. 16. P. 284.

* A. R. Vol. 17. P. 191.

করিয়াছেন, পরে যোগ সাধক এবং তাহার প্রতিবন্ধক ক্রিয়া সকলের বিবরণ করিয়াছেন, তদনন্তর যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এই চারি প্রকার যোগাঙ্গ, যোগের অধিকার, এবং যোগিদিগের ভোজনের নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উপদেশে ধৌতী, বস্তী প্রভৃতি ষট্ কর্ম্ম এবং নানা প্রকার কুম্ভকের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় উপদেশে দশ প্রকার মুদ্রার বৃত্তান্ত বলিয়াছেন, এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধি প্রভৃতি ও নানা প্রকার সিদ্ধাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। দত্তাত্রেয় সংহিতা দত্তাত্রেয় ভাষিত বলিয়া খ্যাত আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এবং ভাগবত পুরাণে দত্তাত্রেয়কে অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র বিষ্ণু অবতার বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং পরম যোগী ছিলেন ও যোগ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রহ্লাদাদির গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন*। তাঁহার প্রণীত সংহিতাতে প্রথমতঃ মন্ত্রযোগ অর্থাৎ মাতৃকান্যাসাদি পূর্ব্বক কেবল মন্ত্র জপ দ্বারা যে যোগ কৃত হয় তাহার বিধান করিয়া তাহার অধমত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন†। তদনন্তর লয় যোগের উল্লেখ পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, মৃত্যুঞ্জয় ধ্যান প্রভৃতি সঙ্কেত তাহার অঙ্গ রূপে উক্ত করিয়াছেন, তদনন্তর প্রণালী ক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের বিস্তারিত বিবরণ করিয়াছেন। গোরক্ষ সংহিতাতে গুরু গোরক্ষের উপদিষ্ট যোগ প্রকরণ বিস্তারিত আছে। কণ্ফট্ যোগিরা গোরক্ষনাথকে শিবাবতার রূপে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রণীত হঠযোগ অভ্যাস করেন। হিন্দী ভাষাতে কবীর এবং গোরক্ষনাথের এক কথোপকথন আছে, সেই গ্রন্থে তিনি কহেন যে

আদিনাথকে নাতী মচ্ছন্দ্রনাথকে পূত।
মৈঁ যোগী গোরখ অবধূত॥

আমি গোরক্ষ নামক অবধূত যোগী, আমি মচ্ছন্দ্রনাথের পুত্র এবং আদিনাথের পৌত্র।

আবুল্ফজল্ তাঁহার কৃত আইন আকবরি গ্রন্থে অযোধ্যার বৃত্তান্তে লেখেন যে দিল্লীর অধিপতি সুল্তান সেকন্দর লোডি যিনি ৩৫৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন* তাঁহার রাজত্ব কালে কবীর বর্ত্তমান ছিলেন। ভক্তমালেতেও সুল্তান সেকন্দরের সহিত কবীরের সাক্ষাৎ হইবার ইতিহাস আছে। অতএব কবীরের সমকাল বিদ্যমান কণ্ফট্ যোগিদিগের গুরু গোরক্ষনাথও ন্যূনাধিক ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কবীর গোরক্ষনাথের কথোপকথনের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরক্ষনাথের পিতা ছিলেন। শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব স্বীয় সংগৃহীত হিন্দুদিগের উপাসনা বিষয়ক বিবরণে‡ লিখিয়াছেন যে হঠপ্রদীপিকা অনুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে পরম্পার পঞ্চশিষ্যের পরে গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন¶। কিন্তু তিনি যে বচনানুসারে এই উক্তি করেন তাহার এ তাৎপর্য্য নহে, সে বচনে কেবল কতিপয় প্রধান যোগির নাম মাত্র উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা পরম্পরা

* ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোনসূয়য়া।
আন্বিক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্যউচিবান্॥
ভাগবতে ১ স্কন্ধ ৩ অধ্যায়।

অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয় তিনি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার। তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্ম বিদ্যা দিয়াছিলেন।

মুনিপুত্রবৃতোযোগী দত্তাত্রেয়োস্ত্যসঙ্গতাং।
অভীপ্সমানঃ সরসি নিমমজ্জ চিরং বিভুঃ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণে।

মুনি পুত্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বিভু দত্তাত্রেয় যোগী সঙ্গ পরিত্যাগের ইচ্ছা পূর্ব্বক বহু কালের জন্য সরোবরে মগ্ন হইয়াছিলেন।

† মন্ত্রযোগোহি যঃ প্রোক্তোযোগানামধমঃস্মৃতঃ।
দত্তাত্রেয় সংহিতা।

এই উক্ত যে মন্ত্রযোগ, তাহা সকল যোগের অধম।

* W. C. Taylor's History of British India P. 88.
‡ তাঁহার কৃত এই বিবরণে হিন্দু উপাসকদিগের বিষয়ে অনেক সংগ্রহ হইয়াছে। তাহা হইতে অনেক সন্ধান প্রাপ্তি পূর্ব্বক এই যোগিদিগের বিষয়ে এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত অনেক হিন্দু উপাসকদিগের বিষয়ে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, এবং পরেও তাহা হইতে এবিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিব।
¶ A. R. Vol. 17. P. 190.

প্রণালীক্রমে শিষ্য ছিলেন কি না, তাহার কোন বাষ্পও তাহাতে নাই। পাতাঞ্জলি খিত সেই বচন পাঠ করিলেই তাহা বোধ হইবে।

শ্রীআদিনাথমৎস্যেন্দ্রসারদানন্দভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গীমীনগোরক্ষবিরূপাক্ষবিলেশয়াঃ॥
মন্থানভৈরবোযোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী।
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী॥
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথোনিরঞ্জনঃ।
কাপালিবিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরোময়ঃ॥
অক্ষয়প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচুলী চ টিণ্টিনী।
ভল্লটির্নাগবোধশ্চ খণ্ডকাপালিকস্তথা॥
ইত্যাদয়োমহাসিদ্ধাহঠযোগপ্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি যে॥
হঠপ্রদীপিকা প্রথম উপদেশ।

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থানভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি, পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, অক্ষয়, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিণ্টিনী, ভল্লটি, নাগবোধ, খণ্ডকাপালিক, ইত্যাদি মহাসিদ্ধ ব্যক্তি সকল হঠযোগ প্রভাবে দ্বারা যমদণ্ডকে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

গোরক্ষ সংহিতা এই মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র গোরক্ষ গুরু প্রণীত বলিয়া খ্যাত আছে। তাহাতে হঠপ্রদীপিকা এবং দত্তাত্রেয় সংহিতার প্রণালী ক্রমে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিবরণ করিয়াছেন, এবং ষট্ চক্র সাধনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যোগের অষ্টাঙ্গ না লিখিয়া যম নিয়ম ভিন্ন কেবল ষড়ঙ্গ উক্ত করিয়াছেন*। দত্তাত্রেয় সংহিতাতে যোগের অষ্ট অঙ্গ বলিয়াছেন।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃপরং।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃস্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমউচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥

যম, নিয়ম, তৎপরে আসন, চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম, পঞ্চম অঙ্গ প্রত্যাহার, ষষ্ঠ অঙ্গ ধারণা, সপ্তম অঙ্গ ধ্যান এবং সকল পুণ্যদায়ক অষ্টম অঙ্গ সমাধি।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার, এবং শৌচ এই দশবিধ যম\[†\] বলিয়াছেন, আর তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম এই দশকে নিয়ম বলিয়া গণিয়াছেন। এই যোগিরা শিব পূজা করেন, এবং মস্তকে জটাধারণ ও অঙ্গেতে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন। ইহাঁরদিগের আহারের অতি কঠিন নিয়ম। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এই চারি প্রকার রস ও মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইহাঁরদিগের অপথ্য‡, এবং যব, গোধূম, ধান্য, এবং দুগ্ধ ও মধু প্রভৃতি ইহাঁরদিগের সুপথ্য¶। আর স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ ইহাঁরদিগের অন্তরঙ্গ সাধন।

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃক্ষয়োবিন্দুহীনাদসামর্থঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্যং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গস্য সিদ্ধিঃস্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ।
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

স্ত্রী সঙ্গ করিলে বিন্দু ক্ষয় হয়, এবং বিন্দু ক্ষয় হইলে আয়ু নাশ হয়, অতএব যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রীদিগের সঙ্গ ত্যাগ অভ্যাস করিবেক। বিন্দু ধারণ দ্বারা সতত যোগিদিগের অঙ্গ সিদ্ধি হয়।

যোগিরা যদিও বিবাহ না করেন, তথাপি ধনাধিকার প্রভৃতি বিষয় ব্যাপারে অনেকে প্রবৃত্ত হয়েন। ত্রিবেণীর পশ্চিমে ন্যূনাধিক চারি কোশ দূরে মহানাদ নামক গ্রামে এক যোগি রাজার নিবাস আছে; তিনি কনফট্ যোগী। তাঁহার অধিকারে অনেক ভূমি ও অন্য অন্য সম্পত্তি আছে। অনেক শিষ্য তাঁহার আছে, তাহারাই তাঁহার পরিবার। তিনি

---

* আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি, যোগের এই ষড়ঙ্গ বলেন।

† অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জবং।
ক্ষমাধৃতির্ম্মিতাহারঃশৌচং চেতি যমাদশ॥
তপঃ সন্তোষআস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপোহুতং॥
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
হঠপ্রদীপিকা প্রথম উপদেশ।

‡ কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাকসৌবীরতৈল তিলসর্ষপমৎস্যমদ্যাঃ। অজাদিমাংসদধিতক্র কুলত্থকোলপিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥
হঠপ্রদীপিকা।

কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ, উষ্ণ, হরীত শাক, সৌবীর, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, অজাদি মাংস, দধি, তক্র, কুলত্থ, বরাহমাংস, পিণ্যাক, হিঙ্গু, লসুনাদি দ্রব্য যোগিদিগের অপথ্য।

¶ গোধূমশালিযবষষ্টিকশোভনান্নং।
ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতামধূনি॥
শুণ্ঠীকপোলকফলাদিকপঞ্চশাকং।
মুদ্গাদিদিব্যমুদকঞ্চ যমীন্দ্রপথ্যং॥
হঠপ্রদীপিকা।

গোধূম, শালিধান্য, যব, ষষ্টিক ধান্য, এবং শুণ্ঠী, কপোলক ফল, পঞ্চশাক, মুদ্গ প্রভৃতি এবং উত্তম জল এই সকল যোগির পথ্য।

স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তং।
সম্যগ্গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ্ঝিতং॥
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরচিতং প্রাকারসম্বেষ্টিতং।
প্রোক্তংযোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥
হঠপ্রদীপিকা।

স্বল্প দ্বার বিশিষ্ট, রন্ধ্রহীন গর্ত্তযুক্ত, পরিমিত দীর্ঘ, সম্যক্ রূপে গোময় লিপ্ত ও পরিষ্কৃত, এবং নিঃশেষ রূপে যোগ-বাধক দ্রব্য বিহীন, হইবেক। আর বাহ্যেতে মণ্ডপ, কূপ, ও বেদি রচিত হইবেক, এবং প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত থাকিবেক, এই প্রকার যোগ মঠের লক্ষণ সিদ্ধ হঠযোগিরা বলিয়াছেন।

এই স্থানকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিয়া এবং সুগন্ধ দ্বারা সুবাসিত* করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবেক। এই উপবেশনের নানা প্রকার কৌশল আছে তাহা আসন শব্দে উক্ত হইয়াছে। এই আসন চতুরশীতি প্রকার, তন্মধ্যে পদ্মাসনের অভ্যাসই সামান্যতঃ অনেকে করিয়া থাকেন, এবং দত্তাত্রেয় সংহিতাতে পদ্মাসনকেই শ্রেষ্ঠ আসন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন†। যোগী আসনারূঢ় হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি বিস্তার পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন।

বামোরুপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথাপ্যন্যোরুপরি তস্য বন্ধনবিধৌ ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং। অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে বিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েদেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাংপদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥
গোরক্ষসংহিতা।

বাম উরূপরি দক্ষিণ পাদ ও দক্ষিণ উরূপরি বাম পাদ সংস্থাপন করিয়া এবং পশ্চাৎ ভাগ দিয়া বন্ধন বিধি ক্রমে দুই হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া হৃদয়ে চিবুক স্থাপন পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিবেক। যতিদিগের এই ব্যাধিনাশক পদ্মাসন উক্ত হয়।

প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেক অর্থাৎ নাসিকার দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করিবেক, ধারণ করিবেক এবং রেচন করিবেক। ইহার বিশেষ বিশেষ কাল, সংখ্যা এবং প্রকার উক্ত গ্রন্থ সকলে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। ইহার প্রথম অভ্যাস কালে কেবল দুগ্ধ ও জল পান করিয়া থাকিবেক।

---

* এই বশিষ্ঠ গঙ্গা, এবং শিবস্থাপন এই গ্রামের মহানাদ নাম বিষয়ে এই আশ্চর্য্য জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে সে স্থানে এক দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল তাহা দ্বারা সেই শঙ্খের মহানাদ হয়, সেই নাদ শ্রবণ করিয়া সকল দেবতারা সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহারদিগের আগমন প্রযুক্ত তথায় জটেশ্বর শিব এবং বশিষ্ঠ গঙ্গা হইলেন, এবং ঐ মহানাদ হওয়াতে সে স্থানের মহানাদ নাম রাখিলেন।

† Todd's Rajasthan Vol. 1.

* দিনে দিনেষু সংসৃষ্টং সম্মার্জন্যাপ্যতন্দ্রিতঃ।
বাসিতঞ্চ সুগন্ধেন ধূপিতং গুগ্গুলাদিভিঃ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

অলস শূন্য হইয়া প্রতি দিন সম্মার্জনী দ্বারা মঠ পরিষ্কৃত করিবেক, এবং ধূপ, গুগ্গুল ও অন্য অন্য সুগন্ধ দ্বারা বাসিত করিবেক।

† কিন্তু হঠপ্রদীপিকাতে সিদ্ধাসনকে শ্রেষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন। পদ্মাসন এবং অন্য অন্য আসনের মতান্তরে নানা প্রকার বর্ণনা আছে।

অভ্যাসকালে প্রথমে শস্তং ক্ষীরাজ্যভোজনং।
ততোঽভ্যাসে দৃঢ়ীভূতে ন তাদৃঙ্নিয়মগ্রহঃ॥
হঠপ্রদীপিকা দ্বিতীয়োপদেশে।

প্রথম অভ্যাস কালে দুগ্ধ ও জল পান প্রশস্ত, দৃঢ় অভ্যাস হইলে এনিয়ম নাই।

প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অঙ্গ যে কুম্ভক তাহা অনুষ্ঠান ভেদে শীতলী, শীৎকার প্রভৃতি নানা সংজ্ঞাতে উক্ত হয়।

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ কুম্ভকাদনু।
শনৈস্তু ঘ্রাণরন্ধ্রাভ্যাং রেচয়েদনিলং সুধীঃ॥
গুল্মপ্লীহাদিকান্ দোষান্ জ্বরং রেতঃক্ষয়ং ক্ষুধাং
তৃষাঞ্চ শীতলী নাম কুম্ভকোয়ং নিহন্তি হি॥
হঠপ্রদীপিকা দ্বিতীয়োপদেশে।

জিহ্বার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কুম্ভকা[নন্তর] করিয়া ধীর ব্যক্তি নাসিকা রন্ধ্র দ্বারা ক্রমশঃ বা[য়ু] নির্গত করিবেক। এই শীতলী নামক কুম্ভক গুল্ম প্লীহাদি, জ্বর, রেতঃক্ষয়, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নষ্ট করে।

এইরূপ যে কুম্ভক দ্বারা মুখমধ্যে এব[ং] নাসিকামধ্যে শীৎকার হয় ও বিজৃম্ভণ হ[য়] তাহার নাম শীৎকার কুম্ভক। যে কুম্ভ[ক] দ্বারা বায়ুপূরক কালে ভৃঙ্গ নাদ হয়, এব[ং] রেচক কালে ভৃঙ্গী নাদ হয়, তাহার না[ম] ভ্রামরী কুম্ভক। হঠপ্রদীপিকাতে এইপ্র[-] কার নানা কুম্ভকের বিবরণ করিয়া প[রে] লেখেন যে অভ্যাস দ্বারা রেচক পূরক বর্জি[ত] হইয়া কেবল কুম্ভক করিতে সমর্থ হয়[, সে] অবস্থাতে তাহার কিছু দুর্লভ থাকে না।

কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥
হঠপ্রদীপিকা।

রেচক পূরক বর্জ্জিত কেবল কুম্ভক সিদ্ধি যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না।

ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা সাধক আস[ন] হইতে উত্থান করিয়া শূন্যে স্থিতি করি[তে] সমর্থ হয়েন।

ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্ভূমিত্যাগশ্চ জায়তে।
পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে॥
নিরাধারোবিচিত্রং হি তদা সামর্থ্যমুদ্ভবেৎ।
অল্পং বা বহু বা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে ক্বচিৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

তাহা হইতে অধিকতর অভ্যাস দ্বারা ভূমি ত্যাগ হয়, সাধক পদ্মাসনে আরূঢ় হইয়া ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিতি করেন, তখন যোগী নিরাধার হইয়া বিচিত্র শক্তি লাভ করেন, এবং অল্প বা বহু ভোজন করিলে পীড়িত হয়েন না।

জনশ্রুতিতে কুম্ভক দ্বারা আসন উত্থাপন

[-]ন্যের অনেক [...] [-] বৎসর হইল মান্দ্রাজে শিশাল নামক এক জন দক্ষিণ দেশীয় যোগিকে এইরূপ আসন উত্থাপন করিতে হিন্দু ও ইংরাজ অনেকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি

[-]র শূন্যে থাকিত, কেবল পিত্তল দণ্ডে সংযুক্ত এবং দণ্ডের ন্যায় জড়িত মৃগচর্ম্মোপরি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মাত্র লগ্ন থাকিত, এবং সেই পিত্তল দণ্ড এক চতুষ্পাদ কাষ্ঠাসনোপরি বদ্ধ রহিত*। এই প্রকার আসনারূঢ় হইয়া চক্ষুর্দ্বয়কে অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্বক তিনি জপ করিতেন। আসন আরোহণ ও পরিত্যাগ কালে তাঁহার শিষ্যেরা

* যখন কাষ্ঠাসন ও চর্ম্মাদি আবৃত ছিল, তখন ইহাতে কিছু কৃত্রিম থাকিতে পারে।

তাঁহাকে কম্বল দ্বারা আবরণ করিত†। যোগিদিগের এই প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বৃত্তান্ত অনেক বার শ্রুত হইয়াছে। রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে এক জন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি যথেচ্ছা কাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল বেঞ্চুরা নামক এক জন ফরাশীশ ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা জন্য তাঁহাকে মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপিত করেন, এবং তিনি ও কাপ্তেন ওয়েড সাহেব তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্থান কালে দৃষ্টি করেন। তাহার এই সংক্ষেপ বিবরণ যথা; প্রথমে সেই যোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র এবং মুখ ভিন্ন অন্য অন্য শরীর দ্বার মধূচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম দ্বারা রুদ্ধ করিলেন, এবং এক পট্টের গোণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বদ্ধ হইলেন। তদনন্তর সেই বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে রণজিৎ

† The Saturday Magazine Vol. 1. P. 28.

মুদ্রি
মধ্যে
সে
তদ
জল
মা
ছি
সম্প
খন
তাঁ
মা
যা
হই
কো
নম
করি
তাঁ
মধ্যে
তি
হা
ব্যব
কা
ব্য
পু
মা
কে
আ
বে
তি
তি
আ

চেষ্টা দ্বারা তাঁহার কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গলাধঃ করণ হয়। পরেও অন্য লোকের উদ্যোগ কিন্তু কদাপি স্বেচ্ছাধীন কোন দ্রব্য ভোজন করিতেন না। সর্ব্বদা বাহ্য জ্ঞান শূন্য থাকিতেন। তাঁহার যোগ ভঙ্গ জন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তর গ্রেহাম সাহেব তাঁহার নাসিকারন্ধ্রের নিকট ... নিয়া নামক অতি উৎকট ইংরাজি

হয়, সাধ...
পূর্ব্বক স্থিতি
বিচিত্র শক্তি ল...
করিলে পীড়িত হ... ...orne's Court and Camp of P. 124.
জলপ্রভৃতিতে

হঠপ্রদীপিকা।

‡ ... অঙ্গুলি প্রস্থ এবং ... হস্ত দীর্ঘ বস্ত্র ... করিয়া গুরূপদিষ্ট পথ দ্বারা গ্রাস করিবেক ... তাহা নির্গত করিবেক, ইহা ... ধৌতি কর্ম্ম। এই ধৌতী কর্ম্ম দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফরোগ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার রোগ শান্তি হয়।

এই প্রকার নাসিকা দ্বারা সূত্র প্রবেশ করিয়া মুখ দ্বারা নির্গত করণের নাম নতী

‡ মহাপুরুষের এই যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত অতি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কর্ম্ম। নিশ্চল দৃষ্টি হইয়া যে পর্য্যন্ত অশ্রুপাত না হয় সে পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম ত্রাটক কর্ম্ম। এই রূপ শরীর মধ্যে জল পূরণ, বায়ু পূরণ ও তাহারদিগের নির্গমন প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আদেশ করিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠান ভিন্ন বায়ু কতক গুলিন অঙ্গ ভঙ্গির অভ্যাস লিখিয়াছেন তাহার নাম মুদ্রা।

অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

কপাল বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে ব্যাবৃত্ত করিয়া বদ্ধ করিবেক, এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিবেক। ইহার নাম খেচরী মুদ্রা।

অধঃশিরশ্চোর্দ্ধপাদঃ ক্ষণং স্যাৎ প্রথমে দিনে।
ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদধিকমভ্যাসেচ্চ দিনে দিনে॥
বলিতং পলিতং চৈব ষণ্মাসাৰ্দ্ধ বিনাশয়েৎ।
যামমাত্রন্তু যোনিত্যমভ্যসেৎ স তু কালজিৎ॥

হঠপ্রদীপিকা ৩ উপদেশ।

অধোভাগে মস্তক, এবং ঊর্দ্ধ দিকে পদ রাখিবেক। প্রথম দিনে এইরূপ ক্ষণকাল সাধন করিবেক, এবং তৎপরে দিন দিন অধিক অভ্যাস করিবেক। এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা বার্দ্ধক্যের চিহ্ন যে কেশের শুক্ল বর্ণ ও মাংস কুঞ্চন তাহা ছয় মাস মধ্যে নষ্ট হয়, এবং ৩প্রহর মাত্র যিনি এইরূপ অভ্যাস করেন তিনি মৃত্যুকে জয় করেন।

পরে প্রত্যাহারের বিবরণ লিখিয়াছেন।

কেবল কুম্ভক অনুষ্ঠান কালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিরস্ত করিবেক, এই প্রকার অনুষ্ঠানকে প্রত্যাহার শব্দে বলিয়াছেন।

একবারং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ কেবলকুম্ভকং।
প্রত্যাহারোহি এবং স্যাৎএবং কুর্য্যাহি যোগিনঃ॥
ইন্দ্রিয়াণিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোযৎ প্রত্যাহরতে স্ফুটং।
যোগী কুম্ভকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

প্রতিদিন একবার কেবল কুম্ভক করিবেক। ইহার নাম প্রত্যাহার। যোগিরা এপ্রকার অনুষ্ঠান করিবেন। যোগী কুম্ভক অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার করেন, এ নিমিত্তে ইহা প্রত্যাহার শব্দে উক্ত হয়।

ষট্চক্র ভেদ যোগিদিগের এক প্রধান সাধন * এবং হংস মন্ত্র জপ অতি অলৌকিক। কি প্রকার এই হংস মন্ত্র জপ হয় তাহা লিখিয়াছেন।

হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎপুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতি।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

গোরক্ষসংহিতা।

হং শব্দ করিয়া বায়ু বহির্গত হয়, এবং স শব্দ করিয়া পুনঃ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এই হংস হংস মন্ত্র জীব সর্ব্বদা জপ করেন, দিবা রাত্রিতে ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ হয়। এই অজপা নাম গায়ত্রী যোগিদিগের মোক্ষদায়িনী হয়, তাহার স্মরণ মাত্রে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

শরীর মধ্যে স্থান বিশেষে বায়ু ধারণের নাম ধারণা। এই ধারণা পঞ্চ প্রকার যথা পৃথিবী ধারণা, আম্ভসী ধারণা, আগ্নেয়ী ধারণা, বায়বী ধারণা এবং নভো ধারণা। পায়ুদেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পঞ্চ দণ্ড কাল বায়ু ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা। নাভি স্থানে যে বায়ু ধারণ তাহার নাম আম্ভসী ধারণা। নাভির ঊর্দ্ধ মণ্ডলে যে বায়ু ধারণ তাহার নাম আগ্নেয়ী ধারণা; হৃদয়ে যে বায়ু ধারণ তাহার নাম বায়বী ধারণা; ভ্রূমধ্য হইতে উপরি পর্য্যন্ত যে বায়ু ধারণ তাহার নাম নভো ধারণা। ইহাঁরদিগের বিশ্বাস এই যে পৃথিবী ধারণা দ্বারা পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আম্ভসী ধারণা দ্বারা জলেতে মৃত্যু হয় না, আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা দ্বারা কোন ভয় থাকে না, এবং নভো ধারণা দ্বারা কোন প্রকারে মৃত্যু হয় না। শরীর মধ্যে বায়ু সঞ্চালন এবং বায়ু ধারণাই যোগের আদ্যন্ত অনুষ্ঠান, গোরক্ষ দেবের অভিপ্রায়ে বায়ু স্থির না হইলে কিছুই স্থির হয় না, সুতরাং সিদ্ধি লাভও হয় না।

* ষট্চক্রের বৃত্তান্ত ৩৩ সংখ্যক পত্রিকাতে দেখিবেন।

* শরীর মধ্যে স্থান বিশেষে বায়ু ধারণা করা, বা কোন প্রকার অঙ্গ ভঙ্গির অভ্যাস করা, বা মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিতি করা, বা বাহ্য জ্ঞান শূন্য থাকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান এককালে অসম্ভব নহে; এইক্ষণে হস্ত সঞ্চালনের কৌশলাদি যাহাকে ইংরাজি ভাষাতে মেসমেরিজম্ বলে, তদ্দ্বারা লোককে এমত অচেতন করিতেছে যে তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিলেও চৈতন্য হয় না, কিন্তু এই সমুদয় অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেই যে সাধকের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এমত নহে, জ্ঞান মনের ধর্ম্ম, মনে তাহার আলোচনা ব্যতীত বৃদ্ধি হইতে পারে না।

মন্‌থীরেতে পবন্‌থীর পবন্‌থীরেতে বিন্দুথীর।
বিন্দুথীরেতে কন্দথীর বলে গোরখ দেব সকলথীর॥
হঠপ্রদীপিকাধৃতগোরক্ষবাক্য।

মন স্থির হইলে বায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলে বিন্দু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে কন্দ স্থির হয়, তাহা হইলে সকল স্থির হয়। ~~ইহা গোরক্ষনাথের বচন।~~

গজবাধিয়া রাজা পবনবাধিয়া যোগী।
ধান্যবাধিয়া গৃহস্থ বিন্দুবাধিয়া ভোগী॥
হঠপ্রদীপিকাধৃত নাথবাক্য।

রাজা গজের বাধ্য, যোগী বায়ুর বাধ্য, গৃহস্থ ধান্যের বাধ্য, আর ভোগী বিন্দুর বাধ্য।

~~তদনন্তর ধ্যানের অভ্যাস লিখিয়াছেন।~~

~~এই~~ ধ্যান দুই প্রকার, সগুণ অর্থাৎ ~~মূর্ত্তিমান~~ দেবতার ধ্যান, এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ধ্যান। সগুণ ধ্যান দ্বারা অণিমাদি সিদ্ধি ~~প্রাপ্ত হয়~~, আর নির্গুণ ধ্যান দ্বারা সমাধি যুক্ত হইয়া ~~যথেচ্ছা সর্ব্ব সামর্থ্য লব্ধ হয়।~~

সমভ্যসেত্তদা ধ্যানং ঘটিকাষষ্টিমেব চ।
বায়ুং নিরুধ্য তাংধ্যায়েৎ দেবতামিষ্টদায়িনীং॥
সগুণধ্যানমেতৎস্যাদণিমাদিসুখপ্রদং।
নির্গুণং খমিব ধ্যায়েন্মোক্ষমার্গে প্রবর্ত্ততে॥
নির্গুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সমভ্যসেৎ।
দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

তখন ষষ্টি দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবেক, বায়ু নিরোধ করিয়া ইষ্টদায়িনী দেবতার ধ্যান করিবেক। সগুণ দেবতার ধ্যান দ্বারা অণিমাদি সুখ লাভ হয়, আর আকাশের ন্যায় ব্যাপী নির্গুণ ধ্যান করিলে মোক্ষ পথে প্রবৃত্ত হয়। নির্গুণ ধ্যান সম্পন্ন হইলে অভ্যাস দ্বারা দ্বাদশ দিনে সমাধি প্রাপ্ত হয়।

~~তাঁহারদিগের এই বিশ্বাস যে~~ সমাধি ~~সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহ ত্যাগ বা দেহ সম্ভোগ আপনার ইচ্ছাধীন হয়;~~ যদি দেহ ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যথেচ্ছা সর্ব্বলোকে নানা সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে ~~পারেন~~।

সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়াদেবো ভূত্বা স্বর্গেপি সঞ্চরেৎ॥
মনুষ্যোবাপি যক্ষোবা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাদ্ভবেৎ।
সিংহোব্যাঘ্রোগজোবাপি স্যাদিচ্ছাতোন্যজন্মতঃ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

অণিমাদি * ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন, কদাচিৎ স্বেচ্ছাধীন দেবতা ~~হইয়া স্বর্গে~~ বিরাজ করেন, এবং অন্য রূপে যথা ইচ্ছা ক্ষণমাত্রে মনুষ্য, যক্ষ, সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী ~~হয়েন।~~

১ হঠযোগের এই যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত, ইহার বিশেষ বিবরণ হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকলে প্রাপ্ত হইবে। কণ্‌ফট্‌ যোগী ভিন্ন অন্য বহু প্রকার শৈব যোগি আছেন; মচ্ছেন্দ্রি যোগিরা গোরক্ষের পিতা মৎস্যেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য এক সম্প্রদায় যোগির নাম ভর্তৃহরি, তাঁহারা ভর্তৃহরিকে স্বীয় ~~মতের স্থাপন কর্ত্তা বলিয়া মান্য করেন।~~ শার্ঙ্গিহার যোগিরা শার্ঙ্গি লইয়া গান করতে ভ্রমণ করেন, এই হেতু তাঁহারদিগের নাম শার্ঙ্গিহার। ~~এতদ্ভিন্ন নানা যোগি~~ নানা বেশ ধারণ করিয়া ~~ভ্রমণ~~ করেন †। ~~কিন্তু~~ এইক্ষণে অন্য অন্য ধর্ম্মের ন্যায় যোগধর্ম্মও এক প্রকার প্রবঞ্চনার উপায় হইয়াছে। অনেকে আপন কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কিছু মাত্র করে না, কেবল ধর্ম্মচ্ছলে ভিক্ষা করিয়া পর্য্যটন করে, লোকের নিকটে মন্ত্র দ্বারা বা ঔষধ বিশেষ দ্বারা রোগ প্রতীকার করিতে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনা প্রভৃতি করিতে আপনারদিগকে সমর্থ জানায়, এবং তদ্দ্বারা ~~অজ্ঞানির~~ নিকট হইতে নানাচ্ছলে অর্থ আহরণ করিয়া থাকে। ইহারাই এই পশ্চাল্লিখিত বচন সকলের প্রতিপাদ্য ~~হইয়াছে।~~

মুণ্ডী চ দণ্ডধারী বা কষায়বসনোপি বা।
নারায়ণবদোবাপি জটিলোভস্মলেপনঃ॥
নমঃশিবায় বাচোবা বহ্বার্চাপূজকোপি বা।
ক্রিয়াহীনোথ বা ক্রূরঃ কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী, কষায় বর্ণ বস্ত্র, নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ কারী, জটাযুক্ত, ভস্মলিপ্ত, নমঃ শিবায় এই শব্দ উচ্চারণ কারী, বহু মূর্ত্তি পূজক, এই সকল লক্ষণ যুক্ত হইয়াও যদি ক্রূর হয়েন, বা যথা বিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না করেন, তবে কি ~~প্রকারে~~ সিদ্ধি ~~প্রাপ্ত হইবেন?~~

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতত্তু সাঙ্কৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেশধারিণঃ॥
অন্নপানবিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিলঃ।
উচ্চাবচৈর্ব্বিপ্রলম্ভৈর্যতস্তে অশনালবঃ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

হে সাঙ্কৃতি! যোগক্রিয়াই যোগ সিদ্ধির কারণ ইহা সত্য জানিবে। শিশ্নোদরের ~~জন্য~~ বেশধারি ব্যক্তির যোগ সিদ্ধি হয় না। এই প্রকার বেশধারিরা অন্ন পান বিহীন হইয়া লোক সকলকে বঞ্চনা করে, যেহেতু তাহারা নানা প্রকার বিসম্বাদ দ্বারা ভোজনাসক্ত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য যে প্রাচীন কালে পারসীক দেশে সিপাসিয়ান নামক এক উপাসক সম্প্রদায় ছিল, তাহারদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দুদিগের ন্যায় যোগানুষ্ঠান করিত। তাহারদিগের ৮৪ প্রকার আসন ও প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সকল অবিকল হিন্দু যোগিদিগের ন্যায় ছিল। পারসীক ভাষাতে দাবিস্তান্ নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম প্রকরণে তাহারদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত আছে যথা

نشستهانزد ایشان بسیار است
وانچه پسندیده وبرگزیده اند هشتاد وچهار
است وازان هم چهارده انتخاب نموده اند
وازان پنج برآورده اند وازپنج دو برگزیده اند
وچندی از جلسات سوید مروش وزز
دست افشار آورده ویکی ازانکه برگزیده اند
آنست که چهار زانو نشیند وپای راست
بر فراز ران چپ گذارد وپای چپ بربالای
ران راست ودست تها پس پشت برد
وبدست راست نر انگشت پای چپ گیرد
وازچپ شست پای راست وچشم
بر سر بینی بدارد واین جلسه را فرشین
خوانند وجوگیان هند پدم آسن گویند *

ইঁহারদিগের আসন অনেক প্রকার, তন্মধ্যে ৮৪ প্রকার উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ প্রকার, এবং ঐ চতুর্দ্দশ আসনের মধ্যে পঞ্চ প্রকার, এবং ঐ পঞ্চ প্রকার মধ্যে দুই প্রকার আসন উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই পশ্চাল্লিখিত আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যথা, আসন পিঁড়ি হইয়া বসিবেক, এবং দক্ষিণ পদ বামোরূপরি ও বাম পদ দক্ষিণ উরূপরি স্থাপন করিবেক, আর হস্ত দ্বয় পৃষ্ঠভাগে আনয়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ ও বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেক এবং নাসিকার উপরি ভাগে দৃষ্টি রাখিবেক। এই আসনকে তাহারা ফর্নশীন্ শব্দে বলে, এবং হিন্দু যোগিরা ইহাকে পদ্মাসন কহে।

এই প্রকার রেচক পূরকাদি প্রাণায়াম ও ষট্‌চক্র ভেদের সাধন পর্য্যন্ত তাহারা অনুষ্ঠান করিত।

سوراخ راست بینی را گرفته نام ایزد
ازیکی تا شانزده بشمارد ودر هنگام شمردن
دم بالا کشد پس هر دو سوراخ را گرفته
شصت وچهار بار نام ایزد را برد پس
ازان بیست ودو بار گوید وازسوراخ
راست بینی دم رها کند *

নিশ্বাস আকর্ষণ অর্থাৎ বায়ু পূরণ করত নাসিকার দক্ষিণ রন্ধ্র ধারণ করিয়া ষোড়শবার ঈশ্বরের নাম জপ করিবেক, তদনন্তর উভয় রন্ধ্র ধরিয়া ৬৪ বার জপ করিবেক, তৎপরে ২২ বার জপ করণ পূর্ব্বক দক্ষিণ রন্ধ্র দ্বারা বায়ু রেচন করিবেক।

* ইঁহারদিগের বিশ্বাস এই যে যোগ দ্বারা মহাদেব স্বীয় সাধককে এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য দান করেন যথা

অণিমালঘিমাব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতং॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দমালাবচনং।

সূক্ষ্মতা অর্থাৎ স্বীয় শরীরকে যথেচ্ছা সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, লঘুতা অর্থাৎ তাহাকে যথেচ্ছা লঘু করিবার ক্ষমতা, ব্যাপ্তি অর্থাৎ যত দূর হউক সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা, প্রাকাম্য অর্থাৎ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, মহিমা অর্থাৎ শরীরকে যথেচ্ছা স্থূল করিবার ক্ষমতা, ঈশিত্ব অর্থাৎ সকলকে শাসন করিবার ক্ষমতা, বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, এবং কামাবসায়িতা অর্থাৎ আপনার সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, এই অষ্ট ক্ষমতার নাম অষ্ট ঐশ্বর্য্য।

† যদিও এই প্রকার নানা যোগি দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাশীখণ্ডে একালে যোগ সাধনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে।

ন সিধ্যতি কলৌ যোগোন সিধ্যতি কলৌ তপঃ।
কাশীখণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে।

কলিতে যোগ সিদ্ধ হয় না, কলিতে তপ সিদ্ধ হয় না।

চঞ্চলেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ স্যাৎ কলিকল্মষজৃম্ভণাৎ।
অল্পায়ুঃস্যাত্তথানৃণাং ক্কেহ যোগমহোদয়ঃ॥
কাশীখণ্ডে ৪১ অধ্যায়ে।

কলিকালে পাপ ~~বৃদ্ধিহেতু~~ লোকের ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল হয়, এবং মনুষ্যদিগের অল্প আয়ু হয়, তখন যোগের উদয় কোথায়?

শরীরস্থ সপ্ত চক্রের স্থান যথা

اول نشستگاه دوم بالای نری سیوم
ناف چهارم دل صنوبری پنجم نای گلو
ششم میان دو ابرو هفتم تارک سر که
دم میان سر رسانیدن کار ستر کانست
وکسی که نفس دوم بدانجا رساند خلیفه
خدای گردد *

প্রথম পায়ুদেশ, দ্বিতীয় জঘন, তৃতীয় নাভি, চতুর্থ বক্ষ, পঞ্চম কণ্ঠদেশের অভ্যন্তর, ষষ্ঠ ভ্রূমধ্য, সপ্তম ব্রহ্মরন্ধ্র।

ফলতঃ প্রাচীন পারসীক জাতীয় এই সিপাসিয়ান লোকের ধর্ম্ম প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অনেক অংশে ঐক্য হয়। তাহারা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহের উপাসনা এবং অগ্নির উপাসনা করিত, এবং পুণ্য পাপ অনুসারে ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে যোনি ভ্রমণও মান্য করিত। ইহার অপেক্ষা সাদৃশ্যের অধিক চিহ্ন আর কি লিখিব, যে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য,শূদ্র চারি বর্ণও তাহারদিগের মধ্যে ছিল।

مه آباد مردم را منقسم بچهار قسم
گردانید نخست هیربدان و موبدان و زهاد
و علما که ایشان برای نگاهداشتن دین
و ضبط دو آیین اند و ایشان را برهمن
و برهمن خوانند یعنی به برهمنان می مانند که
ملایکه خو یه اند *

মহাবাদ মনুষ্যদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। অগ্নিহোত্রি ঋত্বিক্, জ্ঞানবান্ সূর্য্যোপাসক, এবং বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম রক্ষার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারদিগের নাম বর্হ্মাণ ও বর্হ্মন্ * অর্থাৎ দেব তুল্য।

قسم دوم خسروان و پهلوانان که
بکار جهانداری و حکومت و داد و منع ستم
می پردازند و ایشان را چتریان و چتر من
و چتری گفتند چه چتر بمعنی نشان و علامتی
است که عالیانرا باشد چتر سایه دار و سایبان
را نیز نامند و خلق در سایه این فرقه اند *

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজা ও যোদ্ধা যাঁহারা রাজ্য রক্ষা, নিয়ম প্রচার, বিচার কার্য্য এবং রাজ্যের উপদ্রব নিবারণে রত ছিলেন, তাঁহারদিগের নাম চত্রমান্, চত্রমন্ এবং চত্রি *। চত্রির অর্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের চিহ্ন, এবং ছায়াদায়ক ছত্রকেও চত্র কহা যায়; পৃথিবীস্থ লোক সকল ইঁহারদিগের আশ্রয়েতে স্থিতি করিয়াছেন।

و بخش سیم اهل زراعت و کشاورزان
و پیشه وران و هنرمندان و اهل صنعت اند
و ایشان را باس خوانند چه باس بسیار
را گویند این فرقه از جمیع فرق بسیار و بیشتر
باید که باشند و باس هم بمعنی آبادی و
معموریست آبادی از ایشانست *

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্প কর্ম্মের আশ্রয় যাহারা তাহারদিগের নাম বাস †। বাস অর্থ আধিক্য, এই শ্রেণীভুক্ত লোক অন্য শ্রেণী হইতে অধিক এ নিমিত্তে তাঁহারদিগের নাম বাস। বাস অর্থ ভূমিকর্ষণ ও প্রচুরতা,যাহা এই শ্রেণীর প্রতি নির্ভর করে।

و گروه چهارم برای هر گونه پیشکاری
و خدمت اند این فرقه را سودی و سودین
و سود نامیدند از ایشان سود و تن آسانی
و آسایش مردم را رسد *

চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত সকল প্রকার দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত যাহারা তাহারদিগের নাম সুদীন, সুদী এবং সুদ্ ‡। সূদ্ শব্দের অর্থ লভ্য, ইহারদিগের দ্বারা লভ্য, পরিশ্রমের লাঘব, এবং আরাম প্রাপ্তি হয়।

* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।

* অর্থাৎ ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয়; হিন্দী ভাষাতে ইহাকে ছত্রি উচ্চারণ করে। পারসীক ভাষাতে 'ছ' বর্ণ নাই সুতরাং তাহাতে চত্রি ব্যতীত ছত্রি উচ্চারণ হইতে পারে না।

† অর্থাৎ বৈশ্য।

‡ অর্থাৎ শূদ্র।

✓ গত মাসের জগদ্বন্ধু পত্রিকাতে "কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ" স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি লেখেন "যদি সকলের ত্রাণার্থ এক ব্যক্তির মনে সত্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রেরণ না করিয়া তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোকের মনে প্রেরণ করিতেন, তবে সকলে ঈশ্বর হইতে যথার্থ ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া অবশ্য নির্ম্মল চিত্ত ও ধার্ম্মিক হইত, অতএব জগদীশ্বর তাবল্লোকের ত্রাণার্থ যে কোন বিশেষ তপস্বি ঋষির মনে সত্য ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন তাহা কোন প্রকারে সম্ভবনীয় নহে। মনুষ্যকে পরিত্রাণ করা তাঁহার যদি যথার্থ অভিপ্রায় হইত তবে তিনি অবশ্য কোন উত্তম উপায় করিতেন, কারণ তিনি পরম জ্ঞানী হইয়া এমত বিষয় সিদ্ধ করণ কারণ যে সহজ উপায় ত্যাগ করিয়া কঠিন ও অসম্ভবনীয় উপায় করিবেন ইহা কি প্রকার যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে।"

"পরমেশ্বর এমত করিলেন না কেন" "এই রূপ করিলে ইহা অপেক্ষা ভাল হইত" ইত্যাদি বাক্য অতি অনুচিত, কারণ ঈশ্বরের কৌশল ও কল্পনার মধ্যে মনুষ্য কখন প্রবেশ হইতে পারেন না। "ঈশ্বর সত্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান কোন বিশেষ তপস্বি ঋষির মনে না প্রেরণ করিয়া সকল মনুষ্যের মনে এককালে উদয় করিয়া দিতে পারিতেন" যদি এমত প্রশ্ন করা যাইতে পারে, তবে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ঈশ্বর পৃথিবীকে পূর্ণ সুখের আলয় না করিয়া দুঃখের সৃষ্টি কোন কালেও কেন করিলেন? বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম যে সত্য এবং ঈশ্বর প্রণীত এমত বিশ্বাস শুদ্ধ চিত্তে পক্ষপাত শূন্য বুদ্ধির ব্যাপার দ্বারা অবশ্য স্ফূর্ত্তি পাইবেক। এইক্ষণে বৈদিক অর্থাৎ হিন্দু জাতির তাবৎ পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা এই রূপ প্রতীতি হইতেছে যে যিনি সৃষ্টির আদি মনুষ্য যাঁহাকে বেদান্তে ব্রহ্মা * নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে আমরা "বিশেষ তপস্বি ঋষি" বলিয়া উক্ত করিয়াছি, তাঁহার মনে সত্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছিলেন, কারণ সৃষ্টির আদি কালে আদি মনুষ্যকে এরূপ জ্ঞান প্রদত্ত হইলে তজ্জাত সকল মনুষ্য তাহা শ্রুতিরূপে ক্রমে প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনে সামান্যতঃ ধর্ম্ম জ্ঞানের সামর্থ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তি দ্বারা তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়, এ নিমিত্তে সকল কালে সকলের চিত্তে সমান রূপে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি থাকে না; অতএব বেদের আবশ্যক বোধ হইতেছে যে বেদের দ্বারা সম্যক্ রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, এবং বাল্যকালাবধি পুত্রাদিকে অভ্রান্ত রূপে ধর্ম্ম উপদেশ করা যায়। যখন বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজন হইল, তখন তাহা কি প্রকারে পরমেশ্বর মনুষ্যকে প্রকাশ করিতে পারেন? এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যকে যে প্রকার বাগিন্দ্রিয়াদি দ্বারা মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, পরমেশ্বর শরীরী নহেন, সুতরাং তদ্রূপে মনুষ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বেদ প্রকাশ করিতে পারেন না। যেরূপ তিনি হস্তপাদাদি ব্যাপার বিহীন হইয়া ইচ্ছা মাত্র অসৎ হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ ইচ্ছা মাত্র তিনি মনুষ্যের ইন্দ্রিয় দ্বারকে অপেক্ষা না করিয়া এককালে মনেতেই বেদ প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য মধ্যে জগদীশ্বর তাঁহার প্রথম সন্তানকে অবশ্য ইহলোক প্রাপ্য পূর্ণ আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সৃষ্টি কালেই সেই আনন্দের উপযোগি বল জ্ঞান ধর্ম্মাদি সমুদয় গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। কি অবস্থা হইলে পৃথিবী প্রাপ্য সমুদয় আনন্দ লাভ হয়, তাহা এই তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রাপ্ত হইতেছে।

যুবাস্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ আশিষ্ঠোদ্রঢ়িষ্ঠো-বলিষ্ঠঃ তস্যেয়ং পৃথিবীসর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণাস্যাৎ সএকোমানুষআনন্দঃ।

যুবা হইবেক, সাধু যুবা ও অধ্যায়ক হইবেক, এবং আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, ও বলিষ্ঠ হইবেক, এবং সর্ব্বধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী তাহারই হইবেক, এ প্রকার হইলে মনুষ্যের প্রাপ্য যত আনন্দ তাহা তাহার লাভ হয়।

এ প্রকার দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ পবিত্র চিত্ত সাধু যিনি ছিলেন, এবং যাঁহাকে বেদ প্রদান না করিলে তদ্দ্বারা সমুদয় মনুষ্য

* পরমেশ্বরের সৃষ্টি গুণকেও ব্রহ্মা শব্দে শ্রুতি বলিয়াছেন।

কৃতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না, তাঁহার পরিশুদ্ধ চিত্ত ব্যতীত বেদ গ্রহণের উপযুক্ত আর কে হইতে পারে? অতএব জগদীশ্বর প্রথম মনুষ্যের চিত্তেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা সমুদয় যুক্তি ও পুরাবৃত্তান্ত এবং স্বয়ং বেদের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এই প্রকার পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে ইহা শ্রুতি নামে খ্যাত হইল। পরে যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং ভাষারও প্রাচুর্য্য হইল, তখন ঋষি সকল সেই পরম্পরা গৃহীত বেদ ভাবকে শব্দ দ্বারা গদ্য পদ্যতে রচনা করিলেন, এবং কালে তাহা লিপিবদ্ধ হইল, অবশেষ বেদব্যাস বেদকে বিভক্ত করিয়া অন্য অন্য ঋষিকে প্রদান করিলেন। পক্ষপাত ও মোহ শূন্য হইয়া সেই বেদ ভাবকে আমরা আলোচনা করিলে যখন তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য সমুদয় বিষয় আমারদিগের বুদ্ধি নিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, তখন বেদ মধ্যে আমারদিগের বুদ্ধি সীমার অতীত সমুদয় ধর্ম্মও যে অখণ্ড রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রতি সংশয় কি?

এবিষয়ে এক প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যথা স্থানে প্রকাশ করা গেল।

সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদই যে এদেশের সর্ব্বোপরি প্রমাণ্য এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র ইহা কি স্মৃতিকার, কি দর্শনকার, কি অন্য অন্য শাস্ত্রকার সকলেই স্বতঃ সিদ্ধ সত্যের ন্যায় চিরকাল মান্য করিয়াছেন, এবং বেদ অনুযায়ি যে সকল বাক্য তাহাকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। স্মৃতি দর্শনাদি শাস্ত্র রচনার পূর্ব্বে বা পশ্চাতে বেদ প্রণীত কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার শিরোভাগ উপনিষৎ স্বরূপ বেদান্ত* প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা অধিকার বিশেষে আবহমান কাল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, এবং যদি ঈশ্বর করেন তবে তাবৎ ভবিষ্যৎ কালেও বেদ ধ্বনি দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হইবেক ও তৎ প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্য লোক কৃতার্থ হইবেক। বেদাতিরিক্ত অন্য বহু শাস্ত্র যদিও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু সে সমুদয়ের বাক্য সেই পর্য্যন্ত মান্য যে পর্য্যন্ত তাহা বৈদিক শাসনের অনুগামি হয়।

শ্রুতিপ্রামাণ্যতোবিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেতবৈ।
মনুঃ।

জ্ঞানি ব্যক্তি শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে স্বধর্ম্মে রত থাকিবেন।

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেবগরীয়সী।
জাবালঃ।

শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিই মান্য।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োয়াশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃস্মৃতাঃ॥
মনু ১২ অধ্যায়।

বেদ বিরুদ্ধ যে সকল স্মৃতি ও কুতর্ক্ক তৎ সমুদয় নিষ্ফল এবং নরকের কারণ বলিয়াছেন।

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানিকানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
মনু ১২ অধ্যায়।

অন্য অন্য বিবিধ শাস্ত্র যাহা উৎপন্ন হইতেছে ও নষ্ট হইতেছে, তাহা আধুনিক প্রযুক্ত নিষ্ফল ও মিথ্যা।

শাস্ত্র প্রমাণের এই প্রকার তারতম্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনন্যথা রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বেত্তারা পরস্পর বিবাদ স্থলে মাতৃ ক্রোড়ের ন্যায় পরাৎপর শ্রুতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইদানীন্তন শাস্ত্রের এই পরম তাৎপর্য্যকে বিস্মৃত হইয়া অনেকে বেদ পুরাণ তন্ত্র সমুদয়কেই সমান আদরে মান্য করেন—রাজার সহিত প্রজা এবং ভৃত্যকে তুল্য রূপে পূজা করেন। গত মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বেদান্ত দর্শন অপেক্ষা কোটি গুণ আদরণীয় বেদ অন্তর্গত উপনিষৎ স্বরূপ বেদান্ত ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপে যে উক্ত হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহারদিগের প্রতি কেহ কেহ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিরাগ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এ বিবেচনা করা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য ছিল যে মনুষ্যের বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সমুদয় দর্শন শাস্ত্র, অভ্রান্ত রূপে তাহা কি প্রকারে মান্য হইতে পারে? ইহাও তাঁহারদিগের বিবেচনা করা উচিত যে বেদান্ত দর্শনকে অখণ্ড রূপে মান্য করিলে মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি অন্য সকল দর্শনকে কেন না অখণ্ড রূপে মান্য করা যায়, যাহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরোধি? চির ভ্রান্ত স্বভাব মর্ত্ত্যলোক হইতে যাহা কিছু উৎপত্তি হইয়াছে, অখণ্ড রূপে তাহা কদাপি প্রমাণের যোগ্য নহে; অখণ্ড রূপে সর্ব্বোপরি এক বেদই মান্য। সেই বেদ অন্তর্গত উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম উপাসনা ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠেয় হইয়াছে।

*উপনিষৎ যে বেদান্ত বলিয়া খ্যাত আছে ইহা বলা বাহুল্য। চিরকালই ইহা প্রসিদ্ধ আছে; হেমচন্দ্র, মেদিনি প্রভৃতি অভিধানেও উক্ত দুই শব্দকে এক পর্য্যায়ে ধৃত করিয়াছেন যথা "বেদান্তঃস্যাদুপনিষদোঙ্কারপ্রণবৌ সমৌ।" হেমচন্দ্রঃ। "ভবেদুপনিষদ্ধর্ম্মে বেদান্তে বিজনে ত্রিয়াং।" মেদিনিঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

CHAPTER IV.

যএকোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১॥

1. The One colourless who, through power multipotent, dispenses impartial, requisites to many a coloured form, and through whose support the universe exists from first to last, is God. Let Him apply ourselves to salutary thoughts.

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২॥

2. He is in fire; He is in sun; He is in moon; He is in wind; He is in water. He is the Lord of subjects, Immaculate and Supreme.

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমারউত বা কুমারী।
ত্বংজীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩॥

3. Thou, *O God*, art in the female; thou in the male! Thou in the youth; thou in the virgin! Thou in the old man with his staff; thou in things born. Thy face is everywhere.

নীলঃ পতঙ্গোহরিতোলোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ৪॥

4. Thou art in the birds of colour blue! Thou art in the birds of colour yellow! Thou art in the birds with eyes of red! Thou art in *the cloud*, the womb of the lightning! Thou art in the seasons! Thou in the sea! O Thou without origin from whom had proceeded all worlds, *it is* Thou that dwellest Omnipresent in all!

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকোজুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ ৫॥

5. The One underived and adorable lies in the Energy unborn that creates, preserves and destroys—that creates many a creature endowed with form, He exerts this Energy, the cause of all enjoyments, *for purposes of creation.*

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥ ৬॥

6. Two birds, cohabitants and comrades, rest on the same tree. The one, among them tastes the fruits *thereof*; the other, fasting, *only* witnesses.

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ॥ ৭॥

7. *Though* dwelling in the same tree, the human soul oppressed, through tribulation moans dejected *but* when *it* sees the other, the All-Adorable God and His glory, it becomes destitute of sorrow.

ঋচোক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবাঅধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচাকরিষ্যতি যইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৮॥

8. In Him, the Undecaying and All-Excellent, who is known by the Vedas and who is *like* ether *circumambient*, all the celestial beings live. If one would not know Him, what will the *Vedas* do? They who have known Him as described in the *Vedas* are become all-satisfied.

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবোব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদাবদন্তি। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যোমায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ ৯॥

9. The possessor of Energy Divine has created the soul confined, and the universe: all things past, present and future, the *Vedas*, sacrifices, ritual observances, and all that the *Vedas* treat of.

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। অস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥১০॥

10. Know that the Power Divine is called Maya; and that He who is endowed with this Maya is God Supreme. This whole is full of His Essence.

যোযোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সচ বিচৈতি সর্ব্বং। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১॥

11. The One Splendid and Adorable who is in all and every source of generation, and in whom this whole lies pervaded, is the Legislator of all and the Conferror of all things good. He who knows Him attains tranquility great.

যোদেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপোরুদ্রোমহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১২॥

12. Let Him, the All-knowing Sovereign and Destroyer of the universe who has produced and illustrated the gods and is witnessing the soul that becomes born, apply ourselves to salutary thoughts

যোদেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশেস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈদেবায় হবিষাবিধেম॥১৩॥

13. *Instead of worshipping* Him who is the Sovereign of the gods and the Governor of all creatures* and by whom are all worlds upheld, to what god will I offer oblations?

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টার মনেকরূপং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৪ ॥

14. He who knows Him who is the creator of the universe, and though multiform, is the subtlest of the subtle and resides within the heart.—Him who alone encompasses the universe and is All-Goodness, attains tranquility great.

সএব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃসর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়োদেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥ ১৫ ॥

15. God in time *becomes* the Guardian of the world, the Sovereign of the universe, and the Dweller deep in all existences. He, who knows Him to whom the sacred sages and the gods devoted themselves, breaks through the bonds of death.

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৬ ॥

16. He, who is more fine than the cream of clarified butter, dwells deep in all existences. He, who knows the one All-Splendid who alone encompasses the universe and is Pure Goodness, breaks through all bonds.

এষদেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো যএতদ্বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি॥ ১৭॥

17. This splendid Being is the Architect of the universe. He is All-Great and lodges ever in the hearts of beings. He is exhibited to that mind which is free from doubts. They who know Him become immortal.

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিবএব কেবলঃ। তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥ ১৮ ॥

18. When there was neither day nor night, neither entity nor its privation, He was who is without darkness and is Pure Goodness alone. He is the Undecaying and the Homageable within the sun. From Him has issued Divine Knowledge ancient.

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥ ১৯॥

19. None can comprehend Him, neither they of the regions above nor those of the regions below, nor those of the regions intervenient. He has no image whose name is "THE ILLUSTRIOUS."

ন সংদৃশেতিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা হৃদিস্থং মনসাভিক্লৃপ্তো যএনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০ ॥

20. God is not susceptible of ocular perception, therefore none can perceive Him through vision. He is exhibited by the mind that lodges in a cavity. They who know Him who pervades that cavity, becomes immortal.

অজাতইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্পাহি নিত্যং॥ ২১॥

21. Some one fearful *at the miseries of the world* betakes himself to the Unborn, *saying* "Protect me, O God, with thy face of encouragement.

মা নস্তোকে তনয়ে মা নআয়ুষি মা নোগোষু মা নোঅশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নোরুদ্র ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃসদমি ত্বাহবামহে॥ ২২ ॥

22. "Destroy neither my children nor my grand-children, nor my longevity, nor my kine, nor my horses, nor my men, for I constantly offer Thee oblations, keeping myself pure and temperate."

ইতি চতুর্থাধ্যায়ঃ।

CHAPTER V.

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে অনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে। ক্ষরং অবিদ্যা হ্যমৃতন্তুবিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ ১ ॥

1. Knowledge and Ignorance† both exist through the *Being* Infinite, Profound, and Undecaying. Ignorance perishes; Knowledge becomes immortal. He who regulates both Ignorance and Knowledge, is God.

যোযোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকোবিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চপশ্যেৎ॥ ২ ॥

2. He the One, who dwells in all forms and every source of generation, created the all-conscious soul, nurtured it with intelligence, and still does supervise it.

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষদেবঃ। ভূয়ঃসৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥ ৩ ॥

3. The All-Resplendent, creating, with power *Almighty*, each and innumerable tissues *of causation* in this universe and destroying them *afterwards*, creates new principals and chiefs, *similar to those destroyed*, and then *again* sways supreme over all.

সর্ব্বাদিশঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্। এবং সদেবোভগবান্ বরেণ্যোযোনিঃস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৪ ॥

4. He, who, displaying all points of direction higher, lower, or lateral, shines like the sun, is God, the cause All-Endowed and All-Adorable. He the One dwells in things begotten by Himself.

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্যঃ। সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্যঃ॥ ৫ ॥

* Literally, bipeds and quadrupeds.

† It should be known that the terms "Knowledge" "Wisdom," "Ignorance," are invariably used in the Veds in a theological sense.

5. The Universal Progenitor who consummates nature and transmutes before consummation—the one who ordains all qualities and dwells in the whole universe, *is God*.

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিং। যে পূর্ব্বং দেবাঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতাবৈ বভূবুঃ॥ ৬ ॥

6. Brahmmá knew the Progenitor Supreme who is concealed deep in the *Upanishads*, the parts more inviolable of the Veds. Those celestials and sages who knew Him before, became immortal and full of Godhead.

গুণান্বয়োযঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্য তস্যৈব সচোপভোক্তা। সবিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৭ ॥

7. *The soul is that which is* endowed with passions and is the master of its actions, and the enjoyer of their effects. It assumes all forms, has three sorts of qualities, has three paths for its course, is the lord of life, and wanders according to its own deeds.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রোরবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতোযঃ। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেনচৈব আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোপি দৃষ্টঃ॥ ৮ ॥

8. It is of sunlike appearance, occupies a space within the body of a thumb, and is united to individual consciousness and volition. It is as the tip of a poniard, is manifested by the qualities of all understanding that is by its own, and is not super-excellent.

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯ ॥

9. Know this that if a hair's end be divided into hundred parts and one of those parts into another hundred, the soul is like any of the last hundred. It assumes *forms* infinite.

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন সরক্ষ্যতে॥ ১০ ॥

10. It is neither masculine, nor feminine, nor androgynal. The body it enters, it becomes united to.

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম। কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥ ১১ ॥

11. According to its actions, volitions, emotions, touches, and ocular perceptions, the soul enters forms in bodies which grow with food and drink.

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি। ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোপিদৃষ্টঃ॥ ১২ ॥

12. According to its own merits, the soul assumes forms gross or fine. He, the All-Excellent and the Observed *of the wise*, is the cause of its union with forms according to the merits of its own actions, that is, according to its own merits.

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৩ ॥

13. Knowing Him the one who is without origin, Infinite, Present in the world, Creator of the world, Multiform and the Encompasser of the universe, one becomes free from all bonds.

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবং।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুং॥ ১৪॥

14. They who know Him, the All-Good and the All-Splendid, who is perceived by the heart unsullied, who is bodiless, and who creates and destroys—creates through His own power,—shuffle off the body at once.

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

CHAPTER VI.

স্বভাবমেকে কবয়োবদন্তি কালন্তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। দেবস্যৈষমহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং॥ ১ ॥

1. Some, through infatuation, maintain Nature *to be the Cause supreme*, and others Time. *They know not that* His is the glory *conspicuous* in these worlds who makes the Wheel Universal revolve.

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ পৃথ্ব্যাপ্যতেজোনিলখানি চিন্ত্যং॥ ২ ॥

2. By whom is this whole ever-pervaded, who is All-Intelligent, the Lord of Time, All-Endowed and All-Knowing, and by whom transmitted this effect ‡ consisting of earth, water, light, wind and senses, remains unchanged, *He is the Being* to be thought of.

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়ঃ তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগং। একেন দ্বাভ্যাস্ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥ ৩ ॥

3. He who at the time *of creation*, having created this effect and viewed it again, combined, through His Inscrutable Power, element with element in single, double, triple or octuple proportions, *is the Being to be thought of*.

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্যঃ। তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ কর্ম্মক্ষয়ে যাতি সতত্ত্বতোঽন্যৎ॥ ৪ ॥

4. Who resolves objects and their qualities in God, his acts are destroyed through want of them, and those destroyed he obtains Him the distinct from the elements.

আদিঃ সসংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোপি দৃষ্টঃ। তম্বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বং॥ ৫ ॥

5. He who is Bodiless, the Origin of all, the Cause of all combinations, beyond all times past, present, and future, and the observed *of the wise*, is the All-true Producer. He is of form universal, Homageable and All-Respendent. He who worships Him who is seated in the heart, obtains Him the distinct from the elements.

‡ The Universe.

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোন্যঃ যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥ ৬ ॥

6. He the Immortal who is distinct from this universe and distinct from time, and by whom the five elements are made to suffer changes—He is the Patron of virtue, the Absolver of vice, the Master of all wealth, and the Receptacle of the universe. Knowing Him, one obtains Him the distinct from the elements.

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ৭ ॥

7. He is of governors the greatest; He is of gods the highest. *He is* the Lord of lords—the Excellency of all excellencies. We know Him who is the Governor of the universe, Homageable and All-Resplendent.

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৮ ॥

8. He has no body; He has no senses. His like or superior is not to be seen. He is of Power supreme and varied, we hear; all His intelligence, energy and action, derived from Himself.

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। সকারণং করণাধিপাধিপঃ ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৯ ॥

9. God has no body. He is the Lord of the soul. He is THE cause. He has in these worlds no master—no governor. He has no progenitor; He has no sovereign.

যস্তন্তুনাভইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতোদেব একঃ স্বমাবৃণোৎ সনোদধাৎ ব্রহ্মাপ্যয়ং॥ ১০ ॥

10. Like the silk-worm, God has naturally wrapped Himself up in this universe, born of Energy Divine. Let Him present Divine Knowledge to us.

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ॥ ১১ ॥

11. God the One and All-Resplendent, is the Pervador of all things, filling all and dwelling in all. He is the Manager *Supreme*, the Inhabitor of all, the Animator *of all*, and the Witness *of all*. He is nameless and devoid of *created* qualities.

একোবশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং একম্বীজং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥ ১২ ॥

12. They who perceive Him in their hearts who is the sole Governor of many inanimate things, and who out of one seed creates many, attain bliss perennial which others do not.

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৩ ॥

13. He who is THE Imperishable among perishables, the Intelligence of all intelligences, and being One fulfils the wishes of many, is the Cause who can be approached by devotion grounded on the Vedas. Knowing Him, one becomes free from all bonds.

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১৪ ॥

14. Him the sun cannot enlighten; neither can the moon, nor the stars, nor can lightning; much less can fire, but THEY all borrow THEIR light from HIM, and shine at HIS shine.

একোহংসোভুবনস্যাস্য মধ্যে সএবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেয়নায॥ ১৫ ॥

15. Knowing the One who is in this world the fire *dispelling the darkness of Ignorance*, and who resides in *that heart which is pure as limpid* water, one eludes death. No other way there is for gaining Bliss Eternal.

সবিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ১৬ ॥

16. He is of the universe the Creator and the Knower. He is the origin of the soul, the Lord of Time, All-Intelligent, All-Endowed, All-Knowing, the Lord of matter and soul, the Governor of qualities, and the Cause of our continuance, that is bondage, in this world and our liberation from it.

সতন্ময়োহ্যমৃতঈশসংস্থঃ জ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা। যঈশেস্যাস্যজগতোনিত্যমেব নান্যোহেতুর্বিদ্যতঈশনায়॥ ১৭ ॥

17. He is both the Cause of our bondage in this world and our liberation from it. He is Existence full and absolute, and the Preserver of the world, Immortal, All-Regulating, All-Knowing, and All-Traversing. He is the Everlasting Governor of the universe. No other cause there is of its government.

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ১৮ ॥

18. He, the All-Resplendent who formerly created Brahmmá and placed the *Vedas* in him, is the Displayer of Divine Knowledge. Through desire of liberation, I devote myself to Him.

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং॥ ১৯ ॥

19. He is bodiless, nameless, serene, immutable, and all-free. He is the Bridge to Immortality * and *conspicuous* as blazing fire.

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায দুঃখস্যান্তোভবিষ্যতি॥ ২০ ॥

20. When men will be able to compress vacuity as they do leather, then knowing not God there will be an end to miseries.

* By "Immortality" in the Veds is meant the state of Bliss Eternal after liberation from all corporeal existence.

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রাসাদাচ্চ ব্রহ্ম হশ্বেতাশ্বতরোথ বিদ্বান্। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টং॥ ২১ ॥

21. Through the energy of divine contemplation and the favor of God, the knower of Him, SWETWASSATARO, told all about the All-Holy and Sage-Served to those who kept no concern with the several orders of life and the institutions belonging to them.

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং।
নাপ্রশান্তায দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায বাপুনঃ॥২২॥

22. He who is deeply concealed in the Vedant, and who had been the subject of instructions in former days, should be given neither to an unregulated mind, nor to an unworthy son or disciple.

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২৩ ॥

23. To him who had great reverence for God and as much for his spiritual instructor as for God, did SWETASSWATARA tell this which is displayed only to great souls—to great souls only which is displayed.

ইতিশ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ।

প্রেরিত পত্র

হে মর্ত্য অজ্ঞান তিমিরাবৃত মনুষ্যগণ! তোমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্তা যে জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞান ও কৌশলের মধ্যে কি প্রবেশ করিবে? স্থির চিত্তে কেবল এক ক্ষুদ্র তৃণকে চিন্তা করিলে যখন স্থির হইতে হয়, তখন এই সমুদয় বিশ্বের অনন্ত কৌশলে কি নিমগ্ন হইতে পারিবে? ক্ষণকাল পরে জগতে কি ঘটনা হইবেক ইহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যে মনুষ্য, তিনি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন, যে পরমেশ্বর আমারদিগকে কি নিগূঢ় অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমারদিগের প্রচলিত উৎকৃষ্ট বেদ শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য সহজ ও অনায়াস লভ্য পরিত্রাণের উপায় কি জন্য প্রদান করেন নাই? জীববৃদ্ধির জন্য স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি কেন করিলেন ও তদুৎপত্তির জন্য তজ্জননীকে দশ মাস পর্য্যন্ত এতদ্রূপ যাতনা কেন দিতেছেন? তৎ পরিবর্ত্তে কেন এমত নিয়ম করেন নাই যে মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবেক আর তাহা ভ্রান্তি কি মোহ দ্বারা কখন আচ্ছন্ন হইবেক না, এবং মনুষ্য ইচ্ছা মাত্র সন্তান প্রাপ্ত হইবেক আর সে সন্তান কখন রোগ শোক দ্বারা আক্রান্ত হইবেক না। পরম জ্ঞানী পরমেশ্বরই জানেন যে তিনি এ প্রকার নিয়ম সকল সংসারে কেন স্থাপন করিলেন? তবে বেদ প্রচার জন্য পরমেশ্বরের শরীর ধারণ করা, অবনীতে অবতীর্ণ হওয়া এবং বাক্য কহা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব—শ্রুতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ যে যেমন শক্তিহীন নিরাশ্রয় ভূমিষ্ঠ শিশুকে রক্ষা ও প্রতিপালন জন্য পরমেশ্বর জনক জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার করিয়াছেন ও তাহার আহারের জন্য জননীর স্তন দ্বয়কে অমৃতের আধার করিয়াছেন, সেই রূপ আদি পুরুষের শুদ্ধ চিত্তে বিশেষ জ্ঞান ও মনুষ্যের পরিত্রাণের উপায় সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন যাহা আমারদিগের বেদ শাস্ত্রে রক্ষিত আছে। যাহা সত্য তাহা চিরকাল সমভাবে দীপ্তি পায়, এই হেতু বেদ শাস্ত্র সৃষ্টির আদি কাল হইতে অদ্যাবধি সমভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যদি কুতর্ক হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া ও পাপ হইতে তাহাকে দূরে রাখিয়া বেদের অর্থকে আলোচনা করা যায়, তবে বেদের যথার্থ ভাব সকল ব্যক্ত হইয়া এমত দৃঢ় বিশ্বাস হইবেক যে বেদ শাস্ত্র অবশ্য ঈশ্বর প্রণীত। যেমন পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য আকৃতিমান্ হয়েন নাই কিন্তু আপনার স্বরূপে থাকিয়া ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ বেদ প্রচার কালীন পরমেশ্বর কোন আকৃতি ধারণ করেন নাই কিন্তু স্বরূপেতেই অবস্থান করিয়া আদি মনুষ্যের অন্তঃকরণে বেদ শাস্ত্রের ভাব সকলকে অখণ্ড রূপে প্রচার করিয়াছেন।

এইক্ষণে সকলের প্রতি যোড়করে আমার এই নিবেদন যে যে বেদ শাস্ত্র আবহমান কাল অবধি পরম্পরা সর্ব্বতোভাবে মান্য হ-

ইয়া আসিতেছে এবং যৎ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিয়া ঋষি ও মহাত্মা সকল চরিতার্থ হইয়াছেন, তাহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত হও, এবং জীবাত্মাকে সুখী কর।

কশ্চিৎ শ্রদ্ধাবান্।

ON THE GOODNESS OF THE DEITY.

"God, then, the Author of the universe, exists. He exists, with a wisdom which could comprehend every thing that fills infinity in one great design: with a power which could fill infinity itself with the splendid wonders that are, wherever we endeavour to extend our search. We know no limit to his wisdom, for all the knowledge which we are capable of acquiring flows from him as from its source; we know nothing which can limit his power for every thing of which we know the existence, is the work of his hand.

God, then, thus wise and powerful, exists, and we are subject to his sway. We are subject to his sway: but, if all which we knew of his nature were his mere power and wisdom, the inquiry most interesting to us would still remain. The awful power, to which we perceive no limit, may be the sway of a tyrant, with greater means of tyrany than any earthly despot can possess, or it may be the sway of a father, who has more than parental fondness, and a power of blessing far more extensive than any parental power, which is but a shadow, and a faint shadow, of the divine goodness that has conferred it. If we were suddenly carried away into captivity, and sold as slaves, how eager should we be to discover whether our taskmaster was kind or cruel, whether we could venture to look to him with hope, or only with the terror which they feel, who are to see constantly above them a power which is to be exercised only in oppression, or whose kindness of a moment is the short interval of hours of tyranny! But I will not use such an illustration in speaking of God and man. The paternal and filial relation is the only one which can be considered as faintly representing it; and to what son can it be indifferent whether his father be gentle or severe? The goodness of God is, of all subjects of inquiry, that which is most interesting to us. It is the goodness of him to whom we owe, not merely that we exist, but that we are happy or miserable now, and, according to which we are to hope or fear for a future that is not limited to a few years, but extends through all the ages of immortality. Have we, then reason to believe that God is good? that the designing power, which it is impossible for us not to perceive and admit, is a power of cruelty or kindness? Of whom is this the question? Of those whose whole life has been a continued display of the bountiful provision of Heaven, from the first moment at which life began.

It is the inquiry of those who, by the goodness of that God whose goodness they question, found, on their very entrance into this scene of life, sources of friendship already provided for them, merely because they had wants that already required friendship; whose first years were years of cheerfulness almost uninterrupted, as if existence were all that is necessary for happiness; to whom, in after-life, almost every exertion which they were capable of making was a pleasure, and almost every object which met their eye, a sense of direct gratification, or of knowledge, which was itself delightful; who were not formed to be only thus selfishly happy, but seemed, called, by some propitious voice of nature, to the diffusion of happiness, by the enjoyment which arose from that very diffusion, and warned from injuring others, by the pain which accompanied the very wish of doing evil, and the still greater pain of remorse, when evil had at any time been intentionally inflicted. Nor is it to be counted a slight part of the goodness of God, that he has given us that very goodness as an object of our thought, and has thus opened to us, inexhaustibly, a pure and sublime pleasure in the contemplation of those divine qualities, which are themselves the source of all the pleasures that we feel.

Such is the goodness of God, in its relation to mankind, in infancy, in manhood, in every period of life. But we are not to think that the goodness of God extends only to man. The humblest life which man despises, is not despised by him who made man of nothing, and all things of nothing, and "whose tender mercies are over all his works."

Has God, thou fool, work'd solely for thy good,
Thy joy, thy pastime, thy attire, thy food?
Who for thy table feeds the wanton fawn,
For him as kindly spreads the flow'ry lawn.
Is it for thee the lark ascends and sings?
Joy tunes his voice, joy elevates his wings.
Is it for thee the linnet pours his throat?
Loves of his own and raptures swell the note.
The bounding steed you pompously bestride,
Shares with his lord the pleasure and the pride.
Is thine alone, the seed that strews the plain?
The birds of heaven shall vindicate their grain.*

In vain do we strive to represent to ourselves all nature as our own, and only our own. The happiness which we see the other races around us enjoying, is a proof that it is theirs as well as ours; and that he, who has given us the dominion of all things that live on earth, has not forgotten the creatures which he has intrusted to our sway. Even in the deserts, in which our sway is not acknowledged, where the lion, if man approached, would see no lord before whom to tremble, but a creature far feebler than the ordinary victims of his hunger or his wrath,—in the dens and the wildernesses there are pleasures which owe nothing to us, but which are not the less felt by the fierce hearts that inhabit their dreadful recesses. They, too, have their happiness; because they too were created by a Power that is good, and of whose beneficent design, in forming the world, with all its myriads of myriads of varied races of inhabitants, the happiness of these was a part.

"Nor," as it has been truly said, "is the design abortive. It is a happy world after all. The air, the earth, the water, teem with delighted existence. In a spring noon, or a summer evening, on whichever side I turn my eyes, myriads of happy beings crowd upon my view. 'The insect youth are on the wing.' Swarms of new-born flies are trying their pinions in the air. Their sportive motions, their wanton mazes, their gratuitous activity, their continual change of place without use or purpose, testify their joy, and the exultation which they feel in their lately discovered faculties. A bee amongst the flowers in spring, is one of the most cheerful objects that can be looked upon. Its life appears to be all enjoyment; so busy and so pleased: yet it is only a specimen of insect life, with which, by reason of the animal being half-domesticated, we happen to be better acquainted than we are with that of others."†

Such is the seemingly happy existence of that minute species of life which is so abundant in every part of the great scene in which we dwell. I shall not attempt to trace the happiness upward, through all the alacrity and seeming delight in existence, of the larger animals,—an ever-flowing pleasure, of which those who have had the best opportunities of witnessing multitudes of gregarious animals feeding together, and rejoicing in their common pasture, will be the best able to appreciate the amount. All have means of enjoyment within themselves; and, if man be the happy sovereign of the creation, he is not the sovereign of miserable subjects.

Ask for what end the heavenly bodies shine,
Earth for whose use? Pride answers, 'tis for mine.
For me kind nature wakes her genial power,
Suckles each herb, and spreads out every flower;
Annual for me, the grape, the rose renew
The juice nectareous, and the balmy dew;
For me, the mine a thousand treasures brings;
For me, health gushes from a thousand springs;
Seas roll to waft me, suns to light me rise:
My footstool earth, my canopy the skies.‡

All these sources of blessings that are infinite as the living beings that enjoy them, were made, indeed, for man, whose pride makes the arrogant exclusive assumption; but they were also made for innumerable beings, whose very existence is unknown to man, and who know not in their turn, the existence of him who supposes that all these means of happiness are for himself alone. There is at every moment an amount of happiness on the earth, of which the happiness of all mankind is an element, indeed, but only one of many elements, that perhaps bears but a small proportion to the rest; and it is not of this single element that we are to think, when we consider the benevolence of that God who has willed the whole.

It is this element of the universal happiness, however, with which we are best acquainted; and when man is the inquirer, it is to this human part of course that we may suppose his attention to be chiefly turned. But man the enjoyer is very different from man the estimator of enjoyment. In making our estimate of happiness, we think only or chiefly of what is remarkable, not of what is ordinary; as, in physics, we think of the rarer phenomena far more than of the appearances of nature, which are every moment before our eyes. There are innumerable delights, therefore, of the senses, of the understanding, of the heart, which we forget, because they are delights to which we are every hour accustomed, and which are shared with us by all mankind, or the greater number of mankind. It is what distinguishes us from our fellows that we consider; and this, the very circumstace of distinction necessarily limits to a few; not what is common to us with our fellows, which, by the very wideness of the participation, is of an amount that is incomparably greater. We think of the benevolence of the Author of the whole race of mankind, therefore, as less than it is, because it is a benevolence that has provided for the whole race of mankind; and if the amount of good provided for every living being had been less in the extent of its diffusion, we should, in our erring estimate, have regarded it as more, at least if ourselves had been of the number of the privileged few, who alone enjoyed those general blessings of nature which now are common to all.

"Non dat Deus beneficia?—unde ergo ista quæ possides, quæ das, quæ negas, quæ servas, quæ rapis? unde hæc innumerabilia, oculos, aures, animum mulcentia? unde illa luxurian quoque instruens copia? Neque enim necessitatibus tantummodo nostris provisum est: usque in delicias amamur.—Si pauca quis tibi danâsset jugera, accepisse te diceres beneficium immensa terrarum late patentium spatia negas esse beneficium!"§ It is truely, as this eloquent writer says, the possession of the common glories of the earth, the sky, of all nature that is before us and above us, which is the most valuable possession of man; and the few acres which he enjoys or thinks that he enjoys exclusively, compared with that greater gift of heaven to all mankind, are scarcely worthy of being counted as a proof of divine beneficence.

But though life to man, and to his fellow-inhabitants of earth, be a source of happiness upon the whole, it is not always, and in every instance, a source of happiness. There is not a moment, indeed, in which the quantity of agreeable sensation felt by myriads of creatures, may not be far greater than all the pain which is felt at the same moment. But still there is no moment in which pain, and a very considerable amount of pain, is not felt. Can he be good, then, under whose supreme government, and therefore almost, it may be said, at whose bidding, pain exists? Before entering on this inquiry, however, it may be necessary to obviate an objection that arises from the mere limitation of our nature as finite beings.

Many of the complaints of those who are discontented with the system of the universe, arise from this mere limitation of our faculties and enjoyments; a limitation in which ingratitude would find an argument, in whatever state of being short of absolute divinity it might be placed; and even though possessing all the functions of divinity from the moment at which it was created, might still look back through eternity, and complain with the same reason, that it had not been created earlier to the exercise of such sublime functions.

It surely is not necessary, for the proof of benevolence on the part of the divine Being, that man should be himself a god; that he should be omniscient or omnipotent, any more than that he should have existed from eternity. His senses, with all his other faculties, are limited, because they are the faculties of a created being; as even his immortality may, in one sense of the word, be said to be limited, when considered in relation to the eternity that preceded his existence. But how admirably does even the limitation of his nature demonstrate the gracious benevolence of Heaven, when we consider the innumerable relations of the universe that

* Pope's Essay on man, Ep. iii. v. 27—38.

† Paley's Natural Theology, p. 392.
‡ Essay on Man, Ep. i. v. 131—140.

§ Seneca de Beneficiis, lib. iv. cap. v. vi.

must have been contrived, in adaptation to the exact degree of his capacity, so as to be most productive of good in these particular circumstances. If we think only how very slight a change in the qualities of external things, though perfectly suitable, perhaps to a different degree of sensitive and intellectual capacity, might have rendered the existence of man absolutely miserable, how sublimely benevolent seems that wisdom, in the very minuteness of its care, which, by proportioning exactly the qualities of atoms to the qualities of that which, in the world of spirits, may be considered as scarcely more than what an atom is in the material world, has produced, amid so many possibilities of misery, this result of happiness.

You are probably all acquainted with the lines of Pope, so often quoted on this subject, that express briefly, and with great poetic force, the reasoning of Mr. Locke on this subject which, perhaps, suggested them:

The bliss of man, could pride that blessing find,
Is, not to act or think beyond mankind;
No powers of body or of soul to share,
But what his nature and his state can bear.
Why has not man a microscopic eye?
For this plain reason, Man is not a fly.
Say, what the use, were finer optics given,
To inspect a mite, not comprehend the heaven?
Or touch, if tremblingly alive all o'er,
To smart and agonize at every pore;
Or, quick effluvia darting through the brain,
Die of a rose in aromatic pain?
If Nature thundered in his opening ears,
And stunn'd him with the music of the spheres,
How would he wish that heaven had left him still
The whispering zephyr and the purling rill!||

We see, then, the advantage of the adaptation of our limited powers to the particular circumstances of nature.

But appearances of evil unquestionably exist, that are not to be ascribed to the mere limitation of our faculties, in relation to the finite system of things in which they are to be exercised. Let us now, then, proceed in part to the consideration of the question, as to the compatibility of these appearances with benevolence in the contriver of the universe.

The objection to the goodness of the supreme Being, involved in this question, of course proceeds on the supposition that the Deity had the power of forming us differently; a power therefore, which I need not stop to attempt to prove, since, unless this be taken for granted by the objector, the objection would be nugatory.

But if the Deity had the power of forming us differently—if, for example, he could have so constituted our nature, that every object amid which we were placed must have been a source of pain—that habit, instead of lessening the sense of pain, had continually increased it—that, instead of an almost constant tendency to hope, we had had an equally constant tendency to the most gloomy apprehension—that we had felt pleasure in inflicting pain gratuitously, and remorse only if we had inadvertently done good,—if all this had been, it would surely have been a conclusion as just as obvious, that the contriver of this system of misery was, in his own nature, malevolent; and any happiness which seemed slightly felt at times—especially if the happiness was the manifest result of a contrivance that, upon the whole, tended far more frequently to the protection of pain—might, without any violation of the principles of sound philosophy, have been ascribed to an intention purely malevolent, as indicated by the general contrivance obviously adapted for the production of pain. If, in such a system of things, any one had contended for the benevolence of the Deity from these few instances of pleasure, it would have been counted, as I cannot but think, a satisfactory answer, to have proved that the ordinary result of the contrivance must be pain; and to have pointed out the manifest subserviency of the different parts of the contrivance to this cruel purpose.

If this answer would be held valid, in the case now supposed, the opposite answer cannot be less valid, in the opposite circumstances in which we exist. I need not repeat, how much gratification we receive from the objects around us, nor fill up that antithesis to the former statement, which would probably occur to yourselves, while I imagined and stated its various circumstances. I shall dwell only on the pain, that is the occasional result of the system of things as it is. Is this the result of a contrivance which is manifestly, in its general and obvious appearances, adapted for purposes of utility, and consequently of goodness? "Evil, no doubt, exists," says Paley, "but is never, that we can perceive, the object of contrivance. Teeth are contrived to eat, not to ache; their aching now and then is incidental to the contrivance, perhaps inseperable from it; or even, if you will, let it be called a defect in the contrivance; but it is not the object of it. This is a distinction which well deserves to be attended to. In describing implements of husbandry, you would hardly say of the sickle, that it was made to cut the reaper's hand; though, from the construction of the instrument, and the manner of using it, this mischief often follows. But, if you had occasion to describe instruments of torture, or execution, this engine, you would say, is to extend the sinews; this to dislocate the joints; this to break the bones; this to scorch the soles of the feet. Here pain and misery are the very objects of the contrivance Now, nothing of this sort is to be found in the frame of nature. We never discover a train of contrivance to bring about an evil purpose. No anatomist ever observed a system of organization calculated to produce pain and disease; or, in explaining the parts of the human body, ever said, this is to irritate, this to inflame, this duct is to convey the gravel to the kidneys, this gland to secrete the humour which forms the gout. If, by chance, he come to a part of which he knows not the use, the most he can say is, that it is useless; no one ever suspects that it is put there to incommode, to annoy, or to torment."¶

When the direct object of all the great contrivances of nature, then, is so manifestly for beneficial purposes, it would be reasonable, even though no advantage could be traced, as the consequence of the occasional evils of life, to ascribe these rather to purposes unknown to us, than to purposes that were malevolent. If the inhabitant of some other planet were to witness the kindness and solicitude of a father for his child in his long watchfulness of love, and were then to see the same parent force the child, notwithstanding its cries, to swallow some bitter potion, he would surely conclude, not that the father was cruel, but that the child was to derive benefit

|| Essay on Man, Ep. i. v. 189–204.

¶ Moral and Political Philosophy, book ii, chap. v.

from the very potion which he loathed. What that benefit was, indeed, it would be impossible for him to conceive, but he would not conceive the less that the intention was benevolent. He would feel his own ignorance of the constitution of things on earth, and would be confident, that if he knew this constitution better, the seeming inconsistency of the affection, and the production of suffering, would be removed.

Such a presumption would be reasonable, even though we were incapable of discovering, in many cases, the advantage to which the seeming evil is subservient. It is very evident, that he only who knows all the relations of the parts of the universe, can justly appreciate the universe, and say with confidence of any part of it—it were better that this had not been. In our state of partial and very limtied knowledge, if we say this of any part of the wonderful mechanism, we may perhaps say it of, that, which not being, the happiness of millions would have been destroyed; we may say it even of that, the loss of which would be the confusion of all the systems of the universe.

Let earth unbalanced from her orbit fly,
Planets and suns run lawless through the sky;
Let ruling angels from their spheres be hurled,
Being on being wrecked, and world on world;
Heaven's whole foundations to their centre nod,
And nature tremble to the throne of God.
All this dread order break, for whom? for thee?
Vile worm! Oh! madness, pride, impiety!**

What should we think of him, who, fixing his whole attention on the dim figures in the background of a great picture, should say, that the artist had no excellence, because these figures had little resemblanc to the clear outline of the men and horses that seemed intended to be represented by them! All which would be necessary to vindicate the artist, would not be to make the slightest alteration in these figures, but to point out to the observer the foreground, and to bid him comprehend the whole picture in a glance. The universe is, if I may so express it, such a picture, but a picture far too large to be comprehended in our little gaze; the parts which we see have always some relation to parts which we do not see; and if all these relations could be seen by us, there can be no doubt that the universe would then appear to us very different, as different, perhaps as the picture seems to him who has looked only on the background, and who afterwards surveys the whole.

All reasoning of this kind, however that is founded merely on our impossibility of accurate knewledge, is, I am aware, and am ready to admit, of little weight, unless where there is so decided a superiority of good or evil in the parts that may be conceived to be in a great measure known, as to leave no reasonable doubt as to the nature of the parts or relations of parts that are unknown. It is on this account, and on this account only, I consider it as of peculiar force in the present instance; for I surely need not say, after the remarks already made, how strong are the appearances of benevolent intention in the system of the universe, in all those manifest contrivances, of which we are able clearly to discover the object.

The divine Being who has contrived a system, that must thus on every hypothesis, be allowed to be productive of much good to man, must be benevolent, malevolent, or indifferent, or capriciously benevolent and malevolent. That he is not indifferent, every contrivance itself shows. That he is not capricious, is shown by the uniformity of all the laws of nature, since the world has been a subject of human observation. That he is not malevolent, the far greater proportion of the marks of benevolent intention sufficiently indicates; and since his benevolence, therefore, is not capricious, the only remaining supposition is, that it is the permanent character of the divine mind.

The presumption, then, as to the goodness of God, even in the apparent evil of the system in which man is placed, would be a reasonable presumption, though, with our limited comprehension, we were incapable of discovering the advantages that flow from these particular seeming evils. What we see clearly might be regarded as throwing light on other parts of the immense whole, which are too dim for our feeble vision.

When a fair estimate, then, has been made of all the indications of the moral character of its author, which the universe exhibits, it is logically wise to infer, in many cases, a goodness that is not immediately apparent in the particular results. But, feeble as our faculties are, they are not so weak of vision and comprehension as to be incapable of distinguishing many of the relations of apparent evil to real good. There are many evils, that is to say, qualities productive of uneasiness, which the ignorant, indeed, might wish removed, but which those who have a little more knowledge would wish to continue, though the continuance or the disappearance of them depended on their mere will; and every discovery of this sort which we make, adds new force to that general presumption of goodness, which even though we had been incapable of making any such discovery, would have been justified by the general character of benevolent intention, in the obvious contrivances of the universe. In treating of our appetites, I took occasion to explain to you the importance of the uneasy feelings which form a part of them. The ignorant, perhaps, might wish these removed, merely because they are uneasy feelings, though it is only as uneasy feelings they are valuable. The evils which we too might wish removed, are, perhaps, as important in their general relations, which we do not perceive, as hunger and thirst are in those relations, of which the vulgar do not think, and may almost be said, from their habits, to be incapable of thinking.

The analogy of many of the ills of life in their beneficial relation to our pains of appetite, is, indeed, very striking. Without the uneasiness of ungratified desire in general, how feeble, in many cases, would be the delight of the gratification itself! He, certainly, would not consult well for human happiness, by whom every human desire, if it were in his power, would be rooted from the breast.
—Brown.

ব্রহ্মসঙ্গীত

কামোদ রাগিণী

কেন অচেতন, চিরজীবন মোহ নিদ্রা-
হতে উঠ। দেখ আনন্দকর জ্ঞান নেত্র
খুলিয়া, ভব হইবে অপার।

** Pope's Essay on Man, Ep. i. v. 251–259.

বিজ্ঞাপন

গত ১১ ফাল্গুণের বিশেষ সভার আদেশ অনুসারে পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব সকল বিচার জন্য আগামি ১৪ চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা আগমন করিবেন।

প্রস্তাব

১—প্রতি সভ্য সভা প্রবেশ দক্ষিণা স্বরূপ এক টাকা দিবেন।

২—যাঁহারা মাসিক দাতব্য চারি আনা স্বাক্ষর করিবেন তাঁহারা দ্বাদশ মাসের দাতব্য অগ্রে দিবেন; অগ্রে না দিলে প্রতি মাসে পাঁচ আনা দিতে হইবেক।

৩—প্রতি সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

৪—যদি কোন সভ্য তিন মাসের মধ্যে সভা প্রবেশ দক্ষিণা, বা দ্বাদশ মাসের মধ্যে মাসিক দাতব্য না দেন এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না।

৫—যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার অঙ্গীকার পত্রের টাকা তিন মাসের মধ্যে আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার সেই সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৬—অধ্যক্ষের ক্ষমতা কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি অর্পিত থাকে।

৭—কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেন।

৮—ব্রাহ্ম মধ্যে যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইতে অক্ষম, তাঁহারা যদি পত্রিকা পাইতে প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহারদিগকে পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদান করা যায়।

৯—নিয়ম পত্রের পঞ্চম সংখ্যক নিয়মের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ সংখ্যক নিয়ম উল্লেখিত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে তত্ত্ববোধিনী সভার ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, সে অঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বংশবাটীর কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, সে অঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

১৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব কেহ তাহা তত্ত্ববোধিনী সভাতে প্রেরণ করিলে তাহার মূল্য এক টাকা তাঁহাকে প্রদান করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

১ সংখ্যা

পৃষ্ঠ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা ১
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ... ২
ঐ ৩
বৎশবাটীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা ৪
বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ৬
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয় সংহিতোনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ... ৭

২ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী সভার অভিপ্রায় বিষয় ৯
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ১০
বৎশবাটীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা ১১
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ... ১৩

৩ সংখ্যা

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে আশঙ্কার নিরাকরণ ১৭
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ২১
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ২২

৪ সংখ্যা

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং পূর্ণজ্ঞানের বিষয় ২৫
পরকাল প্রমাণ ২৭
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ২৮
কতিপয় হিতোপদেশ ৩২

৫ সংখ্যা

স্বদেশীয় বিজ্ঞ যুবকদিগের প্রতি উপদেশ ৩৩
জগতের আশ্চর্য্য রচনা ৩৩
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৩৫
সত্য বিষয়ক বক্তৃতা ৩৮
যৌবনকালের বিষয় ৪০
পরমেশ্বর অশরীরি বিষয় ৪০

৬ সংখ্যা

পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিত্ব বিষয় ৪১
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৪২
ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক ৪৫
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৪৭

৭ সংখ্যা

মনুষ্যের সংসর্গ বিষয় ৪৯
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ৫০
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৫২
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৫৫

৮ সংখ্যা

১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ্য .... প্রথম বক্তৃতা ... ...
বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট এবং বর্ণাশ্রমাচার রহিত ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে শ্রীধর ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ... ৬০
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৬১

৯ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয়ু বৃদ্ধির বিষয় ৬৫
১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা ৬৫
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৬৮
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৭০
ঈশ্বরের নিত্যত্ব বিষয়ে আশঙ্কা নিরাকরণ ৭১
আত্মজ্ঞানে অধিকার বিষয় [সংস্কৃত] ৭২
ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম ৭২

১০ সংখ্যা

১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক সভার সংবাদ ৭৩
ব্রহ্মসঙ্গীতের ভূমিকা ৭৫
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৭৮

১১ সংখ্যা

পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয় ৮১
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৮৪
কনিষ্ঠাধিকারিদিগের উপাসনা বিষয় ৮৮

১২ সংখ্যা

স্বদেশের প্রতি প্রীতি বিষয় ৮৯
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৯২

১৩ সংখ্যা

মদিরাপানের বিষয় ৯৭
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৯৮
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১০০
ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বনের বিষয় ১০২
তত্ত্ববোধিনী সভার বিষয় (ইংরাজিতে) ১০৩

১৪ সংখ্যা

দুষ্কর্ম্মের বিষয় ১০৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১০৬
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১০৮
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৬ শক ১০৯
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন (ইংরাজিতে) ১১২

১৫ সংখ্যা

দুর্গোৎসবের বিষয় ১১৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১১৯
ব্রহ্মোপাসনার বিধি ১২৩
ব্রহ্মসঙ্গীত সমূহ ১২৪

১৬ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের বিশ্বাস ১২৫
ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ১২৭
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১২৯
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ ১৩২

১৭ সংখ্যা

সাকার উপাসনা বিষয় ১৩৩

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … … … ১৩৫
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা … … … … ১৩৭
নীতিজ্ঞান … … … … … … ১৩৮
পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং নিরাকার … … ১৩৯
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ. ১৩৯

১৮ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ … … … ১৪১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … … ১৪৪
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা … … … … ১৪৫
(স্ত্রী শূদ্রদিগের বেদ পাঠে অনধিকার বিষয়ে প্রেরিত পত্র এবং সম্পাদকের উক্তি) ১৪৮

১৯ সংখ্যা

১৭৬৭ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বিষয় ১৪৯
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … … ১৫১
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ১—২ শ্লোক …… ১৫২
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন (ইংরাজিতে) …. … ১৫৩

২০ সংখ্যা

খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয় … … … … … ১৫৭
বিদ্যামোদিনী সভার বক্তৃতা … … … ১৫৮
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … … ১৫৯
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ৩—৬ শ্লোক … … ১৬০
প্রেরিত প্রশ্ন …. …. … … ১৬২
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা …. …. ১৬৩
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু সংবাদ … … ১৬৪
ব্রহ্ম সঙ্গীত … … … … … ১৬৪

২১ সংখ্যা

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত … … ১৬৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … …. …. ১৬৭
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ৭—৮ শ্লোক … … ১৬৯
প্রেরিত প্রশ্ন …. …… … … … ১৭০

২২ সংখ্যা

(উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টান হওনের বিবরণ) … … … … ১৭৩
মিশনরিদিগের প্রতিপক্ষে পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব … … … … … ১৭৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … … … ১৭৭
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ৯—১১শ্লোক … … ১৮১
(উমেশচন্দ্র সরকারের খ্রীষ্টান হইবার বিষয় [ইংরাজিতে]) … … … … ১৮২

২৩ সংখ্যা

মিশনরিদিগের প্রতিপক্ষে পাঠশালা স্থাপন বিষয় ১৮৫
(শীল বাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয় বিষয়) … ১৮৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … … ১৮৮
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ১২—১৯ শ্লোক …. ১৮৯
প্রেরিত প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর … … …. ১৯২
ঐ ঐ … … … … ১৯৪
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত দান … ১৯৫

২৪ সংখ্যা

মদ্য পানের বিষয় … … … … … ১৯৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … … …. … ১৯৯
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের বিষয় … … … ২০১
কলিকাতা রিবিউ গ্রন্থের ষষ্ঠ সংখ্যাতে বৈদান্তিকদিগের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন …. …. …… …… ২০২

২৫ সংখ্যা

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থার বিষয় … ২০৫
নরবলি বিষয় ….. ….. … … …… ২০৭
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ২০—২৯ শ্লোক … … ২০৮
প্রেরিত প্রশ্ন … … … … … … ২১২
২৩সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কঠোপনিষদের দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য ঘটিত প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর … ২১৩
বেদান্তের সার মর্ম্ম … … …. … … ২১৪
ব্রহ্ম স্তোত্র … … ….. …. …. ….. ২১৫
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধনের বিজ্ঞাপন … … … … … … ২১৬

২৬ সংখ্যা

অসৎসঙ্গ বিষয় … … … … ২১৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা …. … … ২১৮
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১—৪ … … ২১৯
সিন্ধুঘোটক … … … … .. ২২০
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন (ইংরাজিতে) …… … ২২১

২৭ সংখ্যা

দুর্গোৎসবের বিষয় … .. … … ২২৯
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … .. … … ২৩২
প্রেরিত প্রশ্ন … .. … … … ২৩৩
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম১৭৬৭ শক … .. ২৩৪

২৮ সংখ্যা

প্রশংসা লাভের বিষয় … .. … ২৩৭
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ৫—৯ শ্লোক … .. ২৩৮
সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা … … … ২৪০
প্রেরিত প্রশ্ন … … … ….. ২৪১

২৯ সংখ্যা

রেশেনেল এনালিশিশ আব দি গস্পেল পুস্তক বিষয় …… .. ২৪৫
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১২—১৩ শ্লোক ২৪৮
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … .. … … ২৫০
বনমানুষ … … … … .. ২৫১
খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় লোকের সংখ্যা … ২৫২
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধনের বিজ্ঞাপন .. … .. …… ২৫২

৩০ সংখ্যা

এদেশীয় বর্ত্তমান ধর্ম্ম এবং বিদ্যা শিক্ষার বিষয় ২৫৩
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা বিষয় .. … … … ২৫৬
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১৪—১৫ শ্লোক … ২৫৬
সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা … … … ২৫৭
বালকের পতি উক্তি … … .. … ২৫৮
… … … .. ২৫৯

৩১ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী সভার বিষয় …. … .. ২৬১
সংগীত বিষয় … … … … ২৬৩
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১৬—১৭ শ্লোক … ২৬৫
খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় লোকের সংখ্যা ২৬৬
মহাভারতীয় শ্লোক … … … .. ২৬৬

৩২ সংখ্যা

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় বিবেচনা … … … ২৬৯
সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা … … ২৭১
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১৮—২৫ শ্লোক … ২৭২
ব্রহ্ম সংগীত … … .. … … ২৭৫
মহাভারতীয় শ্লোক … … … .. ২৭৫
খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারের কল্প (ইংরাজিতে) ২৭৬

৩৩ সংখ্যা

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি বিষয় ২৭৭
কর্ণের বিবরণ … … … ২৭৮
কঠোপনিষৎ তৃতীয়াবল্লী ১—৯ শ্লোক .. … ২৮৪
প্রেরিত প্রশ্ন …. …. … … ২৮৬
নূতন গ্রন্থ প্রকাশ …. … … .. ২৮৭

৩৪ সংখ্যা

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি বিষয় … … … ২৮৯
বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ সপ্তমাধ্যায় ২৯১
কঠোপনিষৎ তৃতীয়াবল্লী ১০—১৭ .. .. ২৯৩
প্রেরিত পত্র … … .. … ২৯৫
মহাভারতীয় শ্লোক … … ২৯৬

৩৫ সংখ্যা

কর্ম্মকাণ্ড, বিষয় .. …. .. …. ২৯৭
বেদ শাস্ত্রের বিবরণ … … … .. ৩০১
কঠোপনিষৎ চতুর্থীবল্লী ১—৪ শ্লোক … .. ৩০৬
মহাভারতীয় শ্লোক … … .. ৩০৭
প্রেরিত পত্র … … … … ৩০৮

৩৬ সংখ্যা

কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা বিষয় ৩০৯
ব্রহ্ম সংগীত … … … .. ৩১৫
কঠোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ ৩১৬
মহাভারতের শ্লোক ৩২৩

৩৭ সংখ্যা

প্রাচীন উপাসকদিগের সম্প্রদায় .. .. …. ৩২৫
স্ত্রীশূদ্রদিগের বেদ পাঠে অধিকার বিষয়েপ্রমাণ ৩৩১
কঠোপনিষৎ চতুর্থীবল্লী ৫—১৫ শ্লোক ৩৩২
বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ ৩৩৪
মহাভারতীয় শ্লোক ৩৩৬

৩৮ সংখ্যা

পরমেশ্বরের শক্তির অবয়ব কল্পনা বিষয় … ৩৩৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ……… …… ৩৪৪
কঠোপনিষৎ পঞ্চমীবল্লী ১—৮ শ্লোক …… ৩৪৬
ব্রহ্মসংগীত ……… ……… …. ৩৪৯
তলবকারোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ …. ৩৪৯
বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের কতিপয় শ্লোক সম্বন্ধীয় প্রেরিত প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর (ইংরাজিতে) …. .. ৩৫১

৩৯ সংখ্যা

হিন্দু স্ত্রীদিগের দুরবস্থার বিষয় ……… ৩৫৩
কঠোপনিষৎ পঞ্চমবল্লী ৯—১৫ শ্লোক …. ৩৫৫
মুণ্ডকোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ …… ৩৫৬

৪০ সংখ্যা

শক্তি উপাসনা বিষয় …….. .. …… ৩৬১
কঠোপনিষৎ ষষ্ঠীবল্লী ১—১৮ শ্লোক …… ৩৬৮
মান্দ্রাজে খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার বিষয় …. ৩৭১
লুইন সাহেবের প্রতিষ্ঠা পত্র …….. .. ৩৭৪
লুইন সাহেবের উত্তর …… …….. ৩৭৫
শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন বিষয় .. …… ৩৭৬
মহাভারতীয় শ্লোক …… …… .. ৩৭৭
মোহমুদ্গরের শ্লোক …….. …… ৩৭৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃ শ্রাদ্ধ বিষয়ে বাদানুবাদ (ইংরাজিতে) …. .. ৩৭৯
নীতিসার …… …. …….. ৩৮৪

৪১ সংখ্যা

শক্তি উপাসকের সম্প্রদায় …. …. ৩৮৫
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৮- .. …. ৩৯২
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথম তিন অধ্যায়ের ইংরাজি অনুবাদ …. …. ৩৯৪
ঢাকাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আন্দোলন বিষয় …. ৩৯৭
মহাভারতীয় শ্লোক …. …. …. ৩৯৮
মোহমুদ্গরের শ্লোক …. …. .. ৩৯৯
নূতন গ্রন্থ প্রকাশ …. …. …. .. ৩৯৯
ব্রহ্মসংগীত …. …… …. …. ৪০০

৪২ সংখ্যা

শৈবধর্ম্মের প্রচার এবং শঙ্করাচার্য্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি ……… …. .. ৪০১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা …… …. ৪১১
সন্ধ্যা বিষয়ক প্রেরিত প্রশ্ন …. …… ৪১৫
জীবাত্মা বিষয়ক ঐ …. …. .. ৪১৫
ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের অসম্ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর …… ….
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় [ইংরাজিতে] ৪

৪৩ সংখ্যা

সকাম এবং নিষ্কাম উপাসনা বিষয় ….. ৪২১
কঠোপনিষৎ, তাহার সংস্কৃত বৃত্তি, বঙ্গভাষায় অর্থ এবং তাৎপর্য্য …. .. ৪২৩
সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের প্রেরিত পত্র ৪৫৬
নীতিসার …. …. …. …. ৪৫৮

৪৪ সংখ্যা

যোগিদিগের বিবরণ …. …. …. ৪৬১
ঈশ্বর প্রণীত বেদ শাস্ত্রের প্রতি সংশয় চ্ছেদন ৪৭৩
বেদ শাস্ত্রের প্রাধান্য বিষয় …. …. ৪৭৪
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শেষ তিন অধ্যায়ের ইংরাজি অনুবাদ …. ৪৭৫
প্রেরিত পত্র …. …… …. ৪৮২
ঈশ্বরের করুণা বিষয় [ইংরাজিতে] …. ৪৮০
ব্রহ্মসঙ্গীত …. …. …… ৪৮৩

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
অসৎ সঙ্গ বিষয়	২৬	২১৭
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ	৩	১৭
ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং অনন্ত জ্ঞানবিষয়	৪	২৫
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় [ইংরাজিতে] ..	৪২	৪১৬
ঈশ্বরের করুণা বিষয় [ইংরাজিতে]	৪৪	৪৮০
ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের প্রতি সংশয় চ্ছেদন	৪৪	৪৭৩
ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের অসম্ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর	৪২	৪১৬
ঈশ্বরের নিত্যত্ব বিষয়ে আশঙ্কার নিরাকরণ	৯	৭১
ঈশ্বরের সর্ব্ব শক্তিমত্ত্ব	৬	৪১
ঈশ্বরের শরীর অসম্ভব বিষয়ে বিচার	৫	৪০
ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং নিরাকার	১৭	১৩৯
উপাসনা বিষয়	৪৩	৪২১
উমেশচন্দ্র সরকারের খ্রীষ্টান হইবার বিবরণ	২২	১৭৩
ঐ [ইংরাজিতে] ...	২২	১৮২
এদেশীয় ধর্ম্ম এবং বিদ্যা শিক্ষা বিষয়	৩০	২৫৩
কঠোপনিষৎ প্রথমবল্লীর ১—২ শ্লোক	১৯	১৫২
" " ৩—৬ "	২০	১৬০
" " ৭—৮ "	২১	১৬৯
" " ৯—১১ "	২২	১৮১
" " ১২—১৯ "	২৩	১৮৯
" " ২০—২৯ "	২৫	২০৮
" দ্বিতীয়বল্লীর ১—৪ "	২৬	২১৯
" " ৫—৯ "	২৮	২৩৮
" " ১০—১৩ "	২৯	২৪৮
" " ১৪—১৫ "	৩০	২৫৬
" " ১৬—১৭ "	৩১	২৬৫
" " ১৮—২৫ "	৩২	২৭২
" তৃতীয়বল্লীর ১—৯ "	৩৩	২৮৪
" " ১০—১৭ "	৩৪	২৯৩
" চতুর্থবল্লীর ১—৪ "	৩৫	৩০৬
" ৫—১৫ "	৩৭	৩৩২
" পঞ্চমবল্লীর ১—৮ "	৩৮	৩৪৬
" " ৯—১৫ "	৩৯	৩৫৫
" ষষ্ঠবল্লীর ১—১৮ "	৪০	৩৬৮
" সমুদয় বল্লী	৪৩	৪২৩
" সমুদয় ছয়বল্লীর ইংরাজি অনুবাদ	৩৬	৩১৬
কনিষ্ঠাধিকারিদিগের মূর্ত্তির উপাসনা বিষয়	১১	৮৭
কর্ম্মকাণ্ড বিচার	৩৫	২৯৭
কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা	৩৬	৩০৯
কলিকাতা রিবিউ গ্রন্থের সপ্ত সংখ্যাতে বৈদান্তিকদিগের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন [ইংরাজিতে] ..	২৪	২০২
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়	২০	১৫৭
খ্রীষ্টানদিগের প্রতিপক্ষে পাঠশালা স্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব	২২	১৭৫
খ্রীষ্টানদিগের প্রতিপক্ষেপাঠশালাস্থাপন	২৩	১৮৫
খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক প্রেরিত প্রশ্ন	২৩	১৯৪
খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় লোকের সঙ্খ্যা	২৯	২৫২
ঐ	৩১	২৬৬

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিচার কল্প [ইংরাজিতে]	৩২	২৭৬
জগতের আশ্চর্য্য রচনা বিষয়	৫	৩৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা	১	১
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটীতে স্থাপন উপলক্ষে প্রথম বক্তৃতা	১	৪
ঐ দ্বিতীয় বক্তৃতা	২	১১
তত্ত্ববোধিনী সভার অভিপ্রায়	২	৯
ঐ [ইংরাজিতে]	১৩	১০৩
তত্ত্ববোধিনী সভার ধনের নিয়ম	২	১৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয়ু বৃদ্ধি বিষয়	৯	৬৫
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৬ শক	১৪	১০৯
" " ১৭৬৭ শক	২৭	২৩৪
" " ১৭৬৮ শক	৪১	৩৯২
তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের বিশ্বাস	১৬	১২৫
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা	১৮	১৪১
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা	৩০	২৫৬
তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় প্রস্তুত করণের বিষয়	৩১	২৬১
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	৬	৪৭
" " ..	১৩	১০০
" "	১৪	১০৮
" "	১৬	১২৯
" "	১৭	১৩৭
" "	১৮	১৪৫
" "	২০	১৬৩
" "	৭	৫৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২৩ সংখ্যাতে প্রকাশিত কঠোপনিষদের ১২ শ্লোকের তাৎপর্য্য ঘটিত প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর	২৫	২১৩
তন্ত্র শাস্ত্রের বিবরণ	৪০	৩৬১
দুর্গোৎসবের বিষয়	২৭	২২৯
ঐ	১৫	১১৭
দুষ্কর্ম্মের বিষয়	১৪	১০৫
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃ শ্রাদ্ধ বিষয়ে বাদানুবাদ [ইংরাজিতে]	৪০	৩৭৯
নরবলি বিষয়	২৫	২০৭
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় বিবেচনা	৩২	২৬৯
নীতিসার	৪০	৩৮৪
ঐ	৪৩	৪৫৮
নীতিজ্ঞান	১৭	১৩৮
নূতন গ্রহ প্রকাশ	৩৩	২৮৭
ঐ	৪১	৩৯৯
পরলোক প্রমাণ	৪	২৭
প্রশংসা লাভের বিষয়	২৮	২৩৭
পরমেশ্বরের শক্তির অবয়ব কল্পনা বিষয়	৩৮	৩৩৭
প্রাচীন উপাসকদিগের সম্প্রদায়	৩৭	৩২৫
প্রেরিত প্রশ্ন	২০	১৬২
" " ..	২১	১৭০
" "	২৩	১৯২
" "	২৫	২১২
" "	২৭	২৩৩

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
প্রেরিত প্রশ্ন	২৮	২৪১
" "	৩৩	২৮৬
" "	৪২	৪১৫
প্রেরিত পত্র	৩৪	২৫৯
" "	৩৫	৩০৮
" "	১৮	১৪৮
" "	৪৩	৪৫৬
" "	৪৪	৪৮৯
বালকের প্রতি উক্তি	৩০	২৫৮
ব্রহ্ম সংগীতের ভূমিকা	১০	৭৫
ব্রহ্মসংগীত	১৫	১২৪
" "	২০	১৬৪
" "	৩৮	৩৪৯
" "	৩৬	৩১৫
" "	৪১	৪০০
" "	৪৪	৪৮৩
ব্রহ্ম স্তোত্র	২৫	২১৫
ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি	১১	৮১
ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারি নিরূপণ [সংস্কৃত]	৯	৭২
ব্রহ্মোপাসনার বিধি	১৫	১২১
ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন বিষয়	১৩	১০২
ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বিষয়	৪১	৩৯৭
" "	৩৩	২৭৭
" "	৩৪	২৮৯
ব্রাহ্মসমাজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক	৬	৪৫
ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম	৯	৭২
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৪	১০৬
" "	১৫	১১৯
" "	১৬	১২৭
" "	১৭	১৩৫
" "	১৮	১৪৪
" "	১৯	১৫১
" "	২০	১৫৯
" "	২১	১৬৭
" "	২২	১৭৭
" "	২৩	১৮৮
" "	২৪	১৯৯
" "	২৬	২১৮
" "	২৭	২৩২
" "	২৯	২৫০
" "	৩৮	৩৪৪
" "	৪২	৪১১
ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান	১	২
" "	১	৩
" "	২	১০
" "	৩	২১
" "	৮	৬০
" "	৭	৫০
মদ্য পানের বিষয়	১৩	৯৫
"	২৪	১৯৭
মনুষ্যের সংসর্গ কর্ত্তব্যতা	৭	৪৯
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ	১৬	১৩২
ঐ	১৭	১৩৯০

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
মহাভারতীয় শ্লোক	৩০	২৫৯
" "	৩১	২৬৬
" "	৩২	২৭৫
" "	৩৪	২৯৬
" "	৩৫	৩০৭
" "	৩৬	৩২৩
" "	৩৭	৩৩৬
" "	৪০	৩৭৭
" "	৪১	৩৯৮
মান্দ্রাজে খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার বিষয়...	৪০	৩৭১
মুণ্ডকোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ ...	৩৯	৩৫৬
মোহমুদ্গরের শ্লোক	৪০	৩৭৮
" "	৪১	৩৯৯
যোগিদিগের বিবরণ	৪৪	৪৬১
যৌবন কালের কর্ত্তব্যতা বিষয়	৫	৪০
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত ...	২১	১৬৫
রামমোহন রায় কৃত বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক	১	৭
" "	২	১৩
রামমোহন রায় কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ...	৩	২২
" " ...	৪	২৮
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ...	৫	৩৫
" " ...	৬	৪২
" " ...	৭	৫২
" " ...	৮	৬১
" " ..	৯	৬৮
" " ...	১০	৭৮
" " ...	১১	৮৪
" " ...	১২	৯২
" " ...	১৩	৯৮
রিপুরপ্রবলতা দ্বারা দুষ্কর্ম্মের প্রভাব বিষয়	১৪	১০৫
রেশেনেল এনালিশিশ আব দি গস্পেল পুস্তক বিষয়	২৯	২৪৫
লুইন সাহেবের প্রতিষ্ঠা পত্র	৪০	৩৭৪
লুইন সাহেবের উত্তর	৪০	৩৭৫
বনমানুষ	২৯	২৫১
বর্ণের বিবরণ	৩৩	২৭৮
বাজনেয়সংহিতোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ	৩৭	৩৩৪
বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের কতিপয় শ্লোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর (ইংরাজিতে)	৩৮	৩৫১
বিদ্যামোদিনী সভার বক্তৃতা	২০	১৫৮
বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের কতিপয় শ্লোকের তাৎপর্য্য	৩৪	২৯১
বেদ শাস্ত্রের প্রাধান্য বিষয়	৪৪	৪৭৪
বেদ শাস্ত্রের বিবরণ	৩৫	৩০১
বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণের কর্ত্তব্যতা	১	৬
বেদান্তের সার মর্ম্ম	২৫	২১৪
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন [ইংরাজিতে]	১৪	১১২
" "	১৯	১৫৩
" "	২৬	২২১
বৈষ্ণব ও শাক্তদিগের উপাসনা	১৭	১৩৩

শক্তি উপাসনা বিষয়	৩৮	৩৩৭
শক্তি উপাসকদিগের সম্প্রদায়	৪১	৩৮৫
শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মেদিনীপুরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনার বিষয়	৪০	৩৭৬
শীলবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয় বিষয় ...	২৩	১৮৭
শৈব ধর্ম্মের প্রচার এবং শঙ্করাচার্য্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি	৫২	৪০১
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথম তিন অধ্যায়ের ইংরাজি অনুবাদ ...	৪১	৩৯৪
ঐ শেষ তিন অধ্যায়ের ইংরাজি অনুবাদ	৪৪	৪৭৫
সঙ্গীত আমোদের বিষয়	৩১	২৬৩
সত্য বিষয়ক বক্তৃতা	৫	৩৮
সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা	২৮	২৪০
ঐ „	৩০	২৫৭
সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম বক্তৃতা ১৭৬৫ শক	৮	৫৭
ঐ দ্বিতীয় বক্তৃতা ১৭৬৫ শক	৯	৬৫
সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৬ শক	১৯	১৪৯
সিন্দু ঘোটক	[illegible]	[illegible]
সুপ্রসাগরের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	[illegible]	[illegible]
ঐ „ ...	৪[illegible]	[illegible]
স্ত্রীশূদ্রদিগের বেদপাঠে অনধিকার বিষয়ে প্রেরিত পত্র এবং সম্পাদকীয় উক্তি	[illegible]	[illegible]
স্ত্রীশূদ্রদিগের বেদ পাঠে অধিকার বিষয়ে প্রমাণ....	[illegible]	[illegible]
স্বদেশের হিতের বিষয়	[illegible]	৮৯
হিতোপদেশ	[illegible]	৩২
হিন্দুস্ত্রীদিগের দুরবস্থার বিষয়	২৫	[illegible]
ঐ	[illegible]	[illegible]
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয় বিষয়	[illegible]	[illegible]
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত দানের বিজ্ঞাপন	[illegible]	[illegible]
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধনের বিজ্ঞাপন	[illegible]	২৫২
ঐ	২৫	[illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প সমাপ্ত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
[illegible] নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।